শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-
'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সমেতা)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

বেদান্তাচার্য্য-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার-

শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-

'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সমন্বিতা-তদ্‌-বঙ্গানুবাদ-সমেতা,

* * *

পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ওঁবিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমদ্‌ সচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-প্রণীত-

'বিদ্বদ্রঞ্জন'-নাম-বিশদ-ভাষাভাষ্য-সহিতা চ।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

সম্পাদিতা

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ

প্রকাশিতা।

মূল শ্লোক, অন্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, শ্লোকানুবাদ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষা-ভাষ্য, শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'গীতাভূষণ' নামক ভাষ্য ও উক্ত ভাষ্যানুবাদ
এবং তদানুগত্যে সম্পাদক কর্তৃক
'অনুভূষণ' - নাম্নী টীকার
সহিত প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি
গৌরাব্দ ৫১২, বাংলা ১৪০৫, ইংরাজী ১৯৯৯ সাল

পঞ্চম সংস্করণ
শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি
গৌরাব্দ-৫২১, বঙ্গাব্দ-১৪১৪, খৃষ্টাব্দ-২০০৭

প্রকাশক
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের
বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

মুদ্রাকর
শ্রীরবি ঘোষ
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩-এ, লেনিন সরণি, কলিকাতা - ১৩

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন
২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা - ২৯
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন
সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন
রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া

আনুকূল্য-১০০৲

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

২য় ষট্‌ক (ভক্তিযোগ)

(৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায়)

ভূমিকা

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ॥

ভগবদবতার মহর্ষি **শ্রীমদ্‌কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস**-রচিত **শ্রীমহাভারতের** অন্তর্গত **শ্রীমদ্ভগবদগীতা শাস্ত্র**। ইহাতে অষ্টাদশটি অধ্যায় রহিয়াছে। উহা

তিন ষট্‌কে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম ষট্‌ক অর্থাৎ ১ম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত **'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ'**; দ্বিতীয় ষট্‌ক অর্থাৎ ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত **'ভক্তিযোগ'** এবং তৃতীয় ষট্‌ক অর্থাৎ ১৩শ অধ্যায় হইতে ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত **'ভক্তিমূলক জ্ঞানযোগ'** বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে প্রথম খণ্ডে **'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ'**-বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভূমিকা প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় খণ্ডে **'ভক্তিযোগ'**-বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা প্রদত্ত হইতেছে।

পূর্ব্বেই আমরা অবগত হইয়াছি যে, সর্ব্বশাস্ত্রসারশিরোমণি **শ্রীমদ্ভাগবতের** আনুগত্যে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করাই বিধি। তদুপরি মূর্ত্তিমন্ত ভাগবতস্বরূপ ভক্তগণের আনুগত্যেই এই সকল শাস্ত্র পঠন-পাঠন ও বিচার করা কর্ত্তব্য। ভক্তগণের মধ্যেও **শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের** আনুগত্যে শাস্ত্র-আলোচনা করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিলে, একদিকে যেমন শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ বিশেষ রহস্য ও রসাস্বাদ অনুভব করিতে পারা যায়। সেইজন্যই আমরা শ্রীমদ্ভাগবত তথা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আনুগত্যেই **শ্রীগীতা**-গ্রন্থের অনুশীলন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীকৃষ্ণও** বলিয়াছেন,—
"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"

(ভাঃ ১১।২০।৬)

এস্থলে তিনটি যোগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অর্থাৎ **কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ**। মানবের শ্রেয়ঃ-বিধানের জন্য তিনটি যোগ কথিত হইলেও ভক্তিযোগ কিন্তু অন্য যোগদ্বয়াপেক্ষা বিশেষ। নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানজনক হয়, এবং জ্ঞানযোগ মোক্ষপ্রদ হয় কিন্তু উহা সাক্ষাৎ ভক্তিজনক নহে। কেন না, ভক্তি যাদৃচ্ছিকী, ভক্তিদেবী স্বতন্ত্রা ও নিরপেক্ষা। শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল।" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪পঃ) শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত "মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া" (ভাঃ ১১।২০।১১) শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যদি চ **যাদৃচ্ছিকত্বদ্ভক্ত-**

সঙ্গলাভস্তদা মদ্ভক্তিংচ কেবলাং তয়া চ প্রেমাণম্ প্রাপ্নোতি, যদি চ কর্ম্মমিশ্র-জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিমৎসাধুসঙ্গলাভস্তদা ততঃ প্রাপ্তয়া কর্ম্মমিশ্রয়া জ্ঞানমিশ্রয়া চ প্রধানীভূতয়া ভক্ত্যা অন্ততঃ শান্তিরতিং প্রাপ্নোতি।”

'যোগ' শব্দের অর্থেও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥”

অর্থাৎ যাবতীয় বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ পূর্ব্বক যথাযথভাবে সাক্ষাৎ আমাতে ধারণ করাকেই সনকাদি আমার ভক্তগণ 'যোগ'রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান আলোচ্য ভক্তিযোগের বর্ণনে শ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও পাই,—“ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ”, এই শ্লোকের **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর** টীকার মর্ম্মেও পাই,—“স্বীয় উপাস্য আমাতে সর্ব্বদা আসক্তমন যঁাহার, তুমি বা অন্য যে কেহ তোমার সদৃশ আমার আশ্রিত অর্থাৎ আমার দাস্য-সখ্য প্রভৃতির যে কোন একটি ভাবের আশ্রয়ে শরণাগত হইয়া 'যোগ' অর্থাৎ আমার শরণাদিলক্ষণ যাহা, তাহা করিতে প্রবৃত্ত হয়।”

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

“কীদৃশ যোগ? আমার সহিত সংযোগ “যুঞ্জন্” অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া মদাশ্রয় অর্থাৎ আমাকেই আশ্রয় করে, কিন্তু জ্ঞান-কর্ম্মাদিকে আশ্রয় করে না, এইরূপ অনন্যভক্ত।”

অতএব ইহা বিশেষ লক্ষীতব্য যে, **শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র আশ্রয় থাকিলে তাহাকে 'ভক্তিযোগ' বলা চলে না।** শ্রীভগবানই একমাত্র ভক্তিযোগের বিষয়, এবং তাঁহাতেই অনন্যভাবে চিত্তের সন্নিবেশ অথবা ষড়বিধা-শরণাগতি লাভই 'যোগ' শব্দের উদ্দিষ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

“স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥”

এই শ্লোকের বিবৃতিতে পরমারাধ্যতম **শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ** লিখিয়াছেন—“ভজনীয় বস্তু, ভজন ও ভজনকারী সকলই অধোক্ষজ। অক্ষজবিচারে যে

প্রভুস্বাধীন আনুগত্য বিরাজমান, তাহা হেতুজাত ও কৈতবরূপ প্রয়োজন-দ্বারা বাধা প্রাপ্ত। তাহা নির্ম্মল পুরুষের নিত্যধর্ম্ম হইতে পারে না। প্রাকৃত-গুণে আক্রান্ত-হৃদয় জনগণ পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া অক্ষজবস্তুর অনুশীলনে জ্ঞানপথ ও কর্ম্মপথে বিচরণ করেন। তদ্দ্বারা অনাত্ম মন ও স্থূলদেহ নানাক্লেশে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অনুপাদেয় স্বার্থপরতায় আচ্ছন্ন হয়। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে সুনির্ম্মল আত্মার অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন ক্রিয়ার সমাধান নাই। যে কাল পর্য্যন্ত জীব স্বীয় রুচিবশে ঈশ্বরের জন্য কায়মনোবাক্যে অনুকূলচেষ্টা-বিশিষ্ট না হন, তৎকালাবধি স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে তাঁহার অনাত্ম-ইন্দ্রিয়-ভোগপ্রবৃত্তি অথবা নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানপরতা-মূলে অপ্রসন্নচিত্ততা পরিদৃষ্ট হয়। অন্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতা নিত্যা ভক্তির উদয়ে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই সন্তোষ লাভ করেন। সেই নিত্য-আনন্দ নবনবায়মান বলিয়া নশ্বর প্রাকৃত জড়রসে কোন চমৎকারিতা না দেখিতে পাইয়া তাহাতেই অবস্থিত।"

প্রথম ষট্‌কে যেরূপ বলা হইয়াছে যে, ক্রিয়াসমূহ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি শ্রীভগবানে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাহা 'কর্ম্মযোগ' না হইয়া 'কর্ম্মকাণ্ডে' পরিণত হইয়া পড়ে। সেইরূপ এস্থলেও 'ভক্তিযোগ' অধোক্ষজ শ্রীভগবানে প্রযুক্ত না হইয়া যদি অন্য দেবাদির উদ্দেশ্যেও প্রযুক্ত হয়, তাহা 'ভক্তিযোগ' বলিয়া গণিত হইতে পারে না।

সাধারণতঃ মানুষ 'ভক্তি' শব্দটী যেখানে সেখানে ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, দেবভক্তি, দ্বিজ-ভক্তি, দেশ-ভক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি 'ভক্তি'-শব্দ সহযোগে ব্যবহার হইয়া থাকে। এমন কি, অনেক সময় নিতান্ত লৌকিক জড়ীয় ব্যাপারসমূহও 'ভক্তি' শব্দ-সহযোগে বলিয়া থাকে যে, 'ভক্তি করিয়া ঔষধ-সেবন করো,' 'ভক্তি করিয়া রান্না করো,' 'ভক্তি করিয়া ভোজন করো' ইত্যাদি। এই সকল-স্থলে 'ভক্তি' শব্দের প্রয়োগকে কেবল বিকৃত বা অপপ্রয়োগ বলা যায়। ভগবদ্ভক্তি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'ভক্তি' শব্দ একমাত্র শ্রীভগবানেই প্রয়োগ হইতে পারে। ভজ্ ধাতু হইতেই ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন, অতএব ভজ্ ধাতু সেবায়াম্-বিচারে ভজনীয় বস্তু ও ভজনকারীর মধ্যে যে ভাব বর্ত্তমান তাহাই ভজন বা সেবা। শ্রীভগবানই একমাত্র ভজনীয় বস্তু

আর জীবমাত্রই সকলে তাঁহার ভজনকারী বা সেবক। জীবাত্মার শুদ্ধ অবস্থায় শ্রীভগবানের প্রতি একটি স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে। মায়াবদ্ধাবস্থায় জীবের সেই স্বাভাবিক রাগ বিকৃত হইয়া নানাদিকে গতি বিশিষ্ট হইয়া নানা আকার লাভ করে। শুদ্ধ-জীবাত্মা শ্রীভগবানের নিত্যসেবক। শ্রীভগবানের নিত্য দাস্য বা সেবাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

জীব যখন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হয়, তখন মায়া তাহার শুদ্ধ-স্বরূপটিকে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মালানে আবদ্ধ করে। তখনই জীব সোপাধিক অবস্থায় সোপাধিক ধর্ম্মে লিপ্ত হয়। শ্রীভগবানের দাস্য ভুলিয়া গিয়া জীব পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিচারে আবদ্ধ হয়। তখন কেহ কর্ম্মকাণ্ডে, কেহ জ্ঞানকাণ্ডে রত হইয়া পড়ে। কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয় করিয়া কেহ পাপাদি ফলে নানা ইতর যোনি প্রাপ্ত হয়, বা নরকাদি গতিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ সৎকর্ম্মের ফলে স্বর্গাদিতে দেব-জন্ম লাভ বা মর্ত্তে মানবাদি জন্ম লাভ করিয়া নানাবিধ কর্ম্মফল ভোগ করে। এই প্রকার সৎকর্ম্মাশ্রয়ী জীব মনুষ্যলোকে অবস্থিত হইয়া কখনও সামাজিক কখনও রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তখন সামাজিক পরোপকারকে 'জীবসেবা' বা 'জীবে দয়া' নামে অভিহিত করে, কখনও বা দেবাদির ভক্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অভীপ্সিত ফল পাইবার জন্য দেবাদির পূজা করিয়া থাকে, আবার দেব-পূজার ফলে যখন কিছু ঐশ্বর্য্যলাভ করে, তখন মানব ও ইতর প্রাণিজগতের উপর প্রভুত্বও লাভ করে। শ্রেষ্ঠ সামাজিকগণ বিদ্যাদান, অন্নদান, ঔষধদান প্রভৃতি বহুবিধ পুণ্য কার্য্য করিয়া থাকেন।

রাজনৈতিক ব্যক্তি সকল রাজ্যের নানাবিধ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া দেশ-সেবা ও জন-সেবার আদর্শ স্থাপন করিয়া থাকেন।

এই সকল কর্ম্মের ফল অনিত্যবোধ হইলে, কেহ কেহ জ্ঞানকাণ্ডী হইয়া নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর হইয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল অবস্থাই জীবের বদ্ধাবস্থার বিক্রিয়া। জীবের শুদ্ধ অবস্থায় একটি মাত্র ক্রিয়া দেখা যায়, যাহার নাম শ্রীভগবানের 'ভক্তি' বা 'সেবা'। উহা নিত্যসিদ্ধ জীবের নিত্যসিদ্ধ অবস্থায় থাকে। বদ্ধজীব ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণক্রমে সাধু-সঙ্গে ও সাধুর কৃপায় অকস্মাৎ এই ভক্তিরূপ গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া 'ভক্তিযোগ'-আশ্রয়ে ভক্ত হইয়া পড়ে।

শাস্ত্র বলেন,—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে,
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥"

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥"

এই মহৎকৃপালব্ধ ভক্তি আবার দুই প্রকার, কেবলা ও প্রধানী-ভূতা অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি মিশ্রা। কেবলা বা অনন্যা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে পাই,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

যে প্রকার মহৎ-সঙ্গ ভাগ্যক্রমে লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তিই-লাভ হয়।

এতদ্ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর মধ্যে একপ্রকার ভক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা 'ভক্তি' নামে পরিচিতা হইলেও উহা কিন্তু গুণীভূতা সুতরাং প্রকৃত ভক্তি-স্বরূপ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নহে। কারণ ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণ স্বীয় কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের ফল-সিদ্ধির জন্য যে কিঞ্চিৎ ভক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা সগুণা ও ফল প্রদান করিয়াই অন্তর্হিতা হন সুতরাং অনিত্যা, কিন্তু ভক্তি নির্গুণ ও নিত্য। শ্রীভগবান্ যেমন নির্গুণ ও নিত্য; ভক্তি ও ভক্ত সেইরূপ নির্গুণ ও নিত্য। উহা সকলই অধোক্ষজ-তত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও এক প্রকার সগুণা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়,—

"অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাব স রাজসঃ॥
কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥" (ভাঃ ৩।২৯।৮-১০)

এই সকল সগুণা ভক্তি নিগু্র্ণা ভক্তি হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্। নিগু্র্ণা-ভক্তির স্বরূপ বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন,—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগু্র্ণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"
(ভাঃ ৩।২৯।১১-১২)

অর্থাৎ হে মাতঃ, (পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভক্তিই সগুণ) নিগু্র্ণ শুদ্ধভক্তির বিষয় উদাহৃত হইতেছে। আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিতা হয়, তাহাই নিগু্র্ণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তম আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধান-রহিত ও স্ব-প্রকাশ ও স্বতঃফলরূপ বলিয়া অব্যবহিতরূপে অবস্থান করে।

এই নিগু্র্ণা ভক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের,—

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥" (ভাঃ ৩।২৫।৩২-৩৩)

শ্লোকও আলোচ্য।

এই ভক্তিযোগ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা শ্রীগীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগীতার ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত

ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিলে ভক্তিযোগের স্বরূপ, তাহার বৈশিষ্ট্য ও তাহার ফল যে সকলই অসমোর্দ্ধ তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায়ে 'বিজ্ঞানযোগ' বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে ভজনীয় বস্তুর ঐশ্বর্য্য এবং চতুর্ব্বিধ ভজনকারী ও চতুর্ব্বিধ অভজনকারীর বিষয় কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণে আসক্তচিত্ত হইয়া তদাশ্রিতভাবে দাস্য-সখ্যাদির যে কোন একটি ভাবাশ্রয়ে শরণাদিলক্ষণ ভক্তিযোগ আশ্রয় করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে লাভ করিতে পারা যায়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরতম তত্ত্ব ইহা অবগত হইতে পারিয়া, তাঁহার পারতম্য-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারেন। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান। যাহা অবগত হইতে পারিলে, মঙ্গল পথে নিবিষ্ট ব্যক্তির আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞান বড়ই দুর্ল্লভ। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ এই জ্ঞান-লাভে যত্নবান্ হন, বহু যত্নপরায়ণ সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কেহ ভাগ্যফলে ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ জানিতে সমর্থ হন। ভক্তিযোগ ব্যতীত ইহা জানিবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। পরা ও অপরা-ভেদে শ্রীকৃষ্ণের দুইটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অপরা শক্তি অষ্টবিধা। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ স্থূল-প্রকৃতি; এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সূক্ষ্ম-প্রকৃতি। এতদ্ভিন্ন অন্য একটি পরা-প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'জীব' বলা হয়। সেই জীব শ্রীভগবানের তটস্থা-শক্তি বলিয়া পরিচিত। এই শক্তিদ্বয়ের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজগতের কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকেন। তিনিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। এই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা পরতত্ত্ব আর নাই। জগতের সমুদয় বস্তু তাঁহাতেই অবস্থিত এবং তাঁহার শক্তির দ্বারাই সমস্ত পরিচালিত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যাবতীয় ভাব তাঁহার প্রকৃতির গুণ হইতেই জাত কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র। এই ত্রিগুণের দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত বলিয়া গুণাতীত তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। গুণময়ী মায়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া; একমাত্র শরণাগতি-দ্বারাই মায়ার হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও অসুরভাবাশ্রিত দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত হইতে পারে না। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিমান্ ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিয়া থাকেন

অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সুকৃতিশালী তাঁহারাই ভজন করেন। ইহাদিগের মধ্যে আবার জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানী কিন্তু নিত্যযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে একমাত্র ঐকান্তিকভাবে অনুরক্ত। সেইরূপ জ্ঞানীর শ্রীভগবান্ অত্যন্ত প্রিয়, এবং তিনিও শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এস্থলে কিন্তু নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানকারী জ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে না। বহু বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বাসুদেবের ভজন করেন, বাসুদেবভক্ত মহাত্মাও সুদুর্ল্লভ। কামনার দ্বারা হৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ কিন্তু দেবতাদিগের নিকট প্রপন্ন হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে দেবপূজকগণের শ্রদ্ধানুযায়ী দেবগণের প্রতিই শ্রদ্ধার বিধান করিয়া থাকেন এবং তাহাদের কার্য্যফল যাহাতে দেবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন, তাহার বিধান করেন। অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট দেবপূজকগণ কিন্তু বুঝিতে পারেন না যে, দেবপূজার ফল অনিত্য আর শ্রীভগবানের ভক্তগণ নিত্যফল শ্রীভগবানকেই লাভ করেন। এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, দেবগণ অনিত্য, তাঁহাদের প্রদত্ত ফলও অনিত্য, আর শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার সেবা ও ধামাদি সকলই নিত্য। আর একপ্রকার নির্ব্বোধ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরমভাব না জানিয়া, তাঁহাকে অব্যক্ত হইতে বর্ত্তমানে মনুষ্যাদিভাবে ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করতঃ বিষম অনর্থে পতিত হন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা যোগ-মায়ার আশ্রয়ে থাকেন বলিয়া মায়ামুগ্ধ জীবের নিকট আত্ম প্রকাশ করেন না। শ্রীভগবান্ সকলকে জানিতে পারেন কিন্তু সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে না। ভূতগণ ইচ্ছা ও দ্বেষজনিত দ্বন্দ-বিষয়ে মোহিত হয়।

যাঁহাদের পাপ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়াছে, এবং মোহ-নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে ভজনা করেন, তাঁহাদের জরামরণ হইতে মোক্ষ লাভ হয় এবং পরব্রহ্ম আত্মতত্ত্ব, অখিল কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধি-যজ্ঞের সহিত জ্ঞান লাভ হয় ও প্রয়াণকালেও শ্রীভগবানের বিস্মৃতি হয় না।

শ্রীগীতার অষ্টম অধ্যায় পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নক্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব, পরব্রহ্মতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের স্বরূপ বর্ণন করেন। আরও বলেন,—মৃত্যুকালে যিনি শ্রীভগবানের স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারেন, তিনি ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। যিনি সর্ব্বদা যেভাবে বিভাবিত থাকেন, মৃত্যুকালে তাঁহার সেই

ভাব স্মরণ হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রীভগবানের উপদেশ সকল সময়ে সকলের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিতে পারিলে তাঁহাকে নিঃসংশয়রূপে পাওয়া যাইবে। সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইলে অভ্যাসযোগের প্রয়োজন, তাহাও বলিলেন। অভ্যাসযোগের প্রকার বর্ণনান্তে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া সতত আমার স্মরণ করেন, সেই নিত্য সমাহিত ভক্তযোগীর পক্ষে কিন্তু আমি সুলভ। যাঁহারা শ্রীভগবানকে লাভ করেন, তাঁহাদের আর দুঃখ পরিপূর্ণ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয় না। কিন্তু ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকবাসীদিগের পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয়। ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রিতে যথাক্রমে জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়। কিন্তু সনাতন অব্যক্তভাব কখনও বিনষ্ট হয় না। যে ধাম লাভ করিলে পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাহাই শ্রীভগবানের পরম ধাম। শ্রীভগবান্ অনন্যা ভক্তিদ্বারাই লভ্য। উত্তরায়ণে শুক্ল পথে দেহত্যাগকারী যোগীর ব্রহ্ম লাভ হয়। আর দক্ষিণায়ণে কৃষ্ণমার্গে দেহত্যাগকারী যোগীর পুনরাবর্ত্তন হয়। এই উভয় মার্গের তাত্ত্বিক পার্থক্য অবগত হইয়া তদুভয়ের অতীত যে ভক্তিযোগমার্গ তাহা অবলম্বনকারী যোগী কোনকালে মোহপ্রাপ্ত হন না। উভয় মার্গই ক্লেশকর জানিয়া ভক্তিযোগী ভক্তিযোগ অবলম্বনে সমুদয় ফল অতিক্রম করিয়া অনাদি ও পরম অপ্রাকৃত স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নবম অধ্যায় পাঠ করিলে জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পরম বিজ্ঞানযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম জ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন, যাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে সমগ্র অমঙ্গল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। শ্রীভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, তাহা গুহ্য এবং সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহা গুহ্যতর; বর্ত্তমানে যে কেবলা-ভক্তিলক্ষণ জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, তাহা গুহ্যতম। সেইজন্য এই জ্ঞানকে রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, অতিশয় পবিত্র, প্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ, সমস্ত ধর্ম্ম-সাধক, নির্গুণ ও সুখসাধ্য বলিয়া বর্ণন করিলেন। এই ভক্তিরূপ পরমধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শ্রীভগবানকে না পাইয়া সংসারে পতিত থাকে।

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইলেও তিনি বিশ্বে

আসক্ত নহেন। ভূতগণ শ্রীভগবানের মায়াশক্তি-প্রভাবের অন্তর্ভূর্ত বলিয়া তাঁহাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন বলা হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের দেহ-দেহী ভেদ না থাকায় তিনি সর্ব্বত্র স্থিত হইয়াও আকাশের ন্যায় নিতান্ত অসঙ্গ। শ্রীভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া মায়ার প্রভাবে বশীভূত এই ভূতগণকে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা অনাসক্ত ও উদাসীন থাকিয়া চিদানন্দে সর্ব্বদা আসক্ত থাকেন। শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতির গৌণকর্ত্তৃত্ব। অজ্ঞ মানবগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমভাব না জানিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে প্রাকৃত মানবতনু-বোধে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহাদের আশা নিষ্ফল, কর্ম্ম নিষ্ফল, তাহারা বৃথাজ্ঞানী ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি আশ্রয় করে। দৈবপ্রকৃতি-সম্পন্ন মহাত্মাগণ কিন্তু শ্রীভগবানকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন। তাঁহারা সতত শ্রীভগবানের নামরূপাদি কীর্ত্তন করত দৃঢ়ব্রত হইয়া ভক্তির অনুশীলন করেন। কেহ কেহ আবার জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা উপাসনা করেন। অহং-গ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক ও বিশ্বরূপোপাসক সকলেই মন্দবুদ্ধি। শ্রীভগবানই বিশ্বের পালক ও বেদময়মূর্ত্তি। তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ। সোমযাজীর ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি ঘটে। তাঁহাদের স্বর্গভোগের পর পুনরায় মর্ত্তে আগমন করিতে হয়, এবং এই কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত ব্যক্তিগণের পুনঃপুনঃ গতায়াত হইয়া থাকে।

অনন্য শরণাগত ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম অর্থাৎ সমস্ত ভারই শ্রীভগবান্ বহন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর। অন্যান্য দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা অবৈধ। অন্যদেব ও পিতৃগণের উপাসকগণ তত্তৎ অনিত্য লোক লাভ করিয়া থাকে আর শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ নিত্য তদীয় লোক লাভ করতঃ নিত্য মঙ্গল লাভ করেন। শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণের প্রদত্ত বস্তুমাত্রই শ্রীভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি ভক্তির বশ। সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করাই সকলের কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতে সম হইলেও যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তিসহকারে ভজন করেন, তিনি তাহাদিগেতে অনুরক্ত থাকেন। শ্রীভগবানের অনন্য ভজনকারী ব্যক্তি স্থূল দৃষ্টিতে দুরাচার বলিয়া প্রতীত হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মনন করা কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহার অধ্যবসায় অত্যন্ত সাধু, তাহাতে কোন প্রাকৃত দুরাচার থাকিতে পারে না। কদাচিৎ দুরাচার দৃষ্ট হইলেও শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া পড়িবেন। শ্রীভগবানের অনন্য

ভক্তের কখনও বিনাশ বা পতন নাই। ভগবদ্ভজনের ফলে অধম ব্যক্তিরও সদ্গতি লাভ হয়। অতিশয় পাপযোনিতে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি শ্রীহরি-ভজন ফলে শ্রেষ্ঠগতি লাভ করেন। অতএব অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ সংসার লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিযোগই ভগবদ্-কৃপালাভের একমাত্র উপায়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ শ্রদ্ধা-ভক্তির উপদেশ করিতে করিতে এই অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন। তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, শরীরকেও আমার ভজনে ও প্রপত্তিতে নিযুক্ত কর। তাহা হইলে মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে অবশ্যই পাইবে।

দশম অধ্যায়ে পাওয়া যায়, শ্রীভগবানই সকলের আদি কারণ-স্বরূপ সুতরাং দেব, ঋষি কেহই তাঁহার আবির্ভাব-বিষয় অবগত নহেন। যিনি শ্রীভগবানকে অনাদি, অজ ও লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মোহরহিত ও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বময় ও সর্ব্বলোক-মহেশ্বর। প্রাণিগণের বিবিধভাব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সপ্ত ঋষি, চতুঃসন, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনুগণ সকলেই শ্রীভগবানের মনের সঙ্কল্প হইতে জাত এবং তাঁহার প্রভাবে প্রভাব-বিশিষ্ট হইয়া জগতের সমুদয় প্রজার বিস্তার করিয়াছেন। যিনি শ্রীভগবানের বিভূতি ও যোগ-বিষয়ে জ্ঞাত আছেন তিনি সম্যক্‌দর্শী ; ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ, তাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা মনে করিয়া বুধগণ প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীভগবানের ভজনা করেন। সেই ভজন-প্রকার বলিতেছেন যে, তাঁহারা মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পর আমার তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক ও আমার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে তুষ্টি ও রমণ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। সতত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী ব্যক্তিগণকে শ্রীভগবানই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। বুদ্ধিযোগ দানের পর তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহাদিগকে নিজের অনুভূতি পর্য্যন্ত প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সংসার বিনাশ করেন।

সংক্ষেপে-কথিত বিভূতি বিস্তারিতভাবে জানিবার জন্য অর্জ্জুন প্রার্থনা করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে অনন্ত বিভূতির মধ্যে মুখ্য মুখ্য বিভূতি বর্ণনান্তে উপসংহারে বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতির অন্ত নাই, সংক্ষেপে তোমাকে বলিলাম। যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট, কোন প্রকার

প্রাচুর্য্য-বিশিষ্ট, তাহা সমস্তই আমার তেজ অর্থাৎ শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। ইহার বিস্তৃতজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন নাই। আমি একাংশের দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত বা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি জানিবে। অনন্ত জড়জগৎ শ্রীভগবানের একপাদ বিভূতিমাত্র। অবশিষ্ট ত্রিপাদ-বিভূতি-পরিপূর্ণ তাঁহার নিত্য অনন্ত বৈকুণ্ঠধাম।

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া সন্ত্রস্ত বুদ্ধি অর্জ্জুন শ্রীভগবানের স্তব করিলেন। শ্রীহরি অর্জ্জুনকে স্বকীয়রূপ প্রদর্শন-দ্বারা আনন্দিত করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ দশম অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে, তিনি একাংশের দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। অর্জ্জুন তাহা শ্রবণ করিয়া, দর্শনকামী হইয়া বলিলেন যে, তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে, ভূতগণের সৃষ্টি ও বিনাশ সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সবিস্তারে শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার ঐশ্বর্য্যময়-রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। যদি আমাকে যোগ্য মনে কর, তাহা হইলে সেইরূপ দেখাও। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তদ্দর্শনোপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ আমাদিগকে জানাইলেন যে, তাঁহার কৃপায় দিব্যদৃষ্টি না পাইলে কেহ তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ দর্শনে সমর্থ হন না। অর্জ্জুন মহাযোগেশ্বর শ্রীহরির কৃপায় ঐশ্বরিক রূপ দেখিলেন। প্রথমে শ্রীভগবানের বিরাট রূপ দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, ঐ-রূপ অনেক বদন ও চক্ষুবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুতদর্শনযুক্ত, অনেক দিব্য-আভরণ, অনেক দিব্য-আয়ুধ, দিব্যমালা-অম্বরধারী, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যময়, অসীম ও সর্ব্বব্যাপী। সহস্র সূর্য্যের তুল্য প্রভাযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিরাটদেহে এক-স্থানে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র বিশ্বকে দেখিলেন। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে বলিতে লাগিলেন। হে দেব! তোমার দেহে সকল দেবতা, ঋষিগণ, জীবসমূহ দেখিতেছি। তোমার বহু বহু হস্তাদি দেখিতেছি, আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয় সনাতন পুরুষ, সনাতন ধর্ম্মের পালক। আরও দেখিতেছি যে, তোমার মুখগহ্বরে প্রদীপ্ত অনল এবং তোমার তেজে যেন সমগ্র বিশ্ব সন্তপ্ত হইতেছে। হে বিরাটপুরুষ! তোমার

এই ত্রিলোকব্যাপ্ত-ভীষণ রূপ দেখিয়া সকলে ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে। দেব, ঋষি সকলেই স্তব করিতেছে।

তোমার এই বিশালরূপ দেখিয়া আমিও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। কেবল যে ভীত হইয়াছি, তাহা নহে, আমি ধৈর্য্য ও শান্তিও লাভ করিতে পারিতেছি না। তোমার প্রলয়াগ্নিতুল্য বদনসকল দর্শন করিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি প্রসন্ন হও। যুদ্ধের ভাবী ফলাফল দর্শন করিয়াও বলিতেছেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, রাজন্যবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি এবং আমাদের পক্ষীয় যোদ্ধাগণ সকলে ত্বরান্বিত হইয়া তোমার ভয়ঙ্কর মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কেহ বিচূর্ণিত, কেহ বা দন্তলগ্ন হইয়া পড়িতেছে। নদী সকলের সমুদ্রে প্রবেশের ন্যায় পৃথিবীর বীরগণ তোমার প্রদীপ্ত মুখানলে প্রবেশ করিতেছে। পতঙ্গকুল যেমন মরণের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ সকলে মরণের জন্য প্রবিষ্ট হইতেছে। আর তুমি সেই সকলকে গ্রাস করিয়া ভক্ষণ করিতেছ। হে দেব! হে ভয়ানকরূপী তুমি কে? আমাকে বল। তখন শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে নিজ কালরূপের কথা বলিয়া, তিনি এক্ষণে সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং এক অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেহই বাঁচিবে না, জানাইলেন। হে অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধ না করিলেও ইহারা মরিবেই। অতএব তুমি নিমিত্ত-মাত্র হইয়া শত্রু জয় পূর্ব্বক কীর্ত্তি লাভকরত সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। ইহার পর অর্জ্জুন কম্পিত কলেবরে, ভীতভাবে করযোড়ে প্রণামপূর্ব্বক গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন। হে হৃষীকেশ! তোমার মহিমায় সকলেই আকৃষ্ট, তুমি সর্ব্বলোকপ্রণম্য। তুমি বিশ্বের পরম আধার, তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও পরমপদ, তুমি অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী। তুমি বায়ু, অগ্নি, যম, বরুণ ও চন্দ্র, তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার। তোমার সর্ব্বদিকে নমস্কার। তোমার এইরূপ বিভূতি না জানিয়া তোমাকে সাধারণ সখা মনে করিয়া যে সকল সম্বোধন ও ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। তোমার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তোমার অচিন্ত্যপ্রভাব, তোমার সমান বা তোমা হইতে অধিক আর কেহ নাই, ইত্যাদি বাক্যে ভূপতিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং পুনরায় শ্রীভগবানের সৌম্যরূপের দর্শনের প্রার্থনা জানাইলেন। অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে প্রথমে চতুর্ভুজরূপ ও পরে সৌম্যবপু রণপূর্ব্বক নিজ রূপ প্রদর্শন করত ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন।

অর্জ্জুনও সেই রূপ দর্শন করিয়া বলিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শনে আমি প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্নচিত্ত হইলাম। শ্রীভগবান্ তখন বলিলেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার অতীব দুর্ল্লভদর্শন লাভ করিলে, দেবতারাও নিত্য এইরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। তুমি আমাকে যেরূপ দর্শন করিলে, বেদ, তপস্যা ও দান যজ্ঞাদির দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। শ্রীভগবানের দর্শনের সুদুর্ল্লভতার বিষয় বর্ণন করিয়া এক্ষণে তাহার উপায় বলিতেছেন। হে অর্জ্জুন! অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে এইরূপে তত্ত্বতঃ জানিতে, দেখিতে, ও আশ্রয় করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, মৎপরায়ণ, আমার ভক্ত, অনাসক্ত, সর্ব্বজীবের প্রতি বৈরভাবশূন্য, সেই ব্যক্তিই আমাকে পাইতে পারেন।

অনেকে শ্রীভগবানের বিরাটরূপের মহিমায় আকৃষ্ট হইলেও ইহা কিন্তু মায়িক বা প্রাকৃত। শ্রীভগবানের নররূপ বা নরলীলাই অপ্রাকৃত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহাই শরণাগত অন্তরঙ্গ নিজ জনগণকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন যে, সমস্ত উপায়ের মধ্যে শুদ্ধা ভক্তিই একমাত্র মহাবলীয়সী। যদ্দ্বারা শ্রীভগবদ্-প্রাপ্তি অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। এইজন্যই এই অধ্যায়ের নাম "ভক্তিযোগ"। প্রথমেই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, যাঁহারা সতত তোমাতে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এতদুভয়ের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ? অর্থাৎ শ্রীহরিভজন ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, যাঁহারা পরম শ্রদ্ধার সহিত শ্রীভগবানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিত্য নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারাই সর্ব্বোত্তম যোগী বা উপাসক,—ইহাই শ্রীভগবানের অভিমত। আর যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের ক্লেশ অধিকতর। দেহধারী জীবের পক্ষে নির্ব্বিশেষ গতি দুঃখরূপেই লভ্য। যাঁহারা সকল কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক তৎপরায়ণ হইয়া অনন্য ভক্তিযোগে তাঁহার ধ্যানপূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানই সংসার-সাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ উপদেশ দিতেছেন যে, আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বিচারবুদ্ধি নিবিষ্ট কর, ইহার ফলে জীবনান্তে আমার নিকটেই বাস করিবে। যদি

তাহাতে অসমর্থ হও তবে অভ্যাস-যোগের দ্বারা চেষ্টা কর। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও অর্থাৎ আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে সর্ব্ব কর্ম্ম করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে। আর যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার শরণাগত হইয়া সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর, অর্থাৎ আমাতে সমর্পণ কর। কারণ অভ্যাস অপেক্ষা আত্ম-জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, অনিষ্পন্ন-ধ্যান হইতে কর্ম্মফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; আর এই ত্যাগ হইতে শান্তি অর্থাৎ চিত্তের স্থিরতা বা শুদ্ধি লাভ হয়। এক্ষণে শ্রীভগবান্ ভক্তগণের কয়েকটী লক্ষণ বা গুণ বর্ণনান্তে তাঁহাতে আত্মসমর্পণকারী ঐকান্তিক ভক্তই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তাহা জানাইতেছেন। শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্তগণের আচরণীয় বিষয় সমূহ বর্ণনপূর্ব্বক উপসংহারে বলিতেছেন যে, যাঁহারা মৎপর ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই অধ্যায়-বর্ণিত ধর্ম্মামৃতের পর্য্যুপাসনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই অধ্যায়ের ইহাই সার কথা যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাস্য। শ্রদ্ধা-ভক্তিযোগই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। ভক্তগণে সকল সদ্গুণই বিরাজিত। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনায় সাধন ও সাধ্য-অবস্থায় সর্ব্বদা ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীগীতার এই দ্বাদশ অধ্যায় আলোচনা পূর্ব্বক শুদ্ধা ভক্তিযোগাশ্রয়ে ঐকান্তিক-ভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করিবেন। শুদ্ধভক্তের সঙ্গই শুদ্ধা-ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। ভাগ্যক্রমে শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ হইলে অনায়াসে শ্রীহরি-বিষয়িনী শ্রদ্ধা ও ভক্তচরিত্রে লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধ ভক্তের পদাশ্রয়ে শ্রীহরি-ভজন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শ্রীগীতার দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়-বর্ণিত ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলেই জীবের ভাগ্যোদয় হয় এবং শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার সহায়ক হন।

শ্রীল-সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি।
শ্রীগুরুপূর্ণিমা, শ্রীপুরুষোত্তম।
৪ঠা শ্রাবণ (১৩৭৪), ২১শে জুলাই (১৯৬৭)।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাপ্রার্থী-
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

অধ্যায়-সূচী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরু-বন্দনা

নমো ওঁ গুরুদেবায় ধীমতে সৌম্যমূর্ত্তয়ে ।
ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী প্রভবে শ্রীমহাত্মনে ॥
বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচারিণে সতে ।
সাত্বতশাস্ত্রসদ্‌ব্যাখ্যা-নিপুণায় মহামতে ॥
ব্রহ্মসূত্র-শ্রুতি-স্মৃত্যৌ গৌড়ীয়ভাষ্যকারিণে ।
শাস্ত্রযুক্ত্যা ভতস্তত্র বিপ্রতিপত্তিনাশিনে ॥
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াধীশ-সেবা-প্রকাশিনে ।
বৈষ্ণবাচার্য্যদেবায় নিত্যকল্যাণ-দায়িনে ॥

—প্রকাশক

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ।

কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) পার্থ ! ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (নিবিষ্টচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ [সন্] (আমার শরণাগত হইয়া) যোগং যুঞ্জন্ (যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে) সমগ্রং মাং (সম্পূর্ণভাবে আমাকে) অসংশয়ং (নিঃসন্দেহে) যথা (যে প্রকারে) জ্ঞাস্যসি (জানিবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে পার্থ! আমাতে আসক্ত-চিত্ত ও আমার শরণাগত হইয়া, ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে নিঃসংশয়রূপে সম্পূর্ণভাবে আমাকে যে প্রকারে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ ! অন্তঃকরণ-শোধক নিষ্কাম-কর্ম্মযোগসাপেক্ষ মোক্ষফল-সাধক জ্ঞান ও যোগ প্রথম ছয়-অধ্যায়ে বলিলাম ; এক্ষণে দ্বিতীয় ছয়-অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বলিতেছি। আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া মদাশ্রয়-যোগ অভ্যাস করিতে করিতে মৎসম্বন্ধীয় যে সমগ্র-জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহা বলি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে জ্ঞান, তাহা সমগ্র নয়, যেহেতু

তাহা সবিশেষ জ্ঞান নয়। জড়ীয়বিশেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে একটি নির্ব্বিশেষ-চিন্তা লাভ করা যায়, তাহাতেই উহার (নির্ব্বিশেষ-চিন্তার) বিষয়রূপ আমার নির্ব্বিশেষ-আবির্ভাব ব্রহ্মের উদয় হয় ; তাহা নিগুর্ণ নয়, কেন না, তাহা দেহাদির অতিরিক্ত যে সাত্ত্বিক জ্ঞান, তাহাই মাত্র। ভক্তি—নিগুর্ণবৃত্তি-বিশেষ, তাহাকে অবলম্বন করিলেই নিগুর্ণস্বরূপ আমি জীবের নিগুর্ণ-চক্ষে পরিলক্ষিত হই ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—সপ্তমে ভজনীয়স্য স্বস্যৈশ্বর্য্যং প্রকীর্ত্ত্যতে।
চাতুর্বিধ্যঞ্চ ভজতাং তথৈবাভজতামপি ॥

আদ্যেন ষট্‌কেনোপাসকস্য জীবস্য স্বরূপং তৎপ্রাপ্তিসাধনঞ্চ প্রাধান্যে-নোক্তম্। মধ্যেন তুপাস্যস্য স্বস্য তত্তচ্চ তথোচ্যতে ; তত্র ষষ্ঠান্তনির্দ্দিষ্টং তব ভজনীয়ং রূপং কীদৃশং, কথং বা ভজতোঽন্তরাত্মা তদ্গতঃ স্যাদিত্যেতৎ পার্থেনাপৃষ্টমপি কৃপালুত্বেন স্বয়মেব বিবক্ষুর্ভগবানুবাচ,—ময়ীতি। ব্যাখ্যাত-লক্ষণে স্বোপাস্যে ময্যাসক্তমতিমাত্রনিরতং মনো যস্য স ত্বমন্যো বা তাদৃশো মদাশ্রয়ো মদ্দাস্যসখ্যাদ্যেকতমেন ভাবেন মাং শরণং গতো যোগং মচ্ছরণাদিলক্ষণং যুঞ্জন্ কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। অসংশয়ং যথা স্যাত্তথা,—কৃষ্ণ এব পরং তত্ত্বমতোঽন্যদ্বেতি সন্দেহশূন্যো মৎপারতম্যনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। সমগ্রং সাধিষ্ঠানং সবিভূতিং সপরিকরং চ মাং সর্ব্বেশ্বরং যেন জ্ঞানেন জ্ঞাস্যসি তন্ময়োচ্যমানমবহিতমনাঃ শৃণু। হে পার্থ! ন চ সমগ্রমিতি কার্ৎস্ন্যেন স জ্ঞানমাদিশতীতি বাচ্যমনন্তস্য তস্য তথাজ্ঞানাসম্ভবাৎ। স্মৃতিশ্চ—"কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ" ইতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সপ্তম অধ্যায়ে স্বকীয় ভজনীয় ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইতেছে,—সেই ভজনশীল ব্যক্তিকে চারপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং অভজনশীল ব্যক্তিকেও সেইভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম ছয়টি অধ্যায়ের দ্বারা উপাসক জীবের স্বরূপ এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ সাধনের বিষয়গুলিও প্রধানভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। মধ্যভাগের দ্বারা কিন্তু স্বীয় উপাস্য ভগবানের স্বরূপও সেই সেই ভাবে বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তে নির্দ্দিষ্ট মূল-বিষয়ের কথা অর্থাৎ তোমার ভজনীয় রূপ কীদৃশ? অথবা কিরূপে

ভজনা করিলে ভক্তের অন্তরাত্মা তদ্গতচিত্ত হইবে, এই সকল কথা পার্থ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইয়াও, পরমকৃপালু বলিয়া স্বয়ংই বলিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'ময়ীতি'। পূর্ব্বে আমাকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত নিজ উপাস্য আমাতে নিরন্তর আসক্তমতি—মন যাহার সে তুমি বা অন্য কোন লোক তোমার মত মদাশ্রিত ও আমার প্রতি দাস্য ও সখ্যাদির মধ্যে যে কোন একটি ভাবের দ্বারা আমার শরণাগত হয়, অর্থাৎ আমার শরণাদি-লক্ষণ যোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অসংশয়—নিশ্চিতভাবে কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অথবা ইনি ভিন্ন অন্য কেহ, তদ্বিজাতীয় সন্দেহ শূন্য হইয়া আমার পারতম্য নিশ্চয় করেন, ইহাই অর্থ। সমগ্র, অর্থাৎ অধিষ্ঠানের সহিত, বিভূতির সহিত এবং সপরিকর আমাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া, যেই জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারিবে, তাহাই আমি বলিতেছি, অবহিতচিত্তে তুমি তাহা শ্রবণ কর। হে পার্থ! ইহা সমগ্র—সম্যক্রূপে সে জ্ঞানকে উপদেশ দিতেছেন এই বাক্য বলা চলে না, কারণ অনন্ত-স্বরূপ সেই ভগবানের সেইরূপ জ্ঞানের অসম্ভব-হেতু। স্মৃতিতেও আছে "সমগ্ররূপে ব্রহ্মাও বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন",—ইহা ॥ ১ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অষ্টাদশ-অধ্যায়যুক্ত গীতা-শাস্ত্রকে তিনষট্‌কে বিভক্ত করা যায়। তন্মধ্যে আদি-ষট্‌কে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে জীবের স্বরূপ ও শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ভূত সাধনের কথা প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য বা দ্বিতীয় ষট্‌কে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত উপাস্য-তত্ত্ব শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং তৎ-প্রাপ্তির উপায়ও বর্ণিত হইতেছে। প্রথম ষট্‌কে জীবের স্বরূপ ও নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ বর্ণিত হইয়া, বর্ত্তমানে দ্বিতীয় ষট্‌কে ভগবৎ-স্বরূপ ও ভক্তিযোগ বর্ণিত হইতেছে, ইহাও বলা চলে।

ষষ্ঠঅধ্যায়ের শেষে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং" শ্লোকে শ্রীভগবান্ সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে যিনি তদ্গতচিত্ত হইয়া কেবল তাঁহার ভজন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হইয়াই এক্ষণে স্বয়ং কৃপালুরূপে সেই ভজনীয় রূপ কি প্রকার এবং ভজনকারী কি প্রকারে চিত্তের দ্বারা তাঁহাতে ঐকান্তিক আসক্তমনা হন, তাহাই বলিতেছেন।

শ্রীভগবানে 'আসক্তমনা' বলিতে নিজ উপাস্য শ্রীভগবানে দাস্য-সখ্যাদি-ভাবের কোন একটি ভাব একান্তভাবে আশ্রয়করত তাঁহার শরণাদি-লক্ষণযুক্ত যোগ অভ্যাস করিতে করিতে তৎ-সম্বন্ধীয় সমগ্র জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব, যাহা গীতাতে পরে বলিলেন "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" (৭।৭) শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ পরতত্ত্ব নহে, ইহা সন্দেহশূন্যভাবে যিনি নিশ্চয় করিয়াছেন। তিনি অধিষ্ঠান, বিভূতি এবং পরিকরাদির সহিত সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে যে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারিবেন, সেই জ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। ইহা সাবহিত হইয়া শ্রবণ করা সকলের কর্ত্তব্য।

কেবলা-ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানকে জানা যায়, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়, "ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১)। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান ও যোগ স্বতন্ত্রভাবে মুক্তি দিতেও অসমর্থ।

যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়, (মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ)

"ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি-বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান-বিনা ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥" (১০।১৪।৪)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান যে অসমগ্র তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"মদীয় মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে"। গীতাতেও শ্রীভগবান্ পরে বলিবেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"। (১৪।২৭) এতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের জ্ঞানের অপেক্ষায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অসমগ্রই ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়—অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানের সহিত) ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞানের কথা) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) বক্ষ্যামি (বলিব)

যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) ইহ (এই সংসারে) ভূয়ঃ (পুনরায়) অন্যৎ (অন্য কিছু) জ্ঞাতব্যং (জানিবার বিষয়) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে না) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—আমি তোমাকে বিজ্ঞানসমন্বিত এই জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলিব যাহা অবগত হইলে জগতে পুনরায় অন্য কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার চিৎ ও অচিৎ-শক্তিসম্পন্ন স্বরূপ-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকেই 'জ্ঞান' বলা যায়। সেই শক্তিদ্বয় হইতে বিবিক্ত-স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের নামই 'বিজ্ঞান'। আমি তোমাকে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা অবগত হইলে জগতে আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকিবে না ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং স্তৌতি,—জ্ঞানমিতি। ইদং চিদচিচ্ছক্তিমৎস্বরূপবিষয়কং জ্ঞানং, তচ্চ সবিজ্ঞানং বক্ষ্যামি। তচ্ছক্তিদ্বয়বিবিক্তস্বরূপবিষয়কং জ্ঞানং বিজ্ঞানং তেন সহিতং তে তুভ্যং প্রপন্নায়াশেষতঃ সামগ্র্যেণোপদেক্ষ্যামীত্যর্থঃ। যৎস্বরূপং সর্ব্বকারণং যচ্চ ধ্যেয়ং তদুভয়বিষয়কং জ্ঞানমত্র বক্তুং প্রতিজ্ঞাতং যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বেহ শ্রেয়োবর্ত্মনি নিবিষ্টস্য জিজ্ঞাসোস্তবান্যজ্‌-জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে, সর্ব্বস্য তদন্তর্ভাবাৎ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বক্ষ্যমাণ জ্ঞানের বিষয় প্রশংসা পূর্ব্বক বলা হইতেছে—'জ্ঞানমিতি'। এই চিৎ ও অচিৎ-শক্তিমৎস্বরূপ-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা বিজ্ঞানের সহিত বলিব। বিজ্ঞান অর্থে সেই শক্তিদ্বয় হইতে বিবিক্ত-স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানই বিজ্ঞান, তাহার সহিত। শরণাগত তোমাকে অশেষভাবে—সমগ্ররূপে উপদেশ দিব, ইহাই অর্থ। যেই স্বরূপ সকলের কারণ, যাহা ধ্যানের যোগ্য, সেই উভয় বিষয়ের জ্ঞানকে এখানে বলিতে প্রতিশ্রুত বা প্রতিজ্ঞাত, যেই জ্ঞানকে জানিয়া এখানে শ্রেয়ঃ পথে অবস্থিত ও জিজ্ঞাসু তোমার পক্ষে অন্য কোন জ্ঞাতব্য অর্থাৎ জানিবার বস্তু অবশেষ না থাকে, (তাহাই বলিব) কারণ—সমস্তই তাহার অন্তর্ভুক্ত ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ চিদ্ ও অচিদ্ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। সেই স্বরূপের জ্ঞান, বিজ্ঞানের সহিত বলিবেন।

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—শাস্ত্রীয় জ্ঞানই জ্ঞান ; এবং অনুভূতিই বিজ্ঞান।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যময় এবং বিজ্ঞান—মাধুর্য্যানুভব।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকেও বলিয়াছিলেন,—

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" ভাঃ ২।৯।৩০

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্, ভগবদ্ স্বরূপোপলব্ধি ও রহস্য প্রেম-ভক্তির সহিত অত্যন্ত গোপনীয় শব্দশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য আমার জ্ঞান ও সেই প্রেমভক্তির অঙ্গ সাধন-ভক্তি আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি আমার প্রপন্নভক্ত তোমাকে আমি অশেষরূপে সমগ্রভাবে উপদেশ করিব। সর্ব্বকারণময় যে স্বরূপ এবং যাহা ধ্যেয়-স্বরূপ এতদুভয়-বিষয়ক জ্ঞানই বলিবার অভিপ্রায় প্রতিজ্ঞা করিলেন। যাহা অবগত হইলে শ্রেয়োমার্গে-নিবিষ্ট জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অন্য জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞানের অন্তর্ভূত ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-জ্ঞান।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।"

শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধস্বভাব ও প্রীতিশীল শিষ্যের নিকট অতি নিগূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত॥" (১।১।৮)

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়-সখা অর্জ্জুনকে যাবতীয় তত্ত্ব-জ্ঞান উপদেশ করিলেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই উপদেশ গ্রহণ করিলে, তাহারও আর জ্ঞানের অভাব থাকে না॥ ২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥

অন্বয়—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মানবের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহ) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির জন্য) যততি (যত্ন করেন) যততাম্ সিদ্ধানাং অপি

(যত্নপরায়ণ সিদ্ধগণের মধ্যেও) কশ্চিৎ (কেহ) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সহস্র সহস্র মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রেয়োলাভের জন্য যত্ন করেন ; সেই বহুযত্নপরায়ণ সিদ্ধদিগের মধ্যেও কেহ আমার শ্যামসুন্দর-আকার স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পূর্ব্ব ছয়-অধ্যায়ের উল্লিখিত জ্ঞানী ও যোগীসকল চিন্তা-দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সহজে লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু চিন্ত্যবিষয়ের বিলক্ষণরূপ ভগবজ্‌জ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয় ; সহস্র-সহস্র-মনুষ্যমধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন পায়। সহস্র-সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—স্বজ্ঞানস্য দৌর্লভ্যমাহ,—মনুষ্যাণামিতি। উচ্চাবচদেহাত্ম-সংখ্যাতা জীবাস্তেষু কতিচিদেব মনুষ্যাস্তেষাং শাস্ত্রাধিকারযোগ্যানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব সৎপ্রসঙ্গবশাৎ সিদ্ধয়ে স্বপরাত্মাবলোকনায় যততে, ন তু সর্ব্বঃ। তাদৃশানাং যততাং যতমানানাং সিদ্ধানাং লব্ধস্বপরাত্মাবলোকনানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেবৈকো মাং কৃষ্ণং তত্ত্বতো বেত্তি। অয়মর্থঃ,—শাস্ত্রীয়ার্থা-নুষ্ঠায়িনো বহবো মনুষ্যাঃ পরমাণুচৈতন্যং স্বাত্মানং প্রাদেশমাত্রং মৎস্বাংশং পরমাত্মানং চানুভূয় বিমুচ্যন্তে। মাং তু যশোদাস্তনন্ধয়ং কৃষ্ণমধুনা ত্বৎসারথিং কশ্চিদেব তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাবাপ্তমদ্ভক্তিস্তত্ত্বতো যাথাত্ম্যেন বেত্তি,—অবিচিন্ত্যা-নন্তশক্তিকত্বেন নিখিলকারণত্বেন সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বৈশ্বর্য্যস্বভক্তবাৎসল্যাদ্যসংখ্যেয়-কল্যাণগুণরত্নাকরত্বেন পূর্ণব্রহ্মত্বেন চানুভবতীত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ,—'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ', 'মান্তু বেদ ন কশ্চন' ইতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—স্বকীয় জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্-বিষয়ক জ্ঞানের দুর্লভতার বিষয় বর্ণনা করা হইতেছে—'মনুষ্যাণামিতি'। জীব—উচ্চ, নীচ, দেহাত্মাভিমানী বহু, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্রই মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে। এই জাতীয় মানুষ-সমূহের মধ্যেও শাস্ত্রের অধিকারযোগ্য সহস্র লোকের মধ্যে কোন কোন মনুষ্যই সৎসঙ্গবশতঃ স্বাত্ম ও পরমাত্ম-দর্শনরূপ সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে কিন্তু সকল মানুষ তাহা করিতে পারে না। তাদৃশ যত্নশীলগণের মধ্যে সিদ্ধিলাভ-বিশিষ্ট স্বাত্ম ও পরমাত্মাবলোকনকারী সহস্র লোকের মধ্যে কোন একজনই

আমাকে—কৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ জানেন। ইহার এই অর্থ—শাস্ত্রীয় অর্থের অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তবিষয়ের অনুষ্ঠানকারী বহু মানুষ পরমাণু চৈতন্যস্বরূপ নিজ আত্মাকে এবং আমার স্বাংশতত্ত্ব প্রাদেশমাত্র-প্রমাণ পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া মুক্ত হন। আমাকে কিন্তু যশোদাস্তনপায়ী কৃষ্ণ, এখন তোমার রথের সারথিকে কেহ কেহ সেইরূপ সৎপ্রসঙ্গজন্য-লব্ধ আমার ভক্তি তত্ত্বতঃ যথার্থরূপে জানেন;—আমাকে অচিন্তনীয়, অনন্ত শক্তিমান্, নিখিল কারণস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, স্বকীয় ভক্তজনের প্রতি বাৎসল্যাদি-অসংখ্য কল্যাণকর গুণরত্নাকররূপে এবং পূর্ণব্রহ্মরূপে অনুভব করেন। তাহা বলিবেনও—'সেই মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ', 'আমাকে কেহই জানিতে পারে না' ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—এক্ষণে শ্রীভগবান্ নিজ জ্ঞানের দুর্ল্লভতা জানাইতেছেন। ভক্তি-ব্যতীত সেই জ্ঞান-লাভের অন্য উপায় নাই।

জগতে উচ্চাবচ দেহধারী বহু জীব আছে, সেই জীবগণের মধ্যে কতিপয় মনুষ্যই শাস্ত্রাধিকার-যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ শাস্ত্রাধিকারী সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ সৎসঙ্গবশতঃ স্বীয় আত্মা ও পরমাত্মার অবলোকনরূপ সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন। তাদৃশ যত্নশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার দর্শনরূপ সিদ্ধি লাভ করেন, তাদৃশ সহস্র সহস্র সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে কোন কেহই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন।

শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী বহু মনুষ্যই জীবাত্মাকে পরমাণুচৈতন্য এবং মদংশ প্রাদেশমাত্র-প্রমাণ অন্তর্য্যামীকে পরমাত্মা জানিয়া অর্থাৎ অনুভব করিয়া মুক্ত হন। কিন্তু যশোদার স্তন্যপায়ী বর্ত্তমানে তোমার সারথীরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ আমাকে এবং আমার ভক্তিকে তাদৃশ সৎপ্রসঙ্গের ফলেই তত্ত্বতঃ যথার্থরূপে জানিতে পারেন।

যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণ-ভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"। (মধ্য ২২।৮০)

তাদৃশ সাধুসঙ্গজাত শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা অবিচিন্ত্য অনন্ত-শক্তিমান, নিখিল কারণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়, স্বভক্তবাৎসল্যাদি অসংখ্য কল্যাণ-গুণরত্নের আকর পূর্ণব্রহ্ম আমাকে অনুভব করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে গীতায় পরে

বলিবেন—'সেই মহাত্মা সুদুর্ল্লভ,' (৭।১৯) এবং 'আমাকে কেহই জানিতে পারে না' (৭।২৬) ইত্যাদি।

কোটি কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে কৃষ্ণভক্ত সুদুর্ল্লভ।

ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"রজোভিঃ সম-সংখ্যাতা পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" (৬।১৪।৩-৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপ-শিক্ষায় স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটি-জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥"

(মধ্য ১৯।১৩৮-১৩৯, ১৪৪-১৪৮)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ইহাও বলিয়াছেন যে, "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবানন্দরূপ আনন্দ হইতে সবিশেষ ব্রহ্মানুভবানন্দ সহস্রগুণাধিক হয়।" এই বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাওয়া যায়,—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদ্রেষঃ চেৎ পরার্দ্ধ-গুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥" (১।১।২৫) অর্থাৎ যদি ব্রহ্মানন্দ-সুখকে দ্বিপরার্দ্ধ সংখ্যাদ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মানন্দ-সুখ ভক্তিসুখসাগরের পরমাণুরূপ তুল্যও হইতে পারে না।

এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥" (আদি ৭।৮৪-৮৫)

এইরূপ দুর্ল্লভ জ্ঞানের বিষয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন॥ ৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥

অন্বয়—ভূমিঃ (ক্ষিতি) আপঃ (জল) অনলঃ (অগ্নি) বায়ুঃ (পবন) খং (আকাশ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অহঙ্কার এব চ (এবং অহঙ্কার) ইতি ইয়ং মে (এই কয়টি আমার) অষ্টধা (আট প্রকার) ভিন্না (বিভিন্ন) প্রকৃতিঃ॥ ৪॥

অনুবাদ—আমার বহিরঙ্গা প্রকৃতি, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত॥ ৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানের নাম ভগবজ্‌জ্ঞান। তাহার বিবৃতি এই,—আমি সদা-স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন-তত্ত্ববিশেষ। ব্রহ্ম—আমারই শক্তিগত একটি নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র; তাঁহার স্বরূপ নাই; সৃষ্ট-জগতের ব্যতিরেকচিন্তাতেই তাঁহার সাম্বন্ধিকী অবস্থিতি। পরমাত্মাও আমার অংশগত জগন্মধ্যবর্ত্তী আবির্ভাববিশেষ; তাহাও ফলতঃ অনিত্য-

জগৎসম্বন্ধিতত্ত্ববিশেষ ; তাঁহারও নিত্য-স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই নিত্য ; তাহাতে আমার শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে। শক্তির একটি পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি ; তাহাকে জড়জননী বলিয়া 'অপরা-শক্তি'ও বলা যায়। আমার অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটি তত্ত্বসংখ্যা লক্ষ্য করিবে। 'ভূমি', 'জল', 'অগ্নি', 'বায়ু' ও 'আকাশ',—এই পাঁচটিতে পঞ্চ মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ,—এই পাঁচটি তন্মাত্র, —এই দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয় ; 'অহঙ্কার'-শব্দে অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়, 'বুদ্ধি'-শব্দে মহত্তত্ত্ব এবং 'মনঃ'-শব্দে প্রধান ;—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, এই সমুদয়ই আমার বহিরঙ্গশক্তিগত ॥ ৪ ॥

শ্রীবলদেব—এবং শ্রোতারং পার্থমভিমুখীকৃত্য স্বস্য কারণস্বরূপং চিদচিচ্ছক্তিমদ্বক্তুং তে শক্তী প্রাহ,—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। চতুর্ব্বিংশতিধা প্রকৃতির্ভূম্যাদ্যাত্মনাষ্টধা ভিন্না মে মদীয়া বোধ্যা তন্মাত্রাদীনাং ভূম্যাদিষ্বন্তর্ভা-বাদিহাপি চতুর্ব্বিংশতিধৈবাবসেয়া। তত্র ভূম্যাদিষু পঞ্চষু ভূতেষু তৎকারণানাং গন্ধানাং পঞ্চানাং তন্মাত্রাণামন্তর্ভাবঃ ; অহঙ্কারে তৎকার্য্যাণামেকাদশানা-মিন্দ্রিয়াণাম্ ; 'বুদ্ধি'-শব্দো মহত্তত্ত্বমাহ ; মনঃশব্দস্তু মনোগম্যমব্যক্তরূপং প্রধানমিতি। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যানমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে" ইতি। স্বয়ঞ্চ ক্ষেত্রাধ্যায়ে বক্ষ্যতি,—"মহাভূতান্যহঙ্কারঃ" ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার শ্রোতা পার্থ অর্জ্জুনকে আকৃষ্ট করিয়া নিজের কারণত্ব ও চিৎ এবং অচিৎ-শক্তিমৎ বিষয়ক তত্ত্ব বলিবার ইচ্ছায় সেই দুইটি শক্তির সম্পর্কে বলা হইতেছে—'ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্'। চতুর্ব্বিংশতি প্রকার প্রকৃতি। ভূম্যাদ্যাত্মরূপে অর্থাৎ ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপে আট প্রকারে বিভিন্ন, মৎসম্পর্কীয় প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। পঞ্চ-তন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধতন্মাত্রাদি পূর্ব্বোক্ত ভূমি প্রভৃতি অষ্ট প্রকার প্রকৃতিতে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এখানেও চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জানিবে। এই সম্পর্কে—ভূম্যাদি পঞ্চমহাভূতেতে তৎকারণস্বরূপ গন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, অহঙ্কারের মধ্যে অহঙ্কারের কার্য্য একাদশেন্দ্রিয়কে (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'বুদ্ধি'-শব্দ মহত্তত্ত্বকেই বলা হইয়াছে কিন্তু মনঃ শব্দে মনের গম্য অব্যক্তস্বরূপ প্রধানকে বলা হইয়াছে। শ্রুতিও এই প্রকার বলিয়াছেন "চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক

অব্যক্তকে ব্যক্ত বলা হইয়াছে। ইতি। নিজেও ক্ষেত্রাধ্যায়ে বলিবেন—"মহাভূতান্যহঙ্কার" ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—শ্রোতা-অর্জ্জুনকে সম্মুখে রাখিয়া চিদ্ ও অচিদ্ শক্তিদ্বয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুইটি শ্লোকে পরা ও অপরা-ভেদে প্রকৃতিদ্বয়ের বর্ণন পূর্ব্বক স্বীয় মূলকারণত্ব প্রকাশ করিতেছেন।

প্রথমে তিনি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক জগৎপ্রসবিণী প্রকৃতিকে অপরা-প্রকৃতি অর্থাৎ বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি বলিয়া পরিচয় করাইলেন। প্রকৃতির চতুর্ব্বিশংতি তত্ত্ব বলিতে গিয়া ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণন করিলেন। এস্থলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ পঞ্চতন্মাত্রকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্ভুর্ক্ত করিয়াই বলিয়াছেন। তৎপরে অহঙ্কার বলিতে গিয়া অহঙ্কারের কার্য্য পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে তদন্তর্ভুর্ক্ত করিয়াছেন। বুদ্ধি-শব্দে মহত্তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং মন-শব্দে মনের গম্য অব্যক্ত প্রকৃতিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ভারতী মহারাজ তাঁহার অনুবর্ষিণীতে লিখিয়াছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে এই প্রকৃতির প্র—কৃতি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কার্য্য এইরূপ ভাবে দেখাইয়াছেন—
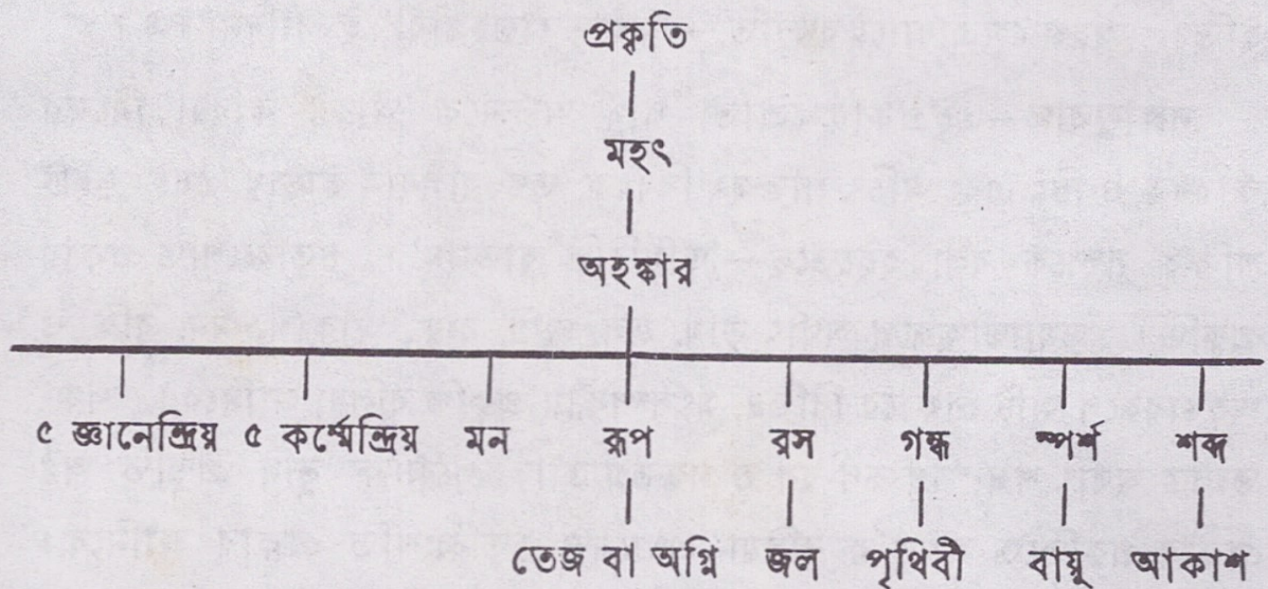
সাংখ্যকারিকায় পাওয়া যায়—'প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥' অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র—এই ষোড়শ পদার্থ। এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়।

শ্রীভগবান্ ত্রয়োদশাধ্যায়ে এই প্রকৃতিকেই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বরূপে বিস্তারিত করিবেন—'মহাভূতান্যহঙ্কারঃ' গীঃ ১৩।৬ ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—হে মহাবাহো! ইয়ং তু (ইহা কিন্তু) অপরা (নিকৃষ্টা প্রকৃতি) ইতঃ (ইহা হইতে) পরাম্ অন্যাং (অন্য একটি পরমা)) জীবভূতাং (জীব-স্বরূপা) মে (আমার) প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানিবে) যয়া (যাহার দ্বারা) ইদং জগৎ (এই জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত হইতেছে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো! পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার প্রকৃতি কিন্তু নিকৃষ্টা, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠা জীবস্বরূপা আমার আর একটি প্রকৃতি আছে জানিবে, যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এতদ্ব্যতীত আমার একটি তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত এই জড়-জগৎ,—উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা-শক্তি' বলা যায়। ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—এষা প্রকৃতিরপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাদ্ভোগ্যত্বাচ্চেতো জড়ায়াঃ প্রকৃতেরন্যাং পরাং চেতনত্বাদ্ভোক্তৃত্বাচ্চোৎকৃষ্টাং জীবভূতাং মে মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি। হে মহাবাহো পার্থ! পরত্বে হেতুঃ,—যয়েতি। যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ স্বকর্ম্মদ্বারা ধার্য্যতে শয্যাসনাদিবৎ স্বভোগায় গৃহ্যতে; শ্রুতিশ্চ হরেরেবেয়ং শক্তিদ্বয়ীত্যাহ,—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকৃতি অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা, কারণ ইহা জড়তা ও ভোগতারূপ গুণসম্পন্না, এই জড়া প্রকৃতি হইতে অপর একটি পরা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি আছে, কারণ—সেইটীতে চেতনত্ব ও ভোক্তৃত্বগুণ আছে বলিয়া উহাকে জীবভূতা (জীবস্বরূপা) আমার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। হে মহাবাহো! পার্থ! তাহার শ্রেষ্ঠত্বে কারণ বলা হইতেছে—'যয়েতি'। যেই চেতনার দ্বারা এই জগৎকে স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা ধারণ করা হইয়াছে অর্থাৎ শয্যা ও আসনাদির

মত নিজের ভোগের জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রুতিও এইরকম—হরিরই এই শক্তিদ্বয় ইহা বলা হইতেছে—"প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞপতি গুণের ঈশ্বর" ইতি ॥৫॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব-শ্লোকে অপরা প্রকৃতির কথা বলিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে পরা প্রকৃতির বিষয় বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার প্রকৃতি জড়ত্ব ও ভোগ্যত্ব-নিবন্ধন অপরা বা নিকৃষ্টা বলিয়া কথিত হইতেছে। এই জড়া প্রকৃতি ব্যতীত তাঁহার অন্য একটি পরা-প্রকৃতিও আছে, সেটি জীবভূতা, চেতনত্ব ও ভোক্তৃত্ব-নিবন্ধন উহাই পরা-নাম্নী শক্তি বলিয়া পরিচিতা। সেই পরত্বের কারণ বলিতেছেন যে, ঐ পরা প্রকৃতি-স্বরূপা জীব এই জড় জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎকে ধারণ বা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুতিতেও এই শক্তি-দ্বয়ের কথা পাওয়া যায়,—

"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৬)

অন্যত্র শ্রুতিতেও আছে,—

"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ॥

এই পরা-প্রকৃতিকে 'তটস্থা'-শক্তি বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের 'তটস্থাশক্তি' ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥"

(মধ্য ২০।১০৮।১০৯।১১১)

বিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ (৬।৭।৬০)

অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা—চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা—জীবশক্তি (অবিদ্যা হইতে ভিন্না) কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তির নাম মায়া ॥৫॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়—সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল ভূতসমূহ) এতৎ যোনীনি (পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিজাত) ইতি উপধারয় (ইহা অবগত হও) অহং (আমি) কৃৎস্নস্য জগতঃ (সকল জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তি কারণ) তথা প্রলয়ঃ (এবং বিনাশ কারণ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সমস্ত ভূতগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিদ্বয় হইতে নিঃসৃত জানিবে, সুতরাং আমিই সকল জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের একমাত্র কারণস্বরূপ ॥৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ এই দুইটি প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপ আমিই সমস্ত-জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূলহেতু ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—এতচ্ছক্তিদ্বয়দ্বারৈব সর্ব্বজগৎকারণতাং স্বস্যাহ,—এতদিতি। সর্ব্বাণি স্থিরচরাণি ভূতান্যেতদ্‌যোনীনি উপধারয় বিদ্ধি। এতেঽপরপরে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যে মচ্ছক্তী যোনী কারণভূতে যেষাং তানীত্যর্থঃ। তে চ প্রকৃতী মদীয়ে মত্ত এব সম্ভূতে। অতঃ কৃৎস্নস্য স প্রকৃতিকস্য জগতোঽহমেব প্রভব উৎপত্তিহেতুঃ—'প্রভবত্যস্মাৎ' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ তস্য প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেব—'প্রলীয়তেঽনেন' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই পরা ও অপরা শক্তি দুইটির দ্বারাই নিজের সর্ব্বজগতের কারণতার কথা বলা হইতেছে—'এতদিতি', সকল স্থির ও চর অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমরূপ ভূতগুলির কারণ এই (দুইটি) প্রকৃতিকেই জানিবে। এই অপর ও পর অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দবাচ্য আমার দুইটি শক্তি কারণস্বরূপ (জগৎ) যোনি, যাহাদের সেইগুলিই। ইহাই অর্থ। সেই দুইটি প্রকৃতি মদীয়া অর্থাৎ আমা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতএব এই সমগ্র প্রকৃতির সহিত জগতের আমিই উৎপত্তির কারণ,—"উৎপত্তি হয় ইহা হইতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি আছে, তাহার প্রলয় অর্থাৎ সংহর্ত্তাও আমিই।—"প্রলয় হয় ইহার দ্বারা" এই ব্যুৎপত্তি হেতু ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—এই শক্তিদ্বয়ের দ্বারা তিনিই যে সর্ব্বজগতের কারণ তাহা প্রতিপাদনমুখে বলিতেছেন। জগতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সকলই পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিদ্বয় হইতে সমুদ্ভূত। জড়রূপা প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াশক্তি স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসমূহের দেহরূপে পরিণত হয় আর আমার অংশভূতা জীবশক্তি ভোক্তৃরূপে দেহের মধ্যে প্রবেশকরতঃ স্বীয় কর্ম্ম-দ্বারা সকলকে ধারণ করে। এতদুভয়ই আমা হইতে সম্ভূত সুতরাং আমিই প্রকৃতিসহ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল বা পরম কারণ। পরে গীতায় বলিবেন—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" (৯।১০) শুধু যে শ্রীভগবান্ বিশ্বের উৎপত্তির কারণ তাহা নহে, তিনি এই সংসারের সংহর্ত্তাও। তিনি যেমন স্বীয় শক্তির দ্বারা সৃজন করেন, সেইরূপ স্বীয় শক্তির দ্বারা সংহারও করেন, অতএব এই সংসারের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ তিনিই।

সৃষ্টির বিষয়ে শ্রুতিও বলেন—

"স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (এতরেয়োপনিষৎ-১।১।১)॥

"স ইমান্ লোকান্ অসৃজত' (ঐত ১।১।২)

প্রলয়-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১২ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে পাওয়া যায়॥ ৬॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭॥

অন্বয়—ধনঞ্জয়! মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরং (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (আর কিছু নাই) সূত্রে মণিগণা ইব (সূতায় মণিসমূহের ন্যায়) ইদং সর্ব্বং (এই সকল) ময়ি (আমাতে) প্রোতং (গ্রথিত)॥ ৭॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সূতায় যেরূপ মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতেই এই সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে, অর্থাৎ ওতঃপ্রোতভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে॥ ৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণিগণ গাঁথা থাকে, সমস্ত বিশ্বই তদ্রূপ বিষ্ণুরূপী আমাতে ওতঃপ্রোতরূপে অবস্থান করে॥ ৭॥

শ্রীবলদেব—নন্থ স্থিরচরয়োরপরপরয়োঃ প্রকৃত্যোরপি ত্বমেব তচ্ছক্তিমান্ যোনিরিত্যুক্তের্নিখিলজগদ্বীজত্বং তব প্রতীতং, ন তু সর্ব্বপরত্বম্; তচ্চ তদ্বীজা-

স্বত্তোঽন্যস্যৈব—"ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি" ইতি শ্রবণাদিতি চেত্তত্রাহ,—মত্ত ইতি। মত্তস্ত্বৎসখাৎ কৃষ্ণাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠমন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্ত্যহমেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠং বস্তিত্যর্থঃ। নন্থ "ততো যদুত্তরতরম্' ইত্যাদাবন্যথা শ্রুতমিতি চেন্মন্দমেতৎ ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ; তথাহি "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ সর্ব্বজগদ্বীজস্য মহাপুরুষস্য বিষ্ণোর্জ্জ্ঞানমমৃতস্য পন্থাস্ততো নাস্তীত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায় "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" ইতি তস্যৈব পরতমত্বং তদিতরস্য তদসংভবঞ্চ প্রতিপাদ্য, "ততো যদুত্তরতরম্" ইত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তমেব নিগমিতম্; ন তু ততোঽন্যচ্ছ্রেষ্ঠমস্তীতি উক্তম্—তথা সতি তেষাং মৃষাবাদিত্বাপত্তেঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"তথান্যপ্রতিষেধাৎ" ইতি। মদন্যস্য কস্যচিদপি শ্রৈষ্ঠ্যাভাবাদহমেব মদন্যসর্ব্বাশ্রয় ইত্যাহ,—ময়ীতি। প্রোতং গ্রথিতং স্ফুটমন্যৎ,—এতেন চ বিশ্বপালকত্বং স্বস্যোক্তম্ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—স্থির ও চর (স্থাবর এবং জঙ্গম) অপর ও পর প্রকৃতি দুইটির তুমিই সেই শক্তিমান্ যোনি অর্থাৎ কারণ। এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নিখিল জগতের কারণতা তোমাতেই প্রতীত হইতেছে কিন্তু সর্ব্বপরত্ব নহে; তাহা এবং তাহার বীজ হইতে অর্থাৎ তোমা হইতে অন্যেরই —"তাহা হইতে যাহা উত্তরতর (শ্রেষ্ঠ) তাহা অরূপ ও অনাময়; যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা দুঃখকেই ভোগ করে" এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়—ইহা যদি বল; তৎসম্পর্কে বলা হইতেছে—'মত্ত ইতি'। আমা হইতে অর্থাৎ তোমার সখা কৃষ্ণ হইতে পরতর শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। ইহাই প্রকৃত অর্থ। প্রশ্ন—"তাহা হইতে যাহা উত্তরতর" ইত্যাদিতে অন্যপ্রকার শুনা যায়—ইহা যদি বল, তবে ইহা খুবই মন্দ, নিকৃষ্ট এবং নিন্দনীয়—কারণ ইহা বিচাররহিত। তথাহি "জানি আমি এই আদিত্যবর্ণ, মহান্ পুরুষকে, ইনি অন্ধকারের পর অর্থাৎ অতীত। তাঁহার জ্ঞানশালী বিদ্বান্ অমৃতত্ব ইহজন্মেই লাভ করে। ইহা ভিন্ন অন্য—পরম মুক্তির জন্য অন্য কোন পথ নাই"।—এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্যসমূহের দ্বারা—সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ মহাপুরুষ বিষ্ণুর জ্ঞানই অমৃত অর্থাৎ পরম

শ্রেয়ঃ লাভের উপায়। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই উপদেশ দিয়া পরে তাহারই উপপাদন অর্থাৎ সমর্থনের জন্য "যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ বা অপর কিছুই নাই, যাহা হইতে ক্ষুদ্র ও মহান্ কিছুই নাই" ইহাই তাঁহার পরম শ্রেষ্ঠত্ব। তদ্ভিন্ন অপর বস্তুর অসংভবত্ব প্রতিপাদন করিয়া, "তাহা হইতে যাহা উত্তরতর (শ্রেষ্ঠ)" ইত্যাদির দ্বারা পূর্ব্বের ভক্তিই পুনঃ বলা হইল। "কিন্তু তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই" ইহাই বলা হইল—তাহা থাকিলে তাহাদের উপর মিথ্যাবাদিত্বের আপত্তি হয়। এই রকমই বলিয়াছেন সূত্রকার—"সেই রকম অন্য সব বস্তুকে প্রতিষেধ করা হইয়াছে" ইতি। আমি ভিন্ন অন্য কাহারও শ্রেষ্ঠতা নাই বলিয়া আমিই সব, আমি ভিন্ন অন্য সমস্তই আমার আশ্রিত—ইহাই বলা হইতেছে—'ময়ীতি'। প্রোত—গ্রথিত (মালা গাথার মত), অন্য সব সহজ। ইহার দ্বারা নিজেরই বিশ্বপালকত্বের কথা বলা হইল ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—শ্রীকৃষ্ণ জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কারণ; ইহা পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণন পূর্ব্বক তিনি যে অন্তর্য্যামী-সূত্রে সকল জগতের স্থিতি ও পালন কর্ত্তা, তাহাও প্রতিপাদন করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যে পরাৎপর-তত্ত্ব তাহাও বলিতেছেন। এ সম্বন্ধে কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, পরা ও অপরা শক্তিদ্বয়ের মূল শক্তিমৎতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জগতের বীজ স্বরূপ হইলেও, তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব তাহা কি প্রকারে বলা যায়? বীজ হইতেও অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে শ্রুতি আছে যে,—"তাহা হইতে উত্তরতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, তাহা অরূপ ও অনাময়"। (শ্বেতাশ্বতর ৩।১০)। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিলেন, তোমার সখা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অর্থাৎ আমা হইতে আর শ্রেষ্ঠতর কোন কিছু নাই। আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু বা তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়াও যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে বলিয়াছেন—"তাহা হইতে উত্তরতর" ইত্যাদি কথার দ্বারা কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আছে বলিতে প্রয়াস করে; তাহা হইলে স্পষ্টই বলা হইবে যে, ঐ কথা নিতান্ত মন্দ বা নিকৃষ্ট। যেহেতু ক্ষোদের অক্ষম অর্থাৎ বিচার সহ নহে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই পাওয়া যায়, "এই পুরুষ অবিদ্যা-তিমিরের পরপারস্থ ব্রহ্মধামে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত; ইহা আমি জানি। এই পুরুষের স্বরূপ অবগত হইয়া জীব মৃত্যু হইতে মুক্ত হন। ইহাকে জানা ভিন্ন পরমপদ-প্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই।" শ্বেতাশ্বতরের এই বাক্যে সর্ব্ব জগদ্বীজ মহাপুরুষ বিষ্ণুর জ্ঞানই অমৃত লাভের

পথ। ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই—ইহা উপদেশ করিয়া তাহা উপপাদনার্থ বলিতেছেন—"সেই পুরুষ সর্ব্বোত্তম, তাহা হইতে উত্তম আর কিছুই নাই। তিনি অণু হইতেও অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর। তিনি অদ্বিতীয়, তাহার দ্বিতীয় নাই। তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বীয় মহিমারূপ পুরে অর্থাৎ স্বশক্তিবৈভবরূপ নিজধামে অবস্থান করিতেছেন, অথচ তাঁহারই শক্তিপ্রকাশরূপ বিস্তৃত শাখাপ্রশাখায় এই সংসার পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সেই পুরুষ এই জগৎ-কার্য্যের কারণ হইয়াও কারণাতীত। তিনি রূপবান্ হইয়াও প্রাকৃতরূপ-রহিত। তিনি আধ্যাত্মিকাদি তাপ-রহিত অতএব দুঃখ-শোকাদি-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত। যাঁহারা এই পুরুষকে জানেন, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন। আর যাহারা তাঁহাকে জানে না বা জানিবার চেষ্টাও করে না, তাহারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হয়।"

সুতরাং এই সকল শ্রুতির অর্থ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণেরই পরতমত্ব স্থাপন করিয়া, তদিতরের অসম্ভবত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'যদুত্তর' ইত্যাদির দ্বারাও যে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, ইহাই উক্ত হইয়াছে। যদি সেরূপ হয়, তাহা হইলে, তাহাদের মিথ্যাবাদের আপত্তি হয়।

বেদান্ত-সূত্রকারও বলিয়াছেন,—"তথান্যপ্রতিষেধাৎ" (বেদান্ত দর্শন ৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩৭ সূত্র)।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রের শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত গোবিন্দ-ভাষ্যের শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী কৃত বঙ্গানুবাদ-তাৎপর্য্যে পাওয়া যায়,—

"তাহার পর ভগবানের সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ হইতেছে। তদপেক্ষা অন্য যদি কেহ শ্রেষ্ঠ হয়েন, তাহাতে ভক্তি অসম্ভব। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরে (৩।৮) 'বেদাহমেতম্' ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা ব্রহ্ম সদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক 'ততো যদুত্তরম্' ইত্যাদি বচন-দ্বারা তাঁহা হইতেও প্রধান বস্তু আছে, এইরূপ বলিয়াছেন। এই স্থানে সন্দেহ এই যে, আরাধ্য ব্রহ্মাপেক্ষা প্রধান বস্তু আছে কিনা, শব্দের স্বরসতা প্রযুক্ত আছেনই বলা যাইতে পারে। এইরূপ প্রশ্নের নিরাসার্থ পর সূত্র আবিষ্কার করা হইতেছে, আরাধ্য ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রধান। তদপেক্ষা প্রধান আর কেহই নাই। কারণ, যাহা হইতে দ্বিতীয় ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কেহ নাই। এই সকল শ্রুতিবাক্য আরাধ্য ব্রহ্ম হইতে অন্যের

প্রাধান্যতার নিবৃত্তি করিয়াছেন, বেদের তাৎপর্য্য এই আমি ঐ আদিত্য সদৃশ তমোতীতময় পুরুষকে জানিলাম। তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, এবং পুরুষার্থ প্রাপ্ত হয়। মহাপুরুষের জ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র পথ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বেদ বলিতেছেন যে, যাহারা ব্রহ্মের উত্তরোত্তর অনাময়রূপ বিদিত হয়, তাহারা সুধীত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্যথা দুঃখাদি নিবারণীয় নহে। ইহা দ্বারা ব্রহ্ম হইতে প্রধান বলিয়া কোন বস্তুর উপদেশ করা হয় নাই। যদি ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে বলিয়া বলা যায়, তবে গীতাতে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নাই, এই ভগবদ্বাক্য মিথ্যা হয়।"

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে পাওয়া যায়,—

নাভির যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ নিজেরই অদ্বিতীয়ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন—'মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ' (ভাঃ ৫।৩।১৬)

'মম অহমেবাভিরূপঃ সদৃশঃ, কৈবল্যাদদ্বিতীয়ত্বাৎ'—শ্রীধর,

অর্থাৎ আমার তুলনা আমিই, কারণ আমি অদ্বিতীয়।

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—'ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে' (৬।৮)

গীতায়ও পরে অর্জ্জুনের বাক্যে পাওয়া যাইবে,—

'ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো' (গীঃ ১১।৪৩)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥" চৈঃ চঃ মধ্য ১৫২-১৫৩।

ব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিঃ গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" (৫।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ প্রধান॥" (মধ্য ৮।১৩৩)

গোপালতাপণী শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঃ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।" অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববশয়িতা তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীব ও সর্ব্বদেববন্দ্য; তিনি অদ্বয়জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তিবলে বহু প্রকাশ ও বিলাস মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

(১।৩।২৮)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"কার্য্য ও কারণের একত্ব এবং শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্য-হেতু তাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, "এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সৎবস্তুমাত্র ছিলেন।" (ছাঃ-৬।২।১) এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলেন,—'একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত নানারূপ কিছুই নাই।' এই প্রকারে নিজের সর্ব্বাত্মকত্ব বলিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বও বলিতেছেন,—'ময়ি' ইত্যাদি। সর্ব্বমিদং—চিৎ ও জড়াত্মক জগৎ আমার কার্য্য বলিয়া মদাত্মকও পুনঃ অন্তর্য্যামী আমাতে প্রোত—গ্রথিত, যেরূপ সূত্রে মনিগণ গ্রথিত" ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! অহং (আমি) অপ্সু (জলে) রসঃ (রস) শশিসূর্য্যয়োঃ ('চন্দ্র-সূর্য্যের) প্রভা (জ্যোতি) সর্ব্ববেদেষু (সকল বেদে) প্রণবঃ (ওঁকার) খে (আকাশে) শব্দঃ, নৃষু (নরে) পৌরুষং (পুরুষাকার) অস্মি (হই) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! আমিই জলের রস, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা, সকল বেদের মূলভূত প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মনুষ্যগণের পুরুষাকার ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কৌন্তেয়! আমি জলের রস, চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—তত্ত্বং দর্শয়তি,—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং

রসতন্মাত্রয়া বিভূত্যা তাঃ পালয়ন্ তাস্বহং বর্ত্ততে, তাং বিনা তাসামস্থিতেঃ। শশিনি সূর্য্যে বাহং প্রভাস্মি প্রভয়া বিভূত্যা তৌ পালয়ন্ তয়োরহং বর্ত্তে; এবং পরত্র দ্রষ্টব্যম্। বৈখরীরূপেষু সর্ব্ববেদেষু তন্মূলভূতঃ প্রণবোঽহম্; খে নভসি শব্দস্তন্মাত্রলক্ষণোঽহম্; নৃষু পৌরুষং ফলবান্নুদ্যমোঽহম্,—তেনৈব তেষাং স্থিতেঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—তত্ত্বকে দেখাইতেছেন—'রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ'। জলেতে আমি রস অর্থাৎ রসতন্মাত্ররূপ বিভূতির দ্বারা জলসমূহকে পালন (রক্ষণ) করিতে করিতে সেই জলেতেই আমি অবস্থান করি। কারণ তাহা ভিন্ন (রসতন্মাত্রতাভিন্ন) জলের স্থিতি থাকিতে পারে না। চন্দ্রে অথবা সূর্য্যে আমি প্রভারূপে বর্ত্তমান থাকি; আমি প্রভারূপ বিভূতির দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে রক্ষা করিতে করিতে সেই চন্দ্র ও সূর্য্যেই আমি অবস্থান করি। এই রকম পরেও জানিবে। বৈখরীরূপ অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণ ও সুবিস্তৃত সমস্তবেদের মধ্যে আমি বেদের মূলস্বরূপ প্রণব অর্থাৎ ওঁকার। আকাশে আমি শব্দ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র-লক্ষণ-সম্পন্ন আমি। প্রত্যেক মানুষে আমি পৌরুষ অর্থাৎ ফলশালী উদ্যম আমি—সেই কারণেই তাহাদের অবস্থান সম্ভব হয় ॥ ৮ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমানে পাঁচটি শ্লোকে বিস্তারিতভাবে জগতের স্থিতির কারণতা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন এবং সমগ্র জগৎ যে তাঁহাতেই গ্রথিত আছে, তাহাই দেখাইতেছেন। রসতন্মাত্ররূপ বিভূতিক্রমে জলে রসরূপে আমিই অবস্থান করি অর্থাৎ জলের যে সার মধুরতাদি তাহা আমার আশ্রয়ে রক্ষিত হয়। চন্দ্র ও সূর্য্যে যে প্রভা দেখা যায়, উহাও আমিই। কারণ প্রভারূপ বিভূতিক্রমে তাহাদের আশ্রয়রূপে আমি বর্ত্ত-মান থাকি। এইরূপ সমগ্র বেদের আমিই মূলস্বরূপ প্রণব বা ওঁকার। আকাশে শব্দতন্মাত্র এবং মনুষ্যে উদ্যমরূপ পৌরুষ আমারই আশ্রিত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ।
প্রভা সূর্য্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ॥" ১১।১৬।৩৪

এ-বিষয়ে গীতায় পরে আরও দশম অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। ৮ ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

অন্বয়—[অহং—আমি] পৃথিব্যাম্ চ পুণ্যঃ গন্ধঃ (পৃথিবীরও পবিত্র গন্ধ) বিভাবসৌ চ (অগ্নিরও) তেজঃ, সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতের) জীবনং (আয়ু) তপস্বিষু চ (এবং তপস্বিগণের) তপঃ (তপঃশক্তি) অস্মি (হই) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধস্বরূপ, অগ্নির তেজঃস্বরূপ, যাবতীয় ভূতের জীবনস্বরূপ এবং তপস্বিগণের তপঃস্বরূপ ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যের তেজ, সর্ব্বভূতের জীবন, তপস্বীর তপ ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধস্তন্মাত্রলক্ষণঃ ; চকারো রসাদীনামপ্যপি পুণ্যত্বসমুচ্চায়কঃ। বিভাবসৌ বহ্নৌ তেজঃ সর্ব্ববস্তুপচনপ্রকাশনাদিসামর্থ্যরূপম্, চশব্দাদ্বায়ৌ যঃ পুণ্যঃ স্পর্শ উষ্ণস্পর্শব্যাকুলানামাপ্যায়কঃ সোঽহমিতি বোধ্যম্। জীবনমায়ুস্তপো দ্বন্দ্বসহনম্ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—পুণ্য অবিকৃত গন্ধবিশিষ্ট তন্মাত্রলক্ষণ স্বরূপ আমি চ কারের অর্থ—রসাদিরও পুণ্যত্ব-সমুচ্চায়ক। বিভাবসুতে (অগ্নিতে) আমি তেজ অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর পচন (পাক, পরিপক্কতা) প্রকাশনাদিসামর্থ্য-স্বরূপ। চ শব্দ হইতে, বায়ুতে যেই পুণ্য পবিত্র গন্ধ অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শে ব্যাকুলিত জনগণের শান্তিদায়ক, সেও আমি জানিবে। জীবন-শব্দের অর্থ আয়ুঃ, তপঃশব্দের অর্থ (শীত ও উষ্ণরূপ) দ্বন্দ্বসহন ॥ ৯ ॥

অনুভূষণ—পৃথিবীর অবিকৃত পবিত্র গন্ধ স্বরূপ, অগ্নির সর্ব্ববস্তুর পচন, প্রকাশনাদি সামর্থ্যরূপ, সর্ব্বভূতের জীবনস্বরূপ আয়ু এবং তপস্বিগণের তপঃস্বরূপ অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, ক্ষুৎ, পিপাসা দ্বন্দ-বিষয়ের সহনশীলতা প্রভৃতিও আমি অর্থাৎ আমার আশ্রয়েই সিদ্ধ হয় ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—পার্থ! মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সনাতনম্ (নিত্য) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জান) অহং (আমি) বুদ্ধিমতাম্ (বুদ্ধিমান-গণের) বুদ্ধিঃ, তেজস্বিনাম্ (তেজস্বিগণের) তেজঃ অস্মি (হই) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের নিত্য কারণ বলিয়া জানিবে, আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃস্বরূপ ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—বীজমিতি। সর্ব্বভূতানাং চরাচরাণাং যদেকবীজং সনাতনং নিত্যং, ন তু প্রতিব্যক্তিভিন্নমনিত্যং বা তৎ প্রধানাখ্যং সর্ব্ববীজং মামেব বিদ্ধি তদ্রূপয়া বিভূত্যা তান্যহং পালয়ামি। তৎপরেণ হি তানি পুষ্যন্তে। বুদ্ধিঃ সারা-সারবিবেকবতী, তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং পরাভিভবসামর্থ্যং পরানভিভাব্যত্বঞ্চ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—'বীজমিতি' চর ও অচর অর্থাৎ জঙ্গম ও স্থাবর সমস্ত প্রাণীর একমাত্র বীজ সনাতন অর্থাৎ নিত্য আমি কিন্তু প্রতি ব্যক্তি-ভেদে ভিন্ন ও অনিত্য নহি। অতএব সেই প্রধানাখ্য সকলের বীজ আমাকেই জানিবে। সেই প্রধানরূপ বিভূতির দ্বারা সেই গুলিকে আমি পালন করিতেছি। তৎপরতায় সেই গুলি পুষ্টি লাভ করিতেছে। বুদ্ধি—সার ও অসার-বিবেকশালিনী; তেজ—পরকে অভিভব করার সামর্থ্যস্বরূপ প্রগলভতা এবং পরের অনভিভাব্যত্ব ॥১০॥

অনুভূষণ—স্থাবর, জঙ্গম সর্ব্বভূতের একমাত্র সনাতন, আদি-বীজ আমি। প্রতি স্বতন্ত্র-ব্যক্তিতে অনুস্যূত থাকিলেও আমি কখনই অনিত্য নহি। অব্যাকৃতরূপ আমাকেই সকল ভূতের বীজ বলিয়া জানিবে। বিশ্বের কোন পদার্থই সর্ব্ববীজ স্বরূপ ভগবদাশ্রয়-রহিত নহে। আমি বুদ্ধিমানদিগের সারাসার-বিবেকবতী বুদ্ধিস্বরূপ; তেজস্বিগণের অপরকে পরাভূত করিবার সামর্থ্যরূপ তেজ, তাহাও আমি। সুতরাং সকল বস্তুই আমাতে প্রোত অর্থাৎ গ্রথিত ॥ ১০ ॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—ভরতর্ষভ! (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ!) অহং (আমি) বলবতাং (বলবান-দিগের) কামরাগবিবর্জ্জিতং (আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিশূন্য) বলং (বল) চ (এবং) ভূতেষু (ভূতগণের মধ্যে) ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধ (ধর্ম্মসঙ্গত) কামঃ অস্মি (পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী কামস্বরূপ হই) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ! আমি বলবান্ পুরুষদিগের কাম ও রাগশূন্য বল এবং সর্ব্বপ্রাণিগণে পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী কামস্বরূপ ॥ ১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি বলবানের কামরাগবিবর্জ্জিত বল এবং ধর্ম্মসম্মত কাম অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির জন্য বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গরূপ কাম ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব—কামঃ স্বজীবিকাদ্যভিলাষঃ রাগস্তু প্রাপ্তেঽপ্যভিলষিতেঽর্থে পুনস্ততোঽপ্যধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকোঽতিতৃষ্ণাপরনামা, তাভ্যাং বিবর্জিতং বলং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ স্বপত্ন্যাং পুত্রোৎপত্তি-মাত্রহেতুঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—কাম—স্বীয় জীবিকার জন্য অভিলাষ, কিন্তু রাগ শব্দের অর্থ—অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি হইলেও পুনরায় তাহার চেয়েও অধিক অভিলষিত বস্তুতে চিত্তরঞ্জনমূলক অতিশয় তৃষ্ণার নাম। সেই বল—কাম ও রাগের দ্বারা বর্জ্জিত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সামর্থ্য। ইহাই অর্থ। ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত পত্নীতে পুত্র-উৎপাদনের জন্য স্ত্রীসঙ্গ-রূপ কাম ॥ ১১ ॥

অনুভূষণ—কাম শব্দে স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অভিলাষ, ইহা রাজস। রাগ—অভিলষিত বিষয় পাইয়াও পুনরায় তাহা অপেক্ষা অধিক বিষয় পাইতে চিত্তরঞ্জনমূলক তৃষ্ণা,—ইহা তামস, এই উভয় কর্ত্তৃক বর্জ্জিত। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সামর্থ্যরূপ বল আমি এবং ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ স্বীয় ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদনমাত্র উপযোগী কামও আমি ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

অন্বয়—যে এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ (যাবতীয় সাত্ত্বিক ভাবসমূহ) যে চ (এবং যাহারা) রাজসাঃ তামসাঃ চ (রাজসিক ও তামসিক) তান্ সর্ব্বান্ (সে সকল) মত্ত এব (আমা হইতেই) ইতি বিদ্ধি (ইহা জানিবে) তেষু (সে সকলে) অহং ন (আমি নহি) তু (কিন্তু) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যাবতীয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য বলিয়া জানিবে, আমি সে সকলের অধীন নহি কিন্তু তাহারা আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে,

সে সমুদয়ই আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য ; আমি সেই সব গুণ হইতে স্বাধীন, সে সমুদয় আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং কাশ্চিদ্বিভূতিরভিধায় সমাসেন সর্ব্বাস্তাঃ প্রাহ,—যে চৈবেতি। যে মিথো বিলক্ষণস্বভাবাঃ সাত্ত্বিকাদয়ো ভাবাঃ প্রাণিনাং শরীরেন্দ্রিয়বিষয়াত্মনা তৎকারণত্বেন চাবস্থিতাস্তান্ সর্ব্বান্ তত্তচ্ছক্ত্যুপেতান্মত্ত এবোপপন্নান্ বিদ্ধি। ন ত্বহং তেষু বর্ত্তে নৈবাহং তদধীনস্থিতিঃ,—তে ময়ি মদধীনস্থিতয় ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে কতকগুলি (ভগবানের) বিভূতির বিষয় বলিয়া (এখানে) সংক্ষেপে সমস্ত বিভূতির কথাই বলা হইতেছে—'যে চৈবেতি'। যেই সকল পরস্পর বিলক্ষণ (বিরুদ্ধ) স্বভাব সাত্ত্বিকাদি ভাব প্রাণীদিগের শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়রূপে এবং তাহাদের কারণরূপে অবস্থিত আছে, সেই সকলকে ও তত্তৎ শক্তিযুক্ত সকলকে আমা হইতেই উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। আমি কিন্তু তাহাদের অধীন হইয়া থাকি না, তাহারাই আমার অধীন হইয়া অবস্থান করে ॥ ১২ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে কতকগুলি বিভূতির বিষয় বর্ণন করিয়া এক্ষণে একসঙ্গে সকলগুলিই বলিতেছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক-ভাবসমূহ বিলক্ষণস্বভাব অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত। যেমন শমদমাদি ও দেবাদি সাত্ত্বিক ; হর্ষ, দর্পাদি ও অসুরাদি রাজসিক এবং শোকমোহাদি ও রাক্ষসাদি তামসিক। এই সকল প্রাণিগণের ভোগ্য, দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহের হেতুরূপে অবস্থিত ; তৎসমস্তই আমার প্রকৃতি-গুণ-জাত সুতরাং আমা হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু আমি কখনও জীবের ন্যায় তাহাদের অধীন নহি, তাহারা আমার অধীনভাবেই অবস্থান করে।

শ্রীভগবান্ যে প্রকৃতির মধ্যে আসিয়াও প্রকৃতির অধীন হন না, স্বাধীনই থাকেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ন যুজ্যতে" (১।১১।৩৮)

শ্রীগোপাল-তাপণী উপনিষদেও আছে,—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতাগুণাঃ'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।

তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার॥" (আদি ২।৫৪)

আরও

"প্রকৃতি-সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ।

তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শগন্ধ॥" (আদি ৫।৮৬)॥ ১২॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩॥

অন্বয়—এভিঃ (পূর্ব্বোক্ত এই) ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বম্ জগৎ (সকল জগৎ) মোহিতং (মোহিত) এভ্যঃ পরম্ (এই ত্রিগুণাতীত) অব্যয়ং মাং (অব্যয়স্বরূপ অর্থাৎ অবিনাশী আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)॥ ১৩॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজ, ও তমো-গুণের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত, ঐ সমস্ত গুণ হইতে অতীত অব্যয়স্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না॥ ১৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম,—এই তিনটি গুণ; সেই গুণত্রয়-দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে। তজ্জন্য ঐ সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র অব্যয় কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না॥ ১৩॥

শ্রীবলদেব—অথ শক্তিদ্বয়বিবিক্তং স্বস্য ধ্যেয়স্বরূপং দর্শয়ন্ তস্যাজ্ঞানে তদাসক্তিমেব হেতুমাহ,—ত্রিভিরিতি। এভিঃ পূর্ব্বোদিতৈর্গুণময়ৈর্মন্মায়া-গুণকার্য্যৈস্ত্রিবিধৈঃ সাত্ত্বিকাদিভির্ভাবৈর্ভবনধর্ম্মিভিঃ ক্ষণপরিণামিভিস্তত্তৎকর্ম্মানু-গুণশরীরেন্দ্রিয়বিষয়াত্মনাবস্থিতৈর্মোহিতমবিবেকিতাং নীতং সৎ সর্ব্বমিদং জগৎ সুরাসুরমনুষ্যাদ্যাত্মনাবস্থিতং জীববৃন্দং কর্ত্তৃ এভ্যঃ সাত্ত্বিকাদিভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং তৈরস্পৃষ্টমনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরং বিজ্ঞানানন্দঘনং সর্ব্বেশ্বর-মব্যয়মপ্রচ্যুতস্বভাবং মাং কৃষ্ণং নাভিজানাতি প্রত্যুতাসূয়তি॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর (পরা ও অপরা) শক্তিদ্বয়বিবিক্ত নিজের ধ্যেয় স্বরূপ দেখাইতে অভিলাষী হইয়া তাহার অজ্ঞানের কারণ তাহাতে আসক্তিই—

ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন—'ত্রিভিরিতি'। এই পূর্ব্বোক্ত গুণময়, আমার মায়া-গুণের কার্য্যস্বরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ, ক্ষণে ক্ষণে পরিণামী, ভবনধর্ম্মী (উৎপত্তিশালী) ও তত্তৎকর্ম্মানুরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ও তত্তদ্বিষয় পূর্ব্বভাবের দ্বারা মোহিত অবিবেক-দশায় উপস্থাপিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ অর্থাৎ দেবতা, অসুর ও মনুষ্যাদিরূপে অবস্থিত জীবসকল কর্ত্তৃপদ সাত্ত্বিকাদি ভাবের অতীত এবং সাত্ত্বিকাদি গুণত্রয়ের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, অনন্ত-কল্যাণগুণরত্নাকর বিজ্ঞানানন্দে (ঘন) প্রপূরিত, সর্ব্বেশ্বর, অব্যয়, প্রচ্যুতি-স্বভাবহীন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে জানিতে পারে না বরঞ্চ আমার প্রতি আরও দোষ প্রদর্শন করে ॥ ১৩ ॥

অনুভূষণ—পরা ও অপরা শক্তির অধীশ্বর শ্রীভগবানকে জীব কেন জানিতে পারে না, তাহার কারণ বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ভাবসমূহের প্রভাবে সমগ্র জগজ্জীব বিবেকবিহীন হওয়ায় সংসার-ধর্ম্মী হইয়া ক্ষণপরিণামশীল কর্ম্মানুসারে শরীরাদি লাভ পূর্ব্বক সংসারে এমন মোহাচ্ছন্ন হয় যে, সেই সকল গুণ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ও তৎসম্পর্কশূন্য, গুণাতীত, নির্ব্বিকার, অব্যয়, অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর বিজ্ঞানানন্দঘন, সর্ব্বেশ্বর, নিত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে তো পারেই না ; অধিকন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥" (মধ্য ৯।১৯৫) ॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

অন্বয়—এষা (এই) দৈবী (অলৌকিকী) গুণময়ী (গুণাত্মিকা) মম মায়া (আমার মায়া) দুরত্যয়া হি (নিশ্চয় দুস্তরা) যে (যাঁহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করেন) তে (তাঁহারা) এতাম্ মায়াম্ (এই মায়া) তরন্তি (অতিক্রম করেন) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার বহিরঙ্গাশক্তি মায়া নিশ্চয়

দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করিতে পারেন ॥১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই মায়া—আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল-জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-দ্বারা বা অন্যদেব-প্রপত্তি-দ্বারা মায়া পার হইতে পারেন না ॥১৪॥

শ্রীবলদেব—নন্থ ত্রিগুণায়াস্তন্মায়ায়া নিত্যত্বাত্তদ্ধেতুকস্য মোহস্য বিনিবৃত্তি-র্দুর্ঘটেতি চেৎ তত্রাহ—দৈবীতি। মম সর্ব্বেশ্বরস্যাবিতর্ক্যাতিবিচিত্রানন্তবিশ্ব-স্রষ্টুরেষা মায়া দৈবী—অলৌকিক্যত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, তাদৃগ্‌বিশ্বসর্গোপকরণত্বাৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদ্যা। গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা ; শ্লেষেণ, ত্রিগুণিতা রজ্জুরিবাতিদৃঢ়তয়া জীবানাং বন্ধহেতুঃ। অতো দুরত্যয়া তেষাং দুরতিক্রমা ; রজ্জুপক্ষে, ছেত্তুমুদ্‌গ্রথিতং চ তৈরশক্যেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেতাদৃশী, তথাপি মদ্‌ভক্ত্যা তদ্বিনিবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাহ,—মামিতি। মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং স্ব-প্রপন্নবাৎসল্যনীরধিং কৃষ্ণং যে তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি, তে এতামর্ণবমিবাপারাং মায়াং গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিবাশ্রমেণ তরন্তি ; তাং তীর্ত্বানন্দৈকরসং প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি। 'মামেব' ইত্যেবকারো মদন্যেষাং বিধি-রুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তস্যাস্তরণং নেত্যাহ ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"ত্বমেব বিদিত্বা" ইত্যাদ্যা, মুচুকুন্দং প্রতি দেবাশ্চ,—"বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥" ইতি ; ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শিবশ্চ,—"মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ" ইতি ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকা সেই মায়ার নিত্যত্ব-হেতু ; সেই মায়াজনিত মোহের বিশেষরূপে নিবৃত্তি করা অর্থাৎ সমূলে উৎপাটন করা খুবই দুঃসাধ্য বা কষ্টসাধ্য যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'দৈবীতি'। সর্ব্বেশ্বর, তর্কের অতীত, অতিশয় বিচিত্র ও অনন্ত বিশ্ব-স্রষ্টা আমার এই মায়া দৈবী—অর্থাৎ অলৌকিকী ও অতিশয় অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্না। ইহাই অর্থ, কারণ—সেইরূপ বিশ্বসৃষ্টির উপকরণ বলিয়া। শ্রুতিও এই প্রকার বলিয়াছেন—"মায়া কিন্তু প্রকৃতিকে জানিবে কিন্তু মহেশ্বরকে (শ্রীকৃষ্ণকে) মায়িরূপে জানিবে" ইত্যাদি। গুণময়ী—সত্ত্বাদি-

ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও' এই ভগবদ্ভক্তির মর্ম্মানুসারে সকল প্রকার ধর্ম্ম পরিহার করতঃ অনন্যমনে সর্ব্বাত্মা-দ্বারা স্বাত্মভূততত্ত্ব আমাকেই যিনি প্রপত্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বভূত-চিত্তবিমোহিনী এই মায়াকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।''

শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—"তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি' অর্থাৎ তাঁহাকেই জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। এই শ্রুতি-বাক্য উদ্ধার করিয়া তিনিও লিখিয়াছেন,—যাঁহারা আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) এক-মাত্র শরণ্য-বিচারে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা মায়া জয় করিতে সমর্থ হন। ঈদৃশ অনন্তসৌন্দর্য্যের সারসর্ব্বস্ব, যাবতীয় কলাসমূহের-নিলয়স্বরূপ, নবোদ্ভিন্ননলিনীলাঞ্ছিত-শোভাশালী চরণ-কমলসম্পন্ন, অনবরত বংশীবাদন-নিরত, বৃন্দাবন-লীলা-বিলাসী, গোবর্দ্ধনধারী, গোপাল, শিশুপাল-কংসাদি দুষ্ট দমনকারী, নবীন-জলধর-শোভাসর্ব্বস্ব, পরমানন্দঘনময়, শ্রীভগবান্ বাসুদেবকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে যিনি জীবন যাপন করেন, তিনিই ভগবৎ-প্রেমরূপ মহানন্দ-সাগরে নিমগ্ন চিত্ত। তাদৃশ সাধুকে মায়ার গুণবিকারে কখনই অভিভূত করিতে পারে না। কোপন-স্বভাব তপোধনের সম্মুখ হইতে পতিতা বার-বিলাসিনী যেরূপ সভয়ে সুদূরে প্রস্থান করে, তদ্রূপ মায়াও আমার বিলাস-বিনোদ-কুশল ভক্তগণের, মায়া-উন্মুলনের সামর্থ্য আছে জানিয়া শঙ্কমানা হইয়া সেই ভক্তের সম্মুখ হইতে অপসৃত হয়। অতএব যাঁহার মায়া অতিক্রমের অভিলাষ আছে, তিনি ঈদৃশ আমাকেই একান্ত অনুরাগের সহিত সতত চিন্তাপরায়ণ হউন, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মার স্তবে পাওয়া যায়,—

"ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্" (৮।৫।৩০)

যে মায়া-দ্বারা লোক মোহিত হয়, এবং আত্মস্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহার সেই মায়া কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

"ঈশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোর্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং" (ভাঃ ৫।১৪।১)

শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"শ্রীশুকদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন,—সেই এই প্রসিদ্ধ জীবলোক অর্থাৎ জীবসমূহ সংসারাটবী লাভ করে; অন্য

পর্য্যন্ত শ্রীহরির অভিন্ন শ্রীগুরুচরণারবিন্দে মধুকরের ন্যায় যাহারা গুরু-ভজন করে না ; তাহাদের অনুকূল পদবী প্রাপ্তি হয় না। ফলে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়-বিনা সংসারাটবীতেই ভ্রমণ করে। এস্থলে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, জীবের সংসার যখন মায়াকৃত তখন জীব সেই মায়া-দেবীতেই প্রপন্ন হউক, তিনি প্রসন্না হইয়া তাহাকে সংসার হইতে মুক্তি দান করিবেন, হরিগুরুচরণ-প্রপত্তির প্রয়োজনীয়তা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—"মায়া বিষ্ণুর বশবর্ত্তিণী। অতএব সংসার-মোচনে তাহার স্বতন্ত্রতা নাই।"

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ। ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥" (১০।১৪।৫৮) অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি পবিত্র কীর্ত্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের শিবব্রহ্মাদি-মহৎদিগের আশ্রয়ভূত পাদপদ্ম-তরণি আশ্রয় করিয়াছেন ; তাঁহাদের নিকট এই ভবসমুদ্র গোষ্পদতুল্য হইয়া থাকে, তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান পরমপদ বৈকুণ্ঠ, বিপদের আশ্রয়ভূত স্থান নহে।

গীতার এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন, "যদিও মায়াকে উত্তীর্ণ হওয়া অতীব দুষ্কর, ইহা প্রসিদ্ধ, তথাপি যাঁহারা আমাতেই প্রপন্ন হন, অর্থাৎ অব্যভিচারিণী, অনন্যা, ভক্তিযোগে ভজন করেন, তাঁহারা এই মায়া দুস্তরা হইলেও উত্তীর্ণ হন এবং তারপর আমাকে জানিতে পারেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—

"মায়া পরমেশ্বরের বহিরঙ্গাশক্তি দুরতিক্রমা, পাশপক্ষে ছেদন করিতে কেহই সমর্থ নহে কিন্তু আমার বাক্যে বিশ্বাস কর এই বলিয়া নিজ বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন,—'মাং' আমার এই শ্যামসুন্দরাকারকেই।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়,

'যে করয়ে বন্দী, ছাড়য় সেই সে'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী-ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়॥" (মধ্য ২৪।১৩১)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতীত মায়া জয়ের দ্বিতীয় পন্থা নাই। "নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে"—ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। অতএব ইহা স্বয়ং ভগবান্ এবং শ্রুতি, স্মৃতি সকলেরই একমত ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—দুষ্কৃতিনঃ (দুষ্ক্রিয়াশীল অথবা কৃতী বা শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও দুষ্ট অথবা দুর্ভাগ্যশীল জনগণ) মূঢ়াঃ (বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ) নরাধমাঃ (নরাধমগণ) মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (মায়ার-দ্বারা বিলুপ্ত-জ্ঞানবিশিষ্ট জনগণ) আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ (অসুরভাবযুক্ত ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করে না)। ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ—মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান এবং অসুর-ভাবাপন্ন ; তাহারা আমাকে আশ্রয় করে না, অর্থাৎ আমার শরণাগত হয় না ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমার ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা—'মূঢ়', 'নরাধম', 'মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান' ও 'আসুরভাবাশ্রিত'-ভেদে চারিপ্রকার। নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট, কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তিগণই 'মূঢ়' ; ইহারা চৈতন্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদির সমৃদ্ধিতে কৃতসঙ্কল্প। 'নরাধম'-শব্দে মানবগণের হৃদ্গত-উচ্চভাব-রহিত নিরীশ্বর নৈতিক ও কল্পিত ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী ও জড়কার্য্যবিৎ পুরুষগণকে বুঝিতে হইবে। তাহারাই 'মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান' পুরুষ,—যাহারা চিদ্বস্তু স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম-দ্বারা দুষ্ট মত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাহারাই 'আসুরভাবাশ্রিত'—যাহারা দম্ভাহঙ্কার, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া জগতের সুখে মত্ত থাকে এবং ভক্ত সাধুদিগকে হীন বলিয়া জানে। সংক্ষেপ-বাক্য এই যে, যাহারা সর্ব্ব-সময়েই সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিশূন্য, তাহারাই 'দুষ্কৃত' ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ চেত্বামেব প্রপন্না বিমুচ্যন্তে, তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতি ত্বাং ন প্রপদ্যন্তে ? তত্রাহ, ন মামিতি। দুষ্টাশ্চ তে কৃতিনঃ শাস্ত্রার্থ-

কুশলাশ্চেতি দুষ্কৃতিনঃ কুপণ্ডিতাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ দংদ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" ইতি। তে চতুর্ব্বিধাঃ ;—একে মায়য়া মূঢ়াঃ কর্ম্মজড়া ইন্দ্রাদিবন্মামপি বিষ্ণুং কর্ম্মাঙ্গং জীববৎ কর্ম্মাধীনং বা মন্যমানাঃ ; অপরে মায়য়া নরাধমা বিপ্রাদিকুলজন্মনা নরোত্তমতাং প্রাপ্যাপ্যসৎকাব্যার্থা-সক্ত্যা পামরতাভাজঃ ; যদুক্তং,—"নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥" ইতি ; অন্যে মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ সাংখ্যাদয়ঃ, তে হি সার্ব্বজ্ঞসার্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বস্রষ্টৃত্বমুক্তিদত্বাদিধর্ম্মৈঃ শ্রুতি-সহস্রপ্রসিদ্ধমপি মামীশ্বরমপলপন্তঃ প্রকৃতিমেব সর্ব্বস্রষ্ট্রীং মোক্ষদাত্রীং চ কল্পয়ন্তি, তত্র তাদৃশকুটিলকুযুক্তিশতান্যুদ্ভাবয়ন্তী মায়ৈব হেতুঃ ; কেচিত্তু মায়য়ৈবাসুরং ভাবমাশ্রিতা নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রবাদিনঃ,—অসুরা যথা নিখিলানন্দকরং মদ্বিগ্রহং শরৈর্বিধ্যন্তি তথাদৃশ্যত্বাদিহেতুভিস্তে নিত্যচৈতন্যাত্মতয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধমপি তং খণ্ডয়ন্তীতি তত্রাপি তাদৃশবুদ্ধ্যুৎপাদনী মায়ৈব হেতুরিতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—যদি বল তোমাতে যাহারা প্রপন্ন অর্থাৎ তোমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা মায়ার হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয় না কেন? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'ন মামিতি,' যাহারা দুষ্ট অথচ কৃতী অর্থাৎ শাস্ত্রের অর্থ সম্পর্কে কুশল—নিপুণ এইরূপ দুষ্কৃতিগণ—কুপণ্ডিতগণ, তাহারা আমাতে প্রপন্ন হয় না। শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন,—"যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজদিগকে স্বয়ং ধীর (বুদ্ধিমান) সর্ব্বদা পণ্ডিতরূপে মনে করে এবং পুনঃ পুনঃ নানাবিধ কুতর্ক, কুযুক্তি ও অহংভাবাপন্ন বাক্যের দ্বারাই সর্ব্বদা পরিতুষ্ট থাকে এই জাতীয় মূর্খগণ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ যেমন কোন পথ দেখিতে বা স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে বিপদাপন্ন হয়, তেমন এই জাতীয় মূর্খ—পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিরাও বিপদাপন্ন হয়"। ইতি। এই জাতীয় দুষ্কৃতি-সম্পন্ন লোক চারিপ্রকার, (তন্মধ্যে প্রথম) কেহ কেহ মায়ার দ্বারা মূঢ় অর্থাৎ কর্ম্মজড়—কর্ম্মাসক্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতার ন্যায় বিষ্ণু আমাকেও কর্ম্মাঙ্গ-স্বরূপ অথবা জীবের ন্যায় কর্ম্মের অধীন মনে করিয়া থাকে। (দ্বিতীয়) আবার অপর কেহ কেহ মায়ার দ্বারা নরাধম হইয়াও ব্রাহ্মণাদিকুলে নরশ্রেষ্ঠরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও অসৎ-কাব্যার্থে আসক্তিপূর্ণ হইয়া নিতান্ত

পামরতার ভাজন হয়। এই সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে—"নিশ্চিতরূপেই বলা যায়—দুরদৃষ্টের দ্বারা নিহত (অভিভূত) হইয়া যাহারা অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমৃতস্বরূপ বাক্য ও লীলাগাথাদি পরিত্যাগ করিয়া অসৎগাথাদি (অসৎ ও আপাতরম্য বিষয়াদি) শ্রবণে আসক্ত হয়, তাহারা (ফলতঃ) বিষ্ঠাভোজী শূকরের মত বিষ্ঠাই ভোজন করিয়া থাকে।" ইতি। (তৃতীয়) আবার অন্য কেহ কেহ মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হইয়া সাংখ্যাদি-শাস্ত্রপাঠী হয়। তাহারা কিন্তু সহস্র সহস্র-শ্রুতিপ্রতিপাদ্য প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ত্ব, সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব ও মুক্তিদাতৃত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট আমাকে অনীশ্বর (সাধারণমানব)-রূপে (কুতর্ক ও কুযুক্তিপূর্ণ) বাক্যজালের দ্বারা প্রচার করিয়া অপলাপ করতঃ প্রকৃতিকেই সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব ও মোক্ষদাতৃত্বগুণ-সম্পন্ন ঈশ্বররূপে কল্পনা করে এবং এইস্থলে তাদৃশ কুটিল, কুযুক্তিপূর্ণ শতশত বাক্য উদ্ভাবন, মায়ার দ্বারাই হইয়া থাকে। (চতুর্থ) আবার কিন্তু কেহ কেহ মায়ার দ্বারাই আসুরিকভাবকে অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষ চিৎ-মাত্রবাদী হইয়া থাকে। অসুরগণ যেমন নিখিলানন্দকর আমার বিগ্রহকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে তথা (নিরর্থক) দৃশ্যত্বাদি-হেতুপ্রভৃতির দ্বারা (কুযুক্তির দ্বারা) তাহারা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নিত্যচৈতন্যাত্মক-স্বরূপ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) খণ্ডন করিয়া থাকে। এখানেও মায়াই একমাত্র কারণ হইয়া তাদৃশ বুদ্ধি উৎপাদন করে॥ ১৫॥

অনুভূষণ—যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, হে কৃষ্ণ! তোমাতে শরণাগত ব্যক্তি মুক্ত হয়, তাহা হইলে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কেন তোমাতে প্রপন্ন হয় না? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তাহারা দুষ্কৃত অর্থাৎ কুপণ্ডিত। যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত অর্থাৎ 'পণ্ডা'-অর্থে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যাঁহাদের, তাঁহারা চিরদিন কায়মনোবাক্যে আমার ভজনপরায়ণ কিন্তু যাহারা কেবল পণ্ডিতাভিমানী তাহারাই আমার ভজন করে না। ইহাদিগকে দুষ্কৃত অর্থাৎ দুষ্ট অথচ শাস্ত্রার্থ-বিষয়ে কিছু কুশলতা লাভ করিয়াছে সুতরাং কুপণ্ডিত বলা যায়। দুষ্ট+কৃতি অর্থে পণ্ডিত অর্থাৎ দুষ্ট পণ্ডিত বা কুপণ্ডিত বলিয়াই পরিচিত তাহারাই হরিভজনে বিমুখ। এই দুষ্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ চারি প্রকার।

১ম—মূঢ় সুতরাং কর্ম্মজড় অর্থাৎ পশুতুল্য কর্ম্মপরায়ণ। ঈদৃশ মূঢ়েরা

শ্রীবিষ্ণু আমাকেও ইন্দ্রাদি দেবতার ন্যায় কর্ম্মাঙ্গরূপে এবং জীবের ন্যায় কর্ম্মাধীন বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

২য়—নরাধম—বিপ্রাদিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নরোত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াও অসৎ-কাব্য ও অসৎ-অর্থে আসক্ত হইয়া পামরতাভাগী হয়। যেমন কথিত হইয়াছে,—"দৈব কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া হরিকথারূপ সুধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ঠাভোজী শূকর যেরূপ ক্ষীর খণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পুরীষ ভোজন করে, তাহারাও সেই কৃষ্ণেতর অসৎ-কথা শ্রবণ করে।" (ভাঃ ৩।৩২।১৯)

নরাধম সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন যে, যাহারা কিছু কাল ভক্তিমান্ থাকিয়া নরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও অন্তে ফল-প্রাপ্তিতে সাধনের উপযোগ নাই মনে করিয়া স্বেচ্ছায় ভক্তিত্যাগী ; নিজ কর্ত্তৃক ভক্তিত্যাগ লক্ষণই তাহাদিগের অধমত্ব।

৩য়—মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অর্থাৎ সাংখ্যাদি মত-প্রবর্ত্তকগণ। ইহারা অসংখ্য শ্রুতি-দ্বারা আমার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বৈশ্বর্যাপরত্ব, সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব, মুক্তিদাতৃত্ব ইত্যাদি-ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ ও প্রতিপাদিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যাদি-মতাবলম্বিগণ আমার ঈশ্বরত্বের অপলাপকরতঃ প্রকৃতিকেই সর্ব্ব-সৃষ্টিকর্ত্রী ও মোক্ষদাত্রী বলিয়া কল্পনা করে। মায়ার প্রভাবেই তাহারা তাদৃশ শত শত কুটিল কুযুক্তি উদ্ভাবনা করিয়া থাকে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করিয়াও তাহারা মায়া-দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান ; বৈকুণ্ঠে বিরাজিত শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তিই সার্ব্বকালিকী ভক্তির উপযোগিনী, কিন্তু রাম, কৃষ্ণাদি-মূর্ত্তি মনুষ্যমাত্র সুতরাং সেইসকল মূর্ত্তি ভক্তির অযোগ্য। যাহা পরে শ্রীভগবান্ বলিবেন—(গীঃ ৯।১১) 'মানুষী-তনুধারী আমাকে মূঢ়গণ অবজ্ঞা করে।' তাহারা নিশ্চয়ই আমাতে প্রপন্ন হইতে গিয়াও আমাতে প্রপন্ন নহে।"

৪র্থ—আসুর-ভাবাশ্রিত—ইহারা মায়ার প্রভাবে চিন্মাত্র-ব্রহ্ম স্বীকার করে ; জরাসন্ধাদি অসুরগণ যেমন নিখিল আনন্দকর আমার বিগ্রহকে শরদ্বারা বিদ্ধ করে, সেই প্রকার ইহারা নিত্য চৈতন্যাত্মক আমারস্বরূপ শ্রুতি-প্রসিদ্ধ হইলেও দৃশ্যত্বাদিহেতুমূলে উহা খণ্ডন করে। এস্থলে মায়াই উহাদের তাদৃশ-বুদ্ধি উৎপাদনের হেতু।

কুপণ্ডিত সম্বন্ধে এখানে কঠ উপনিষদেরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে,—যেমন অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধগণ নানাদিকে ভ্রমণ করিতে থাকিলেও স্বীয় অভীপ্সিত-স্থান লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ অবিদ্যা-মধ্যে বর্ত্তমান মনুষ্যগণ আপনাদিগকে ধীমান্ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে এবং পণ্ডিত মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সেই কুটিল গতি মূঢ়গণ কাম-ভোগে মোহিত হইয়া স্বর্গনরকাদি পর্য্যটন করিয়া থাকে, অথচ অভীষ্ট স্থান দেখিতে পায় না। (কঠ—১।২।৫)

শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"মানবের চিরসঞ্চিত দুরিত রাশিই তাহাদের তাদৃশ সু-সৌভাগ্য-লাভের একমাত্র অন্তরায়। যাহারা দুষ্কৃতিকারী অর্থাৎ পাপ-পরায়ণ, পাপের সহিত যাহাদের নিত্যসম্বন্ধ, মনুষ্য মধ্যে তাহারা নিতান্ত অধম। তাহারা ইহকালে সাধুগণের নিকট নিন্দিত ও পরকালে অশেষ অনর্থ-ভাজন হয়। কোন্‌টী হিতজনক এবং কোন্‌টী অনর্থ-সাধক, ইহা নির্ণয় করিতে অক্ষমতারূপ মূঢ়তাই তাহাদের তাদৃশ দুর্গতির হেতু। পূর্ব্বোক্ত মায়ার দ্বারা তাহাদের বিবেক-সামর্থ্য এরূপ আচ্ছন্ন ও বিলুপ্ত যে, পদে পদে নিজেদের অধঃপতন ও সর্ব্বনাশ দেখিয়াও তাহারা সাবধান হইতে পারে না। অথবা আপনাদের কার্য্যের অবৈধতা দেখিতে পাইলেও মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা মিথ্যাভক্তি, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসুরিক ভাবের অধীন হইয়া আমার ভজনা করে না।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পশুতুল্য মূঢ় কর্ম্মিগণ, ভক্তিত্যাগী নরাধমগণ, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণাদি-ভগবদ্বিগ্রহগণের অবজ্ঞাকারী অপহৃত-জ্ঞানিগণ ও অসুর-ভাবাপন্ন মায়াবাদিগণ—এই চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—ভরতর্ষভ ! আর্ত্তঃ (রোগ-শত্রু-ভয়াভিভূত) জিজ্ঞাসুঃ (আত্ম-জ্ঞানার্থী) অর্থার্থী (ঐহিক ও পারত্রিক ভোগকামী) জ্ঞানী চ (এবং তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী) [এতে—এই] চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ (বৈধজীবনাস্থিত চারিপ্রকার সুকৃতি-শীল) জনাঃ (জন সমূহ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ ! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী, এই চারি-প্রকার সুকৃতিশীল ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ---'আর্ত্ত', 'জিজ্ঞাসু', 'অর্থার্থী' ও 'জ্ঞানী'—এই চারি-প্রকার ব্যক্তি যখন মৎপ্রসাদে বা মদ্ভক্তপ্রসাদে আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ (চতুর্ব্বিধ) দোষশূন্য হইয়া সুকৃতিমন্ত হয়, তখন এই চারিপ্রকার সুকৃতিমন্ত পুরুষ আমাকে ভজন করে। দুষ্কৃতি-ব্যক্তিদিগের পক্ষে আমার ভজন প্রায়ই দুর্ঘট ; যেহেতু তাহাদের ক্রমোন্নতি-প্রথা নাই। তন্মধ্যে কদাচিৎ কাহারও আকস্মিকী-প্রথার দ্বারা মদ্ভজন লাভ হইয়াছে। বৈধ-জীবনাবস্থিত সুকৃতি-ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারিপ্রকার লোক আমাকে ভজন করিতে যোগ্য হয়। যাহারা—কাম্যকর্ম্মপরায়ণ, তাহারা প্রাপ্তক্লেশ-দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া আমাকে মনে করে ; ইহারাই 'আর্ত্ত' ; দুষ্কৃতি ব্যক্তিও আর্ত্ত হইয়া আমাকে কখনও কখনও মনে করে। পূর্ব্বোক্ত মূঢ় নৈতিকগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসাক্রমে যখন ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, তখন 'জিজ্ঞাসু'-রূপে ক্রমশঃ আমাকে স্মরণ করে। পূর্ব্বোক্ত নরাধমগণ নীতিগত ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন নীতির অধীশ্বরকে জানিতে পারে, তখন তাহারা বৈধভক্ত হইয়া 'অর্থার্থি'-রূপে আমাকে স্মরণ করে। যখন ব্রহ্ম-পরমাত্ম-জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জানিয়া জীব আমার শুদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞানকে আশ্রয় করে, তখন মায়াদ্বারা আচ্ছন্নজ্ঞান সেই পুরুষের মায়াচ্ছাদন দূর হইলে ভগবৎস্বরূপের নিত্যদাস বলিয়া আমার প্রপত্তি স্বীকার করে। ফলতঃ, আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য-নৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদিপ্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপকষায় দূর হইলে ঐ চারিপ্রকার জীব ভক্ত্যধিকারী

হইতে পারে। যে-কাল পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত এসকল ব্যক্তির ভক্তি—কর্ম্ম বা জ্ঞান প্রধানীভূতা ; আর কষায় দূর হইলে, কেবলা, অকিঞ্চনা বা উত্তমা ভক্তি লাভ করে ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—তর্হি ত্বাং কে প্রপদ্যন্তে ? তত্রাহ,—চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতিনঃ সুপণ্ডিতাঃ স্ববর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মণা মদেকান্তিভাবেন চ সম্পন্না জনা মাং ভজন্তে। তে চ চতুর্ব্বিধাঃ ;—তত্রার্ত্তঃ শত্রুক্লেশাদ্যাপদ্গ্রস্তস্তদ্বিনাশেচ্ছু-র্গজেন্দ্রাদিঃ, জিজ্ঞাসুর্বিবিক্তাত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ শৌনকাদিঃ, অর্থার্থী রাজ্যাদি-সম্পদিচ্ছুর্ধ্রুবাদিঃ, জ্ঞানী শেষত্বেন স্বাত্মানং শেষিত্বেন পরাত্মানঞ্চ মাং জ্ঞাতবান্ শুকাদিঃ। এম্বার্ত্তাদয়ঃ সকামাঃ, জ্ঞানী তু নিষ্কামঃ। আর্ত্তার্থার্থিনোঃ পরত্র জিজ্ঞাসুতা-সম্পত্তয়ে তয়োরন্তরালে জিজ্ঞাসোরুপন্যাসঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কাহারা তোমার শরণাগত হয় ? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'চতুর্ব্বিধা ইতি'। সুকৃতিশালী—সুপণ্ডিত স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত-কর্ম্মের দ্বারা, আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসম্পন্ন লোকেরাই আমাকে ভজনা করেন। এই জাতীয় লোকগণকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়—(তন্মধ্যে ১ম) আর্ত্ত, পীড়িত বা উপদ্রুত ব্যক্তি অর্থাৎ শত্রুপ্রদত্ত ক্লেশাদিরদ্বারা বিপদগ্রস্ত হইয়া সেই বিপদের বিনাশের ইচ্ছুক গজেন্দ্রাদি। (২য়) জিজ্ঞাসু অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বরূপ-জ্ঞানেচ্ছু শৌনকাদি। (৩য়) অর্থার্থী অর্থাৎ রাজ্যাদি সম্পৎপ্রার্থী ধ্রুবাদি। (৪র্থ) জ্ঞানী অর্থাৎ শেষ রূপে স্বীয় আত্মাকে ও শেষিত্ব—প্রধানরূপে পরমাত্মস্বরূপ আমাকেই জানিয়া থাকেন, যথা—শুকাদি। ইহাদের মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ব্যক্তিগণ সকামী হইয়া থাকেন, জ্ঞানী কিন্তু নিষ্কামী। আর্ত্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তির পরকালের অর্থাৎ উত্তরবর্ত্তিফললাভের প্রত্যাশা জিজ্ঞাসুতা-সম্পত্তির জন্য। এই দুইটির অন্তরালে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির উপন্যাস করা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

অনুভূষণ—চারিপ্রকার দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীভগবানে প্রপত্তি স্বীকার করিতে পারে না বলিয়া, এক্ষণে যে চারিপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীভগবানে প্রপত্তি লাভ করেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছেন।

পূর্ব্বশ্লোকে কুপণ্ডিতগণের সংজ্ঞা নিরূপণ পূর্ব্বক বর্ত্তমানে সুপণ্ডিত কাঁহারা ? তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত দুষ্কৃতিপরায়ণ কুপণ্ডিতগণের

পক্ষে হরিভজনের ক্রমপন্থা-লাভ সম্ভব হয় না কিন্তু স্থপণ্ডিতগণের পক্ষে তাহা সম্ভব, ইহাই বলিতেছেন।

যাঁহারা স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভাব-সম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন, তাঁহারা স্থপণ্ডিত। ইঁহারা চারিভাগে বিভক্ত।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়,—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদেও পাওয়া যায়,—

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥" মধ্য ৮।৫৭

চারিপ্রকার স্থকৃতপুরুষ যথা,—

১ম—আর্ত্ত—শত্রুকর্ত্তৃক ক্লেশাদি-আপদ্গ্রস্ত ও তদ্বিনাশেচ্ছু জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ রাজন্যবর্গ, গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রাদি।

২য়—জিজ্ঞাসু—আত্মস্বরূপ-জ্ঞানেচ্ছু—শৌনকাদি।

৩য়—অর্থার্থী—রাজ্যাদি সম্পদিচ্ছু—ধ্রুবাদি।

৪র্থ—জ্ঞানী—শেষরূপে স্বীয় আত্মা এবং শেষিত্বরূপে পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌কে যিনি জানেন, যেমন—'শুকাদি'।

এই সকল আর্ত্তাদি চারিপ্রকার স্থকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী তিনপ্রকার সকাম-গৃহস্থ আর জ্ঞানী নিষ্কাম-সন্ন্যাসী।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাতেও পাওয়া যায়,—

"এই চারিপ্রকার ব্যক্তি প্রধানীভূতা-ভক্তির অধিকারী বলিয়া নিরূপিত। ঐ সকলের মধ্যে প্রথম তিনপ্রকার ব্যক্তিতে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি। শেষ চতুর্থ ব্যক্তিতে জ্ঞানমিশ্রা, 'সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য' এই পরবর্ত্তী বাক্যে যোগমিশ্রাও বলিবেন। কর্ম্মজ্ঞানাদি অমিশ্রা যে কেবলাভক্তি তাহা কিন্তু সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই "ময্যাসক্তমনাঃ" শ্লোকের দ্বারা কথিত হইয়াছে। পুনরায় অষ্টমাধ্যায়ে 'অনন্যচেতাঃ সততম্' (৮।১৪) শ্লোক, নবমাধ্যায়ে 'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ' (৯।১৩) এবং 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্'—৯।২২ শ্লোক-দ্বারা নিরূপিত হইবে। শ্রীভগবান্

প্রধানীভূতা ও কেবলা—এই দুইপ্রকার ভক্তির কথাই মধ্যবর্ত্তী এই ছয় অধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় ষট্‌কে বলিয়াছেন। কিন্তু যাহা তৃতীয়া গুণীভূতা-ভক্তি কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং যোগীতে কর্ম্মাদিফলসিদ্ধির জন্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে ভক্তির প্রাধান্যের অভাব বলিয়া ভক্তি বলিয়া ব্যপদেশ হয় নাই, কিন্তু সেই সেই ক্ষেত্রে কর্ম্মাদিরই প্রাধান্য। 'প্রাধান্যের দ্বারা ব্যপদেশ হয়',—এই ন্যায়ে কর্ম্মত্ব, জ্ঞানত্ব ও যোগত্বের ব্যপদেশ, কর্ম্মবান্, জ্ঞানবান্ ও যোগবানের কর্ম্মিত্ব, জ্ঞানিত্ব ও যোগিত্বের ব্যপদেশ হইয়াছে কিন্তু ভক্তত্বের ব্যপদেশ নাই। সকাম কর্ম্মের ফল স্বর্গ, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞান ও যোগের ফল নির্ব্বাণ মোক্ষ। অনন্তর দুইপ্রকার ভক্তির ফল কথিত হইতেছে; তাহার মধ্যে প্রধানীভূতা ভক্তিতে আর্ত্তাদি তিনপ্রকার ব্যক্তিতে যে কর্ম্মমিশ্রা, তাহারা তিনজন সকাম ভক্ত, তত্তৎকামপ্রাপ্তি তাহাদের ফল। বিষয়ের সদগুণহেতু তদন্তে স্বৈশ্বর্য্য-প্রধান সলোক্যমোক্ষপ্রাপ্তি কিন্তু কর্ম্মফল 'স্বর্গভোগের পর পতনের ন্যায় পতন নহে; যেমন কথিত হইবে—'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্' (৯।২৫)। চতুর্থ তাহা হইতে উৎকৃষ্টা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিতে ফল—শান্তরতি সনকাদির ন্যায়। ভক্ত ও ভগবানের অধিক কারুণ্যবশে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট প্রেমোৎকর্ষ যাহা শ্রীশুকাদিতে দেখা যায়। যদি কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি নিষ্কামা হয়, তাহা হইলে তাহার ফল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। কচিৎ স্বভাববশে বা দাস্যাদি ভক্ত-সঙ্গ হইতে বাসনাবশে জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্র-ভক্তিমানেরও দাস্যাদি প্রেমা হয়, কিন্তু উহা ঐশ্বর্য্য প্রধানই। জ্ঞানকর্ম্মাদি-অমিশ্রা, শুদ্ধা, অনন্যা, অকিঞ্চনা উত্তমাদি পর্য্যায়ভুক্ত, বহুপ্রভেদযুক্ত ভক্তির দাস্যসখ্যাদি প্রেম পার্ষদত্বই ফল—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বহুস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই টীকায়ও প্রসঙ্গবশে সাধ্য-ভক্তির বিবেক সংক্ষেপে দর্শিত হইয়াছে।"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাই,—

"তত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাম্।
মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপা স্যাত্তৎপ্রিয়স্য বা॥
স ক্ষীণ তত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্।
যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ॥ (১।২।২০-২১)

এস্থলে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"আর্ত্ত ব্যক্তি স্বীয় পীড়ার উপশমের নিমিত্ত ভগবানের স্মরণ করে, কিন্তু যদি তাহার জন্মান্তরীয় ভক্তিবাসনাহেতু সৎসঙ্গাদি সুকৃতি থাকে, তবে সেই ব্যক্তির হরিভজনে প্রবৃত্তি হয়। যেমন গজেন্দ্র কুম্ভীর-দংশনে পীড়িত হইয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করতঃ সুকৃতি ফলে শ্রীভগবানের অনুগ্রহভাজন হইয়া শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এইরূপ শৌনকাদি ঋষি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ধ্রুব অর্থার্থী হইয়াও দেবর্ষি নারদের কৃপায় হরিভক্ত হইয়াছেন।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

> "আর্ত্ত, অর্থার্থী—দুই সকাম-ভিতরে গণি।
> জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী,—দুই মোক্ষকামী মানি॥
> এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্
> তত্তৎকামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধ ভক্তিমান্॥
> সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
> কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়॥" (মধ্য ২৪।৯০-৯২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহেত বুধঃ।
> কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥" (১।১০।১১)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের অর্থে লিখিয়াছেন,—

"সৎসঙ্গক্রমে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পণ্ডিত-ব্যক্তি যাঁহার কীর্ত্ত্যমান রুচিকর যশ একবার শুনিয়া কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধ্রুবের স্তবেও পাওয়া যায়,—

> "জ্ঞানদত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট......কৃতবিদা কথমার্ত্তবন্ধো॥" (৪।৯।৮)
> "নূনং বিমুষ্ট-মতয়স্তব মায়য়া তে" (৪।৯।৯)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন,—

"কৃতবিদা'—তোমার কৃত উপকার জানিয়া তোমার পাদমূল কি প্রকারে —বিস্মৃত হইবেন? কীদৃশ? অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির যোগ্য জিজ্ঞাসুভক্তের শরণ এই প্রকার। তোমার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াও তোমাকে

ভজন না করিয়া কৃতঘ্নই হয়। হে আর্ত্তভক্তস্থ বন্ধো! এই রকমই জ্ঞানি-ভক্ত, জিজ্ঞাসু ভক্ত এবং আর্ত্তভক্ত যাহাদের কথা শ্রীগীতোপনিষদে উক্ত সেই তিনপ্রকার ভক্তের কথা ব্যাখ্যাত হইল।"

পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায়ও লিখিয়াছেন,—

"আমার মত চতুর্থ অর্থার্থী ভক্ত যে, সে অতি নিকৃষ্ট-মূঢ়, তাহারা নিশ্চিতই বঞ্চিত বুদ্ধি। কাহারা? যাহারা জন্ম ও মৃত্যু দুইয়ের মোক্ষদাতা তোমাকে তুচ্ছ ফল-লাভের জন্য আরাধনা করে, অতএব তাহারা কল্পতরু তোমাকে অর্চ্চনা করে, অথচ মৃত্যু-তুল্য দেহের দ্বারা উপভোগ্য সুখ ইচ্ছা করে, কিন্তু ইচ্ছাযোগ্য তাহা নহে; যে বিষয়-সম্বন্ধজনিত সুখ নরকে বা শূকরাদি যোনিতেও পাওয়া যায়॥ ১৬॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

অন্বয়—তেষাং (তাহাদের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (নিত্যমদ্গতচিত্ত) একভক্তিঃ (একমাত্র মদনুরক্ত) জ্ঞানী (তত্ত্ববিৎ) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) হি (যেহেতু) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যর্থং প্রিয়ঃ (অতিশয় প্রিয়) সঃ চ (তিনিও) মম প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)॥ ১৭॥

অনুবাদ—তাঁহাদের মধ্যে নিত্য মদ্গতচিত্ত একান্ত মদনুরক্ত তত্ত্ববিৎ জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু আমি তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তির অতিশয় প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয়॥ ১৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কষায়শূন্য আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী মৎপর হইয়া 'ভক্ত' হয়; কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান-কষায় পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধজ্ঞান লাভ করত ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া অন্যান্য তিনপ্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাবতঃ জ্ঞানাভ্যাস-দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ জীবের স্বরূপ-লাভ যত বিশুদ্ধ হয়, কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম কষায়শূন্য হইলেও স্বস্বরূপাবস্থিতি তত বিশুদ্ধ হয় না। ভক্তসঙ্গক্রমে সকলেরই চরমে স্বরূপাবস্থিতি-লাভ হইয়া পড়ে। সাধনদশায় উক্ত চারিপ্রকার অধিকারীর মধ্যে একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী-ভক্তই আমার বিশুদ্ধ দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়; শুকাদির ভগবজ্‌জ্ঞানস্ফূর্ত্তিই ইহার উদাহরণ। শুদ্ধজ্ঞানলব্ধ

ভক্তগণের সাধনকালীন ভগবৎকৈঙ্কর্য্য—বিশুদ্ধ চিন্ময়, জড়গন্ধ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—চতুর্ষু জ্ঞানিনঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ,—তেষামিতি। জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি, যদসৌ নিত্যযুক্ত একভক্তিশ্চ। আর্ত্তিবিনাশাদিকামনা-বিরহান্নিত্যং ময়া যোগবান্। আর্ত্তাদেস্তু যাবৎ কামিতপ্রাপ্তি মদ্‌যোগঃ একস্মিন্নয্যেব জ্ঞানিনো ভক্তিরার্ত্তাদেস্তু স্বকামিতে তৎপ্রদাতৃত্বেন ময়ি চাতো জ্ঞানী ততঃ শ্রেষ্ঠঃ। অতৃপ্যন্নাহ,—প্রিয়ো হীতি। জ্ঞানিনো হ্যহমত্যর্থং প্রিয়ঃ প্রেমাস্পদম্; স হি মৎপ্রিয়তা-সুধাসিন্ধুনিমগ্নো নান্যৎ কিঞ্চিদনুসন্ধত্তে তস্য মৎপ্রিয়তাপরিমিতেতি বোধয়িতুমত্যর্থশব্দঃ,—সর্ব্বজ্ঞোঽনন্তশক্তিশ্চাহং যাং বক্তুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ। স চ জ্ঞানী 'যে যথা মাম্' ইত্যাদিন্যায়েন তথৈব মম প্রিয়ঃ—মমাপি তৎপ্রিয়তা তদ্‌বদপরিমিতেত্যর্থ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীভক্তের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হইতেছে—'তেষামিতি'। জ্ঞানী সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। কারণ—এই জাতীয় ভক্ত নিত্য মদ্গতচিত্তবৃত্তিযুক্ত ও এক ভক্তিপরায়ণ। আর্ত্তি-বিনাশাদি কামনারহিত বলিয়া নিত্য আমার প্রতি ভক্তিযোগযুক্ত। আর্ত্ত প্রভৃতি ভক্ত কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অভিপ্রেত ফল না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয় এবং একমাত্র আমাতেই জ্ঞানীর ভক্তি; আর আর্ত্তাদি কিন্তু নিজ নিজ অভিপ্রায় মত প্রার্থিত বস্তু আমার নিকটে প্রার্থনা করিয়া যখন উহা লাভ করে তখন সেইসব কামনার ফলদাতা বলিয়া আমার প্রতি অত্যাসক্তযুক্ত হয়; অতএব জ্ঞানী ভক্ত তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। অতৃপ্ত হইয়া বলিতেছেন—'প্রিয়োহীতি'। জ্ঞানীদের নিকটেই আমি সকল সময়ে অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ প্রেমাস্পদ, সেই জ্ঞানীই আমার প্রিয়তা-(ভক্তিরূপ) রূপ-সুধাসমুদ্রে সর্ব্বদা নিমজ্জিত থাকে; অন্য কিছুরই (আমা ভিন্ন) অনুসন্ধান করে না। সেই জ্ঞানী ভক্তের আমার প্রতি প্রিয়তা (অতিশয় আসক্তি) অপরিমিত ও অসীম, ইহাই বুঝাইবার জন্য এখানে 'অত্যর্থ' শব্দ। সর্ব্বজ্ঞ এবং অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন আমি যাহা বলিতে সক্ষম নহি, সেই জ্ঞানী "যাহারা যেই রূপে আমাকে" ইত্যাদি ন্যায়ের দ্বারা সেইরকমই আমার প্রিয়—(শুধু তাহার নহে) আমারও তৎপ্রিয়তা অর্থাৎ সেই ভক্তের প্রতি প্রিয়তা অপরিসীম অর্থাৎ অপরিমিত ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, চারিপ্রকার দুষ্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে ভজনা করে না। আর চারিপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি তাঁহার ভজন পরায়ণ হন। এক্ষণে বলিতেছেন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার ভক্তি-অধিকারীর মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁহারা 'নিত্যযুক্ত'—শ্রীধর স্বামী বলেন, 'সর্ব্বদা ভগবন্নিষ্ঠ'। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, —"'নিত্য আমাতে যুক্ত যে সে', জ্ঞানাভ্যাসে বশীকৃতচিত্ত বলিয়া মনের একাগ্রচিত্ততা, আর্ত্তাদি তিনপ্রকার এবম্ভূত নহে, যদি কেহ বলেন, সকল জ্ঞানীই জ্ঞানের ব্যর্থতার ভয়ে তোমাকে ভজন করেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—'এক ভক্তিঃ' একা, মুখ্যা, প্রধানীভূতা ভক্তিই। অন্য জ্ঞানীদিগের ন্যায় জ্ঞানকে প্রধান করেন নাই। অথবা একা ভক্তিই অর্থাৎ সেখানেই আসক্তিমান্ বলিয়া; তবে যে এখানে জ্ঞানী বলা হইয়াছে, উহা কেবল নামমাত্র জ্ঞানী। এইপ্রকার জ্ঞানীর শ্যামসুন্দরাকার আমি অত্যন্ত প্রিয়। সাধন ও সাধ্যদশায় কখনই আমাকে পরিহার করিতে পারে না। সুতরাং 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' এই ন্যায়ানুসারে সেই জ্ঞানী আমারও অত্যন্ত প্রিয়"।

অনেকে এই শ্লোকে জ্ঞানীকে ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এস্থলে যে জ্ঞানীর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার বৈশিষ্ট্য চারিপ্রকার। (১) নিত্যযুক্ত (২) এক ভক্তিমান্ (৩) শ্যামসুন্দরাকার শ্রীভগবান্ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় (৪) তিনিও শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

সাধারণতঃ 'জ্ঞানী' বলিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রার্থীকে বুঝাইয়া থাকে। তাঁহারা কিন্তু সাধ্য-সাধন দশায় নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা যুক্ত অর্থাৎ নিষ্ঠাযুক্ত নহেন, মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা ভক্তিযোগ স্বীকার করিলেও, মুক্তিতে যখন ব্রহ্মে লয় হইবেন, তখন তাঁহাদের আর ভগবন্নিষ্ঠা কি প্রকারে থাকিবে? আর এস্থলে যিনি 'জ্ঞানী' তিনি কিন্তু এক-ভক্তিমান্ থাকেন। সাধনে ও সিদ্ধিতে এক-ভক্তিমান্। কোন অবস্থায়ই 'ভক্তি' ত্যাগ করেন না। ভক্ত মুক্তিতেও পার্ষদত্ব লাভ করিয়া ভক্তিই করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকে উক্ত জ্ঞানী ভক্তের আর্ত্তিবিনাশাদির কামনা না থাকায় নিত্য শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত থাকেন। আর আর্ত্তাদি নিজের কামিত বস্তু যতক্ষণ না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের সহিত যুক্ত থাকেন। অভিলষিত বিষয় পাইলেই ভগবানকে আর প্রয়োজন বোধ করেন না। এই জ্ঞানী ভক্ত কিন্তু

আর্ত্তাদি হইতে বিশেষ যে, একমাত্র আমাতেই ভক্তি যুক্ত থাকেন, কোন অবস্থায়ই আমাকে পরিহার করেন না। তাহার আরও কারণ যে, আমি এবম্বিধ জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ প্রেমের আস্পদ। এইরূপ জ্ঞানী আমার প্রিয়তারূপ-সুধাসিন্ধুতে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন বলিয়া আমি ছাড়া অন্য কিছুর অনুসন্ধান করেন না। সুতরাং এইরূপ জ্ঞানীর ভগবৎ-প্রিয়তা অপরিমিত। আবার শ্রীভগবান্ও এইরূপ জ্ঞানী ভক্তকে অত্যন্ত ভালবাসেন, ভক্তের প্রতি ভগবানের ভালবাসাও অপরিমিত। শ্রীভগবানের বাক্যে আরও পাওয়া যায়,—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি" ॥ ভাঃ ৯।৪।৬৮ অর্থাৎ সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমি ছাড়া আর কিছুই জানেন না। আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়া আর কিছুই জানি না।

যে জ্ঞানী ভক্ত অনন্যমনে সেই শ্যামসুন্দরের ভজনা করেন, যিনি ঐহিক সমস্ত ঐশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নিরন্তর সেই প্রেমসিন্ধুর প্রেমামৃতপানে বিভোর থাকেন ; স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ সকলই যাঁহার নিকট নিতান্ত নগণ্য। যাঁহার ভক্তি শতমুখে প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর সেই ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দরের শ্রীচরণ-সরোজে রত থাকে ; স্বর্গাদি বা মুক্তি-সুখ কিছুই যিনি চান না, সেই নবীন জলদ-শ্যাম শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র প্রেমের আস্পদ, তাদৃশ জ্ঞানী ভক্ত যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীভগবানের প্রিয় হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ১৭ ॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—এতে সর্ব্বে এব (ইহারা সকলেই) উদারাঃ (মহৎ) জ্ঞানী তু (কিন্তু জ্ঞানী) আত্মা এব (আত্মস্বরূপ) মে মতম্ (ইহাই আমার মত) হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) যুক্তাত্মা (মদ্গতচিত্ত) অনুত্তমাং গতিং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ) মামেব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া থাকেন) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ইহারা সকলেই মহৎ, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি আমার আত্মস্বরূপ—ইহাই আমার অভিমত, যেহেতু তিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তমা গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—'কেবলা ভক্তি' স্বীকার করত পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার

অধিকারী সকলেই পরম-উদার হন। কিন্তু জ্ঞানী-ভক্তের আত্মনিষ্ঠতা অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠতা অধিকতর প্রবল থাকায় তিনি চৈতন্যগতিরূপ সর্ব্বোত্তম গতি আমাতে অবস্থিত হন। তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ তিনি আমাকে অত্যন্ত বশীভূত করেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—নন্বার্ত্তাদয়স্তব প্রিয়া ন ভবন্তি, নৈবমত্যার্থমিতি বিশেষণাদিত্যাহ,—উদারা ইতি। সর্ব্ব এবৈতে আর্ত্তাদয় উদারা বদান্যাঃ,—"উদারো দাতৃ-মহতোঃ" ইত্যমরঃ। যে মাং ভজন্তো ময়া দিৎসিতং কিঞ্চিৎ স্বাভীষ্টং মত্তো গৃহ্ণন্তি, তে ভক্তবাৎসল্যং মহৎ প্রযচ্ছন্তো মম বহুপ্রদাঃ প্রিয়া এবেতি ভাবঃ। জ্ঞানী তু মমাত্মৈবেতি মতম্; হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদর্পিতমনা মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিদপ্যানিচ্ছন্নতিপ্রিয়েণ ময়া বিনা লবমপি স্থাতুমসমর্থো মামেব সর্ব্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্যমাস্থিতো নিশ্চিতবান্, অতস্তেন তাদৃশেন বিনা লবমপি স্থাতুমসমর্থস্য মমাত্মৈব সঃ। ন চ জ্ঞানিজীবস্য হরিঃ স্বেনাভেদমাহেতি বাচ্যম্,—জ্ঞানিভজত্বাসিদ্ধের্ভজতাং চাতুর্ব্বিধ্যাসিদ্ধের্মোক্ষে ভেদবাক্যব্যাকোপাচ্চ; তস্মাদতিপ্রিয়ত্বাদেব তত্রাত্মেত্যুক্তির্মমাত্মা ভদ্রসেন ইতিবৎ। আত্মৈব মন এব মতমিত্যপরে ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—আর্ত্তাদি ভক্তগণ তাহা হইলে তোমার প্রিয় হয় না, এই কথা বলা সঙ্গত নহে, কারণ 'অত্যর্থ' এই বিশেষণ আছে বলিয়া, ইহাই বলা হইতেছে—'উদারা ইতি'। আর্ত্তাদি সকলেই অতিশয় বদান্য—"উদার শব্দের অর্থ দাতৃ ও মহৎ" ইহা অমরকোষে বলা আছে। যাহারা আমাকে ভজনা করিতে করিতে আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত তাহাদের কিঞ্চিৎ অভীষ্ট বস্তু আমা হইতেই গ্রহণ করে, তাহারা আমাকে ভক্তবাৎসল্যগুণ প্রদান করিতে করিতে বহু প্রদাতা বহু প্রকারে প্রিয়ই হয়।—ইহাই ভাবার্থ। জ্ঞানী (ভক্ত) কিন্তু আমার আত্মস্বরূপ অর্থাৎ আত্মাই- হয়, ইহা আমার মত (সিদ্ধান্ত)। যেই হেতু সেই জ্ঞানী যুক্তাত্মা—আমার প্রতি মন ও প্রাণ সর্ব্বদা অর্পণ করিয়া থাকেন। আমি ভিন্ন ও আমার প্রসন্নতা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা কাম্য ফলকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন না। কেবল—অতিশয় প্রিয় আমি ব্যতিরেকে বিন্দুকালমাত্রও থাকিতে অক্ষম বা অসমথ। আমাকেই সর্ব্বোত্তম গতিরূপে পাইয়া অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি তদ্‌গতপ্রাণ হইয়া নিশ্চিতভাবে অবস্থান করেন। অতএব সেইরূপ জ্ঞানী ভক্তের তাদৃশ আমার তুষ্টি, কৃষ্ণপ্রীতি ভিন্ন বিন্দুমাত্র

সময়ও অতিবাহিত করিতে অক্ষম বলিয়া সেই জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মাই হইয়া থাকে। শ্রীহরি নিজের সহিত জ্ঞানী জীবের অভেদ বলেন—ইহা বলা সঙ্গত নহে। কারণ—জ্ঞানীর ভজনাদির অসিদ্ধিতা আসে, ভজনশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে চাতুর্ব্বিধ্যের সিদ্ধি হয় না এবং মোক্ষে ভেদমূলক বাক্যের প্রতিও দোষারোপ হয়। অতএব অতিশয় প্রিয়ত্ব হেতুতেই—"সেই কৃষ্ণভক্ত আমার আত্মা" এই কথা বলা হইয়াছে (ব্যাকরণের) "আমার আত্মা ভদ্রসেন" ইহার মত। আত্মাই মন এই মত অপরের ॥ ১৮ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ জ্ঞানী ভক্তকে তাঁহার প্রিয় বলায়, কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে, আর্ত্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু এই তিন প্রকার ভক্ত কি শ্রীভগবানের প্রিয় নহে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, জ্ঞানী ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াছি, কাজেই অপর তিন প্রকার ভক্তও যে আমার প্রিয় নহে, এ বিচার করা সঙ্গত হয় না। কারণ পূর্ব্ব জন্মার্জিত সুকৃতি ব্যতীত আর্ত্তাদি কেহই আমার ভজন করিতে পারে না। মদ্বিমুখ জীবসমূহ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্য দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে, যাহা পরে এই অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে—"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ" (৭।২০)। তাহাদের অপেক্ষা যে-আর্ত্তাদি সকাম হইয়াও আমার আরাধনা করে, অন্য দেবতার আরাধনা করে না, তাহারা অতিশয় সুকৃতিশালী ও ভাগ্যবান্। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্", (২।৩।১০)।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—'উদারধীঃ' সুবুদ্ধিঃ, কাম-রহিত বা কাম-সহিত ভক্তের ভগবদ্বিষয়ত্বই সুবুদ্ধির চিহ্ন, তদভাবই মন্দ বুদ্ধির চিহ্ন'।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

> "উদার মহতী যাঁর সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
> নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥
> ভক্তি-প্রভাব—সেই কাম ছাড়াঞা।
> কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া॥ (মধ্য ২৭।১৯০, ১৯২)

শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল ও কৃতজ্ঞশিরোমণি। ভক্ত অক্রূর বলিয়াছেন,—

"ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরং সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাং" ভাঃ ১০।৪৮।২৬। শ্রীবিশ্বনাথ বলেন, 'কৃতজ্ঞ'—ভক্ত বিস্মৃত হইয়াও যদি কদাচিৎ তোমার কিছুও ভজন করে, তুমি তাহা জান,—এই অর্থ। ভক্ত নারদও বলিয়াছেন—'ন ভজতি নিজ-ভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ' ভাঃ ৪।৩১।২২ অর্থাৎ এইরূপ ভক্তবৎসল ভগবানকে কৃতজ্ঞ পুরুষ কিরূপে ঈষদ্ভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেন? সুতরাং যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, সানন্দতৃপ্ত-ভগবান্ তাহাদিগকেও বহুদান করিয়াও নিজে কিছুই দিতে পারিলাম না, বরং তাহারাই আমাকে বহুদান করিল'—বলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাওয়া যায়,—

"মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥" (মধ্য ২২।৩৫)

সকাম ভক্তের প্রতিও কৃষ্ণের অহৈতুকী দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়,—

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ,
অমৃত ছাড়ি', বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ।
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥ (মধ্য ২২।৩৭-৩৯)

সকাম উপাসকও অনেকে কৃষ্ণ-কৃপায় নিষ্কামতা লাভ ও শুদ্ধভক্তি-কামনা লাভ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই পাওয়া যায়,—

"কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥" (মধ্য ২২।৪১)

যেমন শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥
(৫।১৯।২৬)

অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেও মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য; কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম

শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্য কামনা-শান্তি-কারী সেই নিজ-পাদপল্লব দিয়া থাকেন।

এস্থলে দেখা যায় যে, সকাম ভক্তও তাঁহার প্রিয় কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত জ্ঞানাভ্যাস-বশীকৃত-চিত্ত বলিয়া নিষ্কাম সুতরাং আমি ছাড়া তাঁহার অন্য কামনা থাকে না এবং আমি ছাড়া তাঁহার প্রিয়ান্তর কিছু নাই; আমিই তাঁহার একমাত্র প্রিয় এবং প্রার্থিত সুতরাং তাদৃশ ভক্ত যে আমার নিরতিশয় প্রীতির পাত্র হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া এক্ষণে সেই নিষ্কাম ভজনশীল জ্ঞানী ভক্তকে অত্যন্ত প্রিয়ত্বের পরিচয় 'আত্মা' বলিতেছেন। যেমন সংসারে কোন ব্যক্তিকে তাহার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি বলিয়া থাকে, যে 'অমুক আমার আত্মা'—তদ্রূপ।

এস্থলে যে জ্ঞানী ভক্তকে শ্রীভগবান্ 'আত্মা' বলিয়া পরিচয় দিলেন, ইনিও কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা-ভক্তি-আশ্রয়কারী-ভক্ত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইনি নামে মাত্র জ্ঞানী। আরও বলা হইয়াছে, ভক্তি দুই প্রকার,—প্রধানীভূতা ও কেবলা। এই দুই প্রকার ভক্তির মধ্যে যেখানে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির মিশ্রণ থাকিলেও ভক্তিরই একমাত্র প্রাধান্য থাকে, তাহাকে প্রধানীভূতা ভক্তি বলা হয়। আর কেবলা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

> "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
> আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

> "অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান, কর্ম্ম।
> আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
> এই শুদ্ধা ভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
> পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥ (মধ্য ১৯।১৬৮-১৬৯)

এতদ্ব্যতীত 'গুণীভূতা ভক্তি' নামে সাধারণভাবে একপ্রকার ভক্তিও প্রচলিত আছে। উহাকে শুদ্ধভক্তগণ ভক্তির মধ্যে গণনা করেন না।

যোগেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের ফল স্বর্গ ও নির্ব্বাণ-মোক্ষাদি লাভের সাধনে সাহায্যকারীরূপে পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই 'কর্ম্ম', জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান' এবং যোগের নামই 'যোগ,' ঐ কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগকে তত্তৎফল-লাভে যে 'ভক্তি' সাহায্য করে মাত্র, তাহাকে 'ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না।

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন প্রকার সকাম ভক্তই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যাজন করিতে করিতে বিপদ্ মুক্ত হন। ক্রমশঃ জ্ঞানপ্রাপ্ত ও ঐশ্বর্য্যভাব প্রাপ্ত হন, পরে ভক্তিমহিমায় শ্রীনারায়ণ-লোক বৈকুণ্ঠে বিরাজিত সুখাদি এবং ঐশ্বর্য্য প্রধান শ্রীনারায়ণের সহিত এক লোক লাভ অর্থাৎ সালোক্য মুক্তিলাভ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নারায়ণের সেবক হন। কিন্তু গুণীভূতা ভক্তির আশ্রয়ে সাধারণ কর্ম্মী পুণ্য কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগের পর 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীঃ ৯।২১) শ্লোক পরে পাওয়া যাইবে, এই ন্যায়ানুসারে সংসারে পতিত হন। এখানে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কর্ম্মী যদি গুণীভূতা ভক্তিটুকুও আশ্রয় না করেন, তাহা হইলে কিন্তু কর্ম্মের ফলও লাভ করিতে পারেন না, এই জন্য সর্ব্বত্র বহির্ম্মুখ-কর্ম্মের নিন্দা শুনা যায়।

চতুর্থ জ্ঞানী, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হইতে উৎকৃষ্টা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফলে সনকাদির ন্যায় ভগবানে শান্তরতি লাভ করেন। "শান্ত ভক্ত—নবযোগেন্দ্র, সনকাদি আর"—(চৈঃ চঃ ১৯।১৮৯)

কিন্তু এই অবস্থায় যদি ভগবানের প্রেমিক ভক্তের সঙ্গ হয়, তবে তাঁহাদের করুণায় শান্তভক্ত শ্রীশুকাদির ন্যায় প্রেমবান্ হন।

যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"ব্যাস-কৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন॥" (মধ্য ২৪।১১১)
"নবযোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি'॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশ-স্কন্ধে তাঁর ভক্তি-বিবরণ॥ (মধ্য ২৪।১১৩-১১৪)

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিলাভ হয়, যেমন পাওয়া যায়,—

'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

সুতরাং কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিযাজনকারী ব্যক্তির ভাগ্যফলে যদি দাস্যরসের ভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা দাস্যপ্রেম লাভ করেন কিন্তু উহা ঐশ্বর্য্য প্রধান।

কেবলা ভক্তির ফল—কেবলা ভক্তি,—অনন্যা, অকিঞ্চনা ও উত্তমাদি-শব্দে অভিহিত হয়। ইহা স্বতন্ত্রা, নিরপেক্ষা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সুতরাং প্রধানীভূতা ভক্তির সঙ্গে তুলনীয় নহে। কেবল ভক্তিমান্ ভক্ত মাধুর্য্যময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস-সখ্যাদি রতিলাভ করিয়া তাঁহার নিত্য পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হন।

শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে প্রধানীভূতা ভক্তি-আশ্রয়কারী ভক্তকেই 'আত্মা' বলিয়াছেন, সুতরাং কেবলা ভক্তিমান্ ভক্ত কিন্তু তাঁহার আত্মা হইতেও অধিক। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ (১১।১৪।১৫)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"ব্রহ্মা, শঙ্কর, সংকর্ষণ ও লক্ষ্মীদেবী আমার ভক্ত হইলেও তাঁহাদিগেতে ভক্তত্বাংশ অপেক্ষা পুত্রত্বাদি অংশ অধিক বর্ত্তমান। কিন্তু নন্দ-যশোদাদি মহাপ্রেমযুক্ত সেজন্য পিতৃত্বাদি অংশ অপেক্ষা ভক্তত্বলক্ষণাংশ অধিক। অতএব ভক্তত্বাংশই কৃষ্ণের অতি প্রিয়ত্বের পরিচয়। (অর্থাৎ যে ভক্তে অনন্যা ভক্তি যতবেশী, সে ভক্ত কৃষ্ণের তত প্রিয় এবং সেই ভক্তের ভক্তিতে কৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত) অথবা তাদৃশ ভক্তগণের মধ্যে (হে উদ্ধব!) তুমি আমার যেরূপ প্রিয়, তাহা আমার মুখেই শ্রবণ কর—সর্ব্ব ভক্তমধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা গোপী সকল শ্রেষ্ঠ; কেননা, "আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাম্" (ভাঃ ১০।৪৭।৬১) শ্লোকে উদ্ধব তাঁহাদিগের চরণধূলি প্রার্থনা করিয়াছেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ পুনরায় 'আত্মাবানোঽপ্যারীরমৎ' শ্লোকের টীকায় বলেন,—"যদিও হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম ব্রহ্মাদি আমার তাদৃশ প্রিয়তম নহে। এবং আমার ভক্ত সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ

স্বরূপগত আনন্দ অভিলাষ করি না'—ভগবানের এই উক্তি হইতে নিজ আত্মা হইতেও ভক্তগণের আনন্দপ্রদত্ব অধিক জানা যায়। কিন্তু এই গোপীগণ সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি বলিয়া আত্মারাম ভগবানেরও অধিক আনন্দদাতা বলিয়া তাঁহাদের সহিত রমণ জানিতে হইবে।"

অতএব ব্রজগোপীগণই কৃষ্ণের আত্মা হইতে অধিক। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' শ্লোকের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ নিজ ভজনকারীর ভজন-ঋণ শোধ দিয়া থাকেন জানাইয়াছেন। কিন্তু সেই গোপীগণের ভজনে ঋণী হইয়া বলিয়াছেন—'ন পারয়েঽহং' (ভাঃ ১০।৩২।২২)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই 'প্রেমে'র অনুরূপে না পারে ভজিতে।
অতএব 'ঋণী' হয়, কহে ভাগবতে॥" (মধ্য ৮।৯০-৯১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহাও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত পদ।
আত্মা হইতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হইতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে॥ (আদি ৬।৯৮-৯৯)

এস্থলে জ্ঞানীকে শ্রীভগবান্ যে 'আত্মা' বলিয়াছেন, তাহার কারণ সেই জ্ঞানী যুক্তাত্মা অর্থাৎ মদর্পিতমনা, আমার নিকট অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, অতিপ্রিয় আমাকে ছাড়া ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না। আমাকেই সর্ব্বোত্তমা গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন অর্থাৎ নিশ্চয় করেন। অতএব আমিও তাদৃশ ভক্ত ব্যতিরেকে ক্ষণকাল থাকিতে পারি না কারণ সে আমার আত্মা। অবশ্য এস্থলে বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীহরি তাঁহার সহিত জ্ঞানী জীবের অভেদত্ব বলিয়াছেন।

তাহা যদি বলা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানীর ভজন অসিদ্ধ হয়, এবং ভজনকারীর চাতুর্ব্বিধ্যের অসিদ্ধি, মোক্ষেও ভেদ আছে, এই সকল বাক্যে দোষারোপ

হয়। সেই হেতু অতিশয় প্রিয়ত্বহেতুই সেস্থলে 'আত্মা' এই উক্তি ; যেমন 'আমার আত্মা ভদ্রসেন' বলা হয়। আবার অপর কেহ কেহ বলেন, আত্মা অর্থাৎ মনই ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে (বহু জন্মের পর) সর্ব্বম্ বাসুদেবঃ (সকল বাসুদেবময়) ইতি জ্ঞানবান্ (এই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি) মাম্ (আমাকে) প্রপদ্যতে (আশ্রয় করেন) সঃ (সেরূপ) মহাত্মা, সুদুর্ল্লভঃ (নিতান্ত দুর্ল্লভ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—বহুজন্মের পর সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমাতেই প্রপত্তি লাভ করেন, সেইরূপ মহাত্মা নিতান্ত দুর্ল্লভ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীবসকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার প্রথমে তাহারা জড়ত্যাগকালীন কিয়ৎপরিমাণ অদ্বৈত-ভাব অবলম্বন করে ; তখন জড়ীয়বিশেষের প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ-ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্য-ধর্ম্মে একটু অবস্থিত হইলেই, চৈতন্যের যে বিশুদ্ধ বিশেষ-ধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে তাহারা অনুরক্ত হয় এবং অনুরক্ত হইয়া পরমচৈতন্যরূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে ; তখন তাহারা এই মনে করে যে, 'এই জড়জগৎ স্বতন্ত্র নয়, চৈতন্য-বস্তুর একটি হেয় প্রতিফলন-মাত্র, ইহাতেও বাসুদেব-সম্বন্ধ আছে ; অতএব সমস্তই বাসুদেবময়।' এইরূপ যাঁহাদের ভগবৎপ্রপত্তি, তাঁহারা—মহাত্মা ও সুদুর্ল্লভ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—নম্বার্ত্তাদীনামন্তে কা নিষ্ঠেতি চেত্তত্রাহ,—বহূনামিতি। আর্ত্তাদিস্ত্রিবিধো মদ্ভক্তঃ কৃতমদ্ভক্তিমহিম্না বহূনি জন্মান্যাক্রমান্ বিষয়ানন্দানন্তভূয় তেষু বিতৃষ্ণোঽন্তে জন্মনি মৎস্বরূপজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাৎ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তমৎস্বরূপ-জ্ঞানঃ সন্ মাং প্রপদ্যতে, ততো বিন্দতীত্যর্থঃ। জ্ঞানাকারমাহ,—বাসু-দেবেতি। বসুদেবসুতঃ কৃষ্ণ এব সর্ব্বং,—কৃষ্ণায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিকং সর্ব্বং বস্তিত্যর্থঃ। যদ্ধি যদধীনস্বরূপস্থিতিকং তত্তদাত্মকং ব্যপদিশ্যতে ; যথা প্রাণাধীনস্বরূপস্থিতিকত্বাৎ প্রাণরূপং বাগাদিব্যপদিষ্টং ছান্দোগ্যে,— "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে

প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি" ইতি তত্রাহুঃ,—সর্ব্বং বস্তু বাসুদেবেন ব্যাপ্যমতঃ সর্ব্বং বাসুদেব ইত্যর্থঃ। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বম্" ইতি পার্থো বক্ষ্যতীতি। স হি নিখিলস্পৃহানিবৃত্তিপূর্ব্বকং মৎস্পৃহো মদাত্মাত্যুদারমনা মন্নিবেদিতাত্মা জ্ঞানিকোটিষ্বপি সুদুর্ল্ভঃ। এষ জ্ঞানবান্ 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্' ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণো বোধ্যঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—আর্ত্তাদির অন্তে—শেষ পরিণামে কিরূপ নিষ্ঠা (গতি) হয়? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'বহূনামিতি', আর্ত্তাদি তিনপ্রকার আমার ভক্ত, আমার উপর কৃত ভক্তিমহিমার ফলে আমার বাক্যশ্রবণাদিরূপ ক্রিয়াদি করিয়া থাকে, তাহার ফলে বহুজন্ম উত্তম উত্তম বিষয় ভোগসুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে সেই ভোগবাসনাদি সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া থাকে, তারপর শেষজন্মে আমার স্বরূপাদি-বিষয়ে পরমজ্ঞানী, সৎ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের সংসর্গে জ্ঞানবান্ অর্থাৎ আমার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞানী হইয়া আমাতে প্রপন্ন হয়; তারপরই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। জ্ঞানের আকার বলা হইতেছে—'বাসুদেবেতি', বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণই সর্ব্ব, এই কৃষ্ণের আয়ত্ত সমস্তবস্তুর স্বরূপ, স্থিতি ও কার্য্য; যাহা যাহার অধীন স্বরূপ ও স্থিতিমান্ তৎ সমুদায়ই তদাত্মকরূপে ব্যপদেশ (বলা) হইয়া থাকে, যেমন—প্রাণের অধীন স্বরূপ ও স্থিতিশীলতাহেতু বাক্যাদিকে প্রাণরূপ ব্যপদেশ (বলা) হইয়াছে। ছান্দোগ্যে—"বাক্যগুলি নহে, চক্ষুগুলি নহে, শ্রোত্রগুলি নহে, মনগুলিও নহে ইহা বলা হয়, (অর্থাৎ বাক্য-চক্ষু-শ্রোত্র ও মনের কোন স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই) প্রাণই সকলের কর্ত্তা—প্রাণই ইহারা সকলে হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা সকলে প্রাণেরই অধীন হয়।" এই সম্পর্কে বলা আছে—সমস্ত বস্তু বাসুদেবের দ্বারা ব্যাপ্য বলিয়া সমস্ত বস্তুই বাসুদেব" ইহাই অর্থ, "সকলকে তুমি প্রাপ্ত হও অতএব তুমিই সকল" ইহা পার্থ অর্জ্জুন বলিবেন। তিনি নিশ্চিতরূপে নিখিলস্পৃহা নিবৃত্তিপূর্ব্বক আমার প্রতি স্পৃহাসম্পন্ন হইয়া, মদ্‌গত আত্মা হইয়া ও অতিশয় উদারমনা হইয়া আমাকে আত্মনিবেদন করিলে কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যেও সেইরূপ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ জ্ঞানী অতিশয় দুর্ল্ভ। এই জ্ঞানবান্ ভক্ত নিশ্চয় প্রিয়; "জ্ঞানী হইতেও অতিশয় প্রিয়" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তলক্ষণগুলি জানিবে ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—এক্ষণে কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, আর্ত্তাদি ত্রিবিধ ভক্তের

গতি কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, আর্ত্তাদি ত্রিবিধ সকাম ভক্তও আমার ভক্তি-মহিমার ফলে বহু বহু জন্ম উত্তম বিষয়ানন্দ অনুভবানন্তর তাহাতে বিতৃষ্ণ হইয়া অন্তে কোন জন্মে মৎস্বরূপজ্ঞ সৎসঙ্গ-হেতু জ্ঞানবান্ অর্থাৎ মৎস্বরূপ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমাতে প্রপত্তি লাভ করেন। সেই জ্ঞানের আকার বলিতেছেন—'বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব'; যেহেতু সর্ব্ববস্তুর স্বরূপ, স্থিতি ও প্রবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের আয়ত্ত অর্থাৎ অধীন। যেমন প্রাণের অধীন সমস্ত ইন্দ্রিয় বলিয়া, বাগাদি-ইন্দ্রিয়কেও প্রাণরূপ বলা হয়। ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়, (৫।১।১৫) বাক্য নহে, চক্ষু নহে, কর্ণ নহে সবই প্রাণ। এইরূপ বাসুদেব সব ব্যাপিয়া অবস্থান করেন বলিয়া সব বাসুদেব বলা হয়।

সুতরাং সমস্ত স্পৃহা নিবৃত্তিপূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই স্পৃহা, আমাকেই আত্মজ্ঞান পূর্ব্বক আমাতেই আত্মনিবেদন করেন, এইরূপ উদারমনা ব্যক্তি কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যেও সুদুর্ল্লভ। এইরূপ জ্ঞানবান্ প্রিয়ো, জ্ঞানী হইতেও অতিশয় প্রিয়, ইহা উক্তলক্ষণেই বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব নামে খ্যাত। এ-সম্বন্ধে সনৎকুমার বলেন,—"বাসঃ সর্ব্বানিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু। তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরীতঃ॥" অর্থাৎ যিনি সকলের নিবাস ভূমি, যাঁহার লোমকূপে সমগ্র বিশ্ব, তাঁহার যিনি দেবতা সেই পরব্রহ্ম বাসুদেব নামে খ্যাত। আরও—"বাসুদেবেতি তন্নাম বেদেষু চতুর্ষু চ। পুরাণেম্বিতিহাসেষু শাস্ত্রাদিষু চ দৃশ্যতে॥" অর্থাৎ তাঁহার বাসুদেব এই নাম চারি বেদ ও পুরাণ-ইতিহাসাদি-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥"

অর্থাৎ এই জগতের সকল স্থানে ও সকল পদার্থে বাস করেন। এই জন্য বিদ্বানগণের দ্বারা তিনি বাসুদেব নামে কথিত হন।

পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"ইন্দীবর-দলশ্যামঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
চতুর্ভুজঃ সুন্দরাঙ্গো দিব্যাভরণভূষিতঃ॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কোবনমালাবিভূষিতঃ।

বসুদেবস্য জাতোঽসৌ বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥"

'বাসুদেব' নামের আরও একটি অর্থ পাওয়া যায়,—

"বসতি সর্ব্বত্র ইতি বাসুঃ দিব্যতি ইতি দেবঃ।"

"বাসয়তি সর্ব্বান্ আত্মকুক্ষি মধ্যে ইতি বাসুঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।

ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥" (১০।১৪।৫৬)

অর্থাৎ বস্তুতঃ যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব্বকারণকারণ (কার্য্য ও কারণ অভিন্ন) অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেন,—

"রূপমধিষ্ঠানং সর্ব্বত্রৈব ভগবানয়ং নিবসতীতি পরিস্ফুরতীতার্থঃ"।

পরে গীতায় শ্রীঅর্জ্জুনও বলিবেন,—

'সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ' (গীঃ ১১।৪০)

অর্থাৎ তুমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত অতএব তুমিই সর্ব্ব॥ ১৯॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০॥

অন্বয়—তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (আর্ত্তিবিনাশাদিবিষয়ক সেই সেই কামনাদ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিসমূহ) তং তং নিয়মং (সেই সেই নিয়ম) আস্থায় (আশ্রয়পূর্ব্বক) স্বয়া-প্রকৃত্যা-নিয়তাঃ (স্ব-স্বভাববশীভূত হইয়া) অন্য-দেবতাঃ (অন্য-দেবতাদিগকে) প্রপদ্যন্তে (ভজন করিয়া থাকে)॥ ২০॥

অনুবাদ—সেই সেই কামনাদ্বারা হৃতজ্ঞান ব্যক্তিসকল সেই সেই দেব-আরাধনোপযোগী নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্বপ্রকৃতি-অনুযায়ী অন্য দেবতাসমূহকে ভজন করিয়া থাকে॥ ২০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আর্ত্তাদি ব্যক্তিগণ কষায়শূন্য হইয়া আমার ভক্তি আচরণ করে। যে-কাল পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ। কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্ম্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না; আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কামকে দূর করি। কিন্তু যাহারা আমা-হইতে বহির্ম্মুখ এবং কাম-দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্রফললাভের জন্য সেই-সেই-কাম্যফল-দাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আমাকে ভালবাসে না; যেহেতু তাহাদের স্ব-স্ব তামসিকী ও রাজসিকী প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করত তদনুরূপ দেবতাসকলের উপাসনা করে॥ ২০॥

শ্রীবলদেব—তদিত্থং কামনয়াপি মাং ভজন্তো মদ্ভক্তিমহিম্না তে বিমুচ্যন্তে ইত্যুক্তম্। যে তু শীঘ্রসুখকামা দেবতান্তরভক্তাস্তে সংসরন্ত্যেবেত্যাহ,—কামৈরিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ। তৈস্তৈরার্ত্তিবিনাশাদিবিষয়কৈঃ কামৈর্হৃতজ্ঞানাঃ যথাদিত্যাদয়ঃ শীঘ্রমেব রোগবিনাশাদিকরাস্তথা ন বিষ্ণুরিতি নষ্টধিয় ইত্যর্থঃ। তং তমসাধারণং স্বয়া প্রকৃত্যা বাসনয়া নিয়তা নিযন্ত্রিতাস্তেষাং প্রকৃতিরেব তাদৃশী যা মৎপ্রপত্তৌ বৈমুখ্যং করোতীতি ভাবঃ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ—অতএব এই প্রকারে কামনা সহকারেও যদি আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে আমার ভক্তিমহিমার দ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি মহিমার দ্বারা তাহারা মুক্ত হয়, ইহা বলা হইয়াছে; কিন্তু যাহারা খুবই তাড়াতাড়ি সুখের প্রত্যাশী হইয়া আমা ভিন্ন অন্য দেবতার প্রতি অনুরক্ত ও ভক্তিসম্পন্ন হয়, তাহারা সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়ই। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করে—ইহাই বলা হইতেছে—"কামৈরিত্যাদিভিঃ চতুর্ভিঃ"। সেই সেই (তাৎকালিক বা সাময়িক) দুঃখবিনাশবিষয়ক কামনার দ্বারা হৃতজ্ঞান, সূর্য্যাদি শীঘ্রই যেমন রোগ বিনাশ করেন, বিষ্ণু, (শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু সেই রকম নহেন, এই প্রকার নষ্ট-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, ইহাই অর্থ। সেই সেই অসাধারণ স্বীয় প্রকৃতি-সুলভ বাসনার দ্বারা চালিত হয় যাহারা তাহাদের প্রকৃতিই তাদৃশী—যেই প্রকৃতি আমার (কৃষ্ণের) প্রপত্তিতে বৈমুখ্য আনয়ন করিয়া থাকে॥ ২০॥

অনুভূষণ—আর্ত্তাদি ত্রিবিধ ভক্ত অপেক্ষা জ্ঞানী ভক্ত—'নিত্যযুক্ত' ও

'এক ভক্তি' দ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করতঃ শ্রেষ্ঠ; ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও শ্রীভগবান্ আর্ত্তাদি সকাম ভক্তগণকেও উদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ কামনার দ্বারা হৃতজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনে করে যে, অন্য দেবতার উপাসনায় যেমন শীঘ্র ফল লাভ হয়, বিষ্ণুর উপাসনায় সেরূপ হয় না, এইরূপ নষ্ট-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রকৃতি-গত বাসনার দ্বারা চালিত হইয়াই শ্রীহরি-ভজনে বিমুখতা লাভ করিয়া থাকে। সেরূপ-স্থলে যাহারা কামনা-পরতন্ত্র হইয়াও তৎসিদ্ধির জন্য অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া, শ্রীভগবানের শ্রীচরণেই শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্; সেইজন্য শ্রীভগবান্ও তাঁহাদিগকে 'উদার' বলিয়াছেন।

যাহারা কামনা সিদ্ধির জন্য দেবতান্তরের উপাসক, তাহারা কিন্তু সংসার-দশাই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণমালা পরিধান পূর্ব্বক ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে, আর সকাম শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত কিন্তু কৃষ্ণ-কৃপায় ক্রমশঃ কাম্য-বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক-ভজন লাভ করিতে পারেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের "অকামঃ সর্ব্বকামো বা" (২।৩।১০) এবং "সত্যং দিশত্যর্থিতম্" (৫।১৯।২৬) শ্লোকদ্বয় আলোচনা করিলে পাওয়া যাইবে। এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২২।৩৫-৪২ শ্লোকও আলোচ্য। গীতার এই অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের অনুভূষণও দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের "সমশীলা ভজন্তি বৈ" (১।২।২৬) এবং "ব্রহ্মবর্চ্চ-সকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্" (২।৩।২-৯) শ্লোক আলোচনা করিলে কে কিরূপ কামনা-দ্বারা চালিত হইয়া কোন্ কোন্ দেবতার আরাধনা করে, তাহা পাওয়া যাইবে।

আরও পাওয়া যাইবে,—

"স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ" (ভাঃ ৩।৩২।২) এবং "উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন যথৈব মাম্" (ভাঃ ১১।২১।৩২) ইত্যাদি শ্লোকও এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—যঃ যঃ ভক্তঃ (যে যে ভক্ত) যাং যাং তনুং (যে যে দেবমূর্ত্তি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধা সহকারে) অর্চ্চিতুম্‌ (পূজা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে) তস্য তস্য (তাহার তাহার) তামেব (তাহাতেই) অচলাং শ্রদ্ধাং (দৃঢ় শ্রদ্ধা) অহম্‌ (অন্তর্য্যামীরূপে আমি) বিদধামি (বিধান করিয়া থাকি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যে যে ভক্ত মদ্‌বিভূতিরূপা যে যে দেবতামূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্য্যামীরূপে আমি সেই সেই ভক্তের, তাহাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অন্তর্য্যামিস্বরূপ আমি, যাহার যে স্পৃহণীয়া দেবমূর্ত্তি, তাঁহাতে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাবিভূতিঃ সর্ব্বহিতেচ্ছুরহমেব তত্তদ্দেবতাসু শ্রদ্ধামুৎপাদ্য তাঃ পূজয়িত্বা তত্তদনুরূপাণি ফলানি প্রযচ্ছামি, ন তু তাসাং তত্র তত্র শক্তিরস্তীত্যাশয়বানাহ,—য ইতি দ্বাভ্যাম্‌। যো য আর্ত্তাদিভক্তো যাং যামাদিত্যাদিরূপাং মত্তনুং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুং বাঞ্ছতি, তস্য তস্য তামেব তত্তদ্দেবতা-বিষয়ামেব, ন তু মদ্বিষয়াম্‌, অচলাং স্থিরাম্‌। বিদধাম্যুৎপাদয়াম্যহমেব, ন তু সা সা দেবতা ; শ্রুতিশ্চ তত্তদ্দেবতানাং মত্তনুত্বমাহ,—"য আদিত্যে তিষ্ঠত্যাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরম্‌" ইত্যাদ্যা ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সকলের অন্তর্য্যামী, মহাবিভূতিসম্পন্ন ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমিই পূর্ব্বোক্ত আদিত্য প্রভৃতি দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া তাহাদের পূজাদি সম্পন্ন করাইয়া সেই সেই অনুরূপ ফলগুলি প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু ঐ সকল দেবতার সেই সেই ফলপ্রদানের শক্তি নাই, এই আশয়বান্‌ হইয়া বলিতেছেন—'য ইতি দ্বাভ্যাম্‌'। যে যে আর্ত্তাদি- ভক্ত যেই যেই আদিত্যাদিরূপ আমার তনুকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহার তাহার সেই সেই দেবতা সম্বন্ধীয় তাহাই, আমার বিষয়ক নহে ; অচলা—স্থিরা, সেই বুদ্ধি আমিই বিধান করি, সেই সেই দেবতা নহে। শ্রুতিও আছে যে, সেই সেই দেবতারা আমারই দেহ—"যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন ও আদিত্যের ভিতর, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর" ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—কেহ কেহ মনে করেন যে, যে কোন দেবতার পূজা করিলেই শ্রীভগবানের পূজা করা হয়, অথবা দেবগণই শ্রীভগবানে ভক্তি উৎপাদন করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু এস্থলে শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিতেছেন যে, দেবপূজক যে দেবতনু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামী-স্বরূপে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী স্ববিভূতিরূপা দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকেন কিন্তু নিজ প্রতি বহির্ম্মুখ তাহাকে নিজ বিষয়ক শ্রদ্ধা প্রদান করেন না; আর দেবগণ যখন নিজ-পূজকগণের নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাই উৎপাদন করিতে অসমর্থ, তখন তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি উৎপাদন করিবেন, তাহা ত' অসম্ভবই।

দেবগণ যে শ্রীভগবানের 'তনু' সে বিষয়ে শ্রুতিতে পাওয়া যায়, 'য আদিত্যে তিষ্ঠন্' (বৃহদারণ্যক ৩।৭।৯)।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

'বাহবো লোকপালানাং' (১।১১।২৭); "ইন্দ্রাদয়ো বাহবঃ" (২।১।২৯); "দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ" (২।৫।১৫) "স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্"; প্রভৃতি শ্লোকও এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—সঃ (সেই ব্যক্তি) তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সেই শ্রদ্ধাযুক্ত) [সন্— হইয়া] তস্যাঃ (তাঁহার) আরাধনম্ ঈহতে (আরাধনার প্রয়াস করিয়া থাকেন) চ (এবং) ময়া এব (অন্তর্য্যামীরূপে আমার দ্বারাই) বিহিতান্ তান্ কামান্ (বিহিত সেই কাম্যবিষয়সমূহ) ততঃ (তাঁহা হইতে) হি লভতে (অবশ্য লাভ করেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবমূর্ত্তির আরাধনা করেন এবং অন্তর্য্যামী আমাকর্ত্তৃক বিহিত সেই কাম্যবিষয়সমূহকে তাঁহা হইতে অবশ্য লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনা করত সেই দেবতা হইতে মদ্বিহিত কামসকল প্রাপ্ত হন ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—'স তয়েতি'। ঈহতে করোতি, ততো মত্তনুভূত-তত্তদ্দেবতা-রাধনাৎ। কামান্ ফলানি তত্র তত্রোক্তানি। ময়ৈবেতি বিহিতান্ রচিতান্;

—যদ্যপি তস্য তস্যারাধকস্য তথা জ্ঞানং নাস্তি, তথাপি মত্তনুবিষয়েয়ং শ্রদ্ধেত্যনুসন্ধায়াহং ফলান্যর্পয়ামীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—'স তয়েতি'। ঈহতে অর্থাৎ করে। সেই হেতু—আমার দেহ-স্বরূপ তত্তৎদেবতার আরাধনাবশতঃ। কামগুলি অর্থাৎ ফলগুলি, সেখানে সেখানে যাহা বলা হইয়াছে, আমাকর্ত্তৃকই বিহিত অর্থাৎ রচিতগুলি। যদিও সেই সেই আরাধনাকারীর সেই সেই জ্ঞান নাই তথাপি আমার তনু-বিষয়ক এই শ্রদ্ধা, ইহা অনুসন্ধান করিয়া আমি ফলগুলি অর্পণ (প্রদান) করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

অনুভূষণ—কেহ আবার মনে করেন যে, দেবতাগণের আরাধনার দ্বারা কাম্য-বিষয় লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এই শ্লোকের মর্ম্মে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবানের তনুস্বরূপ সেই সেই দেবতার আরাধনাবশতঃ কাম্য-ফলগুলি শ্রীভগবৎ-কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াই লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু দেবপূজকগণের যদিও সে-জ্ঞান নাই, অর্থাৎ তাহারা জানে না যে, শ্রীভগবান্ অন্তর্যামীরূপে এই ফল বিধান করিতেছেন ; তথাপি শ্রীভগবান্ তাঁহার তনুবিষয়ক এই শ্রদ্ধা বিচারপূর্ব্বক ফলগুলি সমর্পণ করিয়া থাকেন। এস্থলে দেখা যায় যে, দেবগণ যেমন নিজ পূজকগণকে নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা বিধান করিতে পারেন না, সেইরূপ অন্তর্যামী শ্রীভগবানের বিধান-ব্যতিরেকে কাম্য-ফলগুলিও প্রদান করিতে অসমর্থ ॥ ২২ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) তেষাম্ অল্পমেধসাম্ (সেই হীনবুদ্ধিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ (নশ্বর) দেবযজঃ (দেবপূজকগণ) দেবান্ (দেবতাসমূহকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) মদ্ভক্তা অপি (আর আমার ভক্তগণ) মাম্ (আমাকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—কিন্তু অল্পবুদ্ধিজনগণের সেই ফল নশ্বর। দেবপূজকগণ দেবতা-গণকে প্রাপ্ত হন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর-ভক্তগণের আরাধনার ফল—নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য ; যেহেতু দেবযাজিগণ সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ

করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে ; কিন্তু আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্য-ফলস্বরূপ আমাকেই লাভ করে ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ দেবাশ্চেৎ ত্বত্তনবস্তর্হি দেবভক্তানাং ত্বদ্ভক্তানাং চ সমানং ফলং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—অন্তবদিতি। তেষামল্পমেধসামাদিত্যাদিমাত্রবুদ্ধ্যা, ন তু মত্তনুবুদ্ধ্যারাধয়তাং তত্তৎফলমল্পমন্তবদ্বিনাশি চ ভবতি ; মত্তনু-বুদ্ধ্যারাধয়তাং তু ফলমনন্তমবিনাশি চেতি ভাবঃ। যস্মাদাদিত্যাদি-দেবযাজিনস্তান্ স্বেজ্যান্ মিতভোগান্ মিতায়ুষো যান্তীতি, মদ্ভক্তাস্তু মামেব নিত্যাপরিমিতস্বরূপগুণবিভূতিমদারাধনফলমনন্তমবিনাশি চেতি মহদন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—দেবতাগণ যদি তোমারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) দেহ হয়, তাহা হইলে সেই সেই দেবভক্তও তোমার ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণের ফল সমানই হইবে। ইহা যদি বলা হয় তদুত্তরে বলা হইতেছে—'অন্তবদিতি'। সেই অল্পমেধা (ক্ষুদ্র বুদ্ধি) সম্পন্ন লোকদের আদিত্যাদিমাত্র (সামান্য) বুদ্ধি-হেতু ; কিন্তু সেই সেই আদিত্যাদি দেবতা—আমারই তনু, এই বুদ্ধিতে যদি আদিত্যাদি দেবতা-ভক্ত হইয়া আরাধনা করেন তাহা হইলে সেই সেই ফল অল্প হইলেও অন্তবৎ—বিনাশশীল হয় না। (মোটের উপর) আমার তনু, এই বুদ্ধিতে যাঁহারা আরাধনা করেন, তাহাদের কিন্তু ফল অনন্ত, অসীম ও অবিনাশশীল হয়।—ইহাই ভাবার্থ। যেই হেতু আদিত্যাদি দেবযাজিগণ সেই সেই স্বকীয় পূজোর নিকট পরিমিত ভোগশালী, পরিমিত আয়ুসম্পন্ন হইয়াই সেই সেই লোকেই চলিয়া যান। ইতি। আমার ভক্তেরা কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন নিত্য, অপরিমিতস্বরূপ-গুণ ও বিভূতিমান্ আমার আরাধনা তৎপর হইয়া যেই ফললাভ করিবে, তাহা অবিনাশী ও অনন্তকাল-স্থায়ী হইবে। অতএব—দেবারাধনা ও কৃষ্ণারাধনার মধ্যে অনেক পার্থক্য—ইহাই প্রকৃত অর্থ ॥ ২৩ ॥

অনুভূষণ—এস্থলে যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, দেবতারা যখন শ্রীভগবানের তনু তখন দেবভক্তগণের ও ভগবদ্ভক্তগণের আরাধনার ফল সমানই হইবে, তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যেহেতু দেবোপাসকগণ আদিত্যাদি-মাত্র বুদ্ধি-সহকারেই সেই সকল দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, শ্রীভগবানের তনু বুদ্ধিতে করেন না সুতরাং তাঁহাদের উপাসনার ফল অল্প অর্থাৎ অন্তবৎ

বিনাশী হইবেই। আর শ্রীভগবানের তত্ত্ব-বুদ্ধিতে উপাসনা করিলে তাঁহার ফল অনন্ত ও অবিনাশী হইয়াই থাকে। যেহেতু আদিত্যাদিদেবযাজী ব্যক্তিগণের স্ব স্ব পূজ্যগণের লোকে পরিমিত ভোগ ও আয়ু লাভ হইয়া থাকে আর শ্রীভগবানের ভক্তগণের কিন্তু প্রাপ্তি তাঁহাকেই অর্থাৎ নিত্য, অপরিমিত স্বরূপগুণ-বিভূতিমৎ শ্রীভগবানই ; সুতরাং তাঁহাদের আরাধনার ফল অনন্ত ও অবিনাশী। এইরূপ মহৎ-ব্যবধান হইয়া থাকে।

এস্থলে ইহাও বিচার্য্য যে, কেহ যদি কামনাযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রপত্তি স্বীকার না করিয়া, অন্য দেবগণকেই শীঘ্র ফলদাতা ভাবিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন পূর্ব্ববর্ণিত 'হৃতজ্ঞানাঃ' অর্থাৎ নষ্টবুদ্ধি-বিশেষ ; সেইপ্রকার দেবপূজকগণ নশ্বর ফল লাভ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে এই শ্লোকে 'অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট' বলা হইয়াছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়, "সেই সকল দেবতান্তর ভক্তগণের তত্তৎ দেবতার আরাধনাজনিত ফলকে নশ্বর কর ; কিন্তু স্ব-ভক্তগণের আরাধনাফলকে অনশ্বর কর, ইহা পরমেশ্বর তোমার পক্ষে অন্যায়, তদুত্তরে—ইহা অন্যায় নহে বলিতেছেন—'দেবান্' ইত্যাদি। দেব-পূজকগণ দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। মৎপূজকগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ—যাহারা যাহার পূজক তাহারা তাহাকে পায়—এই ন্যায়ই। সেস্থলে যদি দেবগণই নশ্বর তবে তাহাদের ভক্তগণ কিরূপে অনশ্বর হয় ? আর কেনই বা তাহাদের ভজন ফল নষ্ট হইবে না ? এইজন্যই সেই দেবভক্তগণকে অল্পমেধা বলা হইয়াছে, কিন্তু শ্রীভগবান্ নিত্য—তাঁহার ভক্তগণও নিত্য, তাঁহার ভক্তি, ভক্তিফল—সকলই নিত্য ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—মম (আমার) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অনুত্তমম্ (সর্ব্বোত্তম) পরং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ভাবম্ (মায়াতীত স্বরূপ-জন্ম-লীলাদি) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অবুদ্ধয়ঃ (হীনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত) মাম্ (আমাকে) ব্যক্তিম্ আপন্নং (মায়িক মনুষ্যাদির ন্যায় জন্মপ্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অব্যয়, অপ্রাকৃত

স্বরূপ ও জন্ম-লীলাদি অবগত না হইয়া, প্রপঞ্চাতীত আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যাদি-শরীর প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাহারা নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষস্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তি লাভ করি, অর্থাৎ ব্যক্ত হই, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র-আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যবিশেষ-সম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—অথ কা বার্ত্তা মদন্যদেবযাজিনামল্পমেধসামুপনিষন্নিষ্ণাতানামপি মদ্ভক্তিরিক্তানাং মত্তত্ত্বধীর্ন স্যাদিত্যাশয়েনাহ,—অব্যক্তমিতি। অবুদ্ধয়ো মত্তত্ত্বযাথাত্ম্যবুদ্ধিশূন্যা জনা অব্যক্তং স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রহত্বাদিন্দ্রিয়াবিষয়ং মাং ব্যক্তিমাপন্নং তদ্বিষয়ং মন্যন্তে। দেবক্যাং বসুদেবাৎ সত্ত্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা সঞ্জাতমিতররাজপুত্রতুল্যং মাং বদন্তি; যতস্তে মদভিজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাভাবান্মম ভাবং পরমব্যয়মনুত্তমমজানন্তঃ,—"ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাত্মজন্মসু ক্রিয়ালীলাপদার্থেষু বিভূতিবুধজন্তুষু" ইতি মেদিনীকারঃ; মদ্ভক্তিহীনাস্তে মম স্বরূপগুণজন্মলীলাদিলক্ষণভাবং মায়াদিতঃ পরমতোঽব্যয়ং নিত্যমনুত্তমং সর্ব্বোত্তমং ন, কিন্ত্বন্যবন্মায়িকমনিত্যং সাধারণঞ্চ গৃহ্নন্ত ইত্যর্থঃ। স্বরূপং হরের্বিজ্ঞানানন্দৈকরসং,—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদেঃ। সার্ব্বজ্ঞাদিগুণগণস্তস্য স্বরূপানুবন্ধী,—"অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" ইত্যাদেঃ। অভিব্যক্তিমাত্রং জন্ম,—"অজোঽপি সন্" ইত্যাদেঃ, পরন্তু অব্যক্তস্যৈব ভজৎসু প্রসাদেনৈবাভিব্যক্তিশীলং,—"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥" ইত্যাদেঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর আমা ভিন্ন অন্য দেবযাজী ব্যক্তিগণ অল্পমেধাসম্পন্ন, এ আর কি কথা? আমার ভক্তিরহিত উপনিষদ্-নিষ্ণাত ব্যক্তিগণেরও আমার তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এই আশয় সহকারে বলিতেছেন 'অব্যক্তমিতি'। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাহারা আমার ভক্তিহীন বলিয়া উপনিষদ্-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও আমার যথার্থ-তত্ত্ববুদ্ধিশূন্য তাহারা—অব্যক্ত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, আত্ম-বিগ্রহহেতু ইন্দ্রিয়াদির অগোচরীভূত বিষয়ক আমাকে ব্যক্তিত্ব-আপন্ন-বিষয়ভূত বলিয়াই মনে করে। দেবকীতে বসুদেব হইতে উৎকৃষ্ট সৎকর্ম্মবশে জাত, অন্য

রাজপুত্রতুল্যই আমাকে বলিয়া থাকে। কারণ তাহারা আমার প্রতি অনুরক্ত মদ্‌ভক্ত মদভিজ্ঞ সৎসঙ্গের অভাবে আমার ভাব অর্থাৎ প্রকৃতস্বরূপ পরম, অব্যয় ও সর্ব্বোত্তম ইহা না জানিয়াই (ঐ রকম ইন্দ্রিয়গোচর রাজতনয় বলিয়া মনে করে) —"সত্বা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা ও আত্ম, জন্ম, ক্রিয়া-লীলা, বিভূতি, পণ্ডিত ও প্রাণী অর্থে ভাব শব্দ আছে" ইহা মেদিনীকার স্বীকার করিয়া থাকেন। আমার প্রতি ভক্তিশূন্য তাহারা আমার স্বরূপ, গুণ, জন্ম ও লীলাদিরূপ যে ভাব, তাহা মায়াদি হইতে অতীত অতএব অব্যয়, নিত্য, অনুত্তম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম নহে কিন্তু অন্যের ন্যায় মায়িক, অনিত্য ও সর্ব্বসাধারণভাবেই গ্রহণ করুক, ইহাই অর্থ। শ্রীহরির প্রকৃতস্বরূপ—বিজ্ঞানানন্দ ও এক রসাত্মক—"বিজ্ঞান ও আনন্দময় ব্রহ্ম" ইত্যাদি হইতে বুঝা যায়। সার্ব্বজ্ঞাদিগুণসমূহ তাঁহার (কৃষ্ণের) স্বরূপানুবন্ধী—"অনন্তকল্যাণকর গুণাত্মক উনি" ইত্যাদি হইতে। জন্ম-শব্দের অর্থ—অভিব্যক্তিমাত্র,—"নিত্য হইয়াও" ইত্যাদি হইতে। কিন্তু তাহা হইলেও ভক্তগণের নিকট প্রসাদের (প্রসন্নতার) দ্বারাই অভিব্যক্তিশীল।" হে বৃহস্পতে! তোমাকর্ত্তৃক তাঁহাকে দেখা কখনও সম্ভব নহে, এমন কি আমাদের দ্বারাও নহে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান ॥ ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবতার আরাধকগণ অল্পমেধা বিশিষ্ট ইহা আর কি আশ্চর্য্যের কথা? এতদপেক্ষা পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিশূন্য হইয়া বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি-শাস্ত্র আলোচনামুখে নিষ্ণাত হইয়াও শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে না। তাহারা এমন নির্ব্বোধ যে, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্বপ্রকাশ বলিয়া অন্যের ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত নহেন; সেই শ্রীবিগ্রহকে ব্যক্তিত্ব আপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ নিরাকার হইতে কার্য্যার্থে সাকার মনুষ্যাদিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, মনে করে। উৎকৃষ্ট সৎকর্ম্মের ফলে যেমন কেহ রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও বসুদেব হইতে দেবকীতে রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ মনে করার কারণ তাহাদের ভাগ্যে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুসঙ্গ লাভ হয় নাই। ফলস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরম, অব্যয় ও অনুত্তম অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা উত্তম আর নাই এইরূপ স্বরূপ জানিতে পারে নাই। কারণ—শ্রীভগবানের এবং তদীয় ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত শ্রীভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না। বিষ্ণুপুরাণে

পাওয়া যায়, "যন্নো দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ। জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদং॥ (১।৭।৫৩) "সেই পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ পরম-ব্রহ্মকে দেবতারা জানেন না, মুনিগণ জানেন না, আমিও জানি না এবং শঙ্করও জানেন না। সুতরাং মনুষ্যগণ আর কি জানিবেন ?"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাওয়া যায়,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্" ॥
(ভাঃ—১০।১৪।২৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাঁহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥" (মধ্য ৬।৮৩)

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার ভাগবতামৃত-গ্রন্থে ভগবানের স্বরূপ-গুণ-জন্ম-কর্ম্ম লীলাদি আদ্যন্ত শূন্য বলিয়া 'নিত্যত্ব' প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামিপাদও তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন,—

"জগতের পালনার্থ লীলাক্রমে আমি নানাবিধ বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকি।"

সুতরাং ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ, জন্ম-লীলাদি-লক্ষণযুক্তভাবকে মায়াতীত পরম অব্যয়, নিত্য, সর্ব্বোত্তম না জানিয়া অন্যবৎ মায়িক, অনিত্য সাধারণ মনে করে। অনেকে আবার শ্রীকৃষ্ণকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানব মনে করিয়া, অতিমানব, মহামানব প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া ঘোরতর অপরাধ সঞ্চয় করে। ইহা গীতায়, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া" শ্লোকে (৯।১১) পরে পাওয়া যাইবে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (৩।৯।২৮) সুতরাং শ্রীহরির স্বরূপ যে, বিজ্ঞানময়, এবং আনন্দরসময় ইহা স্পষ্ট জানা যায়, তারপর সর্ব্বজ্ঞাদি গুণগণ তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী যেহেতু পাওয়া যায়,—

'অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ'

অতএব শ্রীহরির জন্ম অভিব্যক্তিমাত্র। ইহা গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা' (৪।৬) শ্লোকে পাওয়া গিয়াছে। এই শ্লোকের 'অনুভূষণ' দ্রষ্টব্য।

একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অভিব্যক্তিরূপ জন্ম তাঁহার ভজনশীল ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়াই হইয়া থাকে। কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

আমরা বা তোমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ, যাঁহাকে তিনি কৃপা করিবেন, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করিতে যোগ্য হইয়া থাকেন।

যেমন মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনাশ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"

(৩।২।৩) ॥ ২৪ ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—অহং (আমি) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়ারদ্বারা আচ্ছন্ন) সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন (সকলের গোচরীভূত নহি) অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ (অজ্ঞান মনুষ্যজগৎ) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (নিত্য) মাম্ (আমাকে) ন অভিজানাতি (সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে না) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আমি যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া সকলের সমক্ষে প্রকট নহি, এইজন্য মূঢ় এই মানব-জগৎ আমার অজ ও নিত্যস্বরূপকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—'আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দররূপে ব্যক্তি লাভ করিয়াছি (অর্থাৎ ব্যক্ত হইয়াছি)' এরূপ মনে করিবে না ; যেহেতু, আমার শ্যামসুন্দর-স্বরূপ—নিত্য ; ইহা চিজ্জগতের সূর্য্য-স্বরূপ, স্বয়ং ভাসমান (উদ্ভাসিত) হইয়াও যোগমায়ারূপ ছায়া-দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ়লোকেরা অব্যয়-স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ ভক্তা ইবাভক্তাশ্চ ত্বাং প্রত্যক্ষীকুর্ব্বন্তি প্রসাদাদেব ভজৎস্বভিব্যক্তিরিতি কথম্? তত্রাহ,—নাহমিতি। ভক্তানামেবাহং নিত্য-বিজ্ঞানস্থখঘনোহনন্তকল্যাণগুণকর্ম্মা প্রকাশোহভিব্যক্তো, ন তু সর্ব্বেষামভক্তা-নামপি। যদহং যোগমায়য়া সমাবৃতো মদ্বিমুখব্যামোহকত্বযোগযুক্তয়া মায়য়া সমাচ্ছন্নপরিসর ইত্যর্থঃ, যত্নুক্তং—"মায়াজবনিকাচ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ" ইতি। মায়ামূঢ়োহয়ং লোকোহতিমানুষদৈবতপ্রভাবং বিধিরুদ্রাদিবন্দিতমপি মাং নাভিজানাতি। কীদৃশম্?—অজং—জন্মশূন্যং,—যতোহব্যয়মপ্রচ্যুতস্বরূপ-সামর্থ্যসার্ব্বজ্ঞ্যাদিকমিত্যর্থঃ॥ ২৫॥

বঙ্গানুবাদ--প্রশ্ন—ভক্তগণের মত অভক্তেরাও তোমার অনুগ্রহেই, তোমাকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া থাকে, অতএব তোমার ভক্তগণের কাছে তোমার অভিব্যক্তি, ইহা কি প্রকারে হইয়া থাকে? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'নাহমিতি'। কৃষ্ণভক্তগণের নিকটেই আমি, নিত্য বিজ্ঞানস্থখঘনস্বরূপ ও অনন্ত কল্যাণগুণ-কর্ম্মা হইয়া প্রকাশিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকি। কিন্তু অভক্ত সকল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি-শূন্যদিগের নিকটে প্রকাশিত হই না। যেহেতু আমি যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত অর্থাৎ আমার প্রতি বিমুখ-ব্যামোহকত্ব-রূপ যোগযুক্ত মায়ার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন পরিসর। অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিবিহীনদের নিকটে আমি সর্ব্বদা যোগমায়ার দ্বারা অপ্রকাশিত থাকি জানিবে। ইহাই প্রকৃত অর্থ। যাহা বলা হইয়াছে—"মায়ারূপ-পর্দ্দার দ্বারা আচ্ছন্ন পরব্রহ্মকে নমস্কার" ইতি। মায়ার দ্বারা মূঢ় এই জগতের লোক, আমি মানুষের অতীত অর্থাৎ অমানুষিক দৈবশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির দ্বারা বন্দিত হইলেও আমাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে না,—কিরূপ? অজ—"জন্ম রহিত" যেহেতু আমি অব্যয়, আমার স্বরূপের চ্যুতি নাই, অর্থাৎ আমি অচ্যুত-স্বরূপ ও অচ্যুত-সামর্থ্যশালী, এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-সম্পন্ন। ২৫॥

অনুভূষণ—এস্থলে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, ভক্ত ও অভক্ত সকলেই যদি তোমার অনুগ্রহ লাভ করতঃ তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহা হইলে ভজনশীল ভক্তের নিকট তোমার অভিব্যক্তি হয়, এই কথার সার্থকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, আমার ভক্তদের নিকটই আমি আমাকে নিত্য বিজ্ঞান-স্থখঘন-মূর্ত্তিতে এবং অনন্ত কল্যাণগুণ-কর্ম্মশালীরূপে প্রকাশ অর্থাৎ অভিব্যক্ত করিয়া থাকি, অভক্তদিগের নিকট কিন্তু করি না। কারণ আমি

সর্ব্বদা যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকি। অর্থাৎ আমাতে বিমুখ ব্যক্তিগণের বিমোহনকারী মায়ার দ্বারা যুক্ত সমাচ্ছন্ন বলিয়া।

যাহা কথিত আছে,—

"মায়া-যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত পরব্রহ্মকে নমস্কার।"

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, মায়া দুই প্রকার—যোগমায়া ও মহামায়া। যোগমায়ার আশ্রয়ে শ্রীভগবান্ তাঁহার যাবতীয় লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই যোগমায়ার কৃপা না হইলে, শ্রীভগবানের কোন সেবা বা লীলাদি-দর্শন কাহারও ভাগ্যে ঘটে না।

আর মহামায়া জীব-বিমোহিনী। উহা বহির্ম্মুখ জীবকে সংসারে মোহিত করিয়া নানাবিধ কর্ম্মফল ভোগ করায়।

শ্রীভগবান্ যোগমায়ার দ্বারা নিজ ভক্তগণকে মোহিত করিয়া, স্বচরণে আকৃষ্ট রাখিয়া লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন এবং সেই যোগমায়ার ছায়ারূপিণী মহামায়াকে দিয়া বহির্ম্মুখ জীবগণকে পরিচালনা করিয়া থাকেন।

মেঘ যেমন সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না, কিন্তু পৃথিবীস্থ লোকের চক্ষুকে ঢাকিয়া সূর্য্য-দর্শনে বঞ্চিত করে, সেইরূপ মহামায়া কিন্তু শ্রীভগবানকে আবরণ করিতে পারে না। জীবের জ্ঞানকেই আচ্ছন্ন করিয়া ভগবদ্-দর্শনে বঞ্চিত করিয়া থাকে। জীব যদি কোন ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ-লব্ধ ভক্তি-দ্বারা ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করেন, তাহা হইলে, "কৃষ্ণ তারে দেন চিৎ-শক্তি বল, মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—

'সূর্য্য যেরূপ সুমেরু শৈলের আবরণ বশতঃ সর্ব্বদা লোকের দৃষ্টিগোচর হন না, কিন্তু কদাচিৎই, সেইরূপ আমিও যোগমায়া কর্ত্তৃক সমাবৃত।'

সেইজন্য সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চিন্ময় লীলাদির পারতম্য বুঝিতে না পারিয়া অপ্রাকৃত কল্যাণ গুণ-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তদাশ্রিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার উপাসনা পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ গতি লাভ করতঃ বুদ্ধিহীনতার পরিচয় প্রদান করেন।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আলোচ্য।

"তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তম্" (১০।৫১।১)

আরও পাওয়া যায়,—

'মায়াযবনিকাচ্ছন্নমাত্মানম্' (ভাঃ ১০।৮৪।২৩) ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! অহং (আমি) সমতীতানি (অতীত) বর্ত্তমানানি (বর্ত্তমান) ভবিষ্যাণি চ (এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি চ (স্থাবর জঙ্গমাদি-ভূতসমূহকে) বেদ (জানি) তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং (আমাকে) ন বেদ (জানে না) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূতসমূহকে জানি, কিন্তু কেহই আমাকে জানে না ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নিত্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমি, সমস্ত অতীত বিষয় ও বর্ত্তমান সমাচার এবং যাহা কিছু পরে হইবে, সমুদায় অবগত আছি। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-রূপ আমার প্রকাশদ্বয়কে অবগত হইয়াও মায়াবদ্ধ লোকসকল আমার নিত্য মধ্যমাকার শ্যামসুন্দর-রূপকে 'নিত্য' বলিয়া জানে না ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ মায়াবৃতত্বাত্তব জীববদজ্ঞতাপত্তিরিতি চেত্তত্রাহ,—বেদাহমিতি। ন হি মদধীনয়া মত্তেজসাভিভূতয়া দূরতো জবনিকয়ৈব মাং সেবমানয়া মায়য়া মম কাচিদ্বিকৃতিরিত্যর্থঃ। মান্তু বেদেতি মজ্‌জ্ঞানী কোটিষ্বপি সুদুর্লভ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—তুমি যদি মায়ার দ্বারাই আবৃত অর্থাৎ সমাচ্ছন্ন, তাহা হইলে সাধারণ জীবের ন্যায় তোমারও অজ্ঞতা আপত্তির সম্ভাবনা হয়—ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'বেদাহমিতি'। মায়া আমার অধীন (আমি মায়ার অধীন নহি), সেই মায়া আমার তেজের দ্বারা অভিভূতা এবং দূর থেকে যবনিকার (পর্দ্দার) দ্বারা সেই মায়া আমাকে সেবা করে, সুতরাং মায়ার দ্বারা আমার কোন বিকৃতি উপস্থিত হয় না, ইহাই অর্থ। আমাকে জানে—এই আমার জ্ঞানসম্পন্ন লোক, কোটির মধ্যেও সুদুর্লভ ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—এস্থলে একটি পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পারে যে, যদি শ্রীভগবান্

মায়ার দ্বারা আবৃত অর্থাৎ সমাচ্ছন্ন হন, তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাঁহারও অজ্ঞতার কথা আসে, তদুত্তরে বলিতেছেন—আমার তেজের দ্বারা অভিভূত মদধীনা মায়া দূর হইতেই যবনিকা অর্থাৎ পর্দ্দার মত আমার সেবা-পরায়ণা, সেই মায়ার দ্বারা আমার কোন বিকৃতি ঘটিতে পারে না। মায়া যে তাঁহার জ্ঞান আবরণ করিতে পারে না তাহার প্রমাণ স্বরূপে তিনি বলিলেন যে, তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই জানেন কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। এমন কি, মহারুদ্রাদি মহাসর্ব্বজ্ঞও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না, কারণ তাঁহার জ্ঞান যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিততত্ত্ব মায়া দ্বিবিধা, অন্তরঙ্গা—যোগমায়া এবং বহিরঙ্গা—মহামায়া। যোগমায়ার ছায়াস্বরূপা বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা, সাধারণ লোকের চক্ষু বা জ্ঞান আবৃত থাকে বলিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণের এই মধ্যমাকার শ্যাম-সুন্দর রূপকে নিত্য বলিয়া অবগত হইতে পারে না। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত ব্রহ্ম ও পরমাত্মস্বরূপ প্রকাশদ্বয়কে অবগত হইয়াও চিৎ-শক্তি যোগমায়ার আশ্রয় বা কৃপা ব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বা তাঁহার লীলাদি দর্শনে আদৌ সমর্থ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গমের বিষয় অবগত আছেন, কারণ ভগবদাশ্রিতা মায়া জৈবজ্ঞান আবরণ করিতে সমর্থা হইলেও, নিজের আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবানকে কখনই মোহিত করিতে পারে না॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

" 'মায়াধীশ' 'মায়াবশ',—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" (মধ্য ৬।১৬২)

এস্থলে মুণ্ডক উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (৩।১।১-২) শ্লোক আলোচনা করিলেও পাওয়া যায়,—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" এবং পরে "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য"। এস্থলে ঈশ্বরের স্বভাবে মায়ার অধীশ্বরতাই প্রতিপন্ন হয়, মায়াবশ্যতা নয়॥ ২৬॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭॥

অন্বয়—পরন্তপ! ভারত! সর্গে (সৃষ্টিকালে) সর্ব্বভূতানি (সকল

প্রাণী) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (বাসনা ও দ্বেষ জনিত) দ্বন্দ্বমোহেন (সুখ, দুঃখ-দ্বন্দ্বমোহে) সম্মোহং যান্তি (সম্যক্ মোহ প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ ! হে ভারত অর্জ্জুন ! সৃষ্টি আরম্ভকালে যাবতীয় জীব ইচ্ছা ও দ্বেষজনিত সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ববিষয়ে সম্যক্ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ইহার হেতু এই যে, জীব যখন শুদ্ধ থাকে, তখনই চিদিন্দ্রিয়দ্বারা আমার এই নিত্য-স্বরূপ দেখিতে পায় ; কিন্তু সে যখন বদ্ধ হইয়া সৃষ্টিমধ্যে বর্ত্তমান হয়, তখন অবিদ্যা-বশতঃ ইচ্ছা-দ্বেষ-জনিত দ্বন্দ্বমোহ-দ্বারা সম্মোহিত হইয়া পড়ে ; তখন আর তাহার বিদ্বৎ-প্রতীতি থাকে না। আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি-বলে প্রপঞ্চে আমার নিত্য-স্বরূপকে উদয় করাইয়াছি এবং বদ্ধজীবগণের জড়চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়াছি ; তথাপি মায়া-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উহারা অবিদ্বৎ-প্রতীতি প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপকে 'অনিত্য' মনে করিতেছে,—ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—ত্বজ্‌জ্ঞানী কুতঃ সুদুর্লভস্তত্রাহ,—ইচ্ছেতি। সর্গে স্বোৎপত্তি-কালে এব সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি। কেনেত্যাহ,—দ্বন্দ্বমোহেনেতি। মানাপমানয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্দ্বন্দ্বৈর্যো মোহঃ সৎকৃতোঽহং সুখী স্যামসৎকৃতস্তু দুঃখী মমেয়ং পত্নী মমায়ং পতিরিত্যেবমভিনিবেশলক্ষণ-স্তেনেত্যর্থঃ। কীদৃশেনেত্যাহ,—ইচ্ছেতি। পূর্ব্বজন্মনি যত্র যত্র যাবিচ্ছা-দ্বেষাবভূতাং তাভ্যাং সংস্কারাত্মনা স্থিতাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতি পরজন্মনি তত্র তত্রোৎ-পদ্যত ইত্যর্থঃ। ইচ্ছা রাগঃ ; এবং সর্ব্বেষাং ভূতানাং সংমূঢ়ত্বাত্মজ্‌জ্ঞানী সুদুর্লভঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—তোমার প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কেন এত সুদুর্লভ ? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'ইচ্ছেতি'। সর্গে অর্থাৎ নিজের উৎপত্তির সময়েই সমস্ত প্রাণী মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। কাহার দ্বারা—এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'দ্বন্দ্বমোহেনেতি'। মান ও অপমানের, সুখ ও দুঃখের, স্ত্রী ও পুরুষের দ্বন্দ্বের দ্বারা যে মোহ, সৎকৃত হইলে আমি সুখী হই অথবা অসৎকৃত হইলে আমি দুঃখী হই। আমার এই পত্নী, আমার এই পতি, এইরূপ অভিনিবেশ লক্ষণপূর্ণ—তাহার দ্বারা। কিরূপের দ্বারা—ইহাই বলা হইতেছে—'ইচ্ছেতি'। পূর্ব্বজন্মে যেখানে যেখানে যেই যেই ইচ্ছা ও দ্বেষ ছিল, সেই ইচ্ছা ও দ্বেষের দ্বারা মন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে,

পুনঃ পরজন্মে সেই সেই ইচ্ছা-দ্বেষভাবাপন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইচ্ছা—সংসারের প্রতি অনুরাগ, এইরূপেই সমস্ত প্রাণিগণ সংমূঢ় বলিয়া আমার প্রতি জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি অতিশয় দুর্লভ ॥ ২৭ ॥

অনুভূষণ—জড়জগতে উৎপত্তির কাল হইতেই অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই সকল জীব অবিদ্যার দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হয়। ভোগাভিলাষরূপ ইচ্ছা এবং তৎপ্রতিকূলে দ্বেষ হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ্বমোহ অর্থাৎ মান, অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ-বিষয়ক মোহ, এবং দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া আমি-আমার অভিনিবেশ-লক্ষণরূপ মোহ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ অভিভূত হইয়াই জীব লাভ করে এবং মূঢ়তা প্রাপ্ত হয়, সে কারণ মদ্-বিষয়ে জ্ঞানী অত্যন্ত সুদুর্লভ হইয়া পড়ে। এইরূপ ইচ্ছা, দ্বেষ-জনিত দ্বন্দ্ব-মোহের প্রাবল্যে মানব স্ত্রী-পুত্রাদি-বিষয়ব্যাপারে অত্যাসক্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্য সে ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥" (১১।২০।৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদর যুক্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

যেষাস্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) যেষাম্ (যে সকল) পুণ্যকর্ম্মণাম্ জনানাং (পুণ্য কর্ম্মকারী জনগণের) পাপম্ অন্তগতং (নাশপ্রাপ্ত) তে (তাঁহারা) দ্বন্দ্-মোহনির্ম্মুক্তাঃ (সুখ-দুঃখাদির মোহ পরিত্যাগ করিয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তি (ভজন করেন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যে সকল পুণ্যানুষ্ঠানকারী জনগণের পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা সুখ-দুঃখাদির মোহ পরিশূন্য হইয়া অবিচলিত চিত্তে আমাকে ভজন করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার এই নিত্য-স্বরূপে বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করিবার

অধিকার যেরূপে হয়, তাহা শ্রবণ কর। পাপাবিষ্ট অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎপ্রতীতি হয় না। যাহারা ধর্ম্মসম্মত জীবন স্বীকার করত প্রভৃত পুণ্যকর্ম্ম-দ্বারা জীবন হইতে পাপকে একেবারে অস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদৌ কর্ম্মযোগ-স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যানযোগ-দ্বারা সমাধিক্রমে আমার চিৎ-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। তাঁহারা মহৎসেবারূপ পুণ্যজনিত বিদ্বৎ-প্রতীতি-ক্রমে আমার নিত্য-স্বরূপকে দেখিতে পান। বিদ্যা-দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহাই 'বিদ্বৎপ্রতীতি'। তাঁহারাই ক্রমশঃ দ্বৈতাদ্বৈতরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া, অচিন্ত্য-ভেদাভেদজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া আমাকে ভজন করেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ কেষাঞ্চিৎ ত্বদ্ভক্তিঃ প্রতীয়তে সা ন স্যাৎ সর্ব্বভূতানি সর্গে সংমোহং যান্তীত্যুক্তেরিতি চেত্তত্রাহ,—যেষাং প্রাণিনাং যাদৃচ্ছিক-মহত্তমদৃষ্টিপাতাৎ পাপমন্তগতং নাশং প্রাপ্তমভূৎ,—"বিষ্ণোর্ভূতানি ভূতানাং পাবনায় চরন্তি হি" ইতি স্মৃতেঃ। কীদৃশানামিত্যাহ, পুণ্যেতি। পুণ্যং মনোজ্ঞং কর্ম্ম মহত্তমবীক্ষণরূপং যেষাং,—"পুণ্যং তু চার্ব্বপি" ইত্যমরঃ। তে দৃঢ়ব্রতা মহৎপ্রসঙ্গপ্রাপ্তনিষ্ঠা দ্বন্দ্বমোহেন নির্মুক্তা মত্তত্ত্বজ্ঞাঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—কাহারও কাহারও তোমার প্রতি ভক্তি প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা হইবে না, কারণ সৃষ্টি সময়ে সকলেই মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে, যেই সকল প্রাণীর যদৃচ্ছাক্রমে মহত্তম ভক্তের দৃষ্টিপাতহেতু অন্তর্গত সঞ্চিত পাপ নাশ হয়—"বিষ্ণুর জনগণ অর্থাৎ বৈষ্ণবেরা ভূতগণের পরিত্রাণের জন্য তাহাদের মধ্যে বিচরণ করেন।" এইরূপ স্মৃতি আছে। কিরূপ লোকের—ইহাই বলা হইতেছে—'পুণ্যেতি'। পুণ্য অর্থাৎ মনোজ্ঞ কর্ম্ম—মহত্তম-বীক্ষণরূপ যাহাদের ; "পুণ্যশব্দ চারু অর্থেও আছে"। ইহা অমরকোষ। তাঁহারা আমার প্রতি দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ অতিশয় আসক্তি-পরায়ণ হইয়া মহৎপ্রসঙ্গ অর্থাৎ আমার মহান্ ভক্তের কৃপার দ্বারা নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে, দ্বন্দ্ব ও মোহের দ্বারা মুক্ত হইয়া আমার তত্ত্ব জানিয়া আমাকেই ভজনা করে ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া সংসারে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের কি প্রকারে পুনরায় তোমাতে ভক্তি লাভ

হইবে? অথবা মোহগ্রস্ত বলিয়া তাহাদের আর ভক্তি হইবে না? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরীয় ভাগ্যফলে যদি কাহারও প্রতি কোন মহত্তম সাধু ব্যক্তির দৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে সেই সাধু-গুরুর কৃপায় জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাপরাশি নাশপ্রাপ্ত হয় এবং দ্বন্দ্বমোহ নির্ম্মুক্ত হইয়া, আমাতে দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ মহৎ-প্রসঙ্গফলে প্রাপ্ত-নিষ্ঠাসহকারে আমাকে ভজনা করিতে পারে। অন্য কোন উপায়ে হয় না।

যেমন শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায় সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥" (১১।১২।৮)

অর্থাৎ যাঁহাকে যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান, শাস্ত্রালোচনা এবং সন্ন্যাস-দ্বারা যত্নশীল ব্যক্তিও প্রাপ্ত হন না।

এই জন্যই শ্রীভগবান্ অহৈতুকী করুণা-প্রকাশে তদীয় পার্ষদ ভক্তগণকে জীবোদ্ধারের জন্য জগতে প্রেরণ করেন এবং তাঁহারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন।

যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিদেহরাজ নিমি বলিয়াছেন,—

"মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকনাং পাবনায় চরন্তি হি ॥" (১১।২।২৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনন্দ মহারাজের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥" (১০।৮।৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান্ তার ঘর ॥" (মধ্য ৮।৩৯) ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—জরামরণমোক্ষায় (জরা ও মরণ-নিবারণার্থ) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) যে (যাঁহারা) যতন্তি (যত্ন করেন) তে

(তাঁহারা) তৎ (প্রসিদ্ধ) ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্মকে) কৃৎস্নম্ (সপরিকর) অধ্যাত্মং (শুদ্ধ জীবস্বরূপকে) অখিলম্ কর্ম্ম চ (এবং সমুদয় কর্ম্মস্বরূপকে) বিদুঃ (জানেন) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—জরা ও মরণ নাশের নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া, যাঁহারা যত্ন করেন তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে, শুদ্ধ-জীবাত্মস্বরূপকে এবং সংসার-বন্ধনরূপ সমুদয় কর্ম্মকে অবগত হন ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জড় শরীরেরই জরা-মরণ ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু জীবের যে নিত্য চিদ্দেহ, তাহাতে জরা-মরণ নাই। সেই চিদ্দেহ লাভপূর্ব্বক আমার নিত্যদাস্যরূপ নিত্যধর্ম্ম-লাভকেই 'মোক্ষ' বলা যায়। যোগমিশ্রা-ভক্তিদ্বারা যাঁহারা জরা-মরণ-মোক্ষ অনুসন্ধান করেন, সেই যুক্তচিত্ত পুরুষগণ ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অখিলকর্ম্মতত্ত্ব অবগত হন ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—তদেবমার্ত্তাদয়ঃ সকামা মদ্ভক্তাঃ কামানন্বভূয়ান্তে মাং প্রপদ্য বিন্দন্তি মদন্যদেবভক্তাস্তু সংসরন্তীত্যুক্তম্। অথ তেভ্যোঽন্যোঽপি সকামো মদ্ভক্তোঽস্তীত্যুচ্যতে,—জরেতি। যে জরামরণাভ্যাং বিমোক্ষায় তন্মাত্রকামাঃ সন্তো মামাশ্রিত্য মদর্চ্চাং সেবিত্বা যতন্তে—তৎপ্রণামাদি কুর্ব্বন্তি, তে তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম কৃৎস্নং সপরিকরং বিদুরধ্যাত্মং চাখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ। ব্রহ্মাদি-শব্দানামধিভূতাদিশব্দানাঞ্চার্থাঃ পরস্মিন্নধ্যায়ে ভগবতৈব ব্যাখ্যাস্যন্তে। মদর্চ্চা-সেবয়া বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় মুক্তিং লভন্তে, ন তু মদ্বশ্যতাকরীং মৎপ্রিয়তামিত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ,—"সকৃদ্যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ীং ভাগবতীং দদৌ গতিম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতএব এই রকম আর্ত্তাদি সকাম মদ্ভক্তগণ কামনার বশবর্ত্তী হইয়াও আমার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া কাম্য বিষয়গুলি উপভোগ করিয়া অন্তে (পরিণামে) আমাকেই আশ্রয় করিয়া প্রাপ্ত হয়। আমা ভিন্ন অন্য দেবতা-ভক্তগণ কিন্তু সংসারে দুঃখাদি ভোগের জন্য প্রবেশ করে, ইহা বলা হইয়াছে। অনন্তর তাহাদের চেয়েও অন্য সকাম আমার ভক্ত আছে, ইহা বলা হইতেছে 'জরেতি'। যাঁহারা সংসারের জরা ও মরণ হইতে বিশেষরূপে মুক্তির জন্য তন্মাত্রকামী হইয়া আমাকে আশ্রয়পূর্ব্বক আমার প্রতিমার সেবা করতঃ চেষ্টা করেন—অর্থাৎ তাঁহার প্রণামাদি করিয়া থাকেন ; তাঁহারা সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে সপরিকর জানিতে পারেন এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব

ও অখিল কর্ম্মও জানিয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি শব্দসমূহের ও অধিভূতাদি শব্দসমূহের অর্থগুলি পরের অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমার অর্চ্চার সেবার দ্বারা বিজ্ঞেয় আমাকে জানিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার বশ্যতাকারী প্রিয়তা নহে। স্মৃতিও এই প্রকার বলিয়াছেন—(হে অঙ্গ, একবার যেই মনোময়ী প্রতিমা অন্তরে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাকে এতাদৃশী ভাগবতী গতি দান করেন,) ইত্যাদির দ্বারা ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—আর্ত্তাদি সকাম ভক্তত্রয় আমাকে ভজনা করিয়া প্রথমতঃ কাম্য-বিষয় লাভ করিলেও, উপভোগান্তে তাহাতে বৈরাগ্যবান্ হইয়া আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন কিন্তু যে সকল সকামব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা কিন্তু সংসারেই পতিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ অন্য অর্থাৎ চতুর্থ মোক্ষকামীকেও এক প্রকার সকাম 'ভক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাঁহারা দেহের জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক মোক্ষ লাভের জন্য তন্মাত্রকামী হইয়া, আমার অর্চ্চার সেবায় যত্ন করেন বা প্রণামাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে সপরিকরে জানিতে পারেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও অখিল কর্ম্ম-বিষয়ে পরিজ্ঞাত হন। আমার অর্চ্চার সেবা করিয়া বিজ্ঞেয় তত্ত্বকে জানিয়া মোক্ষ লাভ করিলেও কিন্তু আমার বশ্যতাকারী আমার প্রিয়তা লাভ করিতে পারেন না।

স্মৃতিতেও এ-বিষয়ে পাওয়া যায় যে, মনোময়ী প্রতিমা অন্তরে একবার আহিত হইলেই ভাগবতী গতি দিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের ব্রহ্মাদি-শব্দ এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্লোকের অধিভূতাদি শব্দের অর্থ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীভগবানই ব্যাখ্যা করিবেন ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'বিজ্ঞান-যোগো' নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়—যে চ (এবং যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈব সহিত) সাধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞের সহিত) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) যুক্তচেতসঃ (আমাতে আসক্তচিত্ত) প্রয়াণকালে অপি (মরণকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন) ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসু-উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো' নাম সপ্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—যে সকল ব্যক্তি আমাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জানেন, তাঁহারা আমাতে আসক্তচিত্ত, অন্তকালেও আমাকে জানেন, অর্থাৎ বিস্মৃত হন না ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীব্যাস-রচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাঁহারা অধিভূত-তত্ত্ব, অধিদৈব-তত্ত্ব ও অধিযজ্ঞ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা মরণকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি-মার্গে আমার অংশ পরমাত্মার সালোক্য লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগ এইপ্রকারে হয়,—জীব সাধুসঙ্গ-ক্রমে জানিতে পারেন যে, 'কৃষ্ণই এক পরম-তত্ত্ব'; তাঁহার চিচ্ছক্তি-ক্রমে তাঁহার পুরুষোত্তম-লীলা, জীবশক্তি-ক্রমে নিখিল-জীবের উদয় ও মায়া-শক্তিক্রমে বহির্ম্মুখ-জীবের জড়বন্ধন; আমি বহির্ম্মুখতা-ক্রমে জড়ে বদ্ধ হইয়াছি; এখন কেবলা-ভক্তির সাধন-দ্বারা কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করাই আমার প্রয়োজন; 'আর্ত্তি', 'জিজ্ঞাসা', 'অর্থার্থিতা', 'ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্ম-জ্ঞান' এবং 'জন্ম-মরণ-মোক্ষাভিলাষের সহিত ঈশ্বরোপাসনা' ও 'তদ্দ্বারা অর্চ্চিরাদি-মার্গে পরমাত্মধাম-লাভ' অর্থাৎ 'সার্ষ্টি', সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য

ও সাযুজ্যাদি ফল-লাভ—আমার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; আমি এই সমস্ত পরিত্যাগ করত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস্যরূপ স্ব-স্বরূপ ও স্বভাব লাভ করিবার জন্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করিলে আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।' এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম 'শ্রদ্ধা'; এই শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য,—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

ইতি—সপ্তম-অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত॥ ৩০॥

শ্রীবলদেব—ন চ তৎসেবয়া প্রাপ্তং তজ্ জ্ঞানং কদাচিদপি ভ্রংশেতেত্যাহ,—সাধীতি। অধিভূতেনাধিদৈবেনাধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে বিদুঃ সৎ-প্রসঙ্গাজ্জানন্তি, তে প্রয়াণকালে মৃত্যুসময়েঽপি মাং বিদুর্ন তু তদন্য-বদ্ব্যগ্রাঃ সন্তো মাং বিস্মরন্তীত্যর্থঃ॥ ৩০॥

মাং বিদুস্তত্ত্বতো ভক্তা মন্মায়ামুত্তরন্তি তে।
তে পুনঃ পঞ্চধেত্যেষ সপ্তমস্য বিনির্ণয়ঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই সেবার দ্বারা প্রাপ্ত (লব্ধ) সেই জ্ঞান কখনও ভ্রষ্ট বা নষ্ট হয় না—ইহাই বলা হইতেছে—'সাধীতি'। অধিভূতের, অধিদৈবের ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে যাঁহারা জানেন অর্থাৎ সৎসঙ্গ-হইতে জানেন, তাঁহারা প্রয়াণকালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়েও আমাকে জানেন কিন্তু অন্যান্য লোকের মত উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন্ না॥ ৩০॥

যে সকল ভক্ত তত্ত্বতো আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) জানেন, তাঁহারাই আমার মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন। তাদৃশ ভক্ত পাঁচ প্রকার। ইহা সপ্তমাধ্যায়ে বিশেষভাবে নির্ণয় করা হইয়াছে।

ইতি—সপ্তম অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুভূষণ—যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মবিৎ, অধ্যাত্মবিৎ এবং কর্ম্মবিৎ তাঁহারা কখনও যোগভ্রষ্ট হন না। কারণ সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন বলিয়া, তাঁহারা মদ্ভক্তিপ্রভাবে অন্তিম-কালেও মদেকনিষ্ঠ থাকেন। অন্য লোক যেমন মৃত্যুকালে অপরিহার্য্য

যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা-হেতু আমাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে, এই যোগমিশ্রা-ভক্তি-সম্পন্ন যোগী কিন্তু তাদৃশ সময়েও, আমার কৃপায় আমাকে বিস্মৃত হন না ॥ ৩০ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের 'অনুভূষণ'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—পুরুষোত্তম! তৎ ব্রহ্ম কিম্? (সেই ব্রহ্ম কি?) অধ্যাত্মম্ কিম্ (অধ্যাত্ম কি?) কর্ম্ম কিম্? (কর্ম্ম কি?) অধিভূতম্ চ কিং প্রোক্তম্? (এবং অধিভূত কাহাকে বলে?) অধিদৈবং কিম্ উচ্যতে? (অধিদৈব কাহাকে বলে?) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কি? ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব কাহাকে বলে? ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তান্ পৃষ্টঃ ক্রমাদ্ব্যাখ্যদ্ব্রহ্মাদীন্ হরিরষ্টমে।
যোগমিশ্রাঞ্চ শুদ্ধাঞ্চ ভক্তিমার্গদ্বয়ং তথা ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মুমুক্ষূণাং জ্ঞেয়তয়োদ্দিষ্টান্ ব্রহ্মাদীন্ সপ্তার্থান্ বিবোদ্ধুমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—কিং তদ্ব্রহ্মেতি—কিং পরমাত্মচৈতন্যং বা, কিং জীবাত্মচৈতন্যং বা তদ্ব্রহ্মেত্যর্থঃ। কিমধ্যাত্মমিতি—আত্মানং দেহমধিকৃত্যেতি নিরুক্তেঃ, শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃন্দং বা সূক্ষ্মভূতবৃন্দং বা তদিতি। কিং কর্ম্মেতি—লৌকিকং বৈদিকং বা তদিতি। আবয়োস্তৌল্যাৎ কিমিতি মাং পৃচ্ছসীতি শঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং সম্বোধনং—হে পুরুষোত্তমেতি,—পরেশস্যৈব সর্ব্বং সুবিদিতং, ন তু মমেতি ভাবঃ। অধিভূতঞ্চ কিমিতি—ভূতান্যধিকৃত্যেতি নিরুক্তের্ঘটাদিকার্য্যং বা স্থূলশরীরং বা তদিতি। অধিদৈবং কিমিতি—দেবতাবিষয়কমনুধ্যানং বা সমষ্টিবিরাট্ বা তদিতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরি জিজ্ঞাসিত হইয়া অষ্টমাধ্যায়ে ক্রমে ক্রমে উক্ত

ব্রহ্মাদির বিষয় বলিতেছেন এবং যোগমিশ্রা ও শুদ্ধা-ভেদে দুই প্রকার ভক্তি-মার্গের কথাও বলিতেছেন,—

পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তে মুমুক্ষুদিগের জ্ঞেয়বিষয়রূপে উদ্দিষ্ট ব্রহ্ম প্রভৃতি সপ্ত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বিশেষরূপে জানিবার জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কিং তদ্ব্রহ্মেতি' পরমাত্মচৈতন্য কি ব্রহ্ম? অথবা জীবাত্মচৈতন্য ব্রহ্ম? 'কিমধ্যাত্মমিতি'। অধ্যাত্ম কি? আত্মা অর্থাৎ দেহকে অধিকার করিয়া এই ব্যুৎপত্তিহেতু শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয় সমূহ অথবা সূক্ষ্মভূতবৃন্দ? তাহা; 'কিং কর্ম্মেতি'—লৌকিক অথবা বৈদিক তাহা। আমরা উভয়ই সমতুল্য সুতরাং কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ; এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য সম্বোধন—'হে পুরুষোত্তমেতি', পরমেশ্বর বলিয়া তোমার পক্ষে সমস্তই বিশেষরূপে জানা সম্ভব কিন্তু আমার পক্ষে উহা সম্ভব নহে, ইহাই প্রকৃত অর্থ। অধিভূত কি?—ভূত অর্থাৎ প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া এই ব্যুৎপত্তিহেতু—ঘটাদি কার্য্য অথবা স্থূল শরীর? তাহা। 'অধিদৈব কিমিতি'—তাহা কি দেবতাবিষয়ক অনুধ্যান? অথবা সমষ্টি বিরাট্? তাহা॥১॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব অধ্যায়ান্তে শ্রীভগবান্ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের জ্ঞেয়রূপে যে ব্রহ্মাদি সপ্ত বিষয়ের কথা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া, অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন যে সেই ব্রহ্ম কি? তাহা কি পরমাত্মচৈতন্য? অথবা জীবাত্ম-চৈতন্য? এতদুভয়ের কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছ? তুমি যে 'অধ্যাত্ম' শব্দ ব্যবহার করিলে, তাহা দ্বারা কি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃন্দ অথবা সূক্ষ্মভূতবৃন্দ—এতদুভয়ের মধ্যে কি লক্ষিত হইয়াছে? তাহা বল। আর তোমার কথিত কর্ম্মশব্দ-দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম বা লৌকিক কর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি সূচিত হইয়াছে? বল। 'অধিভূত' শব্দে ঘটাদি কার্য্য বা স্থূল শরীর—এতদুভয়ের মধ্যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছ? তাহা বল। আর তুমি অধিদৈব-শব্দ দ্বারা দেবতা-বিষয়ক অনুধ্যান বা সমষ্টি বিরাট্?—এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে লক্ষ্য করিয়াছ? তাহা বল। যদি বল, আমরা উভয় সমতুল্য সুতরাং এ বিষয়ে জিজ্ঞাসার কি কারণ আছে? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জ্জুন পুরুষোত্তম-শব্দে ভগবান্‌কে সম্বোধন করিলেন। হে পুরুষোত্তম! তুমি পরেশ, এজন্য তোমার পক্ষে সকলই সুবিদিত কিন্তু আমার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। অতএব আমার নিকট সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর॥ ১॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়—মধুসূদন! অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ কঃ ? (যজ্ঞাধিষ্ঠাতা কে ?) অস্মিন্ (এই দেহে) কথং (কি প্রকারে) [স্থিতঃ—অবস্থিত আছেন ?] চ (এবং) প্রয়াণকালে (মৃত্যু-সময়ে) নিয়তাত্মভিঃ (সংযতচিত্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক) কথং (কি উপায়ে) জ্ঞেয়ঃ অসি ? (জ্ঞাত হও) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে ? এবং এই দেহমধ্যে কিরূপে অবস্থিত আছেন ? এবং মৃত্যুকালে সংযতচিত্ত পুরুষগণ তোমাকে কি উপায়ে জানিতে পারেন ? ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে অবস্থান করে ?—অর্থাৎ এই ছয়টি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? এবং নিয়তাত্ম পুরুষেরা তোমাকে কিরূপে প্রয়াণকালে জানিতে পারেন ? এই সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বল ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—অধিযজ্ঞঃ ক ইতি—যজ্ঞমধিগত ইন্দ্রাদির্বা বিষ্ণুর্বা স ইতি ; কথমিতি—তস্যাধিযজ্ঞভাবঃ কথমিত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং মৎসন্দেহনিবারণং তবেষৎকরমিতি বোধয়িতুং সম্বোধনং—হে মধুসূদনেতি—প্রয়াণেতি—তদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যগ্রতয়া চিত্তসমাধানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—'অধিযজ্ঞঃ ক ইতি', অধিযজ্ঞ কে ? যজ্ঞকে বিশেষরূপে প্রাপ্ত ইন্দ্রাদি অথবা বিষ্ণু, ইহাই। 'কথমিতি'—তাঁহার অধিযজ্ঞভাব কিরূপ ?—ইহাই অর্থ। এই সকল আমার সন্দেহ নিবারণ তোমার পক্ষে অতিশয় সহজ। ইহাই বুঝাইবার জন্য সম্বোধন—'হে মধুসূদনেতি', 'প্রয়াণেতি'—তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির ব্যগ্রতাহেতু চিত্তের সমাধান সম্ভব নহে, ইহাই ভাবার্থ ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব অধ্যায়ের ত্রিংশশ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমাকে যাঁহারা সাধিযজ্ঞরূপে জানেন, তাঁহারাই আমার তত্ত্ব জানেন, তজ্জন্য অর্জ্জুন এক্ষণে প্রশ্ন করিতেছেন যে, সেই অধিযজ্ঞ কে ? বিষ্ণু না ইন্দ্রাদি দেবতা ? তাঁহার অধিযজ্ঞ ভাব কি প্রকার ? এস্থলে অর্জ্জুন সপ্তম অধ্যায়-শেষে ভগবদ্-বর্ণিত ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ—এ ছয়টি বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে চাহিতেছেন। এবং অধিযজ্ঞ কে ? এবং দেহের মধ্যে কি প্রকারে অবস্থান করেন ? প্রয়াণ কালে বা তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারা যায় ইত্যাদি আমার সকল সন্দেহ নিরসন করা তোমার

পক্ষে অত্যন্ত সহজ, ইহা বুঝাইবার জন্য 'মধুসূদন' শব্দে সম্বোধন করিলেন। অর্জ্জুন কৃপালু হইয়া আজ আমাদের ন্যায় অজ্ঞ জীব-সাধারণকে জ্ঞান দান করিবার জন্যই শ্রীভগবানের নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব-বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অর্জ্জুন আরও একটি প্রশ্ন করিলেন যে, মৃত্যুকালে লোকের সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যগ্র থাকে, তখন চিত্তের সমাধান কি প্রকারেই বা সম্ভব? হে মধুসূদন! তুমি জীবের প্রতি করুণাবশতঃ দৈত্যাদি বধ করিয়া জগতকে উপদ্রব শূন্য করিয়া থাক, আজ আমার হৃদয়ে যে সকল সন্দেহ-রূপ উপদ্রব উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নিরসনপূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতে তুমিই সমর্থ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—পরমং অক্ষরং (পরম অক্ষর বস্তু) ব্রহ্ম, স্বভাবঃ (জীব) অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়) ভূতভাবোদ্ভব-করঃ (ভূতসমূহের দেহাদি উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর) বিসর্গঃ (জীবের সংসার) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্মনামে অভিহিত) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—নিত্য—বিনাশরহিত পরমতত্ত্বই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম-শব্দে শুদ্ধ জীব এবং ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর সংসারই কর্ম্মনামে অভিহিত ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—অক্ষর-তত্ত্ব অর্থাৎ নিত্য বিনাশ-রহিত এবং অবস্থান্তরশূন্য তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ন'ন। পরব্রহ্ম-শব্দ-দ্বারা কেবল নিত্যবিশেষযুক্ত ভগবৎস্বরূপ আমাকেই বুঝিতে হইবে। অধ্যাত্মশব্দ-দ্বারা চিদ্বস্তুর নিত্য স্বভাব বা 'বিশেষ'কে বুঝিতে হইবে না। সেই বিশেষ-দ্বারা জড়সম্বন্ধশূন্য শুদ্ধজীবকে লক্ষ্য করিবে। কর্ম্ম হইতেই ভূতগণের দ্বারা জীবের স্থূলদেহ-নির্ম্মাণরূপ সংসার জন্মে, তজ্জন্যই কর্ম্মকে 'ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ' বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্টো ভগবান্ ক্রমেণ সপ্তানামুত্তরমাহ,—অক্ষরমিতি। ন ক্ষরতীতি নিরুক্তেরক্ষরং যৎ পরমং দেহাদিবিবিক্তং জীবাত্মচৈতন্যং তন্ময়া

ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। তস্যাক্ষরশব্দত্বং ব্রহ্মশব্দত্বঞ্চ,—"অব্যক্তমক্ষরে লীয়তেঽক্ষরং তমসি লীয়তে তম একীভবতি পরস্মিন্নিতি" "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ" ইতি চ শ্রুতেঃ। স্বভাব ইতি—স্বস্য জীবাত্মনঃ সম্বন্ধী যো ভাবো ভূতসূক্ষ্মতদ্বাসনা-লক্ষণপদার্থঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং পঠিতস্তদাত্মনি সংবধ্যমানত্বান্ময়াধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতেতি,—তেষাং সূক্ষ্মাণাং ভূতানাং স্থূলৈস্তৈঃ সংপৃক্তানাং ভাবো মনুষ্যাদি-লক্ষণস্তদুদ্ভবকরস্তদুৎপাদকো যো বিসর্গঃ স কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ; —জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্ম্মণা স্বর্গমাসাদ্য তস্মিন্ দেবদেহেন তৎকর্ম্মোপভুজ্যভাণ্ডসংক্রান্তঘৃতশেষ-বদ্ভোগোর্দ্ধরিতো যঃ কর্ম্মশেষো ভুবি মনুষ্যাদি-দেহলাভায় বিসৃষ্টস্তন্ময়া কর্ম্মোচ্যতে। ছান্দোগ্যে,—দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতাংসি ক্রমাৎ পঞ্চাহুতয়ঃ পঠ্যন্তে। তত্রায়মর্থঃ,—বৈদিকো জীব ইহলোকেঽম্ময়ানি দধ্যাদীনি শ্রদ্ধয়া জুহোতি। তা দধ্যাদিময্যঃ পঞ্চীকৃতত্বাৎ পঞ্চভূতরূপা আপঃ শ্রদ্ধয়া হুতত্বাৎ শ্রদ্ধাখ্যাহুতিত্বরূপেণ তস্মিন্ জীবে সংবদ্ধাস্তিষ্ঠন্তি,—অথ তস্মিন্ মৃতে তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাস্তা দ্যুলোকাগ্নৌ জুহ্বতি। তদ্বন্তং জীবং দিবং নয়ন্তীত্যর্থঃ। হুতাস্তাঃ সোমরাজাখ্য-দিব্যদেহতয়া পরিণমন্তে; তেন দেহেন স তত্র কর্ম্মফলানি ভূঙ্‌ক্তে। তদ্ভোগাবসানেঽম্ময়ো জীববান্ দেহৈস্তৈর্দেবৈঃ পর্জন্যাগ্নৌ হুতো বৃষ্টির্ভবতি। বৃষ্টিভূতাস্তাঃ সজীবাঃ পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতা ব্রীহ্যাদ্যন্নভাবং লভন্তে। অন্নভূতাঃ সজীবাস্তাঃ পুরুষাগ্নৌ হুতা রেতোভাবং ভজন্তে। রেতোভূতাঃ সজীবাস্তা যোষিদগ্নৌ তৈর্হুতা গর্ভাত্মনা স্থিতা মনুষ্যভাবং প্রয়ান্তীতি তদ্ভাব-হেতুরনুশয়শব্দবাচ্যঃ কর্ম্মশেষঃ কর্ম্মেতি। এবমেবোক্তং সূত্রকৃতা,—"তদন্তরপ্রতি-পত্তৌ" ইত্যাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সাতটির (প্রশ্নের) উত্তর দিতেছেন—'অক্ষরমিতি'। ক্ষরিত (ক্ষয়) হয় না এই ব্যুৎপত্তি হেতু—অক্ষর যাহা পরম, অর্থাৎ দেহাদি-বিবিক্ত জীবাত্ম-চৈতন্য তাহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে অভিহিত করিয়াছি। তাহারই অক্ষর-শব্দত্ব ও ব্রহ্ম-শব্দত্ব—"অব্যক্ত (প্রধান) অক্ষরে লয় হয়, অক্ষর তমোগুণে লয় হয়, তম একত্ব লাভ করে পরব্রহ্মে; এই বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) ব্রহ্ম যদি জ্ঞান করে" ইতি শ্রুতি-হেতু। 'স্বভাব ইতি'—জীবাত্মার সম্বন্ধে যে ভাব অর্থাৎ ভূতসূক্ষ্ম, তদ্বাসনা-স্বরূপ তাহা ভাব—পদার্থ। পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে

পঠিত, তদাত্মায় সম্যক্‌রূপে বদ্ধ হয় বলিয়া তাহাকে অধ্যাত্ম বলা হইয়াছে। 'ভূতেতি' সেই সেই সূক্ষ্ম ভূত সকলের (সমষ্টির) সেই সেই স্থূল ভূতগুলির সহিত সংপৃক্ত (সংযুক্ত) হইয়া তাহাদের যে মনুষ্যাদি লক্ষণ, উৎপত্তিজনক বা তদুৎপাদক যে বিসর্গ তাহাই কর্ম্ম-সংজ্ঞিত। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ লাভ করিয়া জীব সেখানে দেবদেহ ধারণের দ্বারা সেই সকল কর্ম্মের উপভোগ্য (যজ্ঞ) ভাণ্ড-সংক্রান্ত ঘৃতের শেষাংশের ন্যায় ভোগের দ্বারা উর্ব্বরিত যে কর্ম্মশেষ (তাহাই) পৃথিবীতে মনুষ্যাদি দেহ লাভের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাকেই আমা কর্ত্তৃক কর্ম্ম বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যে— স্বর্গ-মেঘ-পৃথিবী-পুরুষ ও নারীরূপ পাঁচটি অগ্নিতে শ্রদ্ধা-সোম-বৃষ্টি-অন্ন ও শুক্ররূপে ক্রমে পঞ্চ আহুতি পঠিত হয়।

সেখানে এই অর্থ—বৈদিক ক্রিয়াপরায়ণ জীব ইহলোকে জলময় দধি প্রভৃতি শ্রদ্ধার সহিত হোম করিয়া থাকেন। সেই সকল দধ্যাদিময়ী (হোমীয়-দ্রব্যাদি) পঞ্চ আহুতি পঞ্চীকৃত করা হইয়াছে বলিয়া পঞ্চভূতস্বরূপ জল শ্রদ্ধার সহিত আহুতি দেওয়া হয় বলিয়া শ্রদ্ধা সংজ্ঞক আহুতিরূপেই সেই সেই জীবে সংবদ্ধ হইয়া থাকে। তারপর সেই জীবের মৃত্যু হইলে তাহার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সেই জলকে (শ্রদ্ধাকে) স্বর্গলোকস্থিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে, অর্থাৎ এতাদৃশ জীবকেই স্বর্গে প্রেরণ করেন। আহুত সেইগুলি সোমরাজ নামে খ্যাত দিব্যদেহরূপে পরিণত হয়। সেই দেহের দ্বারাই সে সেখানে কর্ম্মফলগুলি ভোগ করিয়া থাকে। সেই ভোগের অবসান হইলে জলময় চৈতন্যবিশিষ্ট জীব সেই সেই দেবদেহে দেবগণ কর্ত্তৃক পর্জন্যাগ্নিতে হুত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। জীবগণের সহিত বৃষ্টি জলময় তাহারা পৃথিবীরূপ অগ্নিতে তাহাদের দ্বারা আহুত হইয়া ব্রীহি প্রভৃতি খাদ্য ভাব প্রাপ্ত হয়, পরে অন্নরূপে পরিণত সেই বৃষ্টিজল পুরুষের বীর্য্যরূপে পরিণত হয়। রেতভূত অর্থাৎ বীর্য্যরূপে পরিণত সেইগুলি জীবের সহিত স্ত্রীরূপ অগ্নিতে তাহাদের দ্বারা আহুত হইয়া গর্ভেতে অবস্থান করিয়া মনুষ্যরূপে পরিণত হয়। সেই ভাবের হেতু অনুশয় শব্দবাচ্য কর্ম্মশেষ। ইহাই বেদান্ত সূত্রকার বলিয়াছেন,—"তদন্তর প্রতিপত্তৌ" ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্রমান্বয়ে সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

ব্রহ্ম—যাহা ক্ষরিত অর্থাৎ চ্যুত হয় না, তাহাই অক্ষর। যাহা পরম,

দেহাদি-বিবিক্ত অর্থাৎ স্বতন্ত্র জীবাত্মচৈতন্ত, তাহাই ব্রহ্ম-শব্দে কথিত হইয়াছে। জীবেরই অক্ষর শব্দত্ব ও ব্রহ্মশব্দত্ব। অব্যক্ত অক্ষরে লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া অক্ষর। তমে লয় হয় অর্থাৎ একীভূত হয়, পরব্রহ্মতে ইহা, 'বিজ্ঞান ব্রহ্ম' এই শ্রুতি অনুসারে। 'তৈত্তিরীয়োপনিষৎ'—(৩।৫।১) 'বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি' ব্যজনাৎ।

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"যাহা বিনষ্ট হয় না বা চলে না, তাহা 'অক্ষর'। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, জীবও অক্ষর; সেস্থলে বলিতেছেন,—যাহা পরম অক্ষর জগতের মূল কারণ তাহাই ব্রহ্ম। এবিষয়ে তিনি শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছেন—"হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই অক্ষর বলেন।" (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮)

(২) **অধ্যাত্ম**—স্বভাব অর্থাৎ জীবাত্মা-সম্বন্ধীয় যে ভাব। ভূতসূক্ষ্ম সেই বাসনালক্ষণ পদার্থকে বুঝায়। পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় পঠিত সেই আত্মাতে সম্যক্ বধামান্ বলিয়া উহাকে 'অধ্যাত্ম' বলা হয়।

শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—

"ব্রহ্মের নিজেরই অংশরূপে জীবভাবে অবস্থানকে স্বভাব বলে। সেই জীবই আত্মা অর্থাৎ দেহকে অধিকার পূর্ব্বক ভোক্তারূপে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া অধ্যাত্ম শব্দে কথিত হয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"স্বভাব—সম-আত্মাসমূহের দেহাধ্যাসবশতঃ ভাবনা করায় অর্থাৎ সৃষ্টি করে বলিয়া স্বভাব অর্থাৎ জীব। অথবা 'স্বং' অর্থে নিজেকে ভাবনা করায় অর্থাৎ পরমাত্মাকে পাওয়ায়। স্বভাব অর্থে শুদ্ধ জীব অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত।"

(৩) **কর্ম্ম**—সূক্ষ্ম ভূতগণের সেই সেই স্থূলরূপের সহিত সংযুক্ত গুণের মনুষ্যাদি লক্ষণ ভাব, তাহা উদ্ভব করে অর্থাৎ তদুৎপাদক যে বিসর্গ তাহাই কর্ম্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ লাভানন্তর তথায় দেবদেহে সেই কর্ম্মফল উপভোগ করিয়া, কর্ম্ম শেষে যে পৃথিবীতে মনুষ্যাদি দেহ লাভার্থ বিসৃষ্টি, তাহাই কর্ম্ম বলিয়া কথিত। এতৎপ্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে যে,—দ্যু (স্বর্গ), পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ—শাস্ত্রকারেরা এই পঞ্চ প্রকার অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন। এই পঞ্চাগ্নিতে পঞ্চ প্রকার আহুতির উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও

রেত এই পঞ্চ প্রকার আহুতি। এই অগ্নি ও আহুতির জ্ঞানকে উপনিষদ পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা বলেন। জীব ইহলোকে জলময় দধ্যাদির দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে হোম করে, তাহাতে জল শ্রদ্ধাহুতিরূপে সেই জীবে সংবদ্ধ হয়। তাহার মরণান্তে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবগণ সেই শ্রদ্ধা-নামক আহুতির দ্যু নামক অগ্নিতে হোম করেন। তাহাতে সে সোমরূপ দিব্যদেহে পরিণত হয়। সেই দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই জীব সেখানে নিজ কর্ম্মফল উপভোগ করে, এবং ভোগাবসানে সেই জলময় দেহ পর্জ্জন্যাগ্নিতে আহুত হইলে বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টিরূপ আহুতি পৃথিবীরূপ অগ্নিতে পতিত হইলে ব্রীহি প্রভৃতি অন্নরূপে পরিণত হয়। সেই অন্নরূপ আহুতি পুরুষাগ্নিতে অর্পিত হইলে রেতোরূপে পরিণত হয়। সেই রেত যোষিদগ্নিতে অর্পিত হইলে ক্রমশঃ মনুষ্যের উদ্ভব হইয়া থাকে। জীবের এইরূপ রূপান্তর ও জন্মান্তর-লাভের সম্বন্ধে অনুশয়ই হেতু। জীব স্বকীয় কর্ম্মফলে মরণান্তে লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় কর্ম্মফল ভোগ করে। তল্লোকে ভোগাবসানে যে কর্ম্ম অবশেষ থাকে, তাহাকে অনুশয় বলে। অনুশয় কর্ম্মশেষ বাচক। ইহার দ্বারা জীবের রূপান্তর ও জন্মান্তর ঘটিয়া থাকে।

অন্য শ্রুতিতে এরূপও পাওয়া যায়,—

"প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র, অভ্র হইতে মেঘ এবং মেঘ হইয়া বর্ষণ করে। বৃষ্টি হইতে ব্রীহ্যাদি ও তাহা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত হয় এবং সেই রেত হইতে পুরুষ হয়।"

এসম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—

"তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" (৩য় অধ্যায় ১ম পাদ ১ম সূত্র)। পূর্ব্বোক্ত সূত্রের শ্রীবলদেবের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাওয়া যায়,— "এই সংসারে—অগ্নি পাঁচটি ;—স্বর্গ, মেঘ, পৃথ্বী, পুরুষ ও স্ত্রী। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও বীর্য্য এই পাঁচটি ঐ অগ্নির আহুতি। দেবতারা উহার হোতা। ভূতসূক্ষ্ম পরিবৃত জীবের স্বর্গ-প্রাপ্তির সুরগণ-কৃত প্রক্ষেপকেই হোম কহা যায়। মৃত জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ দেবতা বলিয়া কথিত। তাঁহারা সুরপুরাগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সেই শ্রদ্ধাই স্বর্গ-ভোগোপযোগী সোমরাজাখ্য দিব্য শরীররূপে পরিণত হয়। ভোগাবসানে ঐ শরীর আবার পর্জ্জন্যানলে হুত হইয়া বর্ষারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। পুনরায় উহাই পৃথিবীরূপ অনলে

হুত হইয়া 'অন্নাকারে' পরিণত হয়। পুনরায় সেই অন্ন পুরুষানলে বীর্য্যরূপ পরিগ্রহ করে। নারীরূপ বহ্নিতে সেই রেত পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম বহ্নিতে এইরূপে হুত জলের পুরুষযোনি ধারণ ঘটে। এস্থানে জীব, যে জলের সহিত স্বর্গে গমন করে, সেই জলই পূর্ব্ব কথিত রীতি-অনুসারে নারী-গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুরুষযোনি ধারণ করে। এইরূপ প্রতীতি নিবন্ধন যে সূক্ষ্মভূতের সহিত জীবের গতি হয়, তাহা সিদ্ধ হইল।"

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"জরায়ুজ প্রভৃতি ভূতগণের ভাব—অবস্থান, উৎপত্তি ; উদ্ভব—উৎকৃষ্ট-রূপে উৎপত্তি, "আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে" ইত্যাদি ক্রমে বৃদ্ধি। যাহা এই উভয়কে সম্পন্ন করে, সেই দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞই কর্ম্মশব্দ বাচ্য। ইহা সমস্ত কর্ম্মের উপলক্ষণ।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"ভূতভাবোদ্ভবকরঃ' ভূতগণের দ্বারাই ভাব সমূহের—মনুষ্যাদি-দেহসমূহের উদ্ভব করে। সেই বিসর্গ—জীবের সংসার কর্ম্মজন্য, 'কর্ম্মসংজ্ঞঃ'—কর্ম্ম-শব্দে জীবের সংসার কথিত হয়" ॥ ৩ ॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

অন্বয়—দেহভৃতাং বর! (দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ!) ক্ষরঃ ভাবঃ (নশ্বর পদার্থ) অধিভূতং (অধিভূত) পুরুষঃ চ (এবং বিরাট্ পুরুষ) অধিদৈবতম্ (দেবতাগণের অধিপতি) অত্র দেহে (এই দেহে) অহম্ এব (আমিই) অধিযজ্ঞঃ (অন্তর্য্যামীরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ! নশ্বর পদার্থ সমূহই অধিভূত, বিরাট্ পুরুষই দেবগণের অধিপতি অধিদৈব, এই দেহে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ, অর্থাৎ অন্তর্য্যামীরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ॥ ৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নশ্বর পদার্থজনক ভাবকে ক্ষর-ভাব বা 'অধিভূত' বলা যায়। 'অধিদৈব' শব্দে সূর্য্যাদি-দৈবত-সমষ্টি বিরাটরূপ পুরুষকে বুঝিবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিবে। দেহীদিগের দেহান্তর্গত অন্তর্য্যামী পুরুষরূপ আমিই 'অধিযজ্ঞ' ॥ ৪ ॥

শ্রীবলদেব—অধীতি। ক্ষরঃ প্রতিক্ষণপরিণামী ভাবঃ—স্থূলো দেহঃ স

ময়াধিভূতমিত্যুচ্যতে,—ভূতং প্রাণিনমধিকৃত্য ভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। পুরুষঃ সমষ্টিবিরাট্ স ময়াধিদৈবমিত্যুচ্যতে,—অধিকৃত্য বর্ত্তমানান্যাদিত্যাদীনি দৈবতান্যত্রেতি ব্যুৎপত্তেঃ। অত্র দেহেঽধিযজ্ঞো,—যজ্ঞমধিকৃত্য বর্ত্তত ইতি ব্যুৎপত্তেস্তৎপ্রবর্ত্তকস্তৎফলপ্রদশ্চাহমেব। প্রত্যাখ্যেয়ানি তু স্বয়মেবোহ্যানি। এবকারেণ স্বস্মাত্তস্য ভেদো নিরাকৃতঃ। অনেন 'কথম্' ইত্যস্যাপ্যুত্তরমুক্তং— প্রাদেশমাত্রবপুস্তেনাস্তর্নিয়ময়ন্নহং যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। তথা চ মদর্চ্চাসেবনা- দেতান্ ব্রহ্মাদীন্ সপ্তার্থান্ স্বরূপতোঽশ্রমেণ বিন্দতীতি; তত্র ব্রহ্মাধিযজ্ঞৌ প্রাপ্যতয়াধ্যাত্মাদীনি তু হেয়তয়েতি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—'অধীতি'। ক্ষর—প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল, ভাব—স্থূলরূপ দেহ, তাহাকেই আমাকর্ত্তৃক অধিভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ভূত অর্থাৎ প্রাণীকে অধিকার করিয়া হয় এই ব্যুৎপত্তিহেতু। পুরুষ অর্থাৎ সমষ্টি বিরাট্ তাহাকেই আমাকর্ত্তৃক অধিদৈব সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—যাহাতে আদিত্যাদি দেবতাগুলিকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান—ইহাই এখানে ব্যুৎপত্তি; এই দেহে অধিযজ্ঞ আমি,—যেহেতু যজ্ঞকে অধিকার করিয়া থাকি, এই ব্যুৎপত্তিহেতু তৎ-প্রবর্ত্তক এবং সেই ফল-প্রদাতা। প্রত্যাখ্যেয়গুলি কিন্তু নিজেই বুঝিয়া লইবে। 'এব'কারের দ্বারা নিজ হইতে তাহার ভেদ নিরাকরণ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা "কথম্—কিরূপে" এই কথারও উত্তর বলা হইল। প্রাদেশমাত্র দেহবিশিষ্ট বলিয়া আমি জীবের অন্তরে সকল নিয়মিত করিতে করিতে যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক হই, তথাচ—আমার অর্চ্চার সেবার দ্বারা এই ব্রহ্মাদি সপ্ত অর্থকে স্বরূপতঃ অনায়াসে পাওয়া যায়। সেখানে ব্রহ্ম ও অধিযজ্ঞ এই দুইটি প্রাপ্যরূপে অধ্যাত্মাদি কিন্তু হেয়রূপেই পরিগণিত হয় ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—এক্ষণে অর্জ্জুনকৃত আরও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

(৪) **অধিভূত**—প্রতিক্ষণ পরিণামী স্থূলদেহসমূহ প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকে, এই জন্য ঘটপটাদি নশ্বর পদার্থ সমূহকে আমি 'অধিভূত' বলিয়াছি।

(৫) **অধিদৈব**—সমষ্টি স্বরূপ বিরাট্ পুরুষ আদিত্যাদি দেবগণকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকেন, এই জন্য সেই পুরুষকে আমি 'অধিদৈবত' শব্দে অভিহিত করিয়াছি।

(৬) **অধিযজ্ঞ**—জীবের এই দেহে 'অধিযজ্ঞ' অন্তর্য্যামীরূপে যজ্ঞাদি-

কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও তৎফলপ্রদাতারূপে আমিই অবস্থিত থাকি। এই অন্তর্যামী-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ-তত্ত্ব।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একদেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ দর্শন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে পাই,—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে—প্রাদেশমাত্রং পুরুষবসন্তম্।" অর্থাৎ কোন কোন যোগীপুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়গহ্বরে-বিরাজিত প্রাদেশমাত্র পুরুষকে (স্মরন্তি) স্মরণ করে। প্রাদেশমাত্র শব্দে শ্রীধরস্বামী,—'তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার' বলিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ—'ব্যষ্টি অন্তর্য্যামী', শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—'তাবন্মাত্রপ্রদেশে অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা পঞ্চদশবর্ষীয় পুরুষাকার প্রমাণ—কিশোর বয়সে অবস্থিত' বলিয়াছেন।

কঠোপনিষদে আছে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"--(২।১।১২) অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ পরমাত্মা প্রতি জীব-হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। (গীঃ ১৮।৬১) এবং "ভগবানেক এবৈষ সর্ব্বক্ষেত্রেষবস্থিতঃ", (ভাঃ ৩।৭।৬) এবং "নানাজনেষবহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা" (ভাঃ ৩।৯।১২) 'এব' কারের দ্বারা নিজ হইতে অন্তর্য্যামীর ভেদ নিরাকৃত হইল; এবং ইহা দ্বারা অধিযজ্ঞ কে? এবং কি প্রকারে? এই উভয় প্রকার প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশ-মাত্র বপু-বিশিষ্ট আমি অন্তর নিয়মনপূর্ব্বক যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। শ্রীভগবানের অর্চ্চার আরাধনার ফলে ব্রহ্মাদি সপ্ত বিষয় অনায়াসেই স্বরূপতঃ জানিতে পারা যায়। সেস্থলে ব্রহ্ম, অধিযজ্ঞাদির প্রাপ্তিতে অধ্যাত্মাদি হেয় বলিয়াই পরিগণিত হয়।

'দেহভৃতাং বর!' এই সম্বোধনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাক্ষাৎ নিজ নিত্য

সখা বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠই প্রতিপাদন করিতেছেন। অর্থাৎ অর্জ্জুন অন্য দেহধারী জীবের ন্যায় নহেন, ইহাই বুঝাইতেছেন ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—অন্তকালে চ (অন্তকালেও) মামেব (আমাকেই) স্মরন্ (চিন্তা করিতে করিতে) কলেবরম্ (শরীরকে) মুক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রকৃষ্টরূপে যান) সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমারই ভাব) যাতি (প্রাপ্ত হন) অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) নাস্তি (নাই) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যিনি অন্তিমকালেও আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি আমার ভাবই প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অন্তকালে আমাকে স্মরণপূর্ব্বক যিনি স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি মদ্ভাবই লাভ করেন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক মরণ-কালেও যাঁহার ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়, তিনি পরকালে ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হন,—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যস্যোত্তরমাহ,—অন্তেতি। অত্র স্মরণাত্মকেন জ্ঞানেন জ্ঞেয়ো ভবন্মদ্ভাবোপলম্ভনঞ্চ তৎফলং প্রযচ্ছামীত্যুক্তম্। তত্র মদ্ভাবং মৎস্বভাবমিত্যর্থঃ। যথাহমপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টক-বিশিষ্টস্বভাবস্তাদৃশঃ স মৎস্মর্ত্তা ভবতীতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রয়াণকালে (মৃত্যু সময়ে) তোমাকে কিরূপে জানিতে পারা যায়?—এই কথার উত্তরে বলা হইতেছে—'অন্তেতি'। এখানে স্মরণাত্মক জ্ঞানের দ্বারা আমি জ্ঞেয় হইয়া আমার ভাবের অনুভবরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকি। ইহাই সেই কথার উত্তর। এখানে আমার ভাব শব্দের অর্থ আমার স্বভাব। যেমন আমি অপগত-পাপাদি অষ্টগুণ-বিশিষ্ট স্বভাবশালী হই, আমার স্মর্ত্তাও অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করে বলিয়া তাদৃশ হয় ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। মানব মদীয় স্মরণাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই আমার ভাব অর্থাৎ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, এবং আমিও তাঁহাদিগকে মদীয় স্মরণানুরূপ ফল প্রদান করিয়া

থাকি। এস্থলে 'মদ্ভাব' শব্দে আমার স্বভাবই লক্ষিত। আমি যেমন অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণ-বিশিষ্ট--অন্তকালে আমার চিন্তাপরায়ণ ভক্তও আমার ন্যায় তাদৃশ স্বভাব প্রাপ্ত হয় ও সর্ব্বদা আমার স্মরণকারী হয়।

শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকঃ
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।"

অর্থাৎ যিনি মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তিসম্বন্ধ-শূন্য, জরাধর্ম্মরহিত, অর্থাৎ নিত্য নূতন, মৃত্যুশূন্য, শোকাতীত, প্রাকৃত ক্ষুধাতৃষ্ণারহিত, অপ্রাকৃত ও নির্দ্দোষকামনাযুক্ত, যাঁহার সঙ্কল্পমাত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভীষ্মের উক্তিতে পাওয়া যায়,—

"ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নামকীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ॥" (১।৯।২৩)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে-ভক্তিসমাহিত-অন্তঃকরণ ভক্তগণ ভক্তিভরে মনোনিবেশ পূর্ব্বক বাক্য দ্বারা তাঁহার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—"নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।" (৩।৯।১৫)

শ্রীউদ্ধবও বলিয়াছেন,— (ভাঃ ১০।৪৬।৩২)

"যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে ক্ষণং সমাবেশ্য মনোঽবিশুদ্ধং।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ" ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! যং যং অপি বা ভাবং (যে যে বিষয়) স্মরন্ (চিন্তা করিতে করিতে) অন্তে (অন্তিমকালে) [যঃ—যিনি] কলেবরং ত্যজতি (শরীর ত্যাগ করেন) সদা (সর্ব্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (তদনুচিন্তনে তন্ময়ীভূত) [সঃ—তিনি] তং তং এব (সেই সেই ভাবকেই) এতি (প্রাপ্ত হন)॥ ৬॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যিনি যে যে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্তিমকালে শরীর ত্যাগ করেন, তিনি সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হন, কারণ সর্ব্বদা সেই ভাবনা-দ্বারা তাঁহার চিত্ত তন্ময়ীভূত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—ন চ মৎস্মর্ত্তৈব মদ্ভাবং যাতীতি নিয়মঃ, কিন্ত্বন্যস্মর্ত্তাপ্যন্যভাবং যাতীত্যাহ,—যং যমিতি। ভাবং পদার্থম্; তং তমেব ভাবদেহত্যাগোত্তর-মেবৈতি,—যথা ভরতো দেহান্তে মৃগং চিন্তয়ন্ মৃগোঽভূৎ। অন্তিমস্মৃতিশ্চ পূর্ব্বস্মৃতবিষয়ৈব ভবতীত্যাহ,—সদেতি। তদ্ভাবভাবিতস্তৎস্মৃতিবাসিত-চিত্তঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—শুধু আমার স্মর্ত্তাই (স্মরণকারীই) যে আমার ভাব প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই কিন্তু অন্য স্মর্ত্তাও—অন্য স্মরণ করিলেও অন্যরূপেও (ভাবে) পরিণত হয়। ইহাই বলা হইতেছে—'যং যমিতি'। ভাব শব্দের অর্থ পদার্থ। সেই সেই ভাববিশিষ্ট দেহত্যাগের পরই লাভ করিয়া থাকে। যেমন—(জড়) ভরত দেহান্তে (মরণকালে) মৃগকে চিন্তা করিতে করিতে পরজন্মে মৃগরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্তিমকালের স্মৃতিও পূর্ব্বস্মৃতি-ধারার অনুযায়ী হয়—'সদেতি'। সেই ভাবের দ্বারা ভাবিত ও তাহার স্মৃতির সংস্কারে সংস্কৃত-চিত্ত ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, মরণকালে আমার স্মরণকারী যে শুধু আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; যে ব্যক্তি যে বিষয়ের স্মরণ করিবে, তাহার সেই ভাবই লাভ হইবে। কারণ "মরণে যা মতিঃ সা গতিঃ"। সেইজন্য মৃত্যুকালে যাহাতে আমাদের অন্য বিষয়ের স্মরণ না হইয়া, শ্রীভগবানেরই স্মরণ হয়, তজ্জন্য যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ একটি উপায়ও বলিতেছেন যে, যিনি সর্ব্বদা যে ভাবে বিভাবিত থাকেন, তাহার চিত্ত সেই ভাবনার দ্বারা তন্ময়ীভূত হইয়া থাকে। অন্তিমকালে পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃতি-বিষয়ই স্মরণ হয়। সুতরাং যিনি সর্ব্বদা 'তদ্ভাবভাবিত' অর্থাৎ নিখিল অবস্থায় ভগবৎ-স্মরণ আশ্রয় করিয়া, অন্য বিষয়ে আসক্ত না হইয়াই জীবন ধারণ করেন, তাঁহার পক্ষেই অন্তঃকালে ভগবৎস্মরণের সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"মৃতমনু নমৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবন্মৃগশরীরমবাপ" (৫।৮।২৭)

শ্রীল ভরত মহারাজ রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে গিয়াও, দেহত্যাগকালে মৃগ চিন্তা করিয়া মৃগ দেহ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের লোকশিক্ষার নিমিত্তই, কারণ তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ এই দেহ লাভ ঘটে নাই, পরন্তু স্বভক্তি-উৎকণ্ঠা-বর্দ্ধন নিমিত্তই ভগবদ্-কর্ত্তৃক প্রারব্ধ-তুল্যরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। মৃগ দেহ লাভ করিলেও, তিনি জাতিস্মরতা প্রাপ্ত হওয়ায় মৃগসঙ্গ না করিয়া ঋষির আশ্রমে ভগবৎকথা-শ্রবণ-মুখেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার এই দৃষ্টান্ত হইতে কর্ম্মফল-বাধ্য আমরা সতর্ক হইব সত্য, কিন্তু তাঁহাকে তদ্রূপ মনে করিব না।

স্ত্রীচিন্তার দ্বারা পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির বিষয়ও শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—(ভাঃ ৪।২৮।২৭-২৮)

শুধু ইহাই নহে, আমরা যেরূপ কর্ম্ম অভ্যাস করিব, সেইরূপই আমাদের অন্তিম স্মৃতি বা জন্মান্তর ঘটিবে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—যথা কর্ম্মগুণং ভবঃ। (৪।২৯।২৯)

সুতরাং সর্ব্বদা আমাদের জীবনকে হরি-সেবাময় কার্য্যে রত রাখিয়া হরি-স্মৃতি প্রবলা করিতে পারিলেই, অন্তঃকালে আমাদের কল্যাণ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—তস্মাৎ (তদ্ধেতু) সর্ব্বেষু কালেষু (সকল কালে) মাম্ অনুস্মর (আমাকে চিন্তা কর) যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর) ময়ি (আমাতে) অর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি সমর্পিত করিলে) মাম্ এব (আমাকেই) অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেহে) এষ্যসি (পাইবে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই হেতু সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা কর এবং যুদ্ধ কর, তাহা হইলে আমাতে মনবুদ্ধি সমর্পিত হইয়া আমাকেই নিঃসংশয়রূপে পাইবে ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব তুমি সর্ব্বকালেই আমার পরব্রহ্মভাবকে স্মরণ-পূর্ব্বক তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধকার্য্য কর, তাহা হইলে আমাতে তোমার সঙ্কল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্পিত হইবে এবং তুমি আমাকেই লাভ করিবে ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—যস্মাৎ পূর্ব্বস্মৃতিরেবান্তিমস্মৃতিহেতুস্তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বেষু কালেষু প্রতিক্ষণং মামনুস্মর যুধ্যস্ব চ লোকসংগ্রহায় যুদ্ধাদীনি স্বোচিতানি কর্ম্মাণি কুরু। এবং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিস্ত্বং মামেবৈষ্যসি, ন ত্বন্যদিত্যত্র সন্দেহস্তে মাভূৎ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেই হেতু পূর্ব্ব স্মৃতিই অন্তিমকালের স্মৃতির হেতু সেই হেতু তুমি সর্ব্বক্ষণে, সকল সময়ে আমাকেই অনুস্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর অর্থাৎ লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধ প্রভৃতি স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্মগুলি কর। এইভাবে যদি আমার প্রতি মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিতে পার তাহা হইলে তুমি আমাকেই লাভ করিবে, অন্য কাহাকেও নহে। এখানে তোমার সন্দেহের লেশমাত্রও না হউক ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—যখন দেখা যায় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতিই অন্তিম স্মৃতি আনয়ন করে এবং অন্তিম স্মৃতি-অনুরূপই দেহান্তর লাভ হয়, তখন সর্ব্বদা তদ্ভাব-ভাবিত অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ হইতে পারিলেই অন্তিমকালে শ্রীভগবানের স্মৃতি লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং শ্রীভগবান্ উপদেশ দিলেন, সর্ব্বদা আমার স্মরণ কর আর লোকসংগ্রহের নিমিত্ত স্বধর্ম্মোচিত যুদ্ধাদি কর্ম্ম কর, এই প্রকারে আমাতে মন এবং বুদ্ধি সমর্পণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে ; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাস-যোগযুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (চিত্তের দ্বারা) দিব্যং পরমং পুরুষং (দিব্য পরম পুরুষকে) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিতে করিতে) [তমেব—তাঁহাকেই] যাতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! অভ্যাসরূপ-যোগসহকারে বিষয়ান্তর হইতে

প্রত্যাহৃত চিত্তের দ্বারা, একমাত্র দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামি-চিত্তের দ্বারা পরম-পুরুষের চিন্তা করিতে করিতে পরমপুরুষকে লাভ করিবে ; অর্থাৎ ক্ষরতত্ত্বাদিতে আর পুনরাবৃত্ত হইবে না ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—সার্ব্বদিকী স্মৃতিরেবান্তিমস্মৃতিকরীত্যেবং দ্রঢ়য়তি,—অভ্যাসেতি। অভ্যাসঃ স্মরণাবৃত্তিরেব যোগস্তদ্যুক্তেনাতএবানন্যগামিনা, ততোঽন্যত্রাচলতা তদেকাগ্রেণ চেতসা দিব্যং পুরুষং পরমং সশ্রীকং নারায়ণং বাসুদেবমনুচিন্তয়ন্ তমেব কীটভৃঙ্গন্যায়েন তত্তুল্যঃ সন্ যাতি লভতে ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বকালীন স্মৃতিই অন্তিমকালের স্মৃতির কারণ হইয়া থাকে এই কথাই খুব দৃঢ়ভাবে বলা হইতেছে—'অভ্যাসেতি'। অভ্যাস অর্থাৎ স্মরণের আবৃত্তিই যোগ, এইরূপ যোগযুক্ত হইয়া অতএব অনন্যগামী (অনন্য চিন্তাশীল) হইয়া থাকিতে হইবে। তারপর অন্যত্র অবিচলিত—অচঞ্চল সেই একাগ্রতা-সম্পন্ন চিত্তের দ্বারা দিব্য পরম পুরুষ অর্থাৎ লক্ষ্মীসহ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে কীট ও ভ্রমর-ন্যায়ের মত (অর্থাৎ সামান্য কীটবিশেষ যেমন ক্রমে ভ্রমর হয়) সারূপ্য মুক্তিসহ লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

অনুভূষণ—সর্ব্বদা যে বিষয়ের স্মরণ করা যায়, অন্তিম কালে তাহারই স্মরণ হয়, এই কথা দৃঢ়ভাবে বুঝাইতেছেন। অভ্যাসযোগের দ্বারা ইহার সাধন করিতে হয়, অর্থাৎ অভ্যাস অর্থে শ্রীভগবদ্ স্মরণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই যোগ, সেই যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা চিত্তকে বিষয়ান্তরে গমন বিষয়ে নিরোধ করিয়া, চিত্তকে একাগ্র ও অবিচলিত করিতে পারিলে, দিব্য পরম পুরুষ, শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীসহ নারায়ণকে চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহাকেই পাওয়া যায়,

'অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ' (১১।২০।১৮)

অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা যোগী পুরুষ মনকে নিশ্চলভাবে ধারণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে তৎপরবর্ত্তী শ্লোকগুলিও আলোচ্য। "এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।" এই অভ্যাসযোগের উপদেশ শ্রীভগবান্ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে নবম শ্লোকেও দিবেন ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—কবিং (সর্ব্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (নিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়াংসম্ (সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর) সর্ব্বস্য ধাতারম্ (সকলের বিধাতা) অচিন্ত্যরূপম্ (চিন্তাতীত রূপ) আদিত্যবর্ণং (সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ) তমসঃ পরস্তাৎ (মায়াতীত স্বরূপ) প্রয়াণকালে (মৃত্যুসময়ে) অচলেন মনসা (নিশ্চল মনের দ্বারা) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিযোগ সহকারে) যোগবলেন চ এব (যোগ প্রভাবেই) ভ্রুবোঃ মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) প্রাণম্ (প্রাণ-বায়ুকে) সম্যক্ আবেশ্য (সম্যক্ প্রকারে স্থাপন পূর্ব্বক) যঃ (যিনি) অনুস্মরেৎ (চিন্তা করেন) সঃ (তিনি) তং দিব্যং (সেই দিব্য) পরং পুরুষম্ (পরম পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, অখিল নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ; সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ও প্রকৃতির অতীত পুরুষকে, যিনি মরণকালে একাগ্র-চিত্তে, ভক্তি-সহকারে, যোগবলে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে, প্রাণবায়ুকে সম্যক্ স্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করেন, তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯-১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পরম পুরুষের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি

আদিত্যবং স্বরূপ-প্রকাশক-বর্ণবিশিষ্ট ও জড়া-প্রকৃতির অতীত-তত্ত্ব। মরণকালে অচলমনা হইয়া ভক্তিসহকারে পূর্ব্বযোগাভ্যাসবশতঃ যিনি ভ্রূদ্বয়-মধ্যে প্রাণকে স্থিত করেন, তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন। মরণক্লেশ-দ্বারা যাহাতে চিত্তবিক্ষেপ না হয়, তাহার (প্রতিষেধক) উপায়-স্বরূপ এই যোগ উপদিষ্ট হইল॥ ৯-১০ ॥

শ্রীবলদেব—যোগাদৃতে চেতসোঽনন্যগামিতা দুষ্করেতি যোগমিশ্রাং ভক্তিমাহ,—কবিমিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। কবিং সর্ব্বজ্ঞম্; পুরাণমনাদিম্; অনুশাসিতারং রঘুনাথাদিরূপেণ হিতোপদেষ্টারম্; অণোরণীয়াংসং তেন চাণুমপি জীবমন্তঃ প্রবিশতীতি সিদ্ধম্; আহ চৈবং শ্রুতিঃ,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি। অণীয়সোঽপি তস্য ব্যাপ্তিমাহ,—সর্ব্বস্যেতি। কৃৎস্নস্য জগতো ধাতারং ধারকম্। নন্বু কথমেবং সংগচ্ছতে তত্রাহ,—অচিন্ত্যরূপম-বিতর্ক্যস্বরূপং, "একমেব ব্রহ্ম পুরুষবিধত্বেন মধ্যমপরিমাণমণোরণীয়াংসম্" ইত্যুক্তেঃ, "পরমাণুপরিমাণং সর্ব্বস্য ধাতারম্" ইত্যুক্তেঃ, "পরং মহাপরিমাণং" চেতি; নাত্র যুক্তেরবকাশঃ। স্বপ্রকাশতামাহ,—আদিত্যেতি সূর্য্যবৎ স্বপর-প্রকাশমিত্যর্থঃ। মায়াগন্ধাস্পর্শমাহ,—তমস ইতি, তমসো মায়ায়াঃ পরস্তাৎ স্থিতং—মায়িনমপি মায়াতীতমিত্যর্থঃ। এতাদৃশং পুরুষং যোঽনুক্ষণং স্মরেৎ, স তং পরং পুরুষমুপৈতি ইতি পরেণান্বয়ঃ। যো জনো ভক্ত্যা পরমাত্ম-প্রেম্ণা যোগবলেন সমাধিজনিতসংস্কারনিচয়েন চ যুক্তঃ প্রয়াণকালে মরণ-সময়েঽচলেনৈকাগ্রেণ মনসা তং পুরুষমনুস্মরেৎ। যোগপ্রকারমাহ,—ভ্রুবোরিতি। ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণমাবেশ্য সংস্থাপ্য সম্যক্ সাবধানঃ সন্ স তং পুরুষমুপৈতি॥ ৯-১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগভিন্ন চিত্তের অনন্যগামিতা অর্থাৎ এক বিষয়ে নিবিষ্ট করা অতিশয় দুষ্কর বিধায় এক্ষণে যোগমিশ্রা ভক্তির বিষয় বলা হইতেছে—'কবিমিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ'। কবি—সর্ব্বজ্ঞ, পুরাণ—অনাদি, অনুশাসিতা—রঘুনাথাদিরূপে হিতোপদেষ্টা; অণু হইতেও আমাকে ক্ষুদ্র জানিবে। তাহার দ্বারা জীব অণুপরিমাণমাত্র হইলেও তাহার অন্তরে পরমেশ্বর প্রবেশ করিতে পারেন, ইহাই সিদ্ধ হইল। শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—"অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জনগণের শাস্তা অর্থাৎ শাসয়িতা—শাসনকর্ত্তা" ইতি। অণু হইলেও তাহার ব্যাপ্তি অর্থাৎ ব্যাপকত্ব হয় তাহাই বলা হইতেছে—'সর্ব্বস্যেতি'।

সমগ্র জগতের ধাতা অর্থাৎ ধারক। প্রশ্ন—কিরূপে এই রকম সম্ভব হয়? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—অচিন্ত্যরূপ—অবিতর্ক্যস্বরূপ অর্থাৎ অবাঙমনস-গোচর, "একই ব্রহ্ম পুরুষবিধায় মধ্যমপরিমাণ ও অণু হইতেও অণীয়ান্ অর্থাৎ ক্ষুদ্র" এই উক্তিহেতু; "পরমাণুপরিমাণ (ব্রহ্মই) সকলের ধারণ-কর্ত্তা" এই উক্তি হইতে। "পর—মহাপরিমাণস্বরূপ ইহাও" এখানে যুক্তির কোন অবকাশ নাই। স্বপ্রকাশতার বিষয় বলা হইতেছে—'আদিত্যেতি', সূর্য্যের ন্যায় নিজের ও পরের প্রকাশক, ইহাই অর্থ। মায়াগন্ধের অস্পর্শের বিষয় বলা হইতেছে—'তমস ইতি', তমের অর্থাৎ মায়ার পরপারে স্থিত। মায়িক ও মায়ার অতীত—ইহাই অর্থ। এতাদৃশ পুরুষকে যিনি সকল সময়ে স্মরণ করেন তিনি সেই পরম পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন; ইহা পরের বাক্যের সহিত অন্বয় (সম্পর্ক)। যে ব্যক্তি পরমাত্ম-প্রেমস্বরূপ ভক্তি ও যোগবলের দ্বারা এবং সমাধিজনিত সংস্কার সমূহের দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রয়াণকালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে অচঞ্চল—একাগ্রতাসম্পন্ন মনের দ্বারা সেই পুরুষকে অনুস্মরণ করিবে। যোগের প্রকারের বিষয় বলা হইতেছে—'ভ্রুবোরিতি'। ভ্রূযুগলের মধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে প্রাণকে সংস্থাপন করিয়া সম্যক্‌রূপে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াই তিনি সেই পরম পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯-১০ ॥

অনুভূষণ—যোগাভ্যাস-ব্যতীত চিত্তের অন্য-বিষয়ে ধাবিত হওয়ার স্বভাবকে জয় করা দুষ্কর। সেই জন্য এক্ষণে পাঁচটি শ্লোকে যোগমিশ্রা ভক্তির উপদেশ দিতেছেন। চিত্ত হইতে ভগবান্ ছাড়া অন্য বিষয়-চিন্তা দূরীভূত করিতে না পারিলে, ভগবদ্-স্মরণের সাতত্য লাভ ঘটে না, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে পরম পুরুষের ধ্যানের শিক্ষা দিতেছেন।

ভক্তিহীন যোগ যেমন বৃথা; তেমনি ধ্যেয়-মূর্ত্তির স্বরূপ শ্রীনারায়ণ হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে, ধ্যানও বৃথা।

ধ্যেয়-মূর্ত্তির স্বরূপ বর্ণন পূর্ব্বক যোগের প্রকারও শিক্ষা দিতেছেন।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্।
……নির্ভিদ্য, মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ" ॥ (২।২।১৫-২১) ॥ ৯-১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

অন্বয়—বেদবিদঃ (বেদজ্ঞগণ) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (অবিনাশী) বদন্তি (বলেন) বীতরাগাঃ (বাসনাশূন্য) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিগণ) যৎ (যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন), যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (অভিলাষ করিয়া) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) চরন্তি (আচরণ করেন) তৎ পদং (সেই প্রাপ্য বস্তু) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া বলেন, বীতরাগ সন্ন্যাসিগণ যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন. সেই প্রাপ্য-বস্তুর কথা সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে 'অক্ষর' বলিয়া উক্তি করেন, বীতরাগ যতি-সকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারিসকল ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তোমাকে সেই প্রাপ্যবস্তু উপায়সহকারে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যৈতাবতা যোগো নাবগম্যতে, তস্মাত্তস্য প্রকারং তত্র জপ্যং প্রাপ্যং ব্রূহীত্যপেক্ষায়ামাহ,—যদক্ষরমিতি ত্রিভিঃ ; একমেব ব্রহ্ম—দ্বিরূপং, বাচকং বাচ্যঞ্চেতি স্থিতম্। তত্র বেদবিদো যদ্ব্রহ্ম অক্ষরমোমিতি বাচকং বদন্তি, বীতরাগা বিনষ্টাবিদ্যা যতয়ো যদ্ব্রহ্ম তদ্বাচ্যভূতং বিজ্ঞানৈকরসং বিশন্তি প্রাপ্নুবন্তি। তদুভয়রূপং ব্রহ্ম জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো নৈষ্ঠিকা গুরুকুলবাসাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। তৎপদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণোপায়েন সহ প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি,—যথানায়াসেন ত্বং তদ্বিদ্যাং প্রাপ্নুয়াঃ। 'সম্যক্ গৃহ্যতে তত্ত্বমনেন' ইতি নিরুক্তেঃ, সংগ্রহ উপায়ঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া— ইহার দ্বারা অর্থাৎ ইহাকে তো যোগ বলিয়া বুঝা যাইতেছে না। অতএব তাহার প্রকার, সেই সম্পর্কে জপের বিষয় এবং তাহার দ্বারা প্রাপ্য-বিষয়ের কথাও বল, এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—'যদক্ষরমিতি ত্রিভিঃ'। একই ব্রহ্ম—বাচ্য ও বাচক ভেদে দুই প্রকারে অবস্থান করিয়া থাকেন। সেখানে বেদবিদ্‌গণ যেই ব্রহ্মকে অক্ষর ও ওঁকার স্বরূপ বাচক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। বীতরাগী—অবিদ্যা-রহিত যতিগণ যেই ব্রহ্মকে জানেন তাঁহাকে বাচ্যস্বরূপ বিজ্ঞানৈকরসপূর্ণ বলিয়াই প্রাপ্ত হন। এই উভয় প্রকার ব্রহ্মকে জানিবার

জন্য ইচ্ছুক নৈষ্ঠিকগণ গুরুকুলে বাসাদিরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। সেই প্রাপ্য ব্রহ্মপদকে সংক্ষেপ উপায়ের দ্বারা কিভাবে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষভাবে বলিব। যাহাতে অনায়াসেই তুমি সেই ব্রহ্মকে লাভ কর। 'সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করা যায় (ব্রহ্মতত্ত্ব) ইহার দ্বারা' এই নিরুক্তি হইতে ; সংগ্রহ শব্দের অর্থ উপায় ॥ ১১ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে ভ্রূর মধ্যে প্রাণকে আবিষ্ট করিয়া, এইমাত্র উক্তির দ্বারা যোগ অবগত হওয়া যায় না, সেকারণ সেই যোগের প্রকার কি ? জপ্য কি ? ধ্যেয় কি ? প্রাপ্যই বা কি ? এ বিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক হইলে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে তিনটি শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। এক ব্রহ্ম বাচ্য ও বাচক ভেদে দুইরূপে অবস্থিত। তন্মধ্যে ওঁকার অক্ষর ব্রহ্ম—বাচক এবং বিজ্ঞানৈকরস ব্রহ্ম—বাচ্য। এই উভয়রূপ জানিবার জন্যই ব্রহ্মচারিগণ গুরুকুলে বাসাদি করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেন ব্রবীমি, ওমিত্যেতৎ ॥ (১।২।১৫)

অর্থাৎ যম নচিকেতা দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ বলিবার উপক্রমে সেই ব্রহ্মের মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—হে নচিকেত! সমগ্র বেদ যাঁহার স্বরূপ মুখ্যরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ও যাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে তপস্যা ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচারিগণ বেদাধ্যয়ন ও উর্দ্ধরেতঃ হইবার ব্রত আচরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, ওঁকারকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিও।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ইত্যাদি (৩।৮।৯) অর্থাৎ হে গার্গি! এই অক্ষরেরই শাসন প্রভাবে সূর্য্য ও চন্দ্র ধৃতরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিলে

জানা যায় যে, সেই অক্ষর অর্থাৎ ওঁকারই বেদার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল যে বেদবিৎ পণ্ডিতগণই অক্ষরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা নহে, বিষয়-বিরাগী যতিগণও সম্যগ্ দর্শন ও স্বরূপ-জ্ঞানসহকারে, তাঁহাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের অবিদ্যাকষায় নষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ মহাপুরুষেরা বিজ্ঞানৈকরসস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রহ্মচারিগণ যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাসাদিরূপ কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতঃপর শ্রীভগবান্ বলিলেন যে আমি তোমাকে সেই অক্ষরাখ্য-পদের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে সংক্ষেপে বলিব ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—সর্ব্বদ্বারাণি (সকল ইন্দ্রিয়দ্বার) সংযম্য (প্রত্যাহার করিয়া) মনঃ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য চ (এবং নিরোধ করিয়া) মূর্দ্ধি (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগধারণাম্ (যোগ স্থৈর্য্য) আস্থিতঃ (আশ্রয় পূর্ব্বক) ওঁ ইতি (ওঁ এই) একাক্ষরং ব্রহ্ম (একাক্ষর ব্রহ্ম) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাং (আমাকে) অনুস্মরন্ (চিন্তা করিতে করিতে) দেহং ত্যজন্ (দেহত্যাগ পূর্ব্বক) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ লাভ করেন) সঃ (তিনি) পরমাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠা গতি) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—সকল ইন্দ্রিয়দ্বার সংযমপূর্ব্বক মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ বায়ুকে স্থাপন করত, আত্মবিষয়ক সমাধিরূপ যোগস্থৈর্য্য-সহকারে ওঁ একাক্ষর এই ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে এবং আমাকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ পূর্ব্বক, যিনি প্রয়াণ লাভ করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১২-১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগধারণা-ক্রমে বিষয়ে অনাসক্তি-দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযম করিয়া, হৃদয়ে বিষয়বিরাগ-দ্বারা মনকে নিরোধপূর্ব্বক এবং

প্রাণকে মূর্দ্ধি অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়-মধ্যে সন্নিবেশ করত 'ওঁ' এই বেদমূল অক্ষরটিকে উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন; তিনি মৎসালোক্যাদিরূপা পরম-গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩ ॥

শ্রীবলদেব—যোগপ্রকারমাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি বহির্জ্ঞানদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সংযম্য শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য দোষদর্শনাভ্যাসেন তদ্বিমুখৈস্তৈস্তান্ গৃহ্নন্ শ্রোত্রাদিসংযমেঽপি মনঃ প্রচরেদিত্যত আহ,—হৃদি স্থিতে ময়ি অন্তর্জ্ঞানদ্বারং মনো নিরুধ্য নিবেশ্য মনসাপি তান্ স্মরন্। অথ ক্রিয়াদ্বারং প্রাণঞ্চ মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াদৌ হৃৎপদ্মে বশীকৃত্য তস্মাদূর্দ্ধগতয়া সুষুম্নয়া গুরূপদিষ্টবর্ত্মনা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে তদুপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে চ সংস্থাপ্য আত্মনো মম যোগধারণামাপাদশিখং মদ্ভাবনমাস্থিতঃ কুর্ব্বন্। ওমিতি বাচকং ব্রহ্ম, তত্র ব্যাহরন্ অন্তরুচ্চারয়ন্; তৎ স্তৌতি,—একাক্ষরমিতি। একং প্রধানঞ্চ তদক্ষরমবিনাশি চেতি তথা তদ্বাচ্যং মাং পরমাত্মানমনুস্মরন্ ধ্যায়ন্ যো দেহং ত্যজন্ প্রয়াতি, স পরমাং গতিং মৎসলোকতাং যাতি ॥ ১২-১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগের প্রকার বলা হইতেছে—'সর্ব্বেতি', সকল বাহ্যজ্ঞান-দ্বারস্বরূপ শ্রোত্রাদিকে সংযত (বশীভূত) করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত (প্রত্যাহার) করিয়া (উহাদের) দোষদর্শনের অভ্যাসের দ্বারা তদ্বিমুখীভূত সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে করিতে শ্রোত্রাদি সংযমেও মনকে প্রসার করিবে, এই হেতু বলা হইতেছে—আমি হৃদয়ে অবস্থান করিলে অর্থাৎ আমাকে ভক্তির দ্বারা ভক্তগণ যদি হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারেন তখন অন্তর্জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ মনকে নিরুদ্ধ করিয়া সেই মনের দ্বারাই সেই বিষয়গুলিকে স্মরণ করিতে করিতে। তারপর ক্রিয়ার দ্বার প্রাণকেও মস্তকে রাখিয়া প্রথমে হৃৎপদ্মে বশীভূত করিয়া তাহা হইতে উর্দ্ধগত সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা গুরূপদিষ্ট-পথে ভূমিজয়ক্রমে ভ্রূযুগলের মধ্যে এবং তদুপরি ব্রহ্মরন্ধ্রেও সংস্থাপন করিয়া পরমাত্মা-স্বরূপ আমার যোগধারণাকে পা হইতে শিখা পর্য্যন্ত আমার ভাবনায় স্থিত হইয়া অবস্থান করতঃ। ওঁ ইহা বাচক ব্রহ্ম। সেখানে ব্যাহরন্—অন্তরে উচ্চারণ করিতে করিতে, তাহাই স্তুতিমুখে বলা হইতেছে—'একাক্ষরমিতি'। এক অর্থাৎ প্রধান এবং তাহা অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশি ইহাকে সেই তদ্বাচ্য আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে অনুস্মরণ—ধ্যান করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ

করিয়া থাকেন, তিনি সেই পরমা গতি অর্থাৎ আমার নিজলোকাদিতে গমন করেন ॥ ১২-১৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে 'ব্রহ্ম-পদ' বিবৃত করিবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার নির্দ্দেশ এবং তাহা লাভের উপায় স্বরূপে দুইটি শ্লোক বলিতেছেন। বাহ্যজ্ঞানের দ্বারভূত যাবতীয় শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয় সমূহকে শব্দাদি-বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক, বিষয়গুলি অশেষ অনর্থের মূল ইত্যাকার দোষ-দর্শনের অভ্যাস ফলে, ইন্দ্রিয়-সমূহের বিষয়বিমুখতা সম্পাদিত হইলে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় শব্দাদি-বিষয়গ্রহণে বিরত হইবে কিন্তু শ্রোত্রাদি সংযত হইলেও মন বিষয়-ব্যাপারে বিচরণ করিবেই ; এই জন্য বলিতেছেন যে, আমাকে হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত জানিতে পারিলে, অন্তর্জ্ঞান-দ্বারস্বরূপ মনকে নিরোধ পূর্ব্বক অর্থাৎ আমাতে নিবিষ্ট করিয়া মনের দ্বারাও সেই সকল স্মরণ করিতে করিতে অন্তরও বিষয়-চিন্তা বিমুখ হইবে। এইরূপে বাহ্য ও অন্তরের দ্বারসমূহ নিরোধ পূর্ব্বক ক্রিয়াদ্বারস্বরূপ প্রাণকে শ্রীগুরুর উপদেশ-পথে ভূমিজয় প্রণালীক্রমে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে এবং তদুপরিভাগে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন পূর্ব্বক আমার যোগধারণাকে আপাদ-মস্তক আমার ভাবনায় অবস্থিত করিতে করিতে ওঙ্কার এই একাক্ষর ব্রহ্মের বাচক পরম মন্ত্র অন্তরে উচ্চারণ বা জপ করিতে করিতে, সেই একাক্ষর বাচ্যভূত অর্থাৎ প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে অনুক্ষণ স্মরণ বা ধ্যানকরত যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি পরমা গতি অর্থাৎ সালোক্য-গতি লাভ করিয়া থাকেন।

ওঁকার—"অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্" (ভাঃ—২।১।১৭) অর্থাৎ অকার, উকার, মকার এই তিন অক্ষর গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর প্রণব মনে মনে অভ্যাস বা আবৃত্তি করিবেন।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"প্রণব' যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪)

"প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৮)

ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদান-স্বরূপ মহাবাক্য, প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে

ও অন্তে প্রণব নিহিত। 'প্রণব'—ঈশ্বর স্বরূপ, "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈক নায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥"

(ভক্তি সন্দর্ভে) শ্রুতৌ—"ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম যস্মাতুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।"

(ভগবৎ সন্দর্ভে)—"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতা-রোঽয়মিতি তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব।"

(মাণ্ডুক্য)—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।"

'সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি'।

"ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥ ১২-১৩॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪॥

অন্বয়—পার্থ! অনন্যচেতাঃ (অন্য ভাবনাশূন্য) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সততং (নিরন্তর) নিত্যশঃ (প্রতিদিন) স্মরতি (স্মরণ করেন) তস্য নিত্যযুক্তস্য (সেই নিত্যযুক্ত) যোগিনঃ (যোগীর পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুখলভ্য)॥ ১৪॥

অনুবাদ—হে পার্থ! অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি আমাকে সতত প্রতিদিন ধ্যান করেন সেই ভক্তিযোগবান্ যোগীর পক্ষে আমি সুলভ॥ ১৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিচারারম্ভ হইতে জরামরণ-মোক্ষ-পর্য্যন্ত তোমার নিকট কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছি এবং 'কবিং পুরাণং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে এ পর্য্যন্ত যোগমিশ্রা অর্থাৎ যোগপ্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। মধ্যে-মধ্যে কেবলা-ভক্তি অনুভব করাইবার জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে কেবলা-ভক্তির স্বরূপ বলি, শ্রবণ কর। যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত-যোগীদিগের সম্বন্ধে আমি সুলভ; অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তিতে আমি দুর্লভ,—ইহা জানিবে॥ ১৪॥

শ্রীবলদেব—এবং মোক্ষমাত্রকাঙ্ক্ষিণাং যোগমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশ্য স্বজ্ঞানিনাং স্বমেবাকাঙ্ক্ষতামেকভক্তিরিত্যুক্তাং শুদ্ধাং ভক্তিং উপদিশতি,—অনন্যেতি। যো জনোঽনন্যচেতাঃ ন মত্তোঽন্যস্মিন্ কর্ম্মযোগাদিকে সাধনে

স্বর্গমোক্ষাদিকে সাধ্যে বা চেতো যস্য স মদেকাভিলাষবান্ সততং সর্ব্বদা দেশকালাদিবিশুদ্ধিনৈরপেক্ষেণ নিত্যশঃ প্রত্যহং মাং যশোদাস্তনন্ধয়ং নৃসিংহ-রঘুনাথাদিরূপেণ বহুধাবির্ভূতং সর্ব্বেশ্বরমতিমাত্রপ্রিয়ং স্মরত্যর্চ্চনজপাদিষনুসন্ধত্তে, তস্যাহং তৎপ্রীতিজ্ঞঃ সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ কর্ম্মানুষ্ঠানযোগাভ্যাসাদি-দুঃখসম্পর্কাভাবাৎ। তস্যেতি—"সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী", "ন লোকাব্যয়" ইত্যাদিনা কর্ত্তরি তস্যাঃ প্রতিষেধাৎ। তাদৃশস্য তস্য বিয়োগমসহিষ্ণুরহমেব তমাত্মানং দর্শয়ামি তৎসাধনপরিপাকং তৎপ্রতিকূলনিরাসঞ্চ কুর্ব্বন্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ;—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" ইতি; স্বয়ঞ্চ বক্ষ্যতি,—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইত্যাদিনা। কীদৃশস্যেত্যাহ,—নিত্যেতি সর্ব্বদা মদ্যোগং বাঞ্ছতঃ,—"আশংসায়াং ভূতবচ্চ" ইতি সূত্রাদাশংসিতে যোগে ভবিষ্যত্যপি ক্তপ্রত্যয়ঃ; যোগিনো মদ্দাস্যসখ্যাদিসম্বন্ধবতঃ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে মোক্ষমাত্র আকাঙ্ক্ষাশীলব্যক্তিগণের যোগমিশ্রা ভক্তির বিষয় উপদেশ দিয়া নিজজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ আমাকেই আকাঙ্ক্ষাশীলজনগণের একা-ভক্তিরূপ কথা যাহা বলিয়াছেন, সেই শুদ্ধা-ভক্তির বিষয় উপদেশ দিতেছেন—'অনন্যেতি'। যে ব্যক্তি অনন্যচেতা অর্থাৎ আমি ভিন্ন অন্য কোনরূপ কর্ম্ম ও যোগাদি সাধনে অথবা স্বর্গ মোক্ষাদি সাধ্যবিষয়ে চিত্ত যাহার নাই, সেই আমার প্রতি একাভিলাষশালী ব্যক্তি সর্ব্বদা দেশকালাদির বিশুদ্ধিতার অপেক্ষা না করিয়া, নিত্য নিত্য—প্রত্যহই যশোদাস্তন্যপায়ী আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নৃসিংহ-রঘুনাথাদিরূপে বহুপ্রকারে আবির্ভূত সর্ব্বেশ্বর, নিরন্তর অত্যধিক প্রিয়রূপে স্মরণ করেন অর্থাৎ আমার অর্চ্চন ও জপাদিতে অনুসন্ধান করেন, আমি তাহার প্রীতিবিষয় জানি ও সুলভ অর্থাৎ তাহার নিকটে আমি অতিশয় সুখেই লভ্য হই অর্থাৎ তিনি আমাকে অনায়াসে পরম সুখেই পাইয়া থাকেন। কারণ—(কাম্য) কর্ম্মানুষ্ঠান ও যোগাভ্যাসাদিরূপ-দুঃখ সম্পর্কের অভাবহেতু। 'তস্যেতি'—"এখানে তদ্ শব্দের সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী।" যেহেতু "লোকাব্যয়" ইত্যাদির দ্বারা কর্ত্তাতে তাহার প্রতিষেধ আছে। এতাদৃশ ভক্তের সহিত বিচ্ছেদ সহ্য করিতে অক্ষম আমিই তাহাকে আমাকে দর্শন করাইয়া থাকি এবং তাহার সাধনের পরিপাক অর্থাৎ দৃঢ়তা আনয়ন করি এবং তাহার

প্রতিকূল বিষয়গুলিকেও নিরাশ করিয়া থাকি। শ্রুতিও এই প্রকার বলিয়াছেন—"যাহাকেই ইনি বরণ করেন তাহার দ্বারাই ইনি লভ্য হন, তাহারই নিকট এই আত্মা স্বীয় তনু ব্যক্ত করেন।" ইহা নিজেও বলিবেন "দান করিয়া থাকি সেই বুদ্ধিযোগ, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদির দ্বারা। কিরূপ ব্যক্তির? তাহাই বলা হইতেছে—'নিত্যেতি'। সর্ব্বদা আমার সহিত যোগ অর্থাৎ মিলনের বাঞ্ছাশীল ব্যক্তির—"আশংসায়াং, ভূতবচ্চ" এই সূত্রানুসারে আশংসিতে যোগে ভবিষ্যৎকালেও ক্ত প্রত্যয়। আমার দাস্য ও সখ্যাদি সম্বন্ধযুক্ত যোগীর ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—মোক্ষমাত্রকামী ব্যক্তিগণের জন্য যোগমিশ্রা ভক্তির উপদেশ প্রদানান্তর তাঁহাকেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষাকারী স্বজ্ঞানীদিগের একভক্তির কথা যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। পূর্ব্বে আর্ত্তাদি ভক্তগণের কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির কথা বলিয়া 'কবিং পুরাণম্' ইত্যাদি শ্লোকে যোগমিশ্রা ভক্তির কথাও বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীভগবান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নির্গুণা, কেবলা, অনন্যা বা শুদ্ধা ভক্তির বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া প্রথমেই শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ বলিতেছেন। যিনি মদ্ভিন্ন, স্বর্গমোক্ষাদি প্রাপক কর্ম্মযোগাদি কোন সাধনেই চিত্তবিশিষ্ট না হইয়া, আমাকেই একমাত্র অভিলাষ করেন, তিনিই মদেকনিষ্ঠ পুরুষ, দেশকালাদির বিশুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদা—প্রতিনিয়ত যশোদাস্তন্যপায়ী আমাকে নৃসিংহ-রঘুনাথাদিরূপে বহু প্রকারে আবির্ভূত, সর্ব্বেশ্বর ও অতিশয় প্রিয়জ্ঞানে স্মরণ করেন অর্থাৎ অর্চ্চন জপাদিতে প্রণালীক্রমে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, আমি তাঁহার মৎবিষয়ে প্রীতি জানিয়া তাহার নিকট সুলভ অর্থাৎ সুখেই লভ্য হইয়া থাকি। কর্ম্মানুষ্ঠান বা যোগাভ্যাসাদিরূপ কোন ক্লেশ স্বীকার তাঁহাকে করিতে হয় না। কর্ম্মমিশ্রা বা যোগমিশ্রা-রূপ প্রধানীভূতা ভক্তিতে কিন্তু তিনি দুর্ল্লভই, ইহাও ব্যাতিরেকভাবে জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন যে তিনি তাদৃশ অনন্য বা শুদ্ধভক্তের ক্ষণকাল বিয়োগ অর্থাৎ বিরহ সহ করিতে না পারিয়া, স্বয়ংই তাঁহার সাধনের পরিপক্কতা বিধান পূর্ব্বক সাধনের প্রতিকূলতা দূরীভূত করিয়া, তাঁহাকে দর্শন দিয়া থাকেন।

এ-বিষয়ে মুণ্ডক ও কঠ শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥" (কঠ ২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩)

অর্থাৎ এই আত্মা ব্যাখ্যান দ্বারা দৃষ্ট হন না ও স্বকীয় প্রজ্ঞাবলে লভ্য নহেন, বহু বহু শ্রবণ-দ্বারাও উপলব্ধ হন না, কিন্তু তিনি নিজগুণে যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। আত্মা তাঁহার নিকটেই স্বকীয় তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সুতরাং শুদ্ধভক্তের প্রীতির বশীভূত হইয়াই তাঁহাকে স্বয়ং দর্শন দিয়া থাকেন।

গীতায় পরেও শ্রীকৃষ্ণ বলিবেন, 'দদামি বুদ্ধিযোগং' (১০।১০) অর্থাৎ আমি সততযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারীদিগকে সেই প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

যাঁহারা সর্ব্বদা আমার সহিত দাস্যসখ্যাদি সম্বন্ধ-যুক্ত হইবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেই আমি আমাকে পাওয়াই এবং অন্তরঙ্গ নিত্য সেবাধিকার প্রদান করিয়া থাকি।

এই অনন্য ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (১১।১৪।২১) অর্থাৎ অনন্য ভক্তির দ্বারাই আমি লভ্য।

"কেবলেন হি ভাবেন···মামীয়ুরঞ্জসা" (১১।১২।৮) অর্থাৎ কেবল ভাবের দ্বারাই আমাকে শীঘ্র প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যেও পাই,—

প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ (ভাঃ—৭।৭।৫২)

"ন সাধয়তি মাং যোগো...যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা" (ভাঃ—১১।১৪।২০) অর্থাৎ প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশ করিতে পারে, যোগাদি সেরূপ নহে।

"যং ন যোগেন...যত্নবানপি", (ভাঃ ১১।১২।৯) অর্থাৎ যোগাদির দ্বারা যত্নবান্ হইলেও আমাকে পায় না। গীঃ ৮।২২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥" (মধ্য ২০।১৩৬)
"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণ-প্রেমরস॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ) ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মামুপেত্য (আমাকে পাইয়া) পুনঃ (পুনরায়) দুঃখালয়ম্ (ক্লেশাশ্রয়) অশাশ্বতম্ জন্ম (অনিত্য-জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন না) [তে—তাঁহারা] পরমাম্ সিদ্ধিং (শ্রেষ্ঠা সিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দুঃখের আশ্রয়স্বরূপ অনিত্য-জন্ম লাভ করেন না, কারণ তাঁহারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মহাত্মা ভক্তযোগিসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; যেহেতু তাঁহারা পরম সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্যচিত্ততাই কেবলা-ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যিনি অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—তাং লব্ধবতঃ কিং ফলং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—মামিতি। মামুক্তলক্ষণমুপেত্য প্রাপ্য পুনঃ প্রপঞ্চে জন্ম নাপ্নুবন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং জন্মেত্যাহ,—দুঃখালয়ং গর্ভবাসাদিবহুক্লেশপূর্ণম্ ; অশাশ্বতমনিত্যং দৃষ্টনষ্টপ্রায়ম্,—"শাশ্বতস্তু ধ্রুবো নিত্যঃ" ইত্যমরঃ। যতস্তে পরমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং সংসিদ্ধিং গতিং মামেব গতা লব্ধবন্তঃ ; —'অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্' ইতি বক্ষ্যতি। কীদৃশাস্তে মহাত্মানোঽত্যুদারমনসঃ বিজ্ঞানানন্দনিধিং ভক্তপ্রসাদাভিমুখং ভক্তায়ত্তসর্ব্বস্বং মাং বিনান্যৎ সার্ষ্ট্যাদিকমগণয়ন্তো মদেকজীবাতবো ভবন্ত্যতস্তে মামেব সংসিদ্ধিং গতাঃ। অত্রানন্যচেতসোঽস্য স্বৈকান্তিনঃ স্বনিষ্ঠেভ্যঃ স্বভক্তেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই 'একা' ভক্তি লাভকারী ব্যক্তির কিরূপ ফললাভ

হইবে। এই প্রয়োজনে বলা হইতেছে—'মামিতি'। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত আমাকে লাভ করিয়া পুনরায় প্রপঞ্চে জন্মলাভ করে না অর্থাৎ সংসারে আসিতে হয় না; ইহাই অর্থ। কিরূপ জন্ম—তাহাই বলা হইতেছে—দুঃখালয় অর্থাৎ গর্ভবাসাদি বহু ক্লেশপূর্ণ। অশাশ্বত—অনিত্য—দৃষ্টনষ্টপ্রায়—"শাশ্বত (শব্দ) ধ্রুব, নিত্য" —ইহা অমরকোষ। যেই হেতু তাঁহারা পরম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংসিদ্ধি ও গতিস্বরূপ আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) লাভ করিয়াছেন। "যাহাকে অব্যক্ত অক্ষর ইহা বলা হইয়াছে, তাহাকেই পরমা-গতি বলা হয়"—ইহা পরে বলিবেন। কিরূপ সেই সকল মহাত্মাগণ? অতিশয় উদারমনা হইয়া বিজ্ঞান ও আনন্দের আকরভূত এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্নতাভিমুখী, ভক্তাধীনসর্ব্বস্ব-আমাকে ছাড়িয়া, আমি ভিন্ন অন্য সার্ষ্ট্যাদিমুক্তিকে গ্রাহ্য না করিয়া, কেবল মদেক জীবন হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে অনন্যচিত্তসম্পন্ন এই নিজবিষয়ে ঐকান্তিক প্রেমযুক্ত ভক্তের স্বনিষ্ঠ ভক্তগণ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইল ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইলে সেই ভগবদ্-প্রাপ্ত ব্যক্তির কি হয়? এইরূপ প্রশ্নের অপেক্ষায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত আমাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের আর গর্ভবাসাদি বহু দুঃখপূর্ণ এই অনিত্য সংসারে জন্ম লাভ করিতে হয় না। যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্টা সংসিদ্ধিরূপা গতিস্বরূপ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"ভগবদ্-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অনিত্য জন্ম প্রাপ্ত হন না কিন্তু সুখপূর্ণ নিত্যভূত আমার জন্মের তুল্য জন্ম পান। যে সময়ে বসুদেব গৃহে আমার সুখপূর্ণ, নিত্যভূত অপ্রাকৃত জন্ম হয়, আমার নিত্যসঙ্গী আমার ভক্তগণেরও সেই সময়েই জন্ম হইয়া থাকে, অন্য সময়ে হয় না।"

ভগবদ্-প্রাপ্ত ভক্তগণের মহিমা বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, তাঁহারা মহাত্মা অর্থাৎ অতিশয় উদারমনা, বিজ্ঞান ও আনন্দের আকর, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে উন্মুখ, ভক্তের দ্বারা আয়ত্ত-সর্ব্বস্ব আমাকে ব্যতীত অন্য সার্ষ্ট্যাদি মুক্তিকে গ্রাহ্য করেন না, আমাকেই একমাত্র জীবাতু করিয়া থাকেন। অতএব সংসিদ্ধিরূপা আমাকেই প্রাপ্ত হন। এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ

বলেন,—"অনন্যচেতা কিন্তু পরমা-সংসিদ্ধি অর্থাৎ আমার লীলা-পরিকরতা প্রাপ্ত হন।"

অনন্যচিত্ত ঐকান্তিক ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ অন্যান্য ভক্তগণ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদিত হয়।

বৈষ্ণবের জন্মবন্ধন বা কর্ম্মবন্ধন থাকে না ; এবিষয়ে পাওয়া যায়,—

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণুরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১৩ ধৃত পাদ্মোত্তর বাক্য)

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই, তাঁহারা বিষ্ণুর অনুচর বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে মুক্তিভাজন বলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্তি করি' কহে॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৭।৮।১৭৩-১৭৪) ॥ ১৫ ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ (ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোক) পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীল) তু (কিন্তু) কৌন্তেয়! মাম্ উপেত্য (আমাকে পাইয়া) পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে (পুনরাবর্ত্তন হয় না) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোক বা লোকবাসীর পুনরাবর্ত্তন অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয়, কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে (আরম্ভ করিয়া) সমস্ত লোকই অনিত্য ; সেই-সেই-লোক-গত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব। কিন্তু কেবলা-ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে যিনি আশ্রয় করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কর্ম্মযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও সনিষ্ঠ ভক্তগণ সম্বন্ধে যে

পুনর্জ্জন্ম না হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিই এ-সকল প্রক্রিয়ার চরম ফল বা সংসিদ্ধি। তাঁহারা ক্রমশঃ কেবলা-ভক্তি লাভ করত পুনর্জ্জন্ম হইতে উদ্ধৃত হন ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—মদ্বিমুখাস্তু কর্ম্মবিশেষৈঃ স্বর্গাদিলোকান্ প্রাপ্তা অপি তেভ্যঃ পতন্তীত্যাহ,—আব্রহ্মেতি। অভিবিধাবাকারঃ, ব্রহ্ম ভুবনং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকেন সহ সর্ব্বে স্বর্গাদয়ো লোকাস্তত্তদ্বর্ত্তিনো জীবাস্তত্তৎকর্ম্মক্ষয়ে সতি পুনরাবর্ত্তিনো ভূমৌ পুনর্জন্ম লভন্তে। মামুপেত্যেতি পুনঃ কথনং দৃঢ়ীকরণার্থম্। অত্রেদং বোধ্যং,—পঞ্চাগ্নিবিদ্যয়া মহাহবমরণাদিনা যে ব্রহ্মলোকং গতাস্তেষাং ভোগান্তে পাতঃ স্যাৎ; যে তু সনিষ্ঠাঃ পরেশ-ভক্তাঃ স্বর্গাদিলোকান্ ক্রমেণানুভবন্তস্তত্র গতাস্তেষাং তু ন তস্মাৎ পাতঃ, কিন্তু তল্লোকবিনাশে তৎপতিনা সহ পরেশলোকপ্রাপ্তিরেব;—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥" ইতি স্মরণাদিতি ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু আমার প্রতি বিমুখ অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখীভূত ব্যক্তিরা বিশেষ বিশেষ কর্ম্মসমূহের দ্বারা স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হইলেও (পুণ্যক্ষয় হইলে) স্বর্গাদি হইতে পতিত হইয়া পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করে;—ইহাই বলা হইতেছে—'আব্রহ্মেতি'। অভিবিধি অর্থে আকার (শব্দ)। ব্রহ্ম—ভুবনকে ব্যাপিয়া। ব্রহ্মলোকের সহিত স্বর্গাদি সমস্ত লোকসমূহ এবং তদন্তর্বর্ত্তী জীবগণ (কর্ম্মক্ষয়ে) পুণ্যক্ষয়ের পর পুনঃ আবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। আমাকে লাভ করিয়া পুনরায়—ইহাতে পুনরায় বলার বিশেষ অর্থ, (পুনঃ জন্ম যে হয় না) তাহাকে দৃঢ়ভাবে বলিবার জন্য। এখানে ইহা বিবেচ্য। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার দ্বারা ও মহান্ আহবে—যুদ্ধে মরণাদির দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মলোকের ভোগের অবসান হইলে তাঁহাদের পুনরায় পতন হয় অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা কিন্তু সনিষ্ঠ পরেশ-ভক্ত স্বর্গাদি লোকসমূহ ক্রমে ক্রমে ভোগ করত সেখানে আছেন, তাঁহারা কিন্তু তাহা হইতে পতিত হন না। কিন্তু সেই লোকের (পুণ্যার্জিতধামের) বিনাশ হইলে (ভোগ শেষ হইয়া গেলে) সেই লোকের অধিপতি সহ পরেশলোক অর্থাৎ পরম শ্রেষ্ঠ লোকই প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে—ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা

সকলে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, তাহার পরে কৃতাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত ভক্তগণ পরমাত্মার পরম পদে প্রবেশ করেন ॥ ১৬॥

অনুভূষণ—কৃষ্ণ-বিমুখ জীবগণ কিন্তু কর্ম্ম বিশেষের দ্বারা স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হইলেও তাহা হইতে পুণ্যক্ষয়ে পতিত হয়। যেমন গীতায় পাওয়া যাইবে,—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি" (৯।২১)। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।" (১১।১০।৬) সুতরাং ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় স্বর্গাদি-ভোগলোক পুনরাবর্ত্তনশীল, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"তদা লোকা লয়ং যান্তি" (৩।৩২।৪)। শুধু যে লোকসমূহ অনিত্য বলিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে পরন্তু পুণ্যফলে যাহারা সেই লোক সমূহ লাভ করে, তাহারাও পুণ্যক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন করে অর্থাৎ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাভক্তি আশ্রয় করতঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয় না ; যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার লীলা-পরিকরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা-সাধনরত ব্যক্তিগণও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথাকার ভোগান্তে অধঃপতিত হয়। কিন্তু সনিষ্ঠ ভগবদ্-ভক্তগন স্বর্গাদি লোক ক্রমশঃ অনুভব করিলেও, তথা হইতে তাঁহাদের পতন হয় না। সেই লোক বিনাশ হইলে, সেই লোকপালের সহিত পরেশ-লোক অর্থাৎ ভগবদ্-ধাম প্রাপ্তিই হয়।

এ বিষয়ে একটি শাস্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায়,—যাহা শ্রীধর স্বামিপাদও উদ্ধার করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণাসহ...প্রবিশন্তি পরংপদমিাত স্মরাণাদিতি" অর্থাৎ তাঁহারা সকলে প্রতি সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, উৎপত্তিলাভ করিয়া থাকে এবং ব্রহ্মার পরমায়ুর অবসান ঘটিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রবেশ করেন। পরের অন্তে অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে, যাঁহারা কৃতাত্মা অর্থাৎ যাঁহাদের মন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারাই। কর্ম্ম দ্বারা যাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কিন্তু মোক্ষ লাভ হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে ন নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মে অনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ",

(৩।২৫।৩৮) অর্থাৎ মদীয় বৈকুণ্ঠে মৎপরায়ণ ভক্তগণের কখনও ভোগ্যবস্তু নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, কারণ আমার অনিমেষ কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না।

গীতায়ও পরে পাওয়া যাইবে,—

"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" (৮।২১) অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করিলে আর নিবৃত্ত হইতে হয় না, সেই আমার পরম ধাম।

সত্যলোক অবধি সমস্ত লোক পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া তদ্ধামবাসী পুনরাবর্ত্তন লাভ করে ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—সহস্রযুগপর্য্যন্তম্ (সহস্র যুগান্তব্যাপী) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহ (যে দিন) যুগসহস্রান্তাং (সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত) রাত্রিং (একরাত্রি) বিদুঃ (যাঁহারা জানেন) তে জনাঃ (সেই সকল ব্যক্তি) অহোরাত্রবিদঃ (দিবারাত্রির তত্ত্ববিৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সহস্রচতুর্যুগব্যাপী ব্রহ্মার একদিন, সহস্রচতুর্যুগব্যাপী এক রাত্রি, ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অহোরাত্র তত্ত্ববেত্তা ॥ ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মনুষ্যমানের চতুঃসহস্র যুগ—ব্রহ্মার একদিন, এবং চতুঃসহস্র যুগ—তাঁহার এক রাত্রি। ঐ প্রকার একশত-বৎসর-পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন হয়। যে ব্রহ্মা ভগবৎপরায়ণ হন, তাঁহার মুক্তি হয়। ব্রহ্মারই যখন এইরূপ গতি, তখন তল্লোকগত সন্ন্যাসীদিগের অভয়ত্ব কোথায় ? ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—স্বর্গাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সর্ব্বে লোকাঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ বিনশ্য-ন্তীতি ভাবেনাহ,—সহস্রেতি। যদ্ যে ব্রহ্মণশ্চতুর্ম্মুখস্যাহর্দিনং নৃমাণেন সহস্র-যুগপর্য্যন্তং বিদুঃ,—"চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। সহস্রং চতুর্যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ, তস্য রাত্রিঞ্চ চতুর্যুগসহস্রান্তাং বিদুস্তএব যোগিনো জনা অহোরাত্রবিদো ভবন্তি ; ন ত্বন্যে চন্দ্রার্কগতিবিদো মহর্লোকাদি-স্থিতানামুপলক্ষণমেতৎ। অয়মর্থঃ,—নৃণাং বর্ষং দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহো-রাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিগণনয়া দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং চতুর্যুগানাং সহস্রন্তু

ব্রহ্মণো দিনং রাত্রিশ্চ তাবত্যেব তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষাদিগণনয়া বর্ষশতং তস্য পরমায়ুরিতি ; তদন্তে তল্লোকস্থ তদ্বর্ত্তিনাঞ্চ বিনাশাদাবৃত্তিঃ সিদ্ধেতি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—স্বর্গাদিধাম হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকই (পুণ্যধামই) কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই, এই ভাবেই বলা হইতেছে—'সহস্রেতি', "যাহাকে যাঁহারা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ মনুষ্যমাণের দ্বারা সহস্রযুগ পর্য্যন্ত জানেন"—"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ সহস্রবার হইলে তবে ব্রহ্মার একদিন বলা হয়।"—এই স্মৃতি হইতে ; সহস্র চারি যুগ পর্য্যন্ত অবসান যাহার তাহা, ব্রহ্মার রাত্রিও চতুর্যুগ সহস্রান্ত বলিয়া জানেন, এই জাতীয় যোগিজনই (ব্রহ্মার) দিন-রাত্রি সম্পর্কে জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন, অন্য কেহ তাহা জানিতে পারে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি-জ্ঞানসম্পন্ন মহলোকাদিতে অবস্থিত লোকদিগের কথাও এইরূপে জ্ঞাতব্য। ইহার এই অর্থ—মনুষ্যদের এক বর্ষ দেবতাদিগের পক্ষে দিন ও রাত্রিমাত্র, তাদৃশ দিবা-রাত্রির দ্বারা ও পক্ষমাসাদি গণনার দ্বারা দ্বাদশবর্ষ-সহস্রের দ্বারা চতুর্যুগ, এই চতুর্যুগ সহস্রবার পূর্ণ হইলে ব্রহ্মার এক দিন এবং তদ্রূপ তাঁহার রাত্রি হইয়া থাকে, এইরূপে ও এই প্রকার গণনার দ্বারা ও তাদৃশ অহোরাত্রি দ্বারা ও পক্ষাদিগণনার দ্বারা শতবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। তাহার অন্তে সেই লোকের ও তদ্বর্ত্তিলোকের বিনাশ হয় বলিয়া আবৃত্তি সিদ্ধ হইল ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—স্বর্গাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক পর্য্যন্ত সকলই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এস্থলে কেহ যদি বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, "অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু" (২।৬।১৯) এবং অন্যত্রও পাওয়া যায়, "তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগা-স্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরিস্থানং লভন্তে শোক-বর্জ্জিতম্ ॥" অর্থাৎ তপস্যা-নিরত, দানশীল, বীতরাগ এবং তিতিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ত্রিলোকের উপরিস্থিত শোকবিরহিত স্থান লাভ করেন। ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অনেকের ধারণা ত্রিলোকের উর্দ্ধে মহর্লোকাদির শ্রেষ্ঠত্ব ও অভয়ত্ব আছে। তদুত্তরে দেখা যায়,—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, সত্যলোক পর্য্যন্ত সকলই বিনাশ-শীল, তাহা হইলে সত্যলোকপতি ব্রহ্মারও যখন বিনাশ আছে, তখন তল্লোকবাসীদিগের বিনাশের কথা আর কি বলা যাইবে ?

বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ স্পষ্ট করিয়া ব্রহ্মার লোকের স্থিতিকাল

জানাইতেছেন। মানব পরিমিত সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং তদ্রূপ তাঁহার এক রাত্রি। এই প্রকার শতবৎসর পরমায়ু শেষে ব্রহ্মার পতন ঘটে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মার এই দিবারাত্রির বিষয় অবগত আছেন, তিনিই প্রকৃত অহোরাত্রজ্ঞ। অন্য যাঁহারা জ্যোতীষ শাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক চন্দ্রসূর্য্যের গতি নির্ণয় বা দিবারাত্রির পরিমাণ নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিন্তু প্রকৃত অহোরাত্রবিদ্ নহেন।

মনুষ্যের একবর্ষে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র হয়, তাদৃশ দেবতাগণের অহোরাত্রির সহিত পক্ষমাসাদি গণনাদ্বারা দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চারিযুগ হয়। এতাদৃশ চারিযুগ সহস্রে ব্রহ্মার একদিন এবং সেই সমপরিমাণ কালে এক রাত্রি। এইরূপ অহোরাত্রকৃত পক্ষমাসাদি গণনার দ্বারা একশত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। তাহার পর সেই লোক ও সেই লোকবাসীদিগের বিনাশ হেতু আবৃত্তি সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঐ সকল ধামাদির দীর্ঘকাল স্থায়িত্বকেই সাধারণতঃ অক্ষয় ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করে, বস্তুতঃ ক্ষয়িষ্ণু।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ব্রহ্মার সহিত মোক্ষলাভের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যথা,—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে...কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্"— তাহাও ব্রহ্মার পরমায়ু অবসানে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পরম পদে ভক্তি লাভ করিলে, সেই সকল কৃতাত্মাই পরম স্থানে প্রবেশ করেন, এমন কি, ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ভগবৎ-পরায়ণ হইলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন॥ ১৭॥

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮॥

অন্বয়—অহরাগমে (দিবা উপস্থিত হইলে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) সর্ব্বাঃ (সকল) ব্যক্তয়ঃ (ভূতসকল) প্রভবন্তি (প্রকাশিত হয়) রাত্র্যাগমে (রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে) তত্র (সেই) অব্যক্তসংজ্ঞকে এব (অব্যক্ত নামক কারণস্বরূপেই) প্রলীয়ন্তে (প্রলীন হয়)॥ ১৮॥

অনুবাদ—ব্রহ্মার দিবাকাল উপস্থিত হইলে, অব্যক্ত কারণস্বরূপ হইতে যাবতীয় চরাচর শরীরবিষয়াদি ভোগভূমিসমূহ প্রকাশ লাভ করে এবং রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে, সেই অব্যক্তনামক কারণস্বরূপে সমুদয় লয় প্রাপ্ত হয়॥ ১৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই ত্রিলোকমধ্যস্থিত দেব-তির্য্যক্-মানবাদির তদপেক্ষা অধিকতর অনিত্যত্ব; যেহেতু ব্রহ্মার রাত্রি-অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত হয়; পুনরায় রাত্রি-আগমে সেই অব্যক্তে সমস্তই লয় হয়। এস্থলে অব্যক্ত-শব্দে 'প্রধান'কে বুঝায় না; কেবল ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থাকে বুঝায়॥ ১৮॥

শ্রীবলদেব—যে তু তস্মাদর্ব্বাচীনাস্ত্রিলোকীবর্ত্তিনস্তেষাং ব্রহ্মণো দিনে পাতঃ স্যাদিত্যাহ,—অব্যক্তাদিতি। অহরাগমে ব্রহ্মণো জাগরণসময়ে অব্যক্তাৎ স্বাপাবস্থাৎ তস্মাৎ সর্ব্বাঃ শরীরেন্দ্রিয়ভোগ্যভোগস্থানরূপা ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্ত্যং-পদ্যন্তে। রাত্র্যাগমে তস্য স্বাপসময়ে তত্রৈব ব্রহ্মণ্যব্যক্তসংজ্ঞকে স্বাপাবস্থে কারণে তাঃ প্রলীয়ন্তে তিরোভবন্তি। অত্রাব্যক্ত-শব্দেন প্রধানং নাভিধেয়ং,—দৈনন্দিনসৃষ্টিপ্রলয়য়োরুপক্রমাৎ, তদা বিয়দাদীনাং স্থিতত্বাচ্চ; কিন্তু স্বাপাবস্থো ব্রহ্মৈব তস্যার্থেঃ॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ—যে সকল লোক কিন্তু তাহা হইতে অর্ব্বাচীন অধম হইয়া ত্রিলোকের মধ্যে আছে, তাহাদের ব্রহ্মার (পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট) দিবসেই পতন হইয়া থাকে, ইহাই এখানে বলা হইতেছে—'অব্যক্তাদিতি'। দিনের সময়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার জাগরণকালে সেই অব্যক্ত হইতে অর্থাৎ নিদ্রাবস্থা হইতে শরীর, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভোগস্থানরূপ সকল বস্তুই উৎপন্ন হইয়া থাকে, (ব্রহ্মার) রাত্রি উপস্থিত হইলে তাহার নিদ্রাকালে সেই অব্যক্ত সংজ্ঞক ব্রহ্মেতেই অর্থাৎ কারণরূপ নিদ্রাবস্থাতে সেইসব প্রলীন হয় অর্থাৎ তিরোহিত হয়। এখানে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধানকে (প্রকৃতিকে) বুঝাইতেছে না, দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয়ের উপক্রমহেতু, তখন বিষয়াদির অর্থাৎ আকাশাদির অস্তিত্ব থাকে বলিয়া, কিন্তু নিদ্রাবস্থা-সম্পন্ন ব্রহ্মাই তাহার অর্থ॥ ১৮॥

অনুভূষণ—ব্রহ্মলোকের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ত্রিলোকের অধিক অনিত্যত্বের কথা বলিতেছেন।

ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থারূপ অব্যক্ত কারণ হইতে দিবাগমে অর্থাৎ ব্রহ্মার জাগরণ কালের সঙ্গেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় প্রজা প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থারূপ অব্যক্ত হইতে তাহার জাগরণকালে শরীর, বিষয়াদি ভোগভূমি-স্বরূপ বস্তু সমূহ অভিব্যক্ত হয়। আবার ব্রহ্মার রাত্রি আগত হইলে,

অর্থাৎ শয়নকালে, সেই অব্যক্তরূপ কারণে যাবতীয় বস্তু লীন হইয়া থাকে। প্রজাপতি ব্রহ্মার এইরূপ দৈনন্দিন প্রলয় সহকারে বিশ্বের যাবতীয় ভূত সমূহের যাতায়াত চলে ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—পার্থ! অয়ম্ এব (এই) সঃ ভূতগ্রামঃ (সেই ভূতসমূহ) ভূত্বা ভূত্বা (বার বার উৎপন্ন হইয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রিকালে) প্রলীয়তে (লয় প্রাপ্ত হয়) [পুনঃ—পুনরায়] অহরাগমে (দিবাকালে) অবশঃ (নিয়মাধীন হইয়া) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! এই সেই ভূতসমূহ বার বার উৎপন্ন হইয়া রাত্রিকালে লয় প্রাপ্ত হয়, পুনরায় দিবাকাল উপস্থিত হইলে নিয়মাধীন হইয়া প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—চরাচর-প্রাণিসকল ব্রহ্মার দিবাগমে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া রাত্রি-আগমে লয় প্রাপ্ত হয় (এবং দিবাগমে কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয়) ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—যে প্রলীনাস্তে পুনর্ন ভবিষ্যন্তীতি কৃতহান্যাকৃতাভ্যাগমশঙ্কা স্যাত্তাং নিরস্যন্নাহ,—ভূতেতি। ভূতগ্রামঃ স্থিরচরপ্রাণিসমূহোঽবশঃ কর্ম্মাধীনঃ সন্ তথা চেদৃশজন্মমৃত্যুপ্রবাহসঙ্কুলে প্রপঞ্চেঽস্মিন্ বিবেকিনাং বৈরাগ্যং যুক্ত-মিত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাহারা প্রলীন হইয়া থাকে তাহারা যদি পুনরায় সংসারে না আসে, তবে কৃতকার্য্যের হানি ও অকৃতকার্য্যের অভ্যাগমের আশঙ্কা হইবে। অতএব তাহার নিরাস করিবার অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে—'ভূতেতি'। ভূতগ্রাম—স্থাবর জঙ্গমাত্মক-প্রাণিসমূহ অবশ অর্থাৎ কর্ম্মের অধীন হইয়া থাকে ; এবং এতাদৃশ জন্মমৃত্যু-প্রবাহসঙ্কুল এই মায়াময় সংসারে বিবেকীদের বৈরাগ্য-ভাব যুক্তিযুক্তই—ইহা বলা হইল ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মার দিবাগমে ভূতসমূহের সৃষ্টি এবং রাত্র্যাগমে প্রলয় হইয়া থাকে। যাহারা প্রলীন হয় তাহারা পুনরায় উৎপন্ন হইবে না, এই কারণে সৃষ্টির দ্বারা অকৃত বস্তুর আগম এবং

প্রলয়ের দ্বারা কৃত বস্তুর নাশ হয় বিবেচনায় দুইটি দোষের কল্পনা হইতে পারে। যাহা কখন কৃত হয় নাই, তাদৃশ বস্তুর সৃষ্টিতে 'অকৃত অভ্যাগম' এবং যাহা কৃত হইয়াছে, তাদৃশ বস্তুর বিনাশ 'কৃতনাশ'। এই দুই দোষের কল্পনার নিরসনের জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, ভূতসমূহ কর্ম্মাধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয়-প্রবাহে চলিতেছে। যাহারা সৃষ্ট হইতেছে, তাহাদেরই লয় হইতেছে, পুনরায় কল্পারম্ভে তাহাদের উৎপত্তি এবং কল্পান্তে তাহাদের লয় হইতেছে, সুতরাং ইহাতে নূতন সৃষ্টি বা নূতন নাশ কাহারও হইতেছে না। অতএব অকৃত বস্তুর আগম বা কৃত বস্তুর নাশরূপ দোষ কল্পনা সঙ্গত নহে।

তবে ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই সংসার ভূতগণের পক্ষে অশেষ ক্লেশের আকর। বদ্ধাবস্থায় জীবের জন্ম ও মৃত্যু সহচররূপে দৃষ্ট, জীবসমূহ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-মালা পরিধান পূর্ব্বক দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, ইহা উপলব্ধির বিষয় হইলে, সংসারে বৈরাগ্য লাভ বুদ্ধিমান বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"জনম-মরণ-মালা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে—বল কিবা আছে সুখ?"

গীতায়ও পাওয়া যাইবে,—

"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥" (১৩-৮)॥ ১৯।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভুতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ (পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত হইতে) পরঃ অন্যঃ (অন্য শ্রেষ্ঠ) সনাতনঃ (অনাদি) অব্যক্তঃ যঃ ভাবঃ (অব্যক্ত যে ভাব) সঃ (তাহা) সর্ব্বভূতেষু নশ্যৎসু (যাবতীয় ভূতপদার্থের নাশেও) ন বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হন না)॥ ২০॥

অনুবাদ—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তভাব হইতে স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ, সনাতন যে অব্যক্ত ভাব, তাহা যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের নাশেও বিনষ্ট হয় না॥ ২০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—উক্ত অব্যক্ত ভাব হইতে অন্য যে সনাতন অব্যক্ত

ভাব আছে, তাহা শ্রেষ্ঠ ও নিত্য ; সর্ব্বভূতের নাশ হইলেও সেই তত্ত্ব নষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—তদেবং কর্ম্মতন্ত্রাণাং জন্মবিনাশদর্শনেন 'আব্রহ্মভুবনাৎ' ইত্যেতদ্বিবৃতম্। অথ মামুপেত্যৈতদ্বিবৃণোতি,—পরস্তস্মাদিতি। তস্মাদুক্ত-রূপাদব্যক্তাদ্ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাদন্যো যো ভাবঃ পদার্থঃ পরঃ শ্রেষ্ঠস্ততোঽত্যন্ত-বিলক্ষণস্তস্যোপাস্য ইত্যর্থঃ। অতিবৈলক্ষণ্যমাহ,—অব্যক্ত ইতি, আত্ম-বিগ্রহত্বাৎ প্রত্যক্ ইত্যর্থঃ ; প্রসাদিতস্ত প্রত্যক্ষোঽপি ভবতীত্যুক্তং প্রাক্। সনাতনোঽনাদিঃ ; স খলু হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতএব এই জাতীয় কর্ম্মাধীন জীবসমূহের জন্ম ও বিনাশ দর্শনের দ্বারা "ব্রহ্মলোক হইতে ভুবন পর্য্যন্ত" ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। অনন্তর আমাকে লাভ করিয়া—ইহাই বিবৃত করা হইতেছে—'পরস্তস্মাদিতি'। সেই হেতু উক্ত অব্যক্তস্বরূপ ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভ হইতে ভিন্ন অন্য যে ভাব—পদার্থ, পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদার্থ, তাহা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ তাহার উপাস্য ; ইহাই অর্থ। অতিশয় বৈলক্ষণ্যের বিষয় বলা হইতেছে—'অব্যক্ত ইতি'—আত্মবিগ্রহত্ব হেতু প্রত্যক্, ইহাই অর্থ। কিন্তু প্রসাদিত হইলে সেই আত্মা প্রত্যক্ষীভূতও হন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সনাতন—অনাদি। তিনি কিন্তু নিশ্চিতরূপেই (অনাদি কারণ) সমস্ত সাধারণ পাঞ্চভৌতিক প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত নষ্ট হইলেও, সনাতন ও অনাদি বলিয়া বিনষ্ট হন না ॥ ২০ ॥

অনুভূষণ—কর্ম্মাধীন জীবের জন্ম-মৃত্যু দর্শনের দ্বারা সত্য লোক হইতে ভুবনের যাবতীয় লোকের পুনরাবর্ত্তনের বিষয় কথিত হইয়াছে। একমাত্র তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে, তাহার আর অনিত্য জন্মাদি লাভ করিতে হয় না, ইহাও বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে সেই পরতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, এই বিশ্বের কারণভূত অব্যক্তস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত ও বিলক্ষণ এক উপাস্য তত্ত্ব আছেন। তাঁহার অতিশয় বিলক্ষণতার কথা বলিতে গিয়া বলিলেন, আত্মবিগ্রহবান্, প্রসন্ন হইলে প্রত্যক্ষীভূতও হন, তিনি সনাতন বস্তু। হিরণ্যগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ভূতসমূহ বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অন্বয়—অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি (সেই অব্যক্তভাবকে জন্মাদিরহিত অক্ষর-তত্ত্ব বলে) তং (তাঁহাকে) পরমাং গতিং (শ্রেষ্ঠা গতি) আহুঃ (বলিয়া থাকে) যং (যাঁহাকে) প্রাপ্য (পাইলে) ন নিবর্ত্তন্তে (সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয় না) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং ধাম (শ্রেষ্ঠ ধাম) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই অব্যক্ততত্ত্বকেই অক্ষর বলে ও তাঁহাকে পরমা গতি বলিয়া থাকে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরমধাম বা নিত্যস্বরূপ ॥ ২১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই অব্যক্তকে 'অক্ষর' বলে ; তাহাই ভূতসকলের পরমা গতি। সেই অব্যক্তকেই আমার ধাম বলিয়া জানিবে,—যাহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—যে ভাবো ময়েহাব্যক্ত ইত্যক্ষর ইতি চোচ্যতে, তং বেদান্তাঃ পরমাং গতিমাহুঃ,—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ" ইত্যাদৌ। যং ভাবং প্রাপ্যোপেত্য জনাঃ পুনর্ন নিবর্ত্তন্তে জন্ম নাপ্নুবন্তি, স ভাবোঽহমেবেত্যাহ,—তদিতি। তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ,—ষষ্ঠীয়ং চৈতন্যমাত্মনঃ স্বরূপমিতিবদবগন্তব্যা ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে পদার্থকে আমি এখানে অব্যক্ত ও অক্ষর বলিতেছি তাহাকে (সেই ভাবকে) বৈদান্তিকেরা পরমা গতি বলিয়াই বলিয়া থাকেন। কথিত আছে—"পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, সেইটি পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ পরমগতি" ইত্যাদিতে, সেই ভাবকে লাভ করিয়া মনুষ্যগণ পুনরায় নিবৃত্ত হন না অর্থাৎ পুনরায় সংসারে জন্ম লাভ করেন না। সেই ভাব আমিই অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই। ইহা বলা হইতেছে—'তদিতি', সেই আমারই ধাম অর্থাৎ স্বরূপ পরম উৎকৃষ্ট ও শ্রীমান্। এই যে ষষ্ঠী বিভক্তি—চৈতন্য আত্মার স্বরূপ ইহার ন্যায় জানিবে (অর্থাৎ অভেদে ষষ্ঠী) রাহুর মস্তকের উক্তির মত ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ যাহাকে অব্যক্ত বা অক্ষর বলিয়া বলিয়াছেন তাহাকেই বৈদান্তিকগণ পরমা গতি বলিয়া থাকেন। যেমন শাস্ত্রে পাওয়া যায়,

—সেই পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, সেই তত্ত্বই পরমা গতি। যেমন গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'মত্ত পরতরং নাস্তি কিঞ্চিদস্তি, ধনঞ্জয়' ; (৭।৭)। সেই পরম তত্ত্বকে প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয় না, গীতা (৮।১৬)। সেই পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই। তিনিই পরম ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ।

নারায়ণ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ" ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—পার্থ! ভূতানি (ভূতসমূহ) যস্য (যঁাহার) অন্তঃস্থানি (মধ্যাবস্থিত) যেন (যঁাহার দ্বারা) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমগ্র জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত) সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষ) তু (কিন্তু) অনন্যয়া ভক্ত্যা (অনন্যা ভক্তির দ্বারা) লভ্যঃ (প্রাপ্য) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! ভূতসমূহ যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, যদ্দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই পরমপুরুষ আমি কিন্তু, একমাত্র অনন্যা-ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্য ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই অব্যক্ত-অবস্থায়স্থিত পরমপুরুষই অনন্যভক্তি-লভ্য। হে পার্থ! সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হইয়াই ভূতসকল বর্ত্তমান এবং সেই পুরুষস্বরূপ আমিই অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—তৎপ্রাপ্তৌ ভক্তেঃ স্বুপায়ত্বমাহ,—পুরুষঃ স ইতি। স মল্লক্ষণঃ পুরুষোঽনন্যয়া তদেকান্তয়া 'অনন্যচেতাঃ সততম্' ইতি পূর্ব্বোদিতয়া ভক্ত্যৈব লভ্যো লব্ধুং শক্যো—যোগভক্ত্যা তু দুঃশক্যা তৎপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। তল্লক্ষণমাহ,—যস্যেতি। সর্ব্বমিদং জগৎ যেন ততং ব্যাপ্তম্; শ্রুতি-শ্চৈবমাহ,—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽ-বভাতি বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রাপ্তি-বিষয়ে ভক্তি সু-উপায়; ইহার বিষয় বলা হইতেছে—'পুরুষঃ স ইতি'। সেই আমার লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষ—অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ হইয়া "অনন্যচেতা সতত" এই পূর্ব্বোক্ত ভক্তির

দ্বারাই লভ্য—লাভ করিতে সক্ষম।—"যোগমিশ্রা ভক্তির দ্বারা কিন্তু তাঁহার প্রাপ্তি দুঃসাধ্য" ইহাই প্রকৃত অর্থ। তাঁহার লক্ষণের কথা বলা হইতেছে—'যস্যেতি'। এই সমস্ত জগৎ যাঁহার দ্বারা তত—বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত। শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ এক অর্থাৎ একমাত্র বশী অর্থাৎ সকলের বশীকারক। তিনি সর্ব্বগামী, এবং সকলের পূজ্য, তিনি এক হইয়াও বহুরূপেই আবির্ভূত হন। বৃক্ষের মত স্তব্ধ হইয়া আকাশে অবস্থান করেন, তিনি এক এবং তাঁহার দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ, সেই পুরুষের দ্বারাই সমস্ত পূর্ণ হইয়া থাকে" ইত্যাদির দ্বারা॥ ২২॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব বর্ণিত পরতত্ত্ব লাভের একমাত্র সুষ্ঠু উপায় ভক্তি। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, তল্লক্ষণ পুরুষ একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা লভ্য। পূর্ব্বে "অনন্যচেতাঃ সততম্" (গীঃ ৮।১৪) শ্লোকে শ্রীভগবান্ জানাইয়াছেন যে, সতত অনন্যচিত্ত ভক্তের পক্ষে তিনি সুলভ যোগাদি-মিশ্রা ভক্তি আশ্রয়-কারীর পক্ষে কিন্তু তাঁহার প্রাপ্তি দুর্ল্ভই। এক্ষণে নিজ লক্ষণ বলিতেছেন, যাঁহার দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। যেমন গোপালতাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববশয়িতা, সর্ব্বব্যাপক, সকলের বন্দনীয়, তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু প্রকাশ ও বিলাস মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে গীতা ৮।১০ শ্লোকের 'অনুভূষণ' দ্রষ্টব্য॥ ২২॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩॥

অন্বয়—ভরতর্ষভ! যত্রকালে (যে কালে বা মার্গে) প্রয়াতাঃ যোগিনঃ (গমনশীল যোগিগণ) তু (নিশ্চয়) অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিম্ চ এব (অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি উভয়কেই) যান্তি (লাভ করেন) তং কালং (সেই কাল বা মার্গের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলিব)॥ ২৩॥

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ! যোগিগণ যে কালে দেহত্যাগ পূর্ব্বক যে মার্গে গমন করিলে সংসারে পুনরাগমন ও অপুনরাগমন লাভ করিয়া থাকেন, সেই (কালাভিমানী দেবতা-পালিত) মার্গের বিষয় বলিতেছি॥ ২৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার অনন্যভক্তগণ অক্লেশেই আমাকে লাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা আমাতে অনন্য-ভক্তি লাভ করেন নাই এবং কর্ম্মজ্ঞানাদির ভরসা

করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তি অনেক-কষ্টমিশ্রিতা ; তাঁহাদের গমনকাল ও মার্গ—দেশকাল-দ্বারা পরিচ্ছেন্থ। তাহার বিবরণ অর্থাৎ যে-কালে মৃত্যু হইলে জ্ঞানি-যোগীদিগের অনাবৃত্তি হয় এবং যে-কালে মৃত্যু হইলে (জ্ঞানহীনগণের) পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—স্বভক্তানামনাবৃত্তিঃ স্ববিমুখানাং ত্বাবৃত্তিরুক্তা ; সা সা চ কেন পথা গতানাং ভবেদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যত্রেতি। যোগিনো ভক্তাঃ কাম্যকর্ম্মিণশ্চ। অত্র 'কালশব্দেন' কালাভিমানিনী দেবতোক্তা ; অগ্নি-ধূময়োঃ কালত্বাভাবাৎ 'কাল' শব্দেনোক্তিস্তু ভূয়সা মহদাদিশব্দানাং রাত্র্যাদি-শব্দানাঞ্চ কালবাচিত্বাৎ তথাচার্চ্চিরাদিভির্ধূমাদিভিশ্চ দেবৈঃ পালিতঃ পন্থাঃ 'কাল'শব্দেনোক্তো বোধ্যঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—স্বভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তদিগের সংসারে অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণভক্তি-বিমুখদিগের সংসারে পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্মের কথা বলা হইয়াছে—সেই সেই আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি কোন্ কোন্ পথাবলম্বিগণের হইবে—এই অভিপ্রায়ের প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে—'যত্রেতি'। যোগিগণ—ভক্তগণ, এবং কাম্য-কর্ম্মিবৃন্দ। এখানে "কাল" শব্দের দ্বারা কালাভিমানিনী দেবতাকেই বলা হইয়াছে। কারণ অগ্নি ও ধূমের কালত্বের অভাব কাল শব্দের দ্বারা উক্তি কিন্তু মহদাদি শব্দের ও রাত্র্যাদি শব্দের কালবাচিত্ব হেতু তথাচ অর্চ্চি আদি প্রভৃতি ও ধূমাদি দেবতার দ্বারা পালিত পন্থাকে 'কাল শব্দের' দ্বারাই বহুলভাবে বলা হইয়াছে, জানিবে ॥ ২৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের অনন্য ভক্তগণের অনায়াসেই 'তদ্ধাম' লাভ হয়, এবং সেই ধাম লাভ করিলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না (গীঃ ৮।২১)। কিন্তু ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের সংসারে যাতায়াত করিতেই হয়। ভগবদ্ভক্তগণ নির্গুণা ভক্তির আশ্রয়ে নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য তাঁহাদের গমন মার্গ ও কাল নির্গুণই। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে অর্চ্চিরাদি মার্গের বা উত্তরায়ণ কালের অপেক্ষা করিতে হয় না। যে কালেই তাঁহারা অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করুন না কেন, তাহাই নির্গুণ, এবং স্বয়ং শ্রীভগবানই তাঁহাদিগকে স্বীয় ধামে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন।

যে কালে যোগিগণের মৃত্যু হইলে অনাবৃত্তি হয়, এবং যে কালে মৃত্যু হইলে পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে বলিবেন। আবৃত্তি ও

অনাবৃত্তি কোন্ কোন্ পথাবলম্বিগণের হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন যে, যোগিগণের অর্থাৎ ভক্তগণের অনাবৃত্তি এবং কাম্য-কর্ম্মিগণের আবৃত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে 'কাল' শব্দে কালাভিমানিনী দেবতাকে বুঝাইতেছে। অর্চ্চিরাদি বা ধূমাদি-অভিমানী দেবগণের পালিত পন্থাই 'কাল' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ (শুভদিন) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষঃ) ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ (ছয়মাসরূপ উত্তরায়ণ কাল) তত্র (সেই সময়ে) প্রয়াতাঃ (দেহ-ত্যাগকারী) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মবিৎ লোকসমূহ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাসরূপ উত্তরায়ণ কালে এই সকল কালাভিমানিনী দেবতার মার্গে, যে সকল ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি প্রয়াণ লাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন ও উত্তরায়ণ-কালে দেহ ত্যাগ করিলে ব্রহ্ম লাভ করেন। 'অগ্নি' ও 'জ্যোতিঃ' শব্দ-দ্বারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, 'অহঃ' শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা, 'শুক্ল' শব্দে পক্ষাভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তত্তদ্বস্তু ও কাল-প্রাপ্ত মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্মলাভের কারণ হয়। এইরূপ সময়ে মৃত্যু লাভ করিলে যোগীদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—তত্রানাবৃত্তিপথমাহ,—অগ্নিরিতি। অগ্নিজ্যোতিঃ-শব্দাভ্যাং শ্রুত্যুক্তোঽর্চ্চিরভিমানী দেব উপলক্ষ্যতে; অহরিতি দিবসাভিমানী; শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানী; ষণ্মাসা উত্তরায়ণমিতি; ষণ্মাসাত্মকোত্তরায়ণাভিমানী। এতচ্চান্যেষাং সম্বৎসরাদীনাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণম্। ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি—"অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসংভবন্ত্যর্চ্চিষো-ঽহ্নরহ আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বৈদ্যুতং তৎ পুরুষোঽ-মানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমান ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি। অস্যার্থঃ,—অস্মিন্নক্ষিস্থব্রহ্মোপাসকগণে মৃতে

সতি যদি পুত্রশিষ্যাদয়ঃ শব্যং শবসম্বন্ধি কর্ম্ম দাহাদি কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন কুর্ব্বন্তি, উভয়থাপ্যক্ষতোপাস্তিফলাস্তে তদুপাসকা অর্চ্চিরাদিভির্দেবৈস্তমুপাস্যং প্রয়ান্তীতি। স্ফুটমন্যৎ। অত্র সম্বৎসরাদিত্যয়োর্মধ্যে বায়ুলোকো নিবেশ্যঃ ; বিদ্যুতঃ পরত্র ক্রমাদ্বরুণেন্দ্রপ্রজাপতয়ো বোধ্যাঃ, শ্রুত্যন্তরাদিত্যাকরে বিস্তরঃ। অমানবো নিত্যপার্ষদঃ পরেশস্য হরেঃ পুরুষঃ। এতেঽর্চ্চিরাদয়ো দেবা ইত্যাহ সূত্রকারঃ—"আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি। তথার্চ্চিরাদিভির্ভগবন্নিদেশস্থৈর্দ্বাদশভির্দেবৈঃ সেব্যমানেন পথা ভগবন্তং তদ্ভক্তাঃ প্রয়ান্তি ততঃ পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইতি। এবমুক্তং নির্ণেতৃভিঃ—"অর্চ্চির্দিনসিতপক্ষৈরিহোত্তরায়ণশরন্মরুদ্‌রবিভিঃ। বিধুবিদ্যুদ্বরুণেন্দ্রদ্রুহিণৈশ্চাগাৎ পদং হরের্মুক্তঃ" ইতি ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে অনাবৃত্তি-পথের বিষয় বলা হইতেছে—'অগ্নিরিতি'। অগ্নি ও জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা শ্রুত্যুক্ত (বেদোক্ত) অর্চ্চিঃ অভিমানী দেবতাকে উপলক্ষিত করা হইতেছে। অহঃ—ইহা দিবসের অভিমানী (দেবতা)। শুক্ল—ইহা শুক্লপক্ষাভিমানী (দেবতা)। ষন্মাস-উত্তরায়ন—ইহা ষট্‌মাসাত্মক উত্তরায়ণাভিমানী দেবতা। ইহা অন্য সম্বৎসর প্রভৃতি বেদোক্ত (দেবতাসমূহের) উপলক্ষণ, ছান্দোগ্য-ধ্যেতৃগণ পাঠ করেন "অনন্তর যাহা ওহে এই (সংসারেই) শব্য (শবদেহের) সংস্কার করেন এবং যদি নাও করেন তথাপি ঐ জ্ঞানী অর্চ্চিতে গমন করেন, অর্চ্চির অহরহ আপূর্য্যমানপক্ষ ও আপূর্য্যমানপক্ষাত্ষ ষড়্‌দণ্ড ইতি মাসসমূহকে, সেই মাসসমূহ হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ ও তৎসজাতীয় সমস্ত, সেই পুরুষ অমানব অর্থাৎ অতিমানব। সেই এই জ্ঞানীদিগকে ব্রহ্ম পাওয়াইয়া দেয়, ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ। এই পথের দ্বারা যুক্ত হইলে এই মানবদেহকে আবর্ত্তন ভোগ করিতে হয় না" ইতি। ইহার অর্থ—এই অক্ষিস্থিত ব্রহ্মোপাসক গণের মৃত্যু হইলে যদি পুত্র ও শিষ্যাদি শব্য (শবসম্বন্ধি মৃতদেহসম্পর্কীয়)-কর্ম্ম অর্থাৎ দাহাদি করে, অথবা যদি না করে, এই উভয় প্রকারেই অক্ষতোপাস্তিফলে তাহারা অর্থাৎ তদুপাসকেরা অর্চ্চিঃ আদি প্রভৃতি দেবতার দ্বারা সেই উপাস্য দেবতার নিকট গমন করে। ইতি, অন্য সব সহজবোধ্য। এখানে সম্বৎসর ও আদিত্য এই দুইএর মধ্যে বায়ুলোককে অন্তর্গত করিবে। বিদ্যুতের পরত্র (পর বলিতে) ক্রমে ক্রমে বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি বুঝিবে। অন্য শ্রুতি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায় আকরে ইহা বিস্তৃত

আছে। এই অমানব পুরুষ ভগবানের নিত্য পার্ষদ অর্থাৎ পরমেশ্বর হরির পুরুষ। এই অর্চ্চি প্রভৃতি দেবগণ। ইহা বলিয়াছেন সূত্রকার—"অতিবাহিক দেহগুলি তাহার লিঙ্গহেতু" ইতি। সেই অর্চ্চিঃ আদি দ্বাদশটি দেবগণ ভগবানের আদেশে থাকিয়া অর্থাৎ জ্ঞাপক এবং সেই দেবতার দ্বারা সেব্যমান পথের দ্বারা ভগবানকে তাঁহার ভক্তগণ লাভ করিয়া থাকেন। তাহা হইতে পুনঃ আবৃত্ত হয় না অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ইতি, এই রকমই বলিয়াছেন নির্ণেতৃগণ—অর্চ্চিঃ, দিন, সিত (শুক্ল) পক্ষ সমূহের দ্বারা উত্তরায়ণ শরৎ-বায়ু-সূর্য্য (প্রভৃতির) দ্বারা চন্দ্র-বিদ্যুৎ-বরুণ-ইন্দ্র ব্রহ্মার দ্বারা মুক্ত-পুরুষ হরির পাদপদ্ম লাভ করেন। ইতি ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমানে দুইটি শ্লোকে মৃত যোগিগণের দেবযান মার্গে গমন করিলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না এবং পিতৃযান মার্গে গমন-কারী ব্যক্তিগণ পুনরায় সংসারে আগমন করিয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন।

পূর্ব্বশ্লোকে দেবযান পন্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহাকে অর্চ্চিরাদি মার্গও বলে। অর্চ্চিঃ শব্দের অর্থ তেজঃ। তেজেরই নামান্তর অগ্নি। সেইজন্য দেবযানমার্গগামী পুরুষের পক্ষে প্রথম সোপানরূপে এখানে অগ্নি বলিয়াছেন। অগ্নি, জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা শ্রুতি কথিত অর্চ্চিঃ অভিমানী দেবতাকে উপলক্ষিত করা হইয়াছে। তদ্রূপ অহঃ, শুক্ল, ষন্মাসা প্রভৃতিও তত্তদভিমানী দেবতা, এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীপুরুষ প্রথমে অগ্নি, তৎপরে জ্যোতিঃ, দিবস, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ষন্মাস প্রভৃতি স্থানের দেবতার দ্বারা নীত হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন।

এ-বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়,—

তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে...দেবযানঃ পন্থা ॥

(৫।১০।১-২)

অর্থাৎ যাঁহারা অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধা ও তপোরূপ উপাসনা করেন এবং এইরূপ জানেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চিতে গমন করেন। অর্চ্চি হইতে দিনে, দিন হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাসে, মাস সমূহ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে গমন করেন, সেই স্থানে এক অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্ম লাভ করান। ইহাই দেবযানপথ, দেবযানপথেই ব্রহ্ম লাভ হয়।

আরও ছান্দোগ্যের চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ড পঞ্চম প্রপাঠকেও এ-বিষয়ে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মোপাসকগণের মৃত্যু হইলে পুত্র শিষ্যাদি যদি শব-সম্বন্ধীয়-দাহাদি কর্ম্ম করেন বা যদি না করেন, উভয়াবস্থাতেই অর্চ্চিরাদিভেদে উপাস্যকে লাভ করিয়া থাকেন।

অমানব—পরমেশ্বর শ্রীহরির নিত্যপার্ষদ পুরুষ। এই সকল অর্চ্চিরাদি দেবতা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রকার বলিতেছেন,—"আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ", (বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় ৩য় পাদ ৪র্থ সূত্র) তাৎপর্য্য অতিবাহ-কার্য্যে (এই বহন কার্য্যে) পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ অর্চ্চিরাদি দেবগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই সকল কার্য্যে তাঁহাদের প্রতিপত্তি হইতেছে না। কারণ 'তল্লিঙ্গাৎ' অর্থাৎ আতিবাহিক শব্দে গমনকারীদিগের (যে সকল উপাসক ভগবৎ-সন্নিধানে যাইতেছেন) 'গময়িতৃত্ব' অর্থাৎ বাহকত্ব বুঝায়। তাঁহারা অর্থাৎ সেই আতিবাহিক দেবগণ ব্রহ্মলোক গমনশীলদিগকে বিদ্যুৎ-লোক পর্য্যন্ত লইয়া যান। তৎপরে অমানব পুরুষ আসিয়া সেই যাত্রীদিগকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই শ্রুতি অনুসারে অর্চ্চিরাদির গময়িতৃত্ব ও তৎসাহচর্য্য বুঝিতে হইবে। ভগবান্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ দেবতার দ্বারা সেব্যমান পথে ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানকে লাভ করেন। সে স্থান হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

নির্ণেতৃগণ কর্ত্তৃকও এইরূপই শ্রীহরিপদ-লাভে মুক্ত হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—ধূমঃ (ধূমদেবতা) রাত্রিঃ (রাত্রি-দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ-দেবতা) ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (ছয়-মাসরূপ দক্ষিণায়নের দেবতা) তত্র (সেই কালে বা মার্গে) [প্রয়াতঃ—গমনশীল] যোগী (কর্ম্মযোগী) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (চন্দ্রমার জ্যোতিস্বরূপ স্বর্গ) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্তন করে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয়মাসরূপ দক্ষিণায়ন কালে তদুপলক্ষিত দেবতার মার্গে গমনশীল কর্ম্মযোগিগণ চন্দ্র-জ্যোতিস্বরূপ স্বর্গলোক লাভ করিয়া উপভোগান্তে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ইষ্টাপূর্ত্তাদি-কর্ম্মে কর্ম্মযোগিসকল ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপ ছয়মাস ও চন্দ্রজ্যোতি অর্থাৎ তত্তদভিমানিনী দেবতা বা ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-দ্বারা পুনরাবৃত্তিমার্গ প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—অথাবৃত্তিপথমাহ,—ধূমো রাত্রিরিতি। তত্রাপি পূর্ব্ববৎ ধূমরাত্রি-কৃষ্ণপক্ষষণ্মাসাত্মকদক্ষিণায়নানামভিমানিনো দেবা লক্ষ্যাঃ; সম্বৎসর-পিতৃলোকাকাশচন্দ্রমসাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণমেতৎ। ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি,—"অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি। ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষ্যাত্থান্ ষড়্দক্ষিণেতি মাসাংস্তানেতেভ্যঃ সংবৎসরমভি-প্রাপ্নুবন্তি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমরাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মিন্ যাবৎসংপাতমুষিত্বাথৈত-মেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" ইতি। তথা চ ধূমাদিভিঃ পরেশনিদেশস্থৈরষ্টভির্দেবৈঃ পালিতেন পথা কাম্যকর্ম্মিণশ্চন্দ্রলোকং প্রাপ্য ভোগক্ষয়ে সতি তস্মাৎ পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর আবৃত্তির পথের কথা বলা হইতেছে—'ধূমো রাত্রিরিতি'। সেখানেও পূর্ব্বের ন্যায় ধূম-রাত্রি-কৃষ্ণপক্ষ ষড়্মাসাত্মক দক্ষিণায়ণদিগের অভিমানী দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রুত্যুক্ত সম্বৎসর-পিতৃ-লোক-আকাশ-চন্দ্রমাদিগেরও উপলক্ষণ। ইহা, ছান্দোগ্য-ধ্যেতৃগণ পাঠ করেন—"অনন্তর যাহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাহারা ধূমরূপে উৎপাদিত হয়, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষাদি ছয় মাসাত্মকদক্ষিণায়ণ তথা হইতে সংবৎসররূপ দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। মাসগুলি হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমা, এই চন্দ্রমাই সোমরাজা; তাহাই দেবতার অন্ন, তাহাকে দেবতারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেখানে যতদিন পর্য্যন্ত থাকিবার কথা তাবৎকাল সম্যক্রূপে বাস করিয়া এই পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পুনঃ নিবৃত্ত হয়।" ইতি। সেইরূপে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন ধূমাদি আটটি দেবতা দ্বারা পালিত ও সংরক্ষিত পথের যোগে

কাম্যকর্ম্মিবৃন্দ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া ভোগের ক্ষয় হইলে তাহা হইতে পুনরায় নিবৃত্ত হয় ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে আবৃত্তির কথা অর্থাৎ সংসারে কাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছেন। পূর্ব্ববৎ ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয়মাসরূপ দক্ষিণায়ণ-অভিমানী দেবগণের উপলক্ষিত পথে অর্থাৎ পিতৃযান-মার্গে যাঁহারা প্রয়াণ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন, তথায় তাঁহাদের ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম-জনিত স্বর্গাদি ফল ভোগ করিয়া পুনরায় সংসারে প্রত্যাগত হন।

এ-বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়,—

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে.........পুনর্নিবর্ত্তন্তে ॥ (৫।১০।৩-৫)

যাঁহারা গ্রামে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগ, পূর্ত্ত অর্থাৎ কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং সৎপাত্রে সাধ্যমত দানরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উপাসনা করেন, তাঁহারা উৎক্রান্তির পর প্রথমতঃ ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর রাত্রি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, দক্ষিণায়ণ দেবতা পিতৃলোক ও আকাশ দেবতা ও চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। তথায় তাঁহারা কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া পুনরায় নিবৃত্ত হন।

এস্থলেও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট ধূমাদি অষ্ট দেবতার দ্বারা পালিত পথে কাম্যকর্ম্মিগণ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া ভোগ ক্ষয় হইলে তথা হইতে পুনরায় সংসারে নিপতিত হন।

এখানে শ্রুতি-কথিত উপদেশের মর্ম্মার্থ অবধারণ করিলে দেখা যায়, যাঁহারা শ্রদ্ধা ও তপস্যা সহকারে উপাসনা করেন, তাঁহাদের ব্রহ্ম লাভ হয়, আর যাঁহারা সমাজে সাধারণ জনহিতকর কার্য্য করিয়া কর্ম্মমার্গে উপাসনা করেন, তাঁহাদের স্বর্গাদিতে কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিবার পর পুনরায় কিন্তু সংসার-দশাই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সন্ন্যাসিগণের পক্ষে এইরূপ কার্য্য কতখানি মঙ্গলদায়ক তাহা বিচার্য্য।

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

ক্রমমুক্তির বিষয় বর্ণনান্তে সদ্যোমুক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যাঁহারা সম্যক্ দর্শনে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এইরূপ সদ্যোমুক্তির অধিকারী মানবগণের

কোনও দিকে প্রয়াণ নাই। কারণ এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ পাওয়া যায়,—"প্রাণ-সমূহ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হন না।"

"অতএব এইরূপে নিবৃত্তি মার্গের কর্ম্ম-সহিত উপাসনার দ্বারা ক্রম-মুক্তি, কাম্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গভোগের পর পুনরায় আবর্ত্তন। নিষিদ্ধ কর্ম্ম-দ্বারা নরক ভোগের পর পুনর্জন্ম। আর ক্ষুদ্র কর্ম্মকারী প্রাণিগণের, এখানেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। ইহাই দ্রষ্টব্য।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডে আরও পাওয়া যায়,—"যাঁহারা পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি জন্ম লাভ করেন; আর যাহারা পাপ কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহারা কুক্কুর, শূকরাদি জন্ম লাভ করে। যাহারা এতদুভয়ের কোন পথেই গমন করে না, তাহারা নিত্য আবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে।" ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) এতে গতী হি (এই গতিদ্বয়ই) জগতঃ (জগতের) শাশ্বতে মতে (অনাদি বলিয়া সম্মত) একয়া (একটির দ্বারা) অনাবৃত্তিং (মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হয়) অন্যয়া (অন্যটির দ্বারা) পুনঃ (পুনরায়) আবর্ত্ততে (প্রত্যাবর্ত্তন করে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শুক্ল ও কৃষ্ণ—জগতের এই দুইটি গতিই অনাদি বলিয়া সম্মতা। একটির দ্বারা শুক্ল অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে মোক্ষ লাভ হয়, অন্যটির দ্বারা—কৃষ্ণ অর্থাৎ ধূমাদিমার্গে সংসারে পুনর্জন্ম হয় ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জগতের 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' এই দুইটি সনাতন গতি অর্থাৎ মার্গ; শুক্লমার্গে গতি-দ্বারা অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গে গতি-দ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তৌ পন্থানাবুপসংহরতি,—শুক্লেতি। অর্চ্চিরাদিগতিঃ শুক্লা প্রকাশময়ত্বাৎ ধূমাদিকা গতিঃ কৃষ্ণা প্রকাশশূন্যত্বাৎ। গতিঃ পন্থাঃ, এতে গতী জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সম্মতে তস্যানাদিত্বাৎ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বের উক্ত দুইটি পথের উপসংহারপূর্ব্বক বলা হইতেছে—

'শুক্লেতি', অর্চ্চিরাদিগতির নাম শুক্লা, কারণ প্রকাশময় কিন্তু ধূমাদি গতি কৃষ্ণা কারণ প্রকাশশূন্যা। গতি শব্দের অর্থ পথ। এই দুই শুক্লকৃষ্ণগতি, যথাক্রমে জগতের জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকারীর নিত্য—অনাদি সম্মত। কারণ তাহার অনাদিত্ব হেতু, অন্য সমস্ত সহজ বোধ্য ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত দেবযান ও পিতৃযান উভয়পথের উপসংহার পূর্ব্বক বলিতেছেন। দেবযান অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গ শুক্ল অর্থাৎ প্রকাশময় বলিয়া জ্ঞানময়। পিতৃযান অর্থাৎ ধূমাদি মার্গ প্রকাশ শূন্য বলিয়া তমোময়। এই উভয় গতি অনাদি কাল হইতে জগতে জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণের সম্মত। দেবযানে জ্ঞানাধিকারী ক্রমপন্থায় মোক্ষ লাভ করেন, আর ইষ্টাপূর্ত্ত-কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি পিতৃযানে কর্ম্মানুরূপ সুখভোগের পর পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে ॥ ২৬ ॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—পার্থ! এতে সৃতী (এই উভয় মার্গ) জানন্ (জানিলে) কশ্চন যোগী (কোন যোগী) ন মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হন না) তস্মাৎ (সেই হেতু) অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু (সকল কালে) যোগযুক্তঃ ভব (যোগপরায়ণ হও) ॥২৭॥

অনুবাদ—হে পার্থ! এই উভয় গতি অবগত হইলে কোন যোগী মোহ-প্রাপ্ত হন না, সুতরাং হে অর্জ্জুন! সর্ব্বদা সমাহিত চিত্ত হও ॥ ২৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই দুই মার্গের তাত্ত্বিক পার্থক্য অবগত হইয়া তদুভয়ের অতীত যে ভক্তিযোগমার্গ, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তিযোগ-যুক্ত ব্যক্তি কোন কালে মোহ প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ উভয়-মার্গকে ক্লেশকর জানিয়া অনন্য-ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই যোগ অবলম্বন কর ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—এতয়োঃ পথোর্বোধো বিবেকহেতুর্ভবতীতি তং স্তৌতি,—নৈত ইতি। সৃতী পন্থানৌ জানন্ অর্চ্চিরাদির্মোক্ষায় ধূমাদিঃ সংসারায়েতি স্মরন্ কশ্চিদপি যোগী মদ্ভক্তো ন মুহ্যতি। ধূমাদিপ্রাপকং কর্ম্ম কর্ত্তব্যত্বেন ন নিশ্চিনোতীত্যর্থঃ। যোগযুক্তঃ সমাধিনিষ্ঠো ভবাপুনরাবৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই দুইটি শুক্ল ও কৃষ্ণপথের বোধ অর্থাৎ জ্ঞান, বিবেক লাভের কারণ হইয়া থাকে; এই হেতু তাহার প্রশংসা করা হইতেছে—'নৈত

ইতি'। সৃতী অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণরূপে দুইটি পথকে জানিলে অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মোক্ষের পথ ; ধূমাদি সংসারে আবৃত্তির পথ ইহা স্মরণ করিতে করিতে কোনও মদ্ভক্তযোগী মুগ্ধ হন না। যেহেতু ধূমাদি প্রাপককর্ম্ম কর্ত্তব্যত্বরূপে নিশ্চয় করেন না। ইহাই অর্থ। অতএব তুমি যোগযুক্ত অর্থাৎ সমাধিনিষ্ঠ হও কারণ তাহাতে পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ২৭ ॥

অনুভূষণ—এই দুই পথের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে বিবেক উদয় হয়। তখন দেবযানে মোক্ষ এবং পিতৃযানে সংসার-গতি লাভ হয় স্মরণ পূর্ব্বক আমার কোনও ভক্ত মোহ প্রাপ্ত হন না। ধূমাদি-প্রাপক কর্ম্মকে কখনও কর্ত্তব্যরূপে নিশ্চয় করেন না। বিবেকী ব্যক্তি যোগযুক্ত হইয়া সমাধিনিষ্ঠ হন এবং সংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন না।

এস্থলে উভয় মার্গই ক্লেশকর জানিয়া তদুভয়ের অতীত শুদ্ধা ভক্তিযোগ-মার্গকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুখসাধ্য বিচারকরতঃ, তাহা আশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তিযোগে সমাহিত হওয়াই কর্ত্তব্য।

শুদ্ধভক্তের গতি সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

"নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ ॥" (বরাহ পুরাণ)

অর্থাৎ অর্চ্চিরাদিগতি ব্যতীতই অনন্য ভক্তগণকে গরুড়স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া যথেচ্ছ ও অবাধে পরমস্থানে উপনীত করি।

এ সম্বন্ধে বেদান্তে "বিশেষং চ দর্শয়তি" (৪।৩।১৬) সূত্রে পাওয়া যে, "ব্রহ্মবিদ্গণের আতিবাহিক দেবতাগণের দ্বারা যে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, তাহা সামান্য। যাঁহারা কেবল নিরপেক্ষ পরম আর্ত্ত ভক্ত তাঁহাদিগের কিন্তু ভগবৎ-প্রাপ্তির বিলম্ব সহ করিতে না পারিয়া ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগকে প্রাপ্য ধামে উপনীত করেন। ইহা বিশেষ ব্যবস্থা" (গোবিন্দ ভাষ্য)।

'এতদ্বিজ্ঞোঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকেও ইহা পাওয়া যাইবে। এতৎ প্রসঙ্গে বেদান্তের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রও আলোচ্য। ইহা লক্ষিতব্য যে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বকালে সেই অনন্য ভক্তিযোগ অবলম্বনের নিমিত্ত উপদেশ দিতেছেন ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'তারকব্রহ্ম-যোগো' নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়—বেদেষু (বেদসমূহে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞসমূহে) তপঃসু (তপসমূহে) দানেষু চ এব (এবং দানসমূহেও) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (উপদিষ্ট) ইদং (ইহা) বিদিত্বা (জানিয়া) যোগী তৎ সর্ব্বম্ (সেই সকল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) চ (এবং) আদ্যম্ (আদি) পরং স্থানং (অপ্রাকৃত নিত্য স্থান) উপৈতি (লাভ করেন)॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমহাভরতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসু-উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে 'তারকব্রহ্ম-যোগো' নামাষ্টমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ—বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা এবং দানকর্ম্মাদিতেও যে সকল পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, মৎকথিত এই তত্ত্ব অবগত হইলে, ভক্তিযোগী সে সকল অতিক্রম করিয়া অনাদি ও অপ্রাকৃত স্থানকে প্রাপ্ত হন॥ ২৮॥

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'তারক-ব্রহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন-ফলেই বঞ্চিত হইবে না; বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যতপ্রকার জ্ঞান ও কর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের যে ফল, তাহা তুমি ভক্তিযোগ-দ্বারা অতিক্রম করিয়া অনাদি ও পরম অপ্রাকৃত-স্থানকে প্রাপ্ত হও॥ ২৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অনন্যশ্রদ্ধা-সহকারে সাধুসঙ্গের সহিত আমার ভজন করিতে করিতে যখন অনর্থ শেষ হয়, তখন সেই শ্রদ্ধা 'নিষ্ঠা' রূপে পরিণত

হয়। শ্রদ্ধার পূর্ব্বেই পাপ সকল তিরোহিত হয়, কিন্তু তত্ত্বজড়তা ও উপাস্য-সম্বন্ধে চিন্তামল থাকে ; সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। জ্ঞানমিশ্রভাব, যোগমিশ্রভাব ও ভুক্তি-মুক্তি-দূষিতভাব,—এই সমস্তই ভজনতত্ত্বের অনর্থ। এই সকল অনর্থ হইতে ভজন যত পরিশুদ্ধ হয়, ভক্তিবৃত্তি ততই 'কেবলা' হইয়া বিশুদ্ধ-তত্ত্ব ভগবান্‌কে আশ্রয় করে ;—ইহাই অষ্টম-অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

ইতি—অষ্টম-অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত ॥

শ্রীবলদেব—সপ্তমাষ্টমাধ্যায়দ্বয়-জ্ঞানপ্রকারমাহ,—বেদেষ্বিতি। বেদেষু ব্রহ্মচর্য্য-গুরু-শুশ্রূষণাদিবিধিনা সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ সম্যগনুষ্ঠিতেষু ; তপঃসু শাস্ত্রোক্তেন বিধিনা সম্যক্ চরিতেষু ; দানেষু দেশকালপাত্র-পরীক্ষয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্যগ্‌দত্তেষু যৎ পুণ্যফলং স্বর্গরাজ্যাদিলক্ষণং প্রদিষ্টমুক্তম্। তৎ সর্ব্বং অত্যেত্যতিক্রামতি। কিং কৃত্বেত্যাহ,—ইদমিতি। ইদমধ্যায়-দ্বয়োক্তং ভগবতো মম মদ্ভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং সৎপ্রসঙ্গেন বিদিত্বা তদ্বেদনসুখাতি-রিক্তং তৎ সর্ব্বং তৃণায় মন্যত ইত্যর্থঃ। ততো যোগী মদ্ভক্তিমান্ ভূত্বাথমনাদি-পরমমায়িকং মৎস্থানমুপৈতি ॥ ২৮ ॥

> কৃষ্ণাংশঃ পুরুষো যোগভক্ত্যা লভ্যোঽর্চ্চিরাদিভিঃ।
> কৃষ্ণস্ত্বনন্যভক্ত্যৈবেত্যষ্টমস্য বিনির্ণয়ঃ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়দ্বয়ের জ্ঞানের প্রকার (ভেদ) বলা হইতেছে—'বেদেষ্বিতি'। ব্রহ্মচর্য্য ও গুরু-শুশ্রূষাদি বিধির দ্বারা সমগ্র বেদশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধীত হইলে এবং সমস্ত অঙ্গানুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান হইলে, শাস্ত্রোক্তবিধির দ্বারা সম্যক্‌রূপে তপস্যাদি অনুষ্ঠিত হইলে, দেশকাল ও পাত্রভেদে এবং বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা ও শ্রদ্ধার সহিত দানাদি-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে যেই পুণ্যফল অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ফল আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, সেইগুলি সমস্তই অতিক্রম করা যায়। 'কিং কৃত্বেত্যাহ,'—কি করিয়া? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'ইদমিতি'। এই সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় দুইটির দ্বারা উক্ত ভগবান্ আমার ও আমার ভক্তের মাহাত্ম্য সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা (মদ্ভক্ত সঙ্গের দ্বারা) জানিয়া তাহার অনুভবরূপ সুখাতিরিক্ত অন্য সমস্তকে

তৃণের ন্যায় মনে করেন,—ইহাই অর্থ। তারপর যোগী আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া আদ্য ও অনাদি পরমশ্রেষ্ঠ অমায়িক আমার স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

যোগমিশ্রা ভক্তির দ্বারা অর্চ্চিরাদি পথে কৃষ্ণের অংশবিশেষরূপ পুরুষ লভ্য আর স্বয়ং কৃষ্ণ কিন্তু অনন্য ভক্তির দ্বারাই লভ্য হয়। ইহা অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষভাবে নির্ণয় করা হইয়াছে।

ইতি—অষ্টমাধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতোপনিষদ্‌ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুভূষণ—সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় দুইটিতে যে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, তাহা সাধুসঙ্গে অবগত হইয়া অনন্য ভক্তি আশ্রয় করিতে পারিলে, তদ্ব্যতীত সকলই তৃণের ন্যায় মনে হয়। আমার অনন্যভক্তি-আশ্রয়কারী যোগী ঐ সকল অনায়াসে অতিক্রম করিয়া অনাদি, পরম ও নিত্য অপ্রাকৃত আমার স্থান অর্থাৎ ধাম লাভ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচর্য্য ও গুরু-শুশ্রূষাদি দ্বারা সম্যক্ বেদাধ্যয়নের ফল, সর্ব্বাঙ্গ উপসংহারের সহিত যজ্ঞাদি সম্যক্ অনুষ্ঠানের ফল, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তপস্যা আচরণের ফল, এবং দেশ, কাল ও পাত্র পরীক্ষা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত সম্যক্ দান করিলে যে পুণ্যাদি ফলে স্বর্গাদিরাজ্য লাভ হয়, তৎ-সমুদয় এক অনন্য ভক্তির আশ্রয়ে যে সুখ অনুভব হয়, তাহার তুলনায় শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে ঐ সকল কর্ম্মজনিত পুণ্যাদি ফল নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হয়।

শুদ্ধভক্তি-আশ্রয়কারী ভক্তের ঐ সকল ফল আনুষঙ্গিকভাবেই লভ্য হইয়া থাকে, এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

> "যৎ কর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।...
> সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ॥" (১১।২০।৩২-৩৩)

অর্থাৎ কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনের দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাভারতে মোক্ষ ধর্ম্মীয় বাক্যেও পাওয়া যায়,—

> "যা বৈ সাধনসম্পত্তি পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে।
> তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥"

অর্থাৎ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের যাহা সাধন সম্পত্তি, নারায়ণাশ্রিত হইলে মানব সেই সাধন ব্যতীতও সেই পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—

"কেবলা ভক্তির দ্বারাই সকল মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না ; অতএব অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে ভক্তিই সকল শ্রেয়ঃসাধন-রূপে স্থিরীকৃত হইল।"

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়,—

"হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥"

অনন্য ভক্তিমানের নিকট অনাকাঙ্ক্ষিত স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা ও অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিসমূহ মূর্ত্তি ধারণে সমাগত হয়।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবের নিকট—"আমার ভক্ত আমাতে ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসেই সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে"—এই সুগুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ভক্তিই একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন জানাইয়াছেন।

ব্যতিরেক ভাবেও জানা যায়,—

"কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ" (ভাঃ ১।৫।১৭),
"তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্"
(ভাঃ ১০।১৪।৪) ইত্যাদি ॥ ২৮॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ের 'অনুভূষণ'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা॥

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—ইদম্ (এই) গুহ্যতমং (গোপ্যতম) বিজ্ঞান-সহিতং জ্ঞানং তু (বিজ্ঞানযুক্ত কেবল-শুদ্ধভক্তি-লক্ষণযুক্ত জ্ঞান) অনসূয়বে (অসূয়ারহিত) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (কহিতেছি) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (অবগত হইলে) অশুভাৎ (অশুভ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় বিজ্ঞানসহিত কেবল-শুদ্ধভক্তি-লক্ষণযুক্ত জ্ঞান মৎসরতারহিত তোমাকে বলিতেছি, যাহা অবগত হইলে সংসাররূপ অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করিবে ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়া-রহিত পুরুষ, অতএব তোমাকে পরমবিজ্ঞানযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা সংগ্রহ করিয়া সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্তি লাভ কর। দ্বিতীয় ও তৃতীয়-অধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক-জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, তাহা 'গুহ্য'; সপ্তম ও অষ্টম-অধ্যায়ে যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছি, তাহা ভক্তিজনক বলিয়া 'গুহ্যতর'; কিন্তু এখন যে-জ্ঞানের কথা বলিতেছি, তাহা কেবলা-ভক্তিলক্ষণ, অতএব 'গুহ্যতম'; ইহা-দ্বারা গুণরূপ অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করত তুমি গুণাতীত হইবে ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—ভক্ত্যুদ্দীপ্তিকরং স্বস্য পারমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্।
স্বভক্তেশ্চ মহোৎকর্ষং নবমে হরিরূচিবান্ ॥

বিজ্ঞানানন্দঘনোঽসংখ্যেয়কল্যাণগুণরত্নালয়ঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং শুদ্ধভক্তি-সুলভ ইতি সপ্তমাদিভ্যামভিধায়েদানীং ভক্তেরুদ্দীপকং নিজৈশ্বর্য্যং তস্যাঃ প্রভাবং চাভিধাস্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি,—ইদমিতি ত্রিভিঃ। ইদং জ্ঞানং মৎকীর্ত্তনাদিলক্ষণভক্তিরূপম্,—পরত্র 'ধর্ম্মস্যাস্য' ইত্যুক্তেঃ কীর্ত্তনাদে-

শ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাৎ, 'জ্ঞায়তেঽনেন ইতি নিরুক্তেশ্চ; তৎ কিল গুহ্যতমম্। দ্বিতীয়াদাবুপদিষ্টং দেহাদিবিবিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যং, সপ্তমাদাবুপদিষ্টং মদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানং গুহ্যতরং, নবমাদাবুপদেশ্যং তু কেবলভক্তিলক্ষণমিদং জ্ঞানং গুহ্য-তমমিত্যর্থঃ। তচ্চ বিজ্ঞানসহিতং মদনুভবাবসানং তে বক্ষ্যামি। কীদৃশা-য়েত্যাহ,—অনসূয়ব ইতি। মদ্‌গুণেষু দোষারোপ-রহিতায় দুর্গমস্য স্বরহস্য-স্যানুকম্পয়োপদেষ্টরি ময়ি নিজৈশ্বর্য্যপ্রখ্যাপনেনাত্মানং প্রশংসসীতি দোষ-দৃষ্টিশূন্যায়েত্যর্থঃ। তেনান্যোঽপ্যেতদনসূয়ং প্রতি ব্রূয়াদিতি দর্শিতম্। যজ্‌জ্ঞাত্বা ত্বমশুভাৎ সংসারান্মোক্ষসে ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—নবম অধ্যায়ে স্বীয় ভক্তির মহোৎকর্ষ এবং ভক্তির উদ্দীপ্তিকর (ভক্তিপ্রদ) নিজের অদ্ভুত পরমেশ্বরতার বিষয় শ্রীহরি বলিয়াছেন।

বিজ্ঞানানন্দঘনস্বরূপ, অসংখ্য কল্যাণগুণরত্নসমূহের আধার এবং সর্ব্বেশ্বর আমি শুদ্ধভক্তির দ্বারা সুলভ; ইহা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় দুইটির দ্বারা বলিয়া এখন ভক্তির উদ্দীপক নিজের ঐশ্বর্য্য এবং সেই ভক্তির প্রভাব বলিতে ইচ্ছুক হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাই প্রশংসাপূর্ব্বক বলিতেছেন—'ইদমিতি ত্রিভিঃ'। এই জ্ঞান—অর্থাৎ আমার কীর্ত্তনাদিলক্ষণ ভক্তিরূপ—কেননা পরে—"এই ধর্ম্মের" এই উক্তি আছে এবং কীর্ত্তনাদির চিৎশক্তিবৃত্তিত্ব বিধায় এবং "জানিতে পারা যায় ইহার দ্বারা" এই নিরুক্তি হেতু। তাহা গুহ্যতম ইহা প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়াধ্যায়াদিতে উপদিষ্ট—দেহাদি ভিন্ন আত্মজ্ঞান গুহ্য। সপ্তমাধ্যায়াদিতে উপদিষ্ট আমার ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞান গুহ্যতর; কিন্তু নবমাধ্যায়াদিতে উপদেশ্য কেবলা ভক্তি-লক্ষণ এই জ্ঞান কিন্তু গুহ্যতম, ইহাই প্রকৃত অর্থ। তাহা আবার বিজ্ঞানসহিত—যাহা অবসানে আমার প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া দেয়, ইহাই তোমাকে বলিব। কিরূপ তোমাকে? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'অনসূয়ব ইতি'। যে আমার গুণাদিতে দোষারোপ করে না অর্থাৎ দয়া করিয়া তোমাকে দুর্ব্বোধ আমার রহস্য উপদেশ করিতেছি, সেই আমার উপর নিজের ঐশ্বর্য্য প্রখ্যাপন দ্বারা নিজের প্রশংসা করিতেছ, এইরূপ দোষদৃষ্টিরহিত তোমাকে বলিব। ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, অন্য কোনও উপদেষ্টা যেন ইহা অসূয়ারহিত ব্যক্তিকেই উপদেশ করে। যাহা জানিয়া তুমি অশুভ সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে ॥ ১ ॥

অনুভূষণ—বিজ্ঞানানন্দঘনস্বরূপ, অশেষ কল্যাণগুণরত্নের আলয়, সর্ব্বেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধভক্তির দ্বারা সুলভ ; ইহা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণন পূর্ব্বক বর্ত্তমানে ভক্তির উদ্দীপক নিজ ঐশ্বর্য্যের কথা ও তাহার প্রভাব বলিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্ব প্রথমে তাহারই প্রশংসা করিতেছেন। এই 'জ্ঞান' শব্দে কীর্ত্তনাদি লক্ষণ ভক্তিকেই বুঝাইতেছেন। পরে 'এই ধর্ম্মের' এই উক্তির দ্বারা কীর্ত্তনাদি চিচ্ছক্তির বৃত্তি বলিয়া উহাই জ্ঞান ; কারণ যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাকেই জ্ঞান বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১)।

অর্থাৎ আমি একমাত্র ভক্তি দ্বারাই লভ্য। তাহা কিন্তু গুহ্যতম। দ্বিতীয়াদি অধ্যায়ে উপদিষ্ট-আত্মজ্ঞান গুহ্য ; সপ্তমাদি অধ্যায়ে উপদিষ্ট ঐশ্বর্য্য জ্ঞান গুহ্যতর ; এবং নবমাদিতে উপদেশ্য কেবলা ভক্তিলক্ষণরূপ এই জ্ঞান কিন্তু গুহ্যতমই। এই জ্ঞান আবার বিজ্ঞান সহিত অর্থাৎ আমার অনুভব পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। তাহা তোমাকে বলিব।

এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানং মে পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥" (২।৯।৩০)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎসখা" ॥ (ভাঃ ১১।১১।৪৯)

শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণও শ্রীল সূত গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত।" (ভাঃ ১।১।৮)

অর্থাৎ স্নিগ্ধ স্বভাব প্রীতিশীল শিষ্যের নিকটই শ্রীগুরুবর্গ অতিশয় নিগূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করেন।

কিরূপ লোককে এই উপদেশ দেওয়া হয়, এই নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমার গুণাদিতে দোষারোপ যিনি করেন না অর্থাৎ দুর্গম নিজরহস্য সমূহ অনুকম্পাবশতঃ আমি স্বয়ং উপদেশ করিতে গিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য প্রখ্যাপণদ্বারা নিজেকে প্রশংসা করিতেছি, এই বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করেন না, সেই অসূয়ারহিত ব্যক্তিকেই আমি উপদেশ দিয়া থাকি ; এবং অন্য উপদেষ্টারও এই আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও এ বিষয়ে উপদেশ আছে,—

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥
যস্য দেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (৬।২২-২৩)

এস্থলে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬৪-৬৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ১॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২॥

অন্বয়—ইদম্ (ইহা) রাজবিদ্যা (বিদ্যার শ্রেষ্ঠ) রাজগুহ্যং (গোপ্য-বিষয়ের শ্রেষ্ঠ) উত্তমম্ পবিত্রম্ (নিরতিশয় পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্ম সঙ্গত) কর্ত্তুম্ (করিতে) সুসুখং (সুখকর) অব্যয়ম্ (অক্ষয় ফলপ্রদ)॥ ২॥

অনুবাদ—এই জ্ঞান সর্ব্ববিদ্যাশ্রেষ্ঠ, গুহ্যবিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতীব পবিত্র, সাক্ষাৎ অনুভব স্বরূপ, সর্ব্বধর্ম্ম-সাধক, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় অর্থাৎ নির্গুণ-ফলপ্রদ॥ ২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই জ্ঞানকে রাজবিদ্যা, সমস্ত-গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য, অত্যন্ত পাবিত্র্যসাধক, আত্মপ্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ, সমস্ত-ধর্ম্মসাধক, নির্গুণ এবং সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে॥ ২॥

শ্রীবলদেব—রাজবিদ্যেতি। বিদ্যানাং শাণ্ডিল্যবৈশ্বানরদহরাদ্দিশব্দপূর্ব্বাণাং রাজা রাজবিদ্যা; গুহ্যানাং জীবাত্মযাথাত্ম্যাদিরহস্যানাং রাজা রাজগুহ্যমিদং ভক্তিরূপং জ্ঞানম্;—"রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্য পরনিপাতঃ।" তথাত্বং প্রতিপাদয়িতুং বিশিনষ্টি,—উত্তমং পবিত্রং লিঙ্গদেহপর্য্যন্তসর্ব্বপাপপ্রশমনাৎ; যদুক্তং পাদ্মে,—"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥" ইতি,—ক্রমোঽত্র পর্ণশতকবেধবদ্‌বোধ্যঃ। প্রত্যক্ষাবগমম্—অবগম্যত ইত্যবগমো বিষয়ঃ, স যস্মিন্ প্রত্যক্ষোঽস্তি,—শ্রবণাদিকেঽভ্যস্যমানে তস্মিংস্তদ্বিষয়ঃ পুরুষোত্তমোঽহমাবির্ভবামি; এবমাহ সূত্রকারঃ,—"প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ" ইতি। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং গুরুশুশ্রূষাদি-ধর্ম্মৈর্নিত্যং পুষ্যমাণম্; শ্রুতিশ্চ,—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদ্যা।

কর্ত্তুং সুসুখং সুখসাধ্যম্,—শ্রোত্রাদিব্যাপারমাত্রত্বাৎ তুলসীপাত্রাম্বুচুলুকমাত্রোপ-করণত্বাচ্চ। অব্যয়মবিনাশি,—মোক্ষেঽপি তস্যানুবৃত্তেঃ। এবং বক্ষ্যতি,—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' ইত্যাদিনা; কর্ম্মযোগাদিকং তু নেদৃশমতোঽস্য রাজবিদ্যাত্বম্, তত্রাহুঃ,—রাজ্ঞাং বিদ্যা, রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি রাজ্ঞামিবোদারচেতসাং কারুণিকানামিব দিবমপি তুচ্ছীকুর্ব্বতামিয়ং বিদ্যা, ন তু শীঘ্রং পুত্রাদিলিপ্সয়া দেবানভ্যর্চ্চতাং দীনচেতসাং কর্ম্মিণাম্; রাজানো হি মহারত্নাদিসম্পদপ্যনিহ্নু-বানাঃ স্বমন্ত্রং যথাতিযত্নান্নিহ্নুয়তে তথান্যাং বিদ্যামনিহ্নুবানা মদ্ভক্তা এতামতি-যত্নান্নিহ্নুবীরন্নিতি; সমানমন্যৎ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—'রাজবিদ্যেতি'। শাণ্ডিল্য, বৈশ্বানর, দহরাদিশব্দপূর্ণ বিদ্যাসমূহের রাজা—শ্রেষ্ঠ, 'রাজবিদ্যা'। জীবাত্মার যথার্থতত্ত্বরহস্যসূচক গুহ্য-দিগের রাজা--'রাজগুহ্য' ইহা ভক্তিরূপ জ্ঞান।—"রাজদন্তাদিষ্বাতুপসর্জ্জনস্য পরনিপাতঃ" (এই পাণিনিসূত্রানুসারে পাণিনির মতে উপসর্জ্জনীভূতপদ পূর্ব্বে বসে কিন্তু 'রাজদন্তাদিষু পরম্' এই সূত্রানুসারে—বিদ্যা ও গুহ্য শব্দ পরেই ব্যবহৃত হইয়াছে)। তাহারই প্রকৃত স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিশ্লেষণ করা হইতেছে—উত্তম পবিত্র, লিঙ্গ-দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত পাপের প্রশমন হেতু। যাহা পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে —"ফলোন্মুখ, অপ্রারব্ধফল, কূট, বীজতুল্য পাপ ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু-ভক্তিতে রত ব্যক্তিদিগের লয় হইয়া যায়" ইতি। ক্রম শব্দের অর্থ এখানে একত্রে শতপত্রভেদের ন্যায় জানিবে। প্রত্যক্ষাবগম—যাহা অবগম (জানা) করা যায়, এই হেতু অবগম শব্দের অর্থ বিষয়। সে যে প্রত্যক্ষে আছে—শ্রবণাদির অভ্যাসরত সেই ব্যক্তিতে তদ্বিষয়ক পুরুষোত্তম আমি আবির্ভূত হই। এই প্রকারই সূত্রকার বলিয়াছেন—"প্রকাশ শুধু কর্ম্মের অভ্যাস হইতেই হয়।"—ইহা।

ধর্ম্ম্য—ধর্ম্ম হইতে অনপেত (অভ্রষ্ট)। গুরুশুশ্রূষাদিধর্ম্মের দ্বারা নিত্য পুষ্যমাণ। শ্রুতিও—"আচার্য্যবান্ পুরুষই জানেন", ইত্যাদির দ্বারা। ইহার অনুষ্ঠানে উত্তমসুখ অর্থাৎ সুখসাধ্য। শ্রোত্রাদি ব্যাপারমাত্র সাধ্য এবং পাত্রে তুলসী পত্র, জল গণ্ডুষ, মাত্রোপকরণত্বহেতু। অব্যয়—অবিনাশী, যেহেতু মোক্ষেও তাহার অনুবৃত্তি হয়, এই হেতু। এই রকম বলা হইবে—"ভক্তির দ্বারা আমাকে বিশেষরূপে জানে।" ইত্যাদির দ্বারা। কর্ম্মযোগাদি কিন্তু এই রকম নহে, এই জন্যই ইহার নাম রাজবিদ্যা। সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—

রাজাদের বিদ্যা, রাজাদের গুহ্য, ইহা রাজাদের মত উদার-চিত্তসম্পন্ন এবং কারুণিকদিগের ন্যায় স্বর্গকেও তুচ্ছজ্ঞানকারী লোকের মত এই বিদ্যা। কিন্তু অতি সত্বর পুত্রাদির লিপ্সাহেতু দেবতাদিগের বিশেষরূপে অর্চ্চনানিরত দীন-চিত্তসম্পন্ন কর্ম্মীদিগের ন্যায় নহে। রাজারা মহারত্নাদি সম্পদের উপর আসক্তি বা লোভ না রাখিয়া নিজের মন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রণাকে অতিশয় যত্নের সহিত গোপন করিয়া থাকেন, তেমন আমার ভক্তগণ অন্য বিদ্যার প্রতি আসক্তি সম্পন্ন না হইয়া অতিশয় যত্নের সহিত এই বিদ্যা যেন গোপন করে, অন্য সমস্ত সমানই আছে ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—শাণ্ডিল্য বিদ্যা, বৈশ্বানর বিদ্যা, দহর বিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যার রাজা—এই শুদ্ধা ভক্তি। জীবাত্মার যথার্থতত্ত্ববিষয়ক যাবতীয় গুহ্য রহস্যের রাজা—এই ভক্তিরূপ জ্ঞান।

ইহা উত্তম পবিত্রতাকারক, কারণ ইহাতে লিঙ্গ দেহ পর্য্যন্ত সর্ব্ব পাপ বিনাশ করে, কেবল দৈহিক পাপ-নাশক মাত্র নহে।

পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—

বিষ্ণু ভক্তিতে রত অর্থাৎ আসক্ত মহাত্মাগণের প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, কূট, বীজস্বরূপ যাবতীয় পাপ ক্রমশঃ নিঃশেষ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক-বাক্যে পাই,—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কাৎর্স্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥" (ভাঃ ৬।১।১৫)

অর্থাৎ কেবল বাসুদেব-পরায়ণ ভক্তগণ কেবলা ভক্তির দ্বারা সূর্য্যোদয়ে হিমরাশির দূরীভূত হওয়ার ন্যায়, সমগ্র পাপকে সমূলে ধ্বংস করিয়া থাকেন।

কেবলা ভক্তির দ্বারা যে আত্যন্তিক পাপ নাশের কথা পাওয়া যায়, উহাও আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপেই ঘটিয়া থাকে। তপস্যাদির দ্বারা কিন্তু তদ্রূপ হয় না। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—"ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ" (ভাঃ ৬।১।১৬)।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে শুদ্ধা ভক্তির ছয়টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে 'ক্লেশঘ্নী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহাতে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যানাশের কথাই পাওয়া যায়।

এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" (৩।৩৩।৬)

"কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ" (৪।২২।৩৯)

তৈস্তান্যঘানি.........তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া (৬।২।১৭)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, "ভক্তিরূপ জ্ঞান 'ত্বং' পদার্থ-জ্ঞান হইতেও পবিত্রতাকারক।

সুতরাং আত্মারাম পুরুষগণকেও আত্মারামত্ব ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণ-সেবারামত্বে আকর্ষণ করে। যেমন আছে, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো" (ভাঃ ১।৭।১০)। **প্রত্যক্ষাবগম স্বরূপ**—প্রত্যক্ষ অবগত হওয়া যায়, এইরূপ বিষয়। "শ্রবণাদি অভ্যাস-পরায়ণ ব্যক্তির সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-সমীপে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তদীয় টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥" (১১।২।৪২)

শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, "ভোজনকারী ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় সাধিত হয়, শরণাগত পুরুষের ভজনকালে সাধন দশাতেই সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি একসঙ্গেই অনুভব হইয়া থাকে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন সাধনে সাধকাবস্থায় এইরূপ প্রত্যক্ষ ফলানুভবের সম্ভাবনা নাই।"

গীঃ ১৮শ অধ্যায়ে "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

এবিষয়ে ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—

"প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাদিতি" (৩।২।২৫)

এই সূত্রের শ্রীবলদেবকৃত গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

শ্রীভগবানের ধ্যান-নির্ম্মিত অর্চ্চনাদি ক্রিয়ার অভ্যাস হইতে তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম্য—ইহা গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ত পূয়মান। শ্রুতিও বলেন, 'আচার্য্যবান্ ব্যক্তি সেই পুরুষকে জানেন।'

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—সর্ব্বধর্ম্মের অকরণেও সর্ব্বধর্ম্ম সিদ্ধ হয়, এ-সম্বন্ধে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের নারদের কথিত—"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণ-মচ্যুতেজ্যা ॥"

অর্থাৎ বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেমন তার স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতি তৃপ্ত হয়, প্রাণে আহার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে, সেইরূপ অচ্যুত অর্থাৎ বিষ্ণুর পূজার দ্বারা সকলের পূজা হইয়া থাকে।

গীতাতেও পাওয়া যাইবে,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।" (১১।২০।৩৩)

অন্যত্র

"সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্" (১।২।১৩)

সুখসাধ্য—কেবলা ভক্তিযাজনে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অনুষ্ঠানের ন্যায় কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। ইহা শ্রোত্রাদি ব্যাপারমাত্রেই অর্থাৎ শ্রবণাদির দ্বারাই সিদ্ধ হয়। ইহাতে এক গণ্ডুষ জল, তুলসী পত্র ও একটি ক্ষুদ্র পাত্র মাত্র উপকরণ প্রয়োজন।

শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতেও পাই,—

"ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসো" ॥ (ভাঃ ৭।৬।১৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"কুটুম্ব-প্রীণয়নে যে প্রকার ক্লেশ, শ্রীহরির প্রীতি-সাধনে তদ্রূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, তিনি সর্ব্বহৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান থাকায় অন্বেষণেরও কোন ক্লেশ নাই। সর্ব্বতঃ সর্ব্বপ্রকারে, এমন কি, মানসিক উপচারের দ্বারা, সেবার সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা, শ্রবণকীর্ত্তনাদি একটিমাত্র ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা, তাঁহার প্রীতি সাধিত হয় বলিয়া তন্নিমিত্ত শ্রমাভাব।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ" (ভাঃ ৩।১৯।৩৬)

অর্থাৎ যিনি অনন্যশরণ সরলচিত্ত নরমাত্রেরই সুখারাধ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন।
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন॥
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন।
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন॥" (আদি ৩।১০৪-১০৬)

গৌতমীয় তন্ত্রবাক্যে পাওয়া যায়,—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥"

অব্যয়—ইহা মোক্ষেও অবিনাশী। অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদির ন্যায় নশ্বর নহে। পরন্তু মুক্তির পর ইহা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহা অব্যয় ও নির্গুণ।

গীতায় ১৮শ অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোকে পরে ইহা পাওয়া যাইবে। কর্ম্ম-যোগাদি দ্বারা এরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই ইহার রাজ-বিদ্যাত্ব কথিত হইয়াছে। সেইজন্য ইহাকে 'রাজবিদ্যা' এবং 'রাজগুহ্য' বলা হয়। রাজাদিগের ন্যায় উদারচিত্তের, কারুণিক ব্যক্তিগণের ন্যায় স্বর্গকেও তুচ্ছকারী ব্যক্তিগণের এই বিদ্যা, কিন্তু শীঘ্র ফলকামী, পুত্রাদি কামনায় দেবতার অর্চ্চনাকারী দীনচিত্ত কর্ম্মীদিগের এই বিদ্যালাভ হয় না। রাজাগণ মহারত্নাদি সম্পদকেও ত্যাগ করিয়া যেমন স্ব-মন্ত্রণাকে অতিশয় যত্নের সহিত গুপ্ত রাখেন, সেই প্রকার আমার ভক্তগণ পূর্ব্বোক্ত অন্য বিদ্যা ত্যাগ করিয়া, এই ভক্তিরূপ বিদ্যাকে যত্নের সহিত গোপনে ধারণ করিয়া থাকেন॥ ২॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩॥

অন্বয়—পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্ম্মের) অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ (অশ্রদ্ধাবান্ পুরুষগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যুসংসার-বর্ত্মনি (মৃত্যুযুক্ত সংসার পথে) নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যাগমন করে)॥ ৩॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাশূন্য পুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুপূর্ণসংসার-মার্গে পরিভ্রমণ করে॥ ৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল, যেহেতু এই জ্ঞানের স্বরূপ যে সহজ বিশুদ্ধরতি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বদ্ধজীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধা-রূপে উদিত হয়। হে পরন্তপ! যে-সকল জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহারা এই পরমধর্ম্মরূপ ভগবদ্‌রতিপ্রসূ জ্ঞানকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া আমা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং দুরন্ত সংসারবর্ত্মে পতিত থাকে ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—নন্বেবং সুকরে ধর্ম্মে স্থিতে ন কোঽপি সংসরেদিতি চেত্তত্রাহ,—অশ্রদ্দধানা ইতি। ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং মদ্ভক্তিলক্ষণং ধর্ম্মং শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধপ্রভাবমপ্যশ্রদ্দধানা দৃঢ়বিশ্বাসেন তমগৃহ্নন্তঃ স্তুতিমাত্রমেবৈতদিতি যে মন্যন্তে, তে মৎপ্রাপ্তয়ে সাধনান্তরাণ্যনুতিষ্ঠন্তোঽপি ভক্ত্যবহেলনান্মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিতরাং বর্ত্তন্তে ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—এই জাতীয় সহজসাধ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিতে অবস্থিত হইলে কেহই সংসারে জন্মগ্রহণ করিবে না—ইহা যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'অশ্রদ্দধানা ইতি'। ধর্ম্মস্য ইহা কর্ম্মতে ষষ্ঠী। তাহার অর্থ—ধর্ম্মকে যাহারা অশ্রদ্ধা করে, এই আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-স্বরূপ ধর্ম্ম, যাহা বেদোক্ত প্রসিদ্ধপ্রভাব হইলেও তাহাতে কোন রকম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাহাকে অর্থাৎ আমার ভক্তি ধর্ম্মকে গ্রহণ না করিয়া, ইহা প্রশংসাবাদমাত্র ইহা যাহারা মনে করে, তাহারা আমাকে পাইবার জন্য অন্যান্য সাধনাদির অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তির প্রতি অবহেলা করায় আমাকে না পাইয়া মৃত্যুপূর্ণ সংসার-পথে সর্ব্বদা অবস্থান করে ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে ভক্তিকেই পরমফলপ্রদ ও অনায়াস-লভ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। সুতরাং অনেকের মনে হইতে পারে যে, এরূপ সুখসাধ্য উপায় থাকিতে, মানব কেন সংসারে নিপতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে? কারণ এতাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহজসাধ্য উপায় অনন্য মনে ও অবিচলিতভাবে আশ্রয় করিলে, তাহাকে আর সংসারে নিপতিত হইতে হয় না। এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, যাহারা ভক্তির এতাদৃশী মহিমা শ্রবণ করিয়াও এবং এই ভক্তিধর্ম্ম বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদিত ও প্রভাবসম্পন্ন জানিয়াও, ইহাতে অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ না করিয়া, ইহাকে অতিস্তুতিমাত্র মনে করে, এবং মৎ-

প্রাপ্তির জন্য অন্য সাধন অবলম্বন করতঃ মদীয় ভক্তি-ধর্ম্মকে অবহেলা করার ফলে, আমাকে না পাইয়া, অশেষ যন্ত্রণাযুক্ত মৃত্যুপূর্ণ সংসার মার্গে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

শ্রদ্ধাই ভক্তির মূলবীজ, এবং ভক্তির দ্বারাই ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ লভ্য হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী" ॥ (মধ্য ২২।৬৪)

শ্রীরূপ-শিক্ষাতেও শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥" (মধ্য ১৯।১৫১)

এই ভক্তিলতা বীজই শ্রদ্ধা, উহার আশ্রয়ে জীব শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্ত হইয়া প্রেমফল লাভ করিয়া থাকে। যে সকল ভাগ্যহীন ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদিত ভক্তিমার্গ অনাদর পূর্ব্বক অন্য উপায়ে শ্রীভগবান্‌কে পাইবার যত্ন করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"যং ন যোগেন...প্রাপ্নুয়াৎ যত্নবানপি" (১১।১২।৮) অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থায় যত্নবান্ হইলেও যাঁহাকে পাওয়া যায় না।

শ্রুতির স্তবেও পাই,—'য ইহ যতন্তি...উপায়খিদঃ ব্যসনশতান্বিতাঃ" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৩) এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,— "যাহারা গুরুচরণ পরিচর্য্যা (যাহা ভক্তিপথের প্রধান আশ্রয়) পরিত্যাগ করিয়া অন্য যোগাদি মার্গে মন দমন করিতে চায়, তাহারা স্ব স্ব উপায়-খিন্ন হইয়া বহু বিপদ সঙ্কুলান্বিতভাবে সংসার সিন্ধুতে অবস্থান করে।"

এতৎ বিষয়ে গীতার ৩।৩১, ৪।৪০, এবং ১২।২০ শ্লোক সমূহ আলোচ্য ॥ ৩ ॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—ইদম্ সর্ব্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া (অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি আমাকর্ত্তৃক) ততম্ (ব্যাপ্ত) সর্ব্বভূতানি (ভূতসমূহ) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত) অহম্ চ (আমি কিন্তু) তেষু (তৎসমূহে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই সমগ্র জগৎ অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তি আমাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সমুদয় ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থিত নহি ॥ ৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত-জগতে ব্যাপ্ত আছি; চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত, তাহা নয়; আমি—পূর্ণবিভু-চৈতন্য-স্বরূপ, আমার শক্তি-প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন। কিন্তু আমি পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ একটি পৃথক্ তত্ত্ব ॥ ৪ ॥

শ্রীবলদেব—অথ স্বভক্ত্যুদ্দীপকমদ্ভুত-স্বৈশ্বর্য্যমাহ,—ময়েতি। অব্যক্তা ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন ময়া সর্ব্বমিদং জগত্ততং ধর্ত্তুং নিয়ন্তুং চ ব্যাপ্তম্। অতএব সর্ব্বাণি চরাচরাণি ভূতানি ব্যাপকে ধারকে নিয়ামকে চ ময়ি স্থিতানি ভবন্তীতি তেষাং স্থিতির্মদধীনা; তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষ্বহং ন চাবস্থিতো মম স্থিতিস্তদধীনা নেত্যর্থঃ। ইহ নিখিলজগদন্তর্য্যামিণা স্বাংশেনান্তঃ প্রবিশ্য নিযচ্ছামি দধামি চেত্যুক্তম্; আহ চৈবং শ্রুতিঃ,—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনা; ইহাপি বক্ষ্যতি,—'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্' ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর স্বীয় ভক্তির উদ্দীপক স্বীয় অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের বিষয় বলা হইতেছে—'ময়েতি'। অব্যক্ত—ইন্দ্রিয়াতীত মূর্ত্তি বা স্বরূপ যাঁহার সেই আমি এই সমস্ত বিস্তৃত জগৎকে ধারণ করিতে এবং নিয়ন্ত্রণ করিতে পরিব্যাপ্ত আছি। অতএব সমস্ত চর ও অচর জীবগণ ব্যাপক, ধারক ও নিয়ামক আমাতেই অবস্থিত থাকে; এই হেতু তাহাদের স্থিতি আমারই অধীন। সেই সকল ভূতে আমি কিন্তু অবস্থিত নহি, আমার স্থিতি তাহাদের অধীন নহে, ইহাই অর্থ। এখানে নিখিল জগতের অন্তর্য্যামী আমার স্বীয় অংশের দ্বারা তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধারণ করিয়া থাকি; ইহাই বলা হইয়াছে। শ্রুতিও এই প্রকার বলিয়াছেন—"যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর আন্তর" ইত্যাদির দ্বারা, এখানেও বলা হইবে—"আমি সকলকে ধারণ করিয়া এই কৃৎস্ন জগৎকে" ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমানে স্বভক্তি-উদ্দীপক নিজ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের কথা কয়েকটি শ্লোকে বলিতেছেন,—এই সমগ্র জগৎ ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ-নিমিত্ত

অব্যক্তমূর্ত্তি আমা-কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত এবং চরাচর সর্ব্বভূত বা প্রাণী আমার অধীনেই অবস্থিত। আমি স্বাংশতত্ত্বের দ্বারা নিখিল অন্তর্য্যামীরূপে সকলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত আছি। এ বিষয়ে গীতা ১০।৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' (তৈত্তিরীয় ২।৬।২) আরও—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" (ঐ—৩।১)

বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো...আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ। (৩।৭।৩)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—

"অতএব 'মৎস্থানি'—কারণভূত পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ আমাতে স্থিত 'সর্ব্বাণি ভূতানি'—চরাচর জীব সমূহ অবস্থিত। এইরূপ হইলেও আমি অসঙ্গ বলিয়া স্বকার্য্য ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নহি।"

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের—"যঃ পঞ্চভূতরচিতে...বন্দে পরং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পুমাংসম্।"—৩।৩১।১৪ শ্লোক এবং "তস্মান্ন সন্ত্যমী"—১০।৮৫।১৪ শ্লোক আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

> "ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
> সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়"॥ (মধ্য ৬।১৪৩)॥ ৪॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫॥

অন্বয়—ভূতানি চ (ভূত সমূহও) ন মৎস্থানি (আমাতে স্থিত নহে) মে (আমার) ঐশ্বরম্ যোগম্ (অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্য) পশ্য (দর্শন কর) মম (আমার) আত্মা (স্বরূপ) ভূতভৃৎ (ভূতগণের ধারক) ভূতভাবনঃ চ (এবং ভূতগণের পালক) ন ভূতস্থঃ (পরন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহে)॥ ৫॥

অনুবাদ—ভূতসমূহও আমাতে অবস্থিত নহে, আমার অঘটন-ঘটন চাতুর্য্যময় অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্য দর্শন কর, আমার আত্মা ভূতগণের ধারক এবং ভূতগণের পালক হইলেও ভূতগণে স্থিত নহে॥ ৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যেহেতু আমি বলিলাম যে, আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত;

যেহেতু, আমার যে মায়াশক্তি-প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না, অতএব ইহাকে আমার ঐশ্বর-যোগ জ্ঞান করিয়া, আমার শক্তি-কার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহ-দেহীর ভেদ না থাকায় আমি—সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—নন্বতিগুরুং ভারং বহতস্তে মহান্ খেদঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—ন চেতি। ঘটাদাবুদকাদীনীব ভারভূতানি সংস্পৃষ্টানি চ ভূতানি ময়ি ন সন্তি। তর্হি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানীত্যুক্তির্বিরুদ্ধেতেতি চেত্তত্রাহ,—পশ্যেতি। মে ঐশ্বরং মদসাধারণং যোগং পশ্য জানীহি ;—"যুজ্যতেঽনেন দুর্ঘটেষু কার্য্যেষু" ইতি নিরুক্তের্যোগোঽবিচিন্ত্যশক্তিবপুঃ সত্যসঙ্কল্পতা-লক্ষণো ধর্ম্মস্তমিত্যর্থঃ। এতদেব বিস্ফুটয়তি,—ভূতভৃদিতি ; ভূতভৃৎ ভূতানাং ধারকঃ পালকশ্চাহং ভূতস্থো ভূতসংপৃক্তো নৈব ভবামি ; যতো মমাত্মা মন এব ভূতভাবনঃ সত্যসঙ্কল্পতা-লক্ষণেনৈশ্বরেণ যোগেনৈবাহং ভূতানাং ধারণং পালনঞ্চ করোমি, ন তু স্বমূর্ত্তিব্যাপারেণেত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদিনা। যদ্যপি স্বরূপান্ন মনো ভিন্নং, তথাপি সত্তা সতীত্যাদিবদ্বিশেষাদ্বাস্তবং ভেদকার্য্যমাদায়ৈব তথোক্তং বোধ্যম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—অতিশয় গুরুভার বহনশীল তোমার পক্ষে মহৎখেদ (কষ্ট) হইবে—ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'নচেতি'। ঘটাদিতে জলের মত আমাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত প্রাণিগণের (ভারবহনে কোন কষ্ট হয় না, অর্থাৎ) ভার আমাতে থাকে না। তাহা হইলে 'সমস্ত প্রাণী আমাতেই অবস্থান করে' এই উক্তির ব্যাঘাত হয়—ইহা যদি বল, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'পশ্যেতি,' আমার ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ আমার অসাধারণ যোগ দেখ অর্থাৎ জানিও। যোগশব্দের ব্যুৎপত্তি—"ইহার দ্বারা দুর্ঘট (দুঃসাধ্য) কার্য্যেতেও মন সংযোজিত হইয়া থাকে", এই নিরুক্তির দ্বারা যোগ শব্দের অর্থ—অচিন্তনীয়শক্তিস্বরূপ এবং সত্যসঙ্কল্পতাদিলক্ষণ ধর্ম্ম। ইহাই বিশেষরূপে বলা হইতেছে—'ভূতভৃদিতি,' ভূতভৃৎ—প্রাণীদিগের ধারক এবং পালক আমি কিন্তু প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত নহি। তাহাদের সহিত সংযুক্ত (মিলিত) হই না

(অতএব ভারও আমার বহন করিতে হয় না)। যেই হেতু আমার আত্মা—মনই ভূতভাবন অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পতালক্ষণ ঐশ্বরিক যোগের দ্বারাই আমি প্রাণীদিগকে ধারণ এবং পালন করিয়া থাকি ; কিন্তু স্বীয় মূর্ত্তির দ্বারা নহে। ইহাই অর্থ। শ্রুতিও এইরূপ বলিয়াছেন—"হে গার্গি ! এই অক্ষরের (নিত্য ও অপরিণামশীল ভগবানের) প্রশাসনেই (আজ্ঞায়) সূর্য্য ও চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত হইয়াই অবস্থান করিতেছে অথবা (এবং) এই অক্ষরেরই প্রশাসনে হে গার্গি ! অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী ধৃত হইয়াই অবস্থান করিতেছে" ইত্যাদির দ্বারা। যদিও আমার স্বরূপ হইতে আমার মন ভিন্ন নহে তথাপি সত্তা সতী ইত্যাদির ন্যায় বিশেষভাবে বাস্তবভেদকার্য্যকে গ্রহণ করিয়াই এইরূপ বলা হইয়াছে, জানিবে ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষকরতঃ বলেন যে, শ্রীভগবানের এবম্বিধভাবে সর্ব্বভূতগণকে ধারণ করিতে হইলে, অতিশয় গুরুতর ভারবহনজনিত ক্লেশ পাইতে হইবে। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, তাঁহার সংসর্গবিশিষ্ট প্রাণিগণ, ঘটে জলধারণের ন্যায় অবস্থিত নহে, কারণ তিনি অসঙ্গ। এ বিষয়ে যদি কেহ বলেন যে "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি"—এই ভগবদুক্তির কি প্রকারে সমাধান হইবে ? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, তাহা হইলে, আমার অসাধারণ যোগ-ঐশ্বর্য্যের বিষয় জান। আমি অবিচিন্ত্য শক্তিশালী এবং সত্যসঙ্কল্প ধর্ম্মবিশিষ্ট—সুতরাং তদ্দারাই দুর্ঘট কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা স্পষ্টভাবে বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন যে, আমি ভূতগণের ধারক ও পালক হইয়াও ভূতগণের সহিত সংপৃক্ত অর্থাৎ যুক্ত বা মিলিত নহি। যেহেতু আমার আত্মা অর্থাৎ মনই সত্যসঙ্কল্পতালক্ষণরূপ যোগের দ্বারা ভূতগণের ধারণ ও পালন করিয়া থাকে। নিজ স্বমূর্ত্তিতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে করিতে হয় না। আমার মন যাহা সঙ্কল্প করে, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে আমার ক্লেশের লেশ মাত্র নাই।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—যে শ্রীভগবানের প্রশাসনেই চন্দ্র ও সূর্য্য ধৃত হইয়া অবস্থান করে এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ধৃত হইয়া অবস্থান করে ইত্যাদি— (৩।৮।৯)।

যদিও শ্রীভগবানের স্বরূপ ও মন ভিন্ন নহে তথাপি সত্তা সতী ইত্যাদির ন্যায় বাস্তবভেদকার্য্যকে গ্রহণ করিয়াই এইরূপ বলা হইয়াছে, জানিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে টীকায় বলিয়াছেন যে, "মম—ভগবান্ আমাতে দেহদেহি-বিভাগ না থাকায়, 'রাহুর শির'—এখানে যেমন অভেদে ষষ্ঠী, সেইরূপ ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইয়াছে।"

"দেহদেহি-বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ",

শ্রীভগবানের এই অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,— "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ন যুজ্যতে।" (১।১১।৩৮) অর্থাৎ ইহাই ঈশ্বরের ঈশিতা যে তিনি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়াও প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা লিপ্ত হন না। এইরূপ অঘটন-ঘটনাই তাঁহার ঐশ্বরিক যোগ। ইহা কিন্তু মানব চিন্তার অতীত। তিনি ভূতগণের ধারক ও পালক হইলেও তাঁহার স্বরূপ ভূতস্থ নহেন অর্থাৎ ভূতগণের ন্যায় অহঙ্কারের আশ্রয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন—ইহাও তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি।

এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত গীতার অর্থ-কৈল পরচার॥ (আদি ৫।৮৯-৯০) ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

অন্বয়—যথা (যেরূপ) বায়ুঃ সর্ব্বত্রগঃ (সর্ব্বব্যাপী) মহান্ (অপরিসীম) [অপি—হইলেও] নিত্যং (নিরন্তর) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বাণি ভূতানি (যাবতীয় ভূতসমূহ) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (অবধারণ কর) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যেরূপ বায়ু সর্ব্বব্যাপী ও অপরিসীম হইলেও নিরন্তর আকাশে অবস্থিত থাকে, (কিন্তু তাহাতে আকাশের সঙ্গ হয় না), সেইরূপ যাবতীয় ভূতগণ আমাতে অবস্থান করে, (তথাপি আমি তাহাতে অবস্থিত নহি), ইহা অবগত হও ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইরূপ সম্বন্ধের জড়ীয় উদাহরণ সন্তোষকর নয়; অতএব এই তত্ত্ব-সম্বন্ধে বদ্ধ-জীবের ধারণা হয় না। কিন্তু কোন কোন অংশে একটি

উদাহরণ দেওয়া যায়, তাহা বলিতেছি ; বিচারপূর্ব্বক তুমি তাহার সম্যক্ ধারণা না করিতে পারিলেও উপধারণা করিতে পারিবে। আকাশ—একটি সর্ব্বব্যাপী বস্তু, তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণ্বাদির যে চালনা, তাহা সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট ; তথাপি আকাশ সকলের আধার হইয়াও সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ । তদ্রূপ আমার শক্তিতেই সর্ব্বভূতের উদয় ও গতি হইয়াও আকাশস্থানীয় আমি—সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মৎসংকল্পায়ত্তা স্থিতি-বৃত্তিশ্চেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি। যথা নিরালম্বে মহত্যাকাশে নিরালম্বো মহান্ বায়ুঃ স্থিতঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতি ; তস্য তস্য চ নিরালম্বতয়া স্থিতির্মৎসঙ্কল্পাদেব প্রবৃত্তিশ্চেত্যন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ,—"যস্তীষা বাতঃ পবতে" ইতি-শ্রুত্যন্তরাচ্চোপধারয়েতি। তথা সর্ব্বাণি স্থিরচরাণি ভূতানি মৎস্থানি তৈরসংস্পৃষ্টে ময়ি স্থিতানি ময়ৈব সঙ্কল্পমাত্রেণ ধৃতানি নিয়মিতানি চেত্যুপধারয় ; অন্যথা আকাশাদীনি বিভ্রংশেরন্নিতি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—চরাচর সমস্ত প্রাণিবর্গের আমারই সংকল্পায়ত্তাবস্থিতি ও বৃত্তি ; এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে—'যথেতি'। যেমন অবলম্বন (আধার) বিহীন মহৎ আকাশে নিরালম্ব মহৎ বায়ু থাকিয়াই সর্ব্বত্র গমন করে (তেমন) —সেই আকাশের ও বায়ুর নিরালম্বতাপূর্ব্বক অবস্থিতি ও কার্য্য আমার সংকল্প হইতেই। —ইহা অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ হইতেই শ্রুত হইতেছে ; যেই হেতু ('ভিয়া') (যাহার ভয়ে বা আদেশে) বায়ু প্রবাহিত হয়, এই জাতীয় অন্য শ্রুতি হইতেও জানিবে। সেই রকম স্থির ও চর সমস্ত ভূতই আমাতে অবস্থিত আছে, তাহাদের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট আমাতেই থাকে। আমিই সংকল্পের দ্বারাই (ইচ্ছা দ্বারাই) ধারণ করিয়া পরিচালনা করি ; ইহা জানিবে। যদি ইহা না করিতাম—তবে (নিরালম্ব আকাশ ও বায়ু) ভ্রষ্ট হইয়া যাইত। ইতি ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—চরাচর সর্ব্ব ভূতগণের ভগবদিচ্ছার অধীনেই যে স্থিতি ও বৃত্তি সাধিত হয়, তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন। অবলম্বনশূন্য মহৎ আকাশে মহাবায়ু যেমন অবস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র গমন করিতেছে, এতদুভয়ের স্থিতি ও প্রবৃত্তি অন্তর্য্যামী ভগবানের সঙ্কল্পানুসারেই হইয়া থাকে।

এতদ্বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৭ এবং কঠোপনিষদ ৬।৩ দ্রষ্টব্য। পরব্রহ্মের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, তাঁহারই ভয়ে

অগ্নি, চন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হইয়া থাকে। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ইহারা সকলে শ্রীভগবানের সংকল্পাধীন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এ বিষয়ে শ্রীরামানুজাচার্য্য বেদবিদ্ মহাজন বাক্য উদ্ধার করিতেছেন যে, —"মেঘোদয়, সমুদ্রের স্থিরতা, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, বায়ুরস্ফূরণ (ঝটিকাদি), বিদ্যুৎ প্রকাশ এবং সূর্য্যের দিন-রাত্রি-জননী গতি, এই সমুদয়ই বিষ্ণুর অনন্য সাধারণ অতিশয় আশ্চর্য্যজনক মায়ার বিচিত্রতা-প্রতিপাদক।"

সুতরাং স্থির-চর সমগ্র ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত হইয়াও আমার দ্বারা অসংস্পৃষ্টভাবে মৎকর্ত্তৃক সঙ্কল্পমাত্রেই ধৃত এবং নিয়মিত ; ইহা বিচার পূর্ব্বক নিশ্চয় কর। তাহা না হইলে, আকাশাদি ভ্রষ্ট হইয়া যাইত।

এ বিষয়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—"আকাশ জড় থাকিয়া অসঙ্গ এবং চেতনের অসঙ্গত্ব জগদধিষ্ঠানের অধিষ্ঠাতৃত্ব জন্য ইহা পরমেশ্বর বিনা অন্যত্র অসম্ভব, ইহা দ্বারাই অতর্ক্যত্ব সিদ্ধ, সেক্ষেত্রেও আকাশের দৃষ্টান্ত লোক সমূহের বুদ্ধি সহজে প্রবেশ করিবে বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয় ! কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব্বাণি ভূতানি (যাবতীয় ভূত) মামিকাম্ প্রকৃতিং (মদীয়া প্রকৃতিতে) যান্তি (লীন হয়) পুনঃ (পুনরায়) কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে), তানি (সেই সকলকে) অহং (আমি) বিসৃজামি (বিশেষভাবে সৃজন করি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয় ! প্রলয়কালে ভূতসমূহ মদীয়া প্রকৃতি মায়াতে লীন হয়, পুনরায় সৃষ্টিকালে তাহাদিগকে আমি বিশেষভাবে সৃজন করি ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কৌন্তেয় ! কল্প-সমাপ্তি হইলে সমস্ত ভূত আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে, এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতি-দ্বারা আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—স্বসংকল্পাদেব ভূতানাং স্থিতিরুক্তা। অথ তস্মাদেব তেষাং সর্গপ্রলয়াবাহ,—সর্ব্বেতি। হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে চতুর্ম্মুখাবসানকালে সর্ব্বাণি ভূতানি মৎসঙ্কল্পাদেব মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি। প্রকৃতিশক্তিকে ময়ি বিলীয়ন্তে কল্পাদৌ পুনস্তান্যহমেব 'বহু স্যাম্' ইতি সঙ্কল্পমাত্রেণ বৈবিধ্যেন সৃজামি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভগবানের নিজের সংকল্প হইতেই প্রাণীদিগের অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। অনন্তর সেই সঙ্কল্প হইতেই তাহাদের সৃষ্টি ও প্রলয় হয়—ইহা বলা হইতেছে—'সর্ব্বেতি'। হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ চতুর্ম্মুখের অবসানকালে সমস্ত প্রাণীই আমার সংকল্প হইতেই মৎ সম্বন্ধীয়া প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিশক্তি-স্বরূপবিশিষ্ট আমাতে লয় হয়, কল্পের আদিতে পুনঃ সেইগুলি আমিই 'বহু হইব' এই সংকল্পমাত্রেই বিবিধরূপে সৃজন করি ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে ভূতগণের স্থিতির বিষয় বলিয়া এক্ষণে তাঁহার সঙ্কল্পানুসারে যে সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে তাহাই বলিতেছেন। কল্পক্ষয়ে ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত পরমায়ু অতীত হইলে যে প্রাকৃতিক প্রলয় ঘটে, তাহাতে শ্রীভগবানের সঙ্কল্পানুসারেই তাঁহার বহিরঙ্গশক্তি-প্রকৃতিতেই ভূতগণ প্রবেশ করিয়া থাকে এবং পুনরায় কল্পারম্ভে শ্রীভগবানই স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিবিধ প্রকারে সৃজন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—'আমি বহু হইব'।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"দ্বিপরার্দ্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে।" (১২।৪।৫-৬) ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—স্বাম্ প্রকৃতিং (স্বীয় প্রকৃতিতে) অবষ্টভ্য (অধিষ্ঠান করিয়া) প্রকৃতের্বশাৎ (প্রকৃতির স্বভাব বশতঃ) অবশং (কর্ম্মপরতন্ত্র) ইমং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) ভূতগ্রামম্ (ভূতসকলকে) [অহং—আমি] পুনঃ পুনঃ (বার বার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করিয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত প্রকৃতির বশহেতু কর্ম্মপরতন্ত্র এই সমগ্র ভূতসমূহকে আমি পুনঃ পুনঃ সৃজন করি ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই ভূতজগৎ—আমারই প্রকৃতির অধীন। উহারা প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া ইচ্ছাময় আমা-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়; আমি আমার প্রকৃতি-দ্বারা তাহাদিগকে সৃষ্টি করি ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—প্রকৃতিমিতি। স্বামাত্মীয়াং ত্রিগুণাং প্রকৃতিমবষ্টভ্যাধিষ্ঠায়

সঙ্কল্পমাত্রেণ মহদাদ্যাত্মনা পরিণতে ময়েমং চতুর্ব্বিধং ভূতগ্রামং বিসৃজামি পুনঃপুনঃ কালে কালে। কীদৃশমিত্যাহ,—প্রকৃতেঃ প্রাচীনকর্ম্মবাসনায়া বশাৎ প্রভাবাদবশং পরতন্ত্রং তথা চাচিন্ত্যাশক্তেরসঙ্গস্বভাবস্য মম সঙ্কল্পমাত্রেণ তত্তৎ কুর্ব্বতো ন তৎসংসর্গগন্ধো, ন চ কোঽপি খেদলেশ ইতি ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—'প্রকৃতিমিতি', স্বীয়-আত্মসম্পর্কীয়-সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা ত্রিগুণা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া সংকল্পমাত্রেই মহদাদি স্বরূপে পরিণত করিয়া এই জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজরূপ চতুর্ব্বিধ প্রাণীসমূহ পুনঃ পুনঃ ও যথাকালে সৃজন করি। কীদৃশ? তাহাই বলা হইতেছে—প্রকৃতির অর্থাৎ প্রাচীন কর্ম্ম বাসনার বশেই অর্থাৎ প্রভাবেই অবশ অর্থাৎ পরাধীন, অতএব সিদ্ধান্ত এই, অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন অসঙ্গ-স্বভাব আমি সংকল্পমাত্রেই তাহা করিয়া থাকি বলিয়া তাহার সহিত (প্রকৃতির সহিত) আমার কোন সংসর্গ-গন্ধের লেশমাত্রও নাই। অতএব তাহাতে আমার কোনও খেদ-লেশ নাই ॥ ৮ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ঈক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতির দ্বারা ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে যে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপ চতুর্ব্বিধ প্রাণীসমূহ প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিল, সেই কর্ম্মাদি-পরবশ অস্বতন্ত্র-ভাবাপন্ন সকলকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করেন। প্রাচীন কর্ম্ম-বাসনাযুক্ত প্রকৃতির প্রভাবেই এই সৃষ্টি কার্য্য হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ও অসঙ্গ স্বভাব বিশিষ্ট। তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই সৃষ্টি-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং সেজন্য তাঁহার সংসর্গগন্ধ বা কোনপ্রকার খেদের লেশ থাকিতে পারে না।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।" (৪।৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুনময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥ (৩।২৬।৪) ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

অন্বয়—ধনঞ্জয় ! তেষু কর্ম্মসু (সেই কর্ম্ম সকলে) অসক্তং (অনাসক্ত) চ (ও) উদাসীনবৎ আসীনং (উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত) মাম্ (আমাকে) তানি কর্ম্মাণি (সেই কর্ম্ম সমূহ) ন নিবধ্নন্তি (বদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয় ! সেই সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত আমাকে, সেই সকল কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কিন্তু, হে ধনঞ্জয় ! সেই সকল কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না ; আমি সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীনবৎ থাকি। আমি বাস্তব উদাসীন নই, চিদানন্দে সর্ব্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী আমার মায়া ও তটস্থা-শক্তিই এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমার স্বরূপ তদ্দ্বারা বিচালিত হয় না ; ইহারা মায়ার বশীভূত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধ-চিদানন্দ-বিলাসের পুষ্টিই হয়। জড়ীয়-ব্যাপার-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য-ভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয় ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ বিষমাণি সৃষ্টিপালনলক্ষণানি কর্ম্মাণি বৈষম্যাদিনা ত্বাং বধ্নীয়ুরিতি চেত্তত্রাহ,—ন চেতি। তানি বিষমসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি ন ময়ি বৈষম্যাদি প্রসঞ্জয়ন্তি। তত্র হেতুগর্ভবিশেষণম্—উদাসীনবদিতি। জীবানাং দেবমানবতির্য্যগাদিভাবে তত্তদভ্যুদয়তারতম্যে চ তেষাং পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণ্যেব কারণানি ; অহং তেষু বিষমেষু কর্ম্মস্বৌদাসীন্যেন স্থিতোঽসক্ত ইতি ন ময়ি বৈষম্যাদি-দোষগন্ধঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন" ইত্যাদিনা। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বং ন সিদ্ধ্যেদত উক্তম্,—উদাসীনবদিতি ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—সৃষ্টি ও পালনরূপ কার্য্যের মধ্যে পরস্পর বৈষম্য অর্থাৎ বিরোধ থাকায়, এই বৈষম্যাদিভাবহেতু তাহারা তোমাকেও বন্ধন করিবে। ইহা যদি বলা হয়—তদুত্তরে বলা হইতেছে—'ন চেতি'। সেই সকল বিষমসৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মগুলি আমার উপর বৈষম্যাদির আপত্তি জন্মাইতে পারে না। এই সম্পর্কে হেতুগর্ভ বিশেষণের কথা বলা হইতেছে—'উদাসীন-বদিতি'। দেবতা, মানব ও তির্য্যগাদিভেদে জীবসমূহের উৎপত্তিতে তত্তৎ অভ্যুদয়ের তারতম্যে তাহাদের জন্মজন্মার্জিত কর্ম্মগুলিই কারণ বলিয়া জানিবে। আমি কিন্তু সেই সব পরস্পর বিষমকর্ম্মেতে অতিশয় ঔদাসীন্যভাবেই অবস্থান করিয়া থাকি। অতএব আমি তাতে অসক্ত বলিয়া আমাতে বৈষম্যাদি-দোষের লেশমাত্রও নাই। এই প্রকারই বলিয়াছেন সূত্রকার—আমার

"বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য নাই" (পরমাত্মস্বরূপ আমি বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যে সংস্পৃষ্ট নহি), ইত্যাদির দ্বারা। যদি বল উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল কিরূপে? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—'উদাসীনবদিতি'—উদাসীনের মত ॥ ৯ ॥

অনুভূষণ—নানাবিধ বৈষম্যযুক্ত সৃষ্টি ও পালন-লক্ষণ কর্ম্মের দ্বারা শ্রীভগবানের জীববৎ বন্ধন হয় না। কারণ পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, শ্রীভগবান্ অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ও অসঙ্গ-স্বভাববিশিষ্ট। এক্ষণে পুনরায় বলিতেছেন যে, তিনি এই সকল কার্য্য অনাসক্তের ন্যায় করিয়া থাকেন। দেব, মানব, তির্য্যগাদি-ভাবে যে ভূতগণের অভ্যুদয়ের তারতম্য ঘটে, তাহা তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফলেই হইয়া থাকে। এইসকল বৈষম্যযুক্ত কর্ম্মে তিনি উদাসীন হইয়াই অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন। সেইজন্য তাঁহার ইহাতে বৈষম্যের গন্ধও থাকিতে পারে না। এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—"ভগবানের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য নাই" (২।২।৭)। কেহ যদি বলেন, ঔদাসীন্যের দ্বারা কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না, সেইজন্য বলিয়াছেন, উদাসীনের ন্যায়। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন যে, "অন্য উদাসীন যেমন বিবদমান অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ দুঃখ-শোকাদি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, আমিও সেইরূপ।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স এব বিশ্বং সৃজতি, স এবাবতি, হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণ-কর্ম্মভিঃ ॥" (৪।১১।২৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ ॥" (আদি ৫।৮৬) ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! ময়া অধ্যক্ষেণ (আমার অধ্যক্ষতায়) প্রকৃতিঃ সচরাচরম্ (চরাচর সহিত বিশ্বকে) সূয়তে (উৎপাদন করে) অনেন হেতুনা (এই কারণে) জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয়) ॥ ১০ ॥

সহিত এই বিশ্বকে উৎপাদন করে এবং আমার এই অধ্যক্ষতা-হেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—প্রকৃতি—আমারই শক্তি ; আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করেন। আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে ; সেই কটাক্ষ-দ্বারা চালিত হইয়া এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—তৎ প্রতিপাদয়তি,—ময়েতি। সত্যসঙ্কল্পেন প্রকৃত্যধ্যক্ষেণ ময়া সর্ব্বেশ্বরেণ জীবপূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণতয়া বীক্ষিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে জনয়তি বিষমগুণা সতী,—অনেন জীবপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণেন মদ্বীক্ষণেন হেতুনা তজ্জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনরুদ্ভবতি। হে কৌন্তেয়! শ্রুতি-শ্চৈবমাহ,—"বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্। ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ। সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ ॥" ইতি সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনঞ্চ ন বিরুদ্ধম্। "যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে" ইত্যাদি স্মরণাচ্চৈতদেবং মদধিষ্ঠাতৃমাত্রং খলু প্রকৃতেরপেক্ষ্যম্। মদ্বিনা কিমপি কর্ত্তুং ন সা প্রভবেৎ,—ন হসতি রাজ্ঞঃ সিংহাসনাধিষ্ঠাতৃত্বে তদমাত্যাঃ কার্য্যে প্রভবঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে—'ময়েতি'। সত্যসঙ্কল্প ও জড়া প্রকৃতির অধ্যক্ষ অর্থাৎ পরিচালক সর্ব্বেশ্বর আমাকর্ত্তৃক জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব (জন্মার্জিত) কর্ম্মানুবন্ধহেতু বীক্ষিতা প্রকৃতি এই সচরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করিয়া থাকে, বিষমগুণা হইয়া। এই জীবের পূর্ব্বপূর্ব্ব কর্ম্মানুসারী আমার বীক্ষণের হেতু সেই জগতের বিপরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জগতের উদ্ভব হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—"(বিকৃত) জগতের জননী (কারণ) অজ্ঞা, অষ্ট প্রকারা ও নিত্যা ও ধ্রুবসত্য। প্রকৃতিকে ধ্যানকারী ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অধ্যাসিতা হইয়া (সৃষ্টির উপযোগী সম্পর্ক হইলে,) এবং তাঁহার দ্বারাই প্রেরিত হইয়া প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ জগৎকে বিস্তৃত (সৃষ্টি) করে এবং পুরুষার্থও সাধন করে, এইরূপেতেই প্রকৃতি ও জগতের আমি অধিষ্ঠাতা।" এই সন্নিধিমাত্রে আমার অধিষ্ঠাতৃত্বনিবন্ধন কর্ত্তৃত্ব, অথচ ঔদাসীন্যও বিরুদ্ধ হইল না, "যেমন সন্নিধিমাত্রেই গন্ধ ক্ষোভের কারণ হইয়া

থাকে” ইত্যাদি বাক্য স্মরণহেতু। এইরূপ আমার অধিষ্ঠাতৃত্বমাত্র প্রকৃতির অপেক্ষণীয়। কারণ আমি ভিন্ন (সেই জড়া) প্রকৃতি কোন কিছুই করিতে সক্ষম হয় না—লৌকিক দৃষ্টান্তও এই, রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে তাঁহার অমাত্যগণ কোন কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ উদাসীন হইয়া কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে প্রতিপাদন করিতেছেন। তিনি সত্যসঙ্কল্প, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বা চালক, সর্ব্বেশ্বর, গুণাধীশ ও মায়ার অধীশ্বর। সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে জড়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও নিমিত্ত-কারণ, তাঁহার কটাক্ষের দ্বারা চালিত হইয়াই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রসব করিয়া থাকে। প্রকৃতি তাঁহার অধ্যক্ষতায় সৃজন-শক্তি লাভ করে নতুবা জড়া-রূপা প্রকৃতি সৃজন করিতে পারে না।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই,—

“একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥” (৬।১১)

ঐ শ্রুতিতে আরও পাওয়া যায়,—

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং
সর্ব্বমিদং জগৎ ॥” (৪।৯-১০)

পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রকৃতি সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান-মাত্রই সৃষ্টি-বিষয়ে প্রকৃতির অপেক্ষা। ভগবানের সান্নিধ্য-মাত্রেই তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং সৃষ্টি-বিষয়ে শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব ও উদাসীনতা উভয়ই যুক্তিযুক্ত।

দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, সিংহাসনের অধিষ্ঠাতৃত্বে রাজা বর্ত্তমান না থাকিলে, তাঁহার অমাত্যবর্গ যেমন কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম, সেইরূপ শ্রীভগবানের সান্নিধ্য না থাকিলে, তাঁহার প্রকৃতি স্বকীয় কার্য্যসাধনে অসমর্থ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—“যেরূপ অম্বরীষাদির ন্যায় কোনও ভূপতির প্রকৃতিই রাজ্যকৃত্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, এস্থলে উদাসীন ভূপতির সত্তামাত্র ইতি। যেরূপ তাঁহার রাজসিংহাসনে সত্তামাত্র বিনা প্রকৃতি বা প্রজাবৃন্দ কিছুই

করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপই আমার অধিষ্ঠানলক্ষণ অধ্যক্ষত্ব বিনা জড়া প্রকৃতিও কিছুই করিতে সমর্থ নহে—এই ভাব।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎকারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার দর্শন॥
জগৎকারণ নহে, প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
এতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥" (আদি ৫।৫৬, ৫৯-৬১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ।" (৪।১১।১৭)

ঐতরেয়োপনিষদ্ বলেন,—

"স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা।" (১।১।১)

নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণ পঙ্গু ও অন্ধ এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ ন্যায়ের দ্বারা যে সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। "পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি" (ব্রঃ সূঃ ২।২।৭) দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥**

অন্বয়—ভূতমহেশ্বরম্ (ভূতসমূহের পরমেশ্বর) মম (আমার) পরং ভাবং (প্রকৃষ্টতত্ত্ব) অজানন্তঃ (অপরিজ্ঞাত হইয়া) মূঢ়াঃ (মূর্খগণ) মানুষীং তনুম্ (মনুষ্য-শরীর) আশ্রিতং (গৃহীত) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে) ॥১১॥

অনুবাদ—সর্ব্বভূতের মহেশ্বর আমার পরমতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া মূর্খগণ আমাকে মনুষ্যশরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে অর্থাৎ প্রাকৃত মনে করে ॥ ১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির

করিবে যে, আমার স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময় এবং আমার শক্তি আমার অনুগ্রহে সমস্ত কার্য্য করে ; কিন্তু আমি—সমস্ত-কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড়জগতে আমি যে লক্ষিত হইতেছি, সে'ও কেবল আমার অনুগ্রহ ও স্বীয় শক্তিপ্রভাব। আমি—জড়বিধি-সকলের অতীত তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও স্বস্বরূপে প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করে, সে তাহাদের মায়াবদ্ধ-বুদ্ধির কার্য্যমাত্র। আমার পরমভাব তাহা নয় ; আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মধ্যমাকার-স্বরূপ হইয়াও, আমার শক্তি-দ্বারা আমি যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল অচিন্ত্যশক্তিক্রমেই ঘটে। মূঢ়লোকেরা আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি এবং এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত-ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না ; অতএব অবিদ্বৎ-প্রতীতি দ্বারা আমাকে একটি ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হইয়াছে তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে 'নিত্য সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব' বলিয়া বুঝিতে পারেন ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব—নন্বীদৃশমহিমানং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে ? তত্রাহ,—অবজানন্তীতি। ভূতমহেশ্বরং নিখিলজগদেকস্বামিনং সত্যসঙ্কল্পং সর্ব্বজ্ঞ মহাকারুণিকঞ্চ মাং মূঢ়াস্তেঽবজানন্তি। অত্র প্রকারং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি,—মানুষীমিতি মানুষসন্নিবেশিনীং মানুষচেষ্টাবহুলাং তনুং শ্রীমূর্ত্তিমাশ্রিতং তাদাত্ম্য সম্বন্ধেন নিত্যং প্রাপ্তং মামিতররাজকুমারতুল্যঃ কশ্চিদুগ্রপুণ্যো মনুষ্যোঽয়মিতি বুদ্ধ্যাবমন্যন্ত ইত্যর্থঃ। মানুষী তনুঃ খলু পাঞ্চভৌতিক্যেব, ন চ ভগবত্তনুস্তাদৃশী —"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়" ইতি "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্" ইতি শ্রবণাৎ, তথাত্বে তদবজ্ঞাতৃণাং মৌঢ্যান্ধ্যযোগাদ্ ব্রহ্মাদিবন্দ্যত্বাযোগাস্চ এবং বুদ্ধিস্তেষাং কুতো যয়া তে মূঢ়া ভণ্যন্তে ? তত্রাহ,—পরমিতি পরমসাধারণং ভাবং স্বভাবমজানন্তঃ মানুষাকৃতেস্তস্য জ্ঞানানন্দাত্মত্ব-সর্ব্বেশত্ব-মোক্ষদত্বাদি স্বভাবানভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সতি তনুমাশ্রিতমিত্যুক্তির্বিশেষবিভাবস্তু ভেদকার্য্যমাদায় বোধ্যা। যত্তু, বসুদেবসূনোর্দ্বারকাধিপতেঃ সূতিকাগৃহে

দ্বিভুজত্বাদত উক্তম্—"বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" ইতি, বদন্তি তান্নরব-ধানম্ ;—'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' ইতি তদুক্তেঃ, 'তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন' ইতি পার্থপ্রার্থনয়া চতুর্ভুজং তং প্রতি 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপম্' ইত্যাদি পার্থ-বাক্যাচ্চ তস্মান্মানুষ্যসংনিবেশিত্বমেব তত্তনোর্মনুষ্যত্বমিত্যুক্তম্—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি" ইতি শ্রীবৈষ্ণবে, "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" ইতি শ্রীভাগবতে চ। মনুষ্যচেষ্টাপ্রাচুর্য্যাচ্চ তস্যাস্তত্ত্বম্। যথা মনুষ্যোঽপি রাজা দেববৎ সিংহবচ্চ বিচেষ্টনান্নৃদেবো নৃসিংহশ্চ ব্যপদিশ্যতে, তস্মাদ্-দ্বিভুজশ্চতুর্ভুজশ্চ স মনুষ্যভাবেনোক্তহেতুদ্বয়াদ্ব্যপদিশ্যঃ। ন খলু ভুজভূম্না পরেশত্বম্,—কার্ত্তবীর্য্যাদৌ ব্যভিচারাৎ, বিভুচৈতন্যত্বং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বং বা পরেশত্বম্ ; তচ্চ দ্বিভুজেঽপি তস্মিন্নস্ত্যেব তচ্ছ্রুতম্ ন চ দ্বিভুজত্বং সাদি,—"সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালি-নমীশ্বরম্" ইতি তস্যানাদিসিদ্ধত্বশ্রবণাৎ প্রাকৃতঃ শিশুরিত্যত্র—প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈব ব্যক্তঃ শিশুরিত্যেবার্থঃ। তস্মাদ্বৈদূর্য্যমণৌ নানারূপাণি ইব তস্মিন্ দ্বিভুজত্বাদীনি যুগপৎ সিদ্ধান্যেব যথারুচ্যুপাস্যানীতি শান্তোদিতত্ব-নিত্যোদিতত্ব-কল্পনা দূরোৎসারিতা ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—এতাদৃশ মহিমাসম্পন্ন তোমাকে কেন কেহ কেহ সমাদর করে না ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—'অবজানন্তীতি'। ভূত-মহেশ্বর—পাঞ্চভৌতিক চরাচর সকল জগতের এক অধীশ্বর, (প্রভু, নিয়ামক) সত্যসঙ্কল্পবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও মহাকারুণিক আমাকে সেই সমস্ত মূর্খেরা অবজ্ঞা করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে কারণ কি ? তাহাই বিশদভাবে বলা হইতেছে—'মানুষীমিতি'। আমি মানুষের আকৃতি সংযুক্ত—মানুষের চেষ্টাবহুল তনু অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি সমাশ্রয়ী অর্থাৎ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে নিত্যপ্রাপ্ত আমাকে মনে করে—এই ব্যক্তি অন্য কোন রাজকুমারতুল্য বিশেষ পুণ্যশালী মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছে। এই জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে ; মনুষ্যদেহ—পাঞ্চভৌতিকই ; ভগবানের দেহ কিন্তু এই রকম পাঞ্চভৌতিক নহে। "সচ্চিদানন্দরূপ কৃষ্ণকে" (নমস্কার বা অর্পণ করি) ; ইহা, "সেই এক সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দকে" এইরূপ উল্লেখ শুনা যায়। সেই রকম হইলে অর্থাৎ মানুষ বুদ্ধিতে আমাকে অবজ্ঞা করিলে—সেই অবজ্ঞাকারিগণের মূর্খতা হেতু ও কৃষ্ণের ভগবত্ত্বস্বরূপের প্রতি অন্ধত্বহেতু, ব্রহ্মাদির অবন্দনীয়তাপত্তিহেতু এই প্রকার বুদ্ধি তাহাদের

হইয়া থাকে ; কি কারণে হইয়া থাকে,—যেই বুদ্ধির জন্য তাহারা মূর্খরূপে পরিগণিত হয়। এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'পরমিতি'।

(আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) পরম—অসাধারণ ভাব—স্বভাব না জানিয়াই মনুষ্যাকৃতিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানানন্দস্বরূপত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব ও মোক্ষদাতৃত্বাদি স্বভাবের জ্ঞান না থাকায়, ইহাই প্রকৃত অর্থ। এই প্রকার হইলে, মানুষী তনু-আশ্রিত —এই উক্তি হইল কেন ? তাহার উত্তর—বিশেষরূপ প্রতিভাত স্বরূপ ভেদ-কার্য্যকে গ্রহণ করিয়াই জানিবে। কিন্তু বসুদেবের পুত্র দ্বারকাধিপতির সূতিকাগৃহে আবির্ভূত স্বরূপই তাঁহার স্বকীয়, চতুর্ভুজত্ব-হেতু ; তারপর ব্রজে যাইবার সময় স্বরূপ কিন্তু দ্বিভুজত্ব-হেতু মানুষ। অতএব শ্রীভাগবতে বলা হইয়াছে—"তিনি প্রাকৃত সাধারণ শিশু হইলেন"। এইরূপ যাহারা বলে, তাহা নিরবধান। "মানুষী তনুকে আশ্রিত (শ্রীকৃষ্ণ)" এই রকম উক্তিহেতু। "সেই চতুর্ভুজরূপের দ্বারাই" এইরূপ অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে চতুর্ভুজ সেই কৃষ্ণের প্রতি "দেখিয়া এই মনুষ্যরূপকে" ইত্যাদি অর্জ্জুনের বাক্য হইতেও। অতএব মানুষের আকৃতি ও চেষ্টার সন্নিবেশিত্বকেই সেই কৃষ্ণদেহের মনুষ্যত্ব ইহা বলা হইল—"যেখানে নরাকৃতি পরব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতীর্ণ"—ইহা বিষ্ণুপুরাণেও ; "গূঢ় (গোপনীয়) পরব্রহ্ম মনুষ্য-চিহ্নযুক্ত"—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে। (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) মনুষ্যচেষ্টার প্রাচুর্য্যহেতু সেই চেষ্টারই প্রকৃত ভগবত্তত্ত্ব। যেমন রাজা মনুষ্য হইয়াও দেবতার ন্যায় এবং সিংহের ন্যায় চেষ্টাসম্পন্ন হওয়ায় সেই রূপ মানুষকে নরদেব ও নরসিংহ বলা হয়। অতএব তিনি দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ (এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন) মনুষ্যভাবের উক্ত হেতুদ্বয় হইতে। বাহু—ভুজের মহিমায় তাঁহার (সেই কৃষ্ণের) পরেশত্ব হয় না। যেইহেতু কার্ত্তবীর্য্যাদিতে ব্যভিচার হয়। অর্থাৎ সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য, তাহাকে তো বিভু বলা হয় না। তবে পরেশত্ব কি নিবন্ধন ? উত্তর—বিভুচৈতন্যত্ব-নিবন্ধন ও জগতের জন্মাদি-হেতুত্বই পরেশত্ব (অর্থাৎ পরমেশ্বরত্ব)। তাহা দ্বিভুজবিশিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণেও আছেই, তাহা শুনা যায়। দ্বিভুজত্ব কার্য্য সাদি নহে।—"সৎপদ্ম নয়ন মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাপরিপূর্ণ বনমালী ঈশ্বরকে" এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের অনাদি-সিদ্ধত্ব শ্রবণহেতু ; 'প্রাকৃত শিশু,' এখানে প্রকৃতিদ্বারা অর্থাৎ স্বরূপের দ্বারাই ব্যক্ত শিশু ইহাই অর্থ। অতএব বৈদূর্য্যমণিতে নানাবিধরূপের ন্যায় সেই

শ্রীকৃষ্ণে দ্বিভুজত্বাদি যুগপৎ সিদ্ধ হয়ই। অতএব যথারুচি উপাসনার যোগ্য (চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজরূপে)। এই হেতু শান্তোদিতত্ব ও নিত্যোদিতত্ব কল্পনা অত্যন্তভাবে নিরাকরণ করা হইল ॥ ১১ ॥

অনুভূষণ—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতের মহেশ্বর, নিখিল জগতের একমাত্র স্বামী, সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ এবং মহাকারুণিক, তথাপি মূঢ় লোকেরা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। শ্রীকৃষ্ণ মানবের ন্যায় দেহ-সন্নিবিষ্ট এবং মানবোচিত বহুল ক্রিয়া-সম্পাদক হইলেও, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে নিত্য প্রাপ্ত। কিন্তু তথাপি অজ্ঞ নরাধমেরা তাঁহাকে ইতর রাজকুমার তুল্য জনৈক প্রভাবশালী মনুষ্যমাত্র মনে করিয়া অবজ্ঞা করে। মনুষ্যমাত্রই পাঞ্চভৌতিক শরীরধারী; কিন্তু শ্রীভগবানের দেহ কখনই সেরূপ নহে। শ্রুতিও শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সচ্চিদানন্দায় কৃষ্ণায়" এবং "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্," ইত্যাদি। কিন্তু যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বন্দনীয়, যাঁহার মহিমার অন্ত নাই, মূঢ়তাহেতু অন্ধযোগবশতঃ দুরাত্মারা তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা তাঁহার অসাধারণ পরমভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, সেই মানবাকারধারী পরমেশ্বরের জ্ঞানানন্দত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, মোক্ষ-দাতৃত্ব ইত্যাদি স্বভাব বুঝিতে অক্ষম।

এরূপ হইলে 'তনুমাশ্রিতম্' এই উক্তি, বিশেষরূপে প্রতিভাত ভেদ-কার্য্যকে গ্রহণ করিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু বসুদেব-পুত্র, দ্বারকাধিপতির সূতিকাগৃহে আবির্ভূত স্বরূপই চতুর্ভুজত্ব হেতু তাঁহার স্বকীয়; তারপর দ্বিভুজ মনুষ্যরূপেই ব্রজে গমন করিলেন। অতএব উক্ত হইয়াছে "প্রাকৃত শিশু হইলেন" ইহা যাহারা বলে, তাহা অবধানের বিষয় নহে। 'মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া' এই উক্তি হইতে; সেই চতুর্ভুজরূপেই,—ইহা অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে সেই চতুর্ভুজের প্রতিই 'এই মানুষরূপ দর্শন করিয়া' ইত্যাদি অর্জ্জুনের বাক্য হইতে জানা যায়। অতএব মনুষ্যদেহ সন্নিবেশিত্বই তাঁহার তনু অর্থাৎ মনুষ্যত্বই উক্ত হইয়াছে। যেমন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়, 'কৃষ্ণাখ্য নরাকৃতি পরব্রহ্ম যেখানে অবতীর্ণ' এবং শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—"পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গ"। সুতরাং মনুষ্যচেষ্টা-প্রচুর তাই তাঁহার তত্ত্ব। কোন রাজা মনুষ্য হইয়াও দেবতার ন্যায়, সিংহের ন্যায় চেষ্টা-বিশিষ্ট

হইলে, তাহাকে দেবতা বা সিংহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, সুতরাং দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ তিনি মনুষ্যভাবে উক্ত হেতুদ্বয় হইতে নির্দ্দেশের বিষয়। কেবল-মাত্র ভুজ-মহিমায় পরেশত্ব নহে, কারণ কার্ত্তবীর্য্যাদির বহু ভুজ থাকিলেও তাহারা পরেশতত্ত্ব নহে। বিভুচৈতন্যত্ব ও জগতের জন্মাদি হেতুত্বই পরমেশ্বরত্ব। তাহা দ্বিভুজ হইয়াও তাঁহাতে আছেই, ইহা শুনা যায়; দ্বিভুজত্বকে 'আদি' বলা চলে না, কারণ শ্রুতিতেও 'পুণ্ডরীকলোচন, মেঘাভ, বিদ্যুতাম্বর, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাধারী, বনমালী ঈশ্বরকে, ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার অনাদি-সিদ্ধত্ব শ্রুতি-সম্মত, 'প্রাকৃত শিশু'—ইহা এস্থলে প্রকৃতির দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপের দ্বারাই ব্যক্ত, ইহাই অর্থ। যেমন বৈদূর্য্যমণিতে নানারূপ, সেইপ্রকার তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণে) দ্বিভুজত্বাদি রূপসমূহ যুগপৎ সিদ্ধই। রুচি অনুযায়ী উপাস্য। শান্তোদিতত্ব-নিত্যোদিতত্বের কল্পনা দূরীকরণ করা হইল।

অনেকের ধারণা শ্রীকৃষ্ণের দেহ জীববৎ প্রাকৃত ও নশ্বর। কেহ আবার এরূপ মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ নশ্বর হইলেও দেহী বস্তুটি পরমেশ্বর, কিন্তু কূর্ম্মপুরাণ বলেন,—

"দেহদেহিবিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

শ্রীভাগবতে শ্রীশুকবাক্যেও পাওয়া যায়,—

"শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ।"

শ্রীকৃষ্ণের এই মানুষী তনুতেই চতুর্ভুজত্ব এবং যুগপৎ পরম মাধুর্য্যময়ী দ্বিভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মানুষী তনু প্রাকৃত নহে পরন্তু নিত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মস্বরূপ, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রুতি বলেন,—"ওঁ সচ্চিদানন্দায় কৃষ্ণায়," "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্" "দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্"॥

ব্রহ্মসংহিতা বলেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা" ঋগ্বেদ-(১।২২।১৬৬।৩১)

"তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি"—১।৫৪।৬ ঋক্।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ ৭।১০।৪৮)

"সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্"—(ভাঃ৭।১৫।৭৫)

"যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ"—(ভাঃ ৯।২৩।২০)

"যদয়ং নৃলিঙ্গঃ গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ"—(ভাঃ ১০।৪৪।১৩)

"দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ।"

(ভাঃ ১০।৪৮।২২)

অর্থাৎ ভক্ত অক্রূর শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন—আপনার দেহাদি উপাধি নিরূপিত নহে, একারণ আপনার জন্ম তথা দেহ-দেহীর ভেদ থাকিতে পারে না। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"অতএব আপনার দেহাদির উপাধিত্ব-অভাব হেতু জীবের ন্যায় আপনার সাক্ষাৎ পৈতৃক-ধাতুসম্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না, কিন্তু আবির্ভাবাত্মক জন্ম হইয়া থাকে।"

"গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেঽব্যয়ে"—ভাঃ ১১।৫।৪৯

"বপুষা যেন ভগবান্...সর্ব্বলোকমলাপহম্"—ভাঃ ১১।৬।৪।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীবাসী জনৈক বিপ্রকে বলিয়াছেন—

"'কৃষ্ণনাম' 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত সমান।
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ ॥
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৭)"

শ্রীমহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-আকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬)

শ্রীমহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিয়াছেন,—

"'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান ॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ—সব চিদাকার।

চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার'॥
চিদানন্দ—দেহ তাঁর, স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১১১-১১৩)
"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৫)
"চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি' মানি।
এই বড় 'পাপ'—সত্য চৈতন্যের বাণী॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৩৫)

শ্রীকৃষ্ণের মানুষীতনুর পরম ভাব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥" (মধ্য ২১।১০১)

"শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-লীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম-লীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্ম-শিবাদি ও গুণাবতার-লীলা, পৃথুব্যাসাদি আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি-লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্ত ক্রীড়াময় ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে, তারতম্য-বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল বিশিষ্ট নহে।—(শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য)।

বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে প্রতিপাদিত ও ব্রহ্মা, শিবাদির বন্দ্য শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ মানুষীতনুকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা, মূঢ় তো বটেই, অধিকন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগা ও অপরাধী, তাহারা কর্ম্মজ্ঞানাদি কোন পথেই সুফল লাভ করিতে পারে না। ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে পাওয়া যাইবে। এইরূপ ভগবদবজ্ঞার ফলে তাহাদের কি গতি হয়? এ-সম্বন্ধে গীঃ ১৬।১৯-২০ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ ও নির্ব্বিশেষ-বিচারপরায়ণ মায়াবাদিগণ অপ্রাকৃত ভগবত্তনুকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন আর প্রাকৃত সহজিয়াগণও যোগমায়া-প্রকটিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাকে তাহাদের নশ্বর ভোগান্তর্গত মনে করিয়া, অপ্রাকৃতত্বে প্রাকৃতত্বের আবর্জ্জনা নিক্ষেপকরতঃ চিন্ময় ভগবত্তনুর

অবজ্ঞাই করিয়া থাকেন ; আর যাহারা শ্রীবলদেবতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সচ্চিদানন্দময় বপুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া জড়ীয় শৌক্র-বিচার আরোপ করে, তাহারাও অত্যন্ত অপরাধী ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—[তে—তাহারা] মোঘাশা (বিফল-আশাসম্পন্ন) মোঘকর্ম্মাণঃ (নিষ্ফলকর্ম্মা) মোঘজ্ঞানাঃ (বৃথা-জ্ঞানী) বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া) মোহিনীং (মোহকরী) রাক্ষসীম্ (তামসী) আসুরীম্ চ (এবং রাজসী) প্রকৃতিং এব (প্রকৃতিকেই) শ্রিতাঃ (আশ্রিত) [ভবন্তি—হয়] ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তাহারা বিফল আশা-সম্পন্ন, নিষ্ফল-কর্ম্মা, বৃথাজ্ঞানী ও বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া বুদ্ধিমোহকরী তামসী ও রাজসী প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদি বল, অবিদ্বৎপ্রতীতি কি-জন্য উদিত হয়, তবে শুন। মূঢ়লোকেরা রাক্ষসী ও আসুরী-প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায়, তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান নিরর্থক হয় এবং লোকপ্রাপ্তির আশা-দ্বারা তাহাদের চিত্ত কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত হয়। তুচ্ছফলদ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত তাহারা আর বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না ; যদি কখনও জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে অভেদবাদরূপ দুষ্ট-জ্ঞান-দ্বারা তাহাদের বিদ্যা-লোপ হয়। তখন তাহারা মনে করে যে, 'আমার এই মূর্ত্তি—মায়াময়ী, এবং আমি—ঈশ্বর, ব্রহ্ম অপেক্ষা হীনতত্ত্ব !! আমার উপাসনা-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে নির্গুণব্রহ্ম-লাভ হইবে।' ফল এই হয় যে, অবশেষে রাক্ষস ও আসুর স্বভাব-দ্বারা তাহাদের দৈবী-প্রকৃতি লুপ্তা হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ পাঞ্চভৌতিক-মানুষতনুমানুগ্রপুণ্যঃ পুরুতেজাঃ কোঽপ্যয়মিতি ভাবেন ত্বামবজানতাং কা গতিঃ স্যাত্তত্রাহ,—মোঘেতি। যদি তে ঈশ্বর-ভক্তা অপি স্যুস্তদাপি মোঘাশা নিষ্ফলমোক্ষবাঞ্ছাঃ স্যুঃ ; যদি তেঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মনিষ্ঠাস্তদা মোঘকর্ম্মাণঃ পরিশ্রমরূপাগ্নিহোত্রাদিকাঃ স্যুঃ ; যদি তে জ্ঞানায় বেদান্তাদিশাস্ত্রপরিশীলিনস্তদা মোঘজ্ঞানা নিষ্ফলতদ্বোধাঃ স্যুঃ। এবং কুতঃ ? যতস্তে বিচেতসঃ নিত্যসিদ্ধমনুষ্যসন্নিবেশি-সাক্ষাৎ-পরব্রহ্মমদবজ্ঞাজনিতপাপপ্রতিবদ্ধবিবেকজ্ঞানা ইত্যর্থঃ। অতএবমুক্তং বৃহদ্বৈষ্ণবে,—"যো

বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্ত-বিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ" ইতি। তর্হি তে কিং ফলং লভন্তে? তত্রাহ,—রাক্ষসীং হিংসাদিপ্রচুরাং তামসীং আসুরীং কামগর্ব্বাদিপ্রচুরাং রাক্ষসীং মোহিনীং বিবেকবিলোপিনীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতা নরকে নিবাসার্হাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—পাঞ্চভৌতিক মনুষ্যতনুযুক্ত উগ্রপুণ্যশীল, প্রচুর তেজঃ-সম্পন্ন কেহ ইনি হইবেন—এই ভাবের দ্বারা তোমাকে অবজ্ঞাকারীর কি প্রকার গতি হইবে? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'মোঘেতি'। যদি তাহারা ঈশ্বরের ভক্তও হয়, তাহা হইলেও মোঘাশাসম্পন্ন অর্থাৎ নিষ্ফল মোক্ষবাঞ্ছাযুক্তই হইবে। যদি তাহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে মোঘকর্ম্মা অর্থাৎ তাহাদের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিশ্রমরূপে পরিণত হয়। যদি তাহারা জ্ঞানের জন্য বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন (চর্চ্চা) করে, তাহা হইলে মোঘজ্ঞান-সম্পন্ন অর্থাৎ নিষ্ফল বেদান্ত-বোধ সম্পন্নই হইয়া থাকে। এই প্রকার কেন হয়? যেহেতু তাহারা বিচেতা অর্থাৎ নিত্য-সিদ্ধ-মনুষ্য-মূর্ত্তি ও চেষ্টাসম্পন্ন আমাকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মরূপে না জানার কারণেই অবজ্ঞা-জনিত পাপে প্রতিবদ্ধ-বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত অর্থ। অতএব বলা হইয়াছে—বৃহৎ বৈষ্ণব শাস্ত্রে—"যে-ব্যক্তি পরমাত্মা ভগবান্ শ্রিকৃষ্ণের দেহ, পাঞ্চভৌতিক মনে করে, তাহাকে বৈদিক ও স্মার্ত্ত—সকল কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবে। তাহার মুখ দেখিলে (পাপক্ষালনার্থ) সচেল (বস্ত্র সহ) স্নান করিবে; ইহা। তাহা হইলে তাহারা কি ফল লাভ করে? তাহাই বলা হইতেছে—রাক্ষসী—হিংসাদিময়ী রাক্ষসী ও তামসী—অর্থাৎ আসুরী যাহা অসুর-ভাবপ্রচুরা অর্থাৎ কামগর্ব্বাদিপ্রচুরা, বিবেক-লোপকারিণী মোহিনী প্রকৃতিকে—স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া নরকে নিবাসের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অনুভূষণ—যাহারা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ কলেবরকে পাঞ্চভৌতিক দেহযুক্ত উগ্র পুণ্যবান্, মহাতেজস্বী কোন মানুষ বিশেষ মনে করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাদের কি গতি হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—যদি তাহারা ঈশ্বর-ভক্ত হয়, তাহা হইলে চরমে তাহাদের মোক্ষ-বাঞ্ছা নিষ্ফল হইয়া থাকে, অর্থাৎ সালোক্যাদিরূপ কোন ফল লাভ করিতে পারে না। যদি তাহারা

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ কেবল পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়; কারণ তাদৃশ জনগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনই স্বর্গাদিফল প্রদান করিতে পারে না। আর যদি তাহারা জ্ঞান লাভের নিমিত্ত বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন পরায়ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের সেই শাস্ত্রজ্ঞান নিষ্ফল হইয়া থাকে, কারণ তদ্দ্বারা তাহারা কখনই মোক্ষ-লাভে-সমর্থ হয় না। যদি বলা যায়, এরূপ হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—এই নিত্যসিদ্ধ মনুষ্যরূপসন্নিবিষ্ট আমাকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম জানিতে না পারিয়া আমার অবজ্ঞা জনিত-পাপে, তাহাদের বিবেক ও জ্ঞান প্রতিবদ্ধ হওয়ায়, তাহারা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়াছে। বৃহদ্বৈষ্ণব শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে ভৌতিক বলিয়া মনে করে, সে শ্রুতি ও স্মৃতির বিধানানুসারে যাবতীয় কর্ম্মের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহার মুখ দেখিলেও তৎক্ষণাৎ পরিধেয় বস্ত্রসহ স্নান করিবে।" এক্ষণে যদি জিজ্ঞাস্য হয় যে, এবম্বিধ ব্যক্তি কি ফল প্রাপ্ত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তাহারা হিংসাদিবহুল-তামসী, কামগর্ব্বাদি-বহুল-রাক্ষসী এবং বিবেক-বিলোপ-কারিণী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নরকবাস-যোগ্যভাবে কাল যাপন করে।

ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যাহারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিকে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাকৃত মনুষ্য-মাত্র মনে করে, তাহাদের যাগ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শাস্ত্রচর্চ্চা, সদুপদেশ, এমন কি, ঈশ্বরের উপাসনা সকলই বৃথা, তাদৃশ ভগবজ্‌জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিগণ হিংসাপরায়ণ রাক্ষসের ন্যায় এবং ক্রূরকর্ম্মা অসুরের ন্যায় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকৃতি তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপকরতঃ দেহকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম করায় এবং নরকবাসের যোগ্য-কর্ম্মে লিপ্ত করাইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—পার্থ! মহাত্মানঃ (মহাত্মারা) তু (কিন্তু) দৈবীং প্রকৃতিং (দৈব প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) অনন্যমনসঃ (অনন্যচিত্ত) [সন্তঃ—হইয়া] মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (ভূতগণের কারণ) অব্যয়ম্ (অব্যয়)

অনুবাদ—হে পার্থ! মহাত্মারা কিন্তু, দৈব-প্রকৃতিকে আশ্রয়পূর্ব্বক অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকেই ভূতগণের আদি ও অবিনশ্বর জানিয়া ভজন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ! যাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারাই মহাত্মা; তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছফলদ কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী অভেদবাদরূপ শুষ্কজ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকল-ভূতের আদি ও অব্যয় আমার এই কৃষ্ণস্বরূপকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া ভজন করেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব—তর্হি কে ত্বামাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ,—মহাত্মান ইতি। যে নরাকৃতি-পরব্রহ্মমত্তত্ত্ববিৎসৎপ্রসঙ্গেন তাদৃশমন্নিষ্ঠয়া বিস্তীর্ণাগাধমনসো মদীয়েঽপি সহস্রশীর্ষাদ্যাকারেঽরুচয়স্তে মনুষ্যা অপি দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ সন্তো নরাকৃতিং মাং ভূতাদিবিধিরুদ্রাদি-সর্ব্বকারণমব্যয়ং নিত্যঞ্চ জ্ঞাত্বা নিশ্চিত্য ভজন্তি সেবন্তে, অনন্যমনসো নরাকার এব ময়ি নিখাতচিত্তাঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কাঁহারা তোমাকে আদর করিয়া থাকেন? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে,—'মহাত্মান ইতি'। যাঁহারা নরাকৃতি পরমব্রহ্ম আমার তত্ত্ববিৎ সৎসঙ্গের দ্বারা আমার প্রতি তাদৃশ একনিষ্ঠভাবে ভক্তি পরায়ণ হইয়া বিস্তারিত অগাধমনা হন, ও সহস্রশীর্ষাদি মদীয় আকারেও অভিরুচিসম্পন্ন হন না, এই জাতীয় মানুষেরাই দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নরাকৃতি আমাকে প্রাণিগণের আদি, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি সকলের কারণস্বরূপ অব্যয় এবং নিত্য বলিয়া জানিয়া অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া অনন্য মনে আমার ভজনা করেন; আমারই (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা করিয়া থাকেন। অনন্যমনা হইয়া নরাকার আমাতেই নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ ॥ ১৩ ॥

অনুভূষণ—তাহা হইলে কাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের আদর করেন, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যাঁহারা নরাকৃতি পরব্রহ্ম-স্বরূপ আমার-তত্ত্ববিৎ-সাধুসঙ্গের দ্বারা আমার প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠাহেতু বিস্তীর্ণ ও অগাধমনা হইয়াছেন, তাঁহারা সহস্র-শীর্ষাদি আকার মদীয় হইলেও তাহাতে রুচি সম্পন্ন হন না, তাদৃশ মহাত্মারা মনুষ্য হইলেও দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক নরাকৃতি আমাকে ভূতগণের আদি, ব্রহ্মা রুদ্রাদি সকলের কারণ, অব্যয় ও

নিত্য নিশ্চয় করিয়া; অনন্য মনে অর্থাৎ অনন্য ভক্তিসহকারে নরাকার আমাতেই নিখাতচিত্ত অর্থাৎ গ্রথিতচিত্ত হইয়া ভজনা করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, "যাঁহারা মহাত্মা অর্থাৎ যাদৃচ্ছিক আমার ভক্তের কৃপায় মহাত্মত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কিন্তু মানুষ হইলেও দেবগণের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার মনুষ্যাকারেরই ভজনা করিয়া থাকেন। "অনন্যমনা অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্ম, অন্য কামনাদিতে যাঁহাদের মন নাই, তাঁহারা।" 'মহাত্মা' সম্বন্ধে গীঃ ৭।১৯ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শ্রীপদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

এ-বিষয়ে গীঃ ১৬।৬ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে॥ (৩।২৫।৪০)

আরও পাওয়া যায়,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥" (ভাঃ ৩।২৫।৪৪)

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ মহাত্মা কে?—তাহা নির্ণয় করিয়াছেন॥ ১৩॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪॥

অন্বয়—[তে—তাঁহারা] সততং (সর্ব্বদা) মাং (আমাকে) কীর্ত্তয়ন্তঃ (কীর্ত্তন করিতে করিতে) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (এবং দৃঢ়ব্রত) [সন্তঃ—হইয়া] যতন্তঃ (যত্ন করিতে করিতে) ভক্ত্যা (ভক্তি-সহকারে) নমস্যন্তঃ চ (প্রণাম করিতে করিতে) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্তভাবে) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন)॥ ১৪॥

অনুবাদ—তাঁহারা সতত আমার কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া যত্ন করিতে করিতে ও ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতে করিতে, নিত্যযুক্ত-ভাবে আমাকে ভজন করেন॥ ১৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই বিদ্বৎ-প্রতীতি-যুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাস্য-লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক-ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ 'একাদশী', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি-ব্রতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক-কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য সংসার-নির্ব্বাহ-কালে ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীবলদেব—ভক্তিপ্রকারমাহ,—সততমিতি দ্বয়েন। সততং সর্ব্বদা দেশকালাদি-বিশুদ্ধিনৈরপেক্ষেণ মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ সুধা-মধুরাণি মম কল্যাণগুণ-কর্ম্মানুবন্ধীনি গোবিন্দ-গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি নামান্যুচ্চৈরুচ্চারয়ন্তো মামুপাসতে, নমস্যন্তশ্চ মদর্চ্চনা-নিকেতনেষু গত্বা ধূলিপঙ্কাক্তেষু ভূতলেষু দণ্ডবৎ প্রণিপতন্তো ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ। কীর্ত্তয়ন্তো মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। 'চ'-শব্দো-ঽনুক্তানাং শ্রবণার্চ্চনবন্দনাদীনাং সমুচ্চায়কঃ। যতন্তঃ সমানাশয়ৈঃ সাধুভিঃ সার্দ্ধং মৎস্বরূপগুণাদিযাথাত্ম্যনির্ণয়ায় যতমানাঃ; দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়ান্যস্খলিতা-ন্যেকাদশীজন্মাষ্টম্যুপোষণাদীনি ব্রতানি যেষাং তে; নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগং বাঞ্ছন্তঃ "আশংসায়াং ভূতবচ্চ" ইতি সূত্রাদ্বর্ত্তমানেঽপি ভূত-কালিক-'ক্ত' প্রত্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভক্তির প্রকারের বিষয় বলা হইতেছে—'সততমিত্যাদি' দুইটি শ্লোকে। সতত—সর্ব্বদা দেশকালাদির বিশুদ্ধিকে অপেক্ষা না করিয়া আমাকে (ও আমার গুণাবলীকে) কীর্ত্তন করিতে করিতে সুধা-মধুরূপ আমার কল্যাণকর গুণ-কর্ম্ম প্রভৃতি অর্থাৎ গোবিন্দ, গোবর্দ্ধন-ধারণ-উদ্ধরণাদি নামগুলি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া আমাকে উপাসনা করে এবং যথায় আমার অর্চ্চনা হয় সেই মন্দিরে যাইয়া ধূলি ও কর্দ্দমলিপ্ত ভূতলে ভক্তি-ভরে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতে করিতে এবং আমার নামাদি কীর্ত্তন করিয়া আমার উপাসনা করে। ইহাই অর্থাৎ আমার কীর্ত্তনাদিই আমার উপাসনা—এই বাক্যের অর্থ। এই হেতু 'মাম্' পদটির পুনরুক্তি হইল না। এখানে "চ" শব্দ অনুক্ত শ্রবণ-অর্চ্চনা ও বন্দনাদি শব্দের সমুচ্চায়ক। যত্নশীল—সমান অভিপ্রায় ও বাসনা-সম্পন্ন সাধুগণের সহিত আমার স্বরূপ ও গুণাদি

যথার্থভাবে নির্ণয়ের জন্য চেষ্টারত ব্যক্তিগণ। দৃঢ়ব্রত—দৃঢ়ভাবে অর্থাৎ অস্খলিত-রূপে একাদশী ব্রত (উপবাস) ও জন্মাষ্টমী ব্রত (উপবাসাদি), ব্রতগুলি যাঁহাদের তাঁহারা। নিত্যযুক্ত—আমারই সহিত ভাবী নিত্য সংযোগ-অভিপ্রায়শীল ব্যক্তিগণ। "আশংসায়াং ভূতবচ্চ" এই সূত্র অনুসারে বর্ত্তমান-কালেও অতীতকালীয় 'ক্ত' প্রত্যয় ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ মহাত্মা কাঁহারা ? তাহা বর্ণন পূর্ব্বক এক্ষণে তাঁহারা কি করেন ? তাহাই বলিতেছেন। যাঁহারা অনন্য ভক্তি-সহকারে শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারাই মহাত্মা ; আর সেই মহাত্মাদিগের ভজন প্রকার বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারা সতত আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সতত শব্দে সর্ব্বদা অর্থাৎ দেশকালাদির বিশুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া সুধামধুর, কল্যাণ-গুণ-কর্ম্মানুবন্ধী গোবিন্দ, গোবর্দ্ধনধারী ইত্যাদি আমার নাম সমূহ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। আমার অর্চ্চনা-নিকেতনাদিতে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য ধূলি-পঙ্কাদি-প্রলিপ্ত ভূতলে ভক্তিভরে অর্থাৎ প্রীতির সহিত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণিপাত করেন। আমার কীর্ত্তনাদিই আমার উপাসনা। এস্থলে কীর্ত্তনাদি বলিতে, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি সমুদায় ভক্ত্যঙ্গকেই বুঝায়। সমান বাসনাযুক্ত সাধুগণের সহিত একত্রিত হইয়া তাঁহারা আমার স্বরূপ, গুণাদির যথার্থ-তত্ত্ব নিরূপণে যত্নশীল থাকেন। তাঁহারা একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহ অস্খলিতভাবে দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়া থাকেন। আমার সহিত এবম্বিধ ভক্তিমূলে নিত্য-সংযোগই তাঁহাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (৬।৩।২২)

এই কীর্ত্তনরূপা ভক্তিতে দেশ, কাল বা পাত্রাদির শুদ্ধির অপেক্ষা নাই। "ন দেশ নিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানু-কীর্ত্তনে।" (বৈষ্ণব-চিন্তামণি বাক্য) স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়,—"চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।" আরও পাওয়া যায়—'ন দেশকালাবস্থাত্ম-

শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষ্যতে।' শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" (শিক্ষাষ্টক)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"যেরূপ দীন গৃহস্থেরা কুটুম্ব-পালনের জন্য ধনীদিগের দ্বারে ধনের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে ; তদ্রূপ আমার ভক্তগণ কীর্ত্তনাদি-ভক্তি লাভের জন্য সাধুগণের সভায় যত্ন করিয়া থাকেন এবং ভক্তি লাভ করিয়াও তাঁহারা অধীয়মাণ শাস্ত্র-সমূহের পাঠের ন্যায় পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাস করিয়া থাকেন। এতবার নামগ্রহণ, এতবার প্রণতি এবং এই প্রকার পরিচর্য্যা অবশ্য করণীয় ইত্যাকার দৃঢ় ব্রত বা নিয়ম যাঁহাদের তাঁহারা।"

নববিধা-ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে পাওয়া যায়,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং.........সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥" (৭।৫।২৩)

শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করিতেন। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ···যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥" (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥
'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের 'বহু' অঙ্গ-সাধন ॥" (মধ্য ২২।১২৯-১৩০)

মহাভাগবতের নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।"—(১১।২।৩৮) শ্লোক আলোচ্য।

কিরূপ সাধুর সঙ্গে শ্রীভাগবতার্থ আস্বাদন করা যাইবে, সে-বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাওয়া যায়,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।" ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—অন্যে অপি চ (অন্য কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা) যজন্তঃ (যজন করিতে করিতে) একত্বেন (অভেদভাবে) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ -

ভাবে) বহুধা (নানাদেবরূপে) বিশ্বতোমুখম্ (সর্ব্বাত্মক্) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অন্য কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজন করিতে করিতে, কেহ অভেদভাবে, কেহ পৃথক্‌ভাবে, কেহ নানাদেবতারূপে, কেহ বা সর্ব্বাত্মক্‌ভাবে আমাকে উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে অর্জ্জুন! অনন্য-ভক্তসকল যে আর্ত্তাদি-ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 'মহাত্ম'-পদবাচ্য ; তাহা আমি তোমাকে অনেক প্রকারে দেখাইলাম। সম্প্রতি অনুক্তপূর্ব্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন আর তিনপ্রকার ভক্ত আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। সেই তিনপ্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ (১) 'অহংগ্রহোপাসক', (২) 'প্রতীকোপাসক' এবং (৩) 'বিশ্বরূপোপাসক' বলিয়া থাকেন। উক্ত তিনপ্রকার ন্যূন-ভক্তদিগের মধ্যে (১) 'অহংগ্রহোপাসক' প্রধান ; তিনি আপনাকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান-সহকারে উপাসনা করেন। ইহাই পরমেশ্বর-যজনরূপ একপ্রকার যজ্ঞ ; এই অভেদ-জ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজনপূর্ব্বক অহংগ্রহোপাসকগণ আমার উপাসনা করেন। (২) প্রতীকোপাসকগণ তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন ; তাঁহারা ভগবান্-হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ জানিয়া সূর্য্য ও ইন্দ্রাদিকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া উপাসনা করেন। (৩) তাঁহাদের অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'বিশ্বরূপ' বলিয়া ভগবানকে উপাসনা করেন। এই প্রকার জ্ঞানযজ্ঞের ত্রিবিধতা লক্ষিত হয় ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবং কেবলস্বরূপনিষ্ঠান্ কীর্ত্তনাদিশুদ্ধভক্তিপ্রধানান্মহাত্মশব্দিতানভিধায় গুণীভূত-তৎকীর্ত্তনাদিজ্ঞানপ্রধানান্ ভক্তানাহ,—জ্ঞানেতি। পূর্ব্বতোঽন্যে কেচন ভক্তাঃ পূর্ব্বোক্তেন কীর্ত্তনাদিজ্ঞানযজ্ঞেন চ যজন্তো মামুপাসতে। তত্র প্রকারমাহ,—বহুধা বহুপ্রকারেণ পৃথক্ত্বেন প্রপঞ্চাকারেণ প্রধানমহদাদ্যাত্মনা বিশ্বতোমুখমিন্দ্রাদিদৈবতাত্মনা চাবস্থিতং মামেকত্বেনোপাসতে। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ,—সূক্ষ্মচিদচিচ্ছক্তিমান্ সত্যসঙ্কল্পঃ, কৃষ্ণো "বহু স্যাম্" ইতি স্বীয়েন সঙ্কল্পেন স্থূলচিদচিচ্ছক্তিমানেক এব ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তবিচিত্রজগদ্রূপতয়াবতিষ্ঠত ইত্যনুসন্ধিনা তাদৃশস্য মম কীর্ত্তনাদিনা চ মামুপাসত ইতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে আমার প্রতি অর্থাৎ আমার স্বরূপের প্রতি কেবল-স্বরূপনিষ্ঠ, কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তি-প্রধান, মহাত্মা-শব্দের দ্বারা শব্দিত, —এই জাতীয় প্রধান-ভক্তদের কথা বলিয়া গুণীভূত আমার কীর্ত্তনাদি জ্ঞান-

প্রধান ভক্তদের কথা বলা হইতেছে—'জ্ঞানেতি'। পূর্ব্ব হইতে ভিন্ন অন্য কোন ভক্তগণ পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনাদিরূপ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ভজনা করিয়া আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে। সেই উপাসনার প্রকারের কথা বলা হইতেছে—বহুধা—বহু প্রকারে, পৃথক্ পৃথক্ রূপে ও প্রপঞ্চাকারে—প্রধান-মহদাদি-রূপে, বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ ইন্দ্রাদিদেবতারূপে অবস্থিত আমাকে এক আত্মরূপেই উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ আরও সহজ করিয়া বলা হইতেছে—সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ শক্তিমান্, সত্যসংকল্প শ্রীকৃষ্ণ 'আমি বহু হইব'—এইরূপ স্বীয় সঙ্কল্পেই স্থূলচিৎ ও অচিৎ শক্তিমান্ এক তত্ত্ব ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত বিচিত্র জগদ্রূপেই অবস্থান করিতেছেন—এই অনুসন্ধিৎসার দ্বারা (জানিবার ইচ্ছার দ্বারা) এবং তাদৃশ আমার কীর্ত্তনাদির দ্বারাই আমাকে উপাসনা করে—ইহা ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের স্বরূপনিষ্ঠ কেবল ভক্তিমান্, শুদ্ধভক্তি-প্রধান ভক্তগণকে 'মহাত্মা' শব্দে অভিহিত করিয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণীভূতা ভক্তিমান্ জ্ঞান-প্রধান ভক্তগণের কথা বলিতেছেন। গুণীভূতা ভক্তি হইতে প্রধানীভূতা ভক্তি শ্রেষ্ঠা, তদপেক্ষাও কেবলা বা অনন্যা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; ইহা অন্যত্র 'অনুভূষণে' বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর বিস্তার করা হইল না।

এই অধ্যায়ে এবং পূর্ব্ব অধ্যায়ে অনন্য ভক্তকেই 'মহাত্মা' শব্দ-বাচ্য ও আর্ত্তাদি সকল ভক্তাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এক্ষণে তদ্ব্যতীত অন্য এক শ্রেণীর কথা বলিতেছেন। ইহারা গুণীভূতারূপ নিকৃষ্ট ভক্তি অবলম্বনে কীর্ত্তনাদি জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা আমার উপাসনা করেন। প্রপঞ্চাকারে, পৃথক্-রূপে, প্রধান-মহদাদিরূপ, বিশ্বতোমুখ আমি, ইন্দ্রাদি দেবস্বরূপে অবস্থিত হইলেও, তাঁহারা আমাকে একত্বভাবেই উপাসনা করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম, চিদচিৎ শক্তিসম্পন্ন সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ 'আমি বিবিধ বিভক্ত নামরূপ স্থূল চিদচিৎ শরীর গ্রহণ করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করিবামাত্র সেই সূক্ষ্মরূপ একই দেব মনুষ্য-স্থাবরাদি ব্রহ্মান্তস্তম্ব পর্য্যন্ত অনন্ত বিচিত্রতাময় জগদ্রূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন। এই অনুসন্ধানের দ্বারা তাদৃশ আমার কীর্ত্তনাদি মুখে আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী পাদের ব্যাখ্যানুযায়ী পূর্ব্ব হইতে ন্যূন বা নিকৃষ্ট যে তিন প্রকার ভক্ত অর্থাৎ 'অহংগ্রহোপাসক', 'প্রতীকোপাসক', এবং 'বিশ্বরূপোপাসক'—তাহাদিগকে দেখাইতেছেন। অন্যে—অপরে অর্থাৎ মহাত্মা নহে—পূর্ব্বোক্ত সাধনানুষ্ঠানে অসমর্থ এই অর্থ, জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা—হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব পুরুষ! 'তুমি বা আমি হই', 'আমি বা তুমি হও' ইত্যাদি শ্রুতিকথিত অহংগ্রহোপাসনা-জ্ঞান সেই পরমেশ্বর যজনরূপ যজ্ঞ, তদ্দ্বারা 'চ'কার 'এব' অর্থে 'অপি'-শব্দ সাধনান্তর ত্যাগার্থ, "একত্বরূপে" অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসকের অভেদ চিন্তারূপে, তাহা হইতেও ন্যূন অন্যে—অপরে 'পৃথক্‌রূপে' ভেদচিন্তনরূপে "আদিত্যই ব্রহ্ম এই আদেশ"—ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত প্রতীকোপাসনারূপ জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা। তাহা অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'বহুপ্রকারে' 'বিশ্বতোমুখ' বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মা আমাকে উপাসনা করে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"একঃ পৃথঙ্‌ নামভিরাহুতো মুদা গৃহ্ণাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ।" (৫।১৯।২৫) অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গী ভগবান্‌ শ্রীহরি পৃথক্‌ পৃথক্‌ অঙ্গস্বরূপ ইন্দ্রাদি-নামে আহুত হইয়াও সেই সকল দ্রব্য হর্ষ-সহকারে গ্রহণ করেন। তিনি সকল পুরুষার্থ প্রদানে সমর্থ ও স্বয়ং পরিপূর্ণ হইয়াও তাহা উপেক্ষা করেন না।

কৃষ্ণেতে সমতাবুদ্ধি করিলে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না। অধিকন্তু অপরাধী হইতে হয়; কৃষ্ণের সমতা হইতে ভক্তপদ বড় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এ-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হইতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি মানে।
ইহাতে বহুতর শাস্ত্র-বচন-প্রমাণে॥" (আদি ৬।৯৮-৯৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে 'ন তথা মে প্রিয়তমঃ' শ্লোক (১১।১৪।১৪) এবং "সাধবঃ হৃদয়ং মহ্যং" (৯।৪।৬৮) শ্লোক আলোচ্য।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত নিজেই ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্ত-ভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,—বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে, ভাবের বৈভব॥" (আদি ৬।১০১-১০২)

শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাই,—

"সারূপ্যাদি মুক্তিতে অথবা বিষ্ণুতত্ত্বে কৃষ্ণসাম্যভাবহেতু কৃষ্ণদাস্য-মাধুর্য্য তাদৃশ আস্বাদিত হয় না। ভক্তভাবে কৃষ্ণসহ সমত্ব (ভোক্তৃত্ব) না থাকায় চর্ব্ব্য-বস্তুর রসাস্বাদনের ন্যায় কৃষ্ণ-মধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। সাধারণ লোকে মূঢ়তাবশতঃ প্রভুত্বলোভে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে স্বভাবতঃই অক্ষম। বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং শাস্ত্রে প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট ব্যক্তিই এই সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে পারেন।" ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! অহং (আমি) ক্রতুঃ (শ্রৌত-অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ) অহং (আমি) যজ্ঞঃ (স্মার্ত্ত-বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞ) অহং (আমি) স্বধা (পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি) অহং (আমি) ঔষধম্ (ঔষধ) অহং (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র) অহম্ এব আজ্যং (আমিই ঘৃত) অহম্ অগ্নি (আমি অগ্নি) অহং হুতং (আমি হোম) অহম্ (আমি) অস্য জগতঃ (এই জগতের) পিতা (জনক) মাতা (জননী) ধাতা (বিধাতা) পিতামহঃ (পিতামহ) বেদ্যং (জ্ঞাতব্য)

পবিত্রম্ (শোধক) ওঙ্কারঃ (ওঁকার) ঋক্, সাম, যজুঃ এব চ (ঋক্, সাম এবং যজুর্ব্বেদও) গতিঃ (কর্ম্মফল) ভর্ত্তা (পতি) প্রভুঃ (নিয়ন্তা) সাক্ষী (শুভাশুভ দ্রষ্টা) নিবাসঃ (আস্পদ) শরণং (বিপদত্রাতা) সুহৃৎ (হিতকারী) প্রভবঃ (স্রষ্টা) প্রলয়ঃ (সংহারকর্ত্তা) স্থানং (আধার) নিধানং (লয়স্থান) বীজম্ (কারণ) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) অহং (আমি) তপামি (তাপ প্রদান করি) অহং (আমি) বর্ষং (বৃষ্টি) উৎসৃজামি (নিক্ষেপ করি) নিগৃহ্লামি চ (এবং আকর্ষণ করি) অহং এব অমৃতম্ (আমিই মোক্ষ) মৃত্যুঃ চ (এবং মৃত্যু) সৎ অসৎ চ (স্থূল এবং সূক্ষ্ম) ॥ ১৬-১৯ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত এবং বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত্ত যজ্ঞ, আমি শ্রাদ্ধীয় অন্ন, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম, আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমি জ্ঞেয়-বস্তু, আমি শোধক, আমি ওঁকার, এবং আমিই ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ, আমি সকলের কর্ম্মফলরূপ গতি; ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রিয়া, আমি আধার এবং অব্যয় বীজ, আমিই তাপ প্রদান করি, বারি বর্ষণ করি এবং উহা আকর্ষণ করি, আমি অমৃত, আমি মৃত্যু, আমিই স্থূল-সূক্ষ্ম যাবতীয় বস্তু ॥ ১৬-১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমিই অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত ও বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত্তযজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম, আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমিই পবিত্র ওঁকার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ, আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি-নাশ-স্থিতি এবং অব্যয় বীজ, নিদাঘকালে আমিই তাপ ও প্রাবৃট্কালে আমিই বৃষ্টি, আমিই জল বর্ষণ করি ও জল আকর্ষণ করি, আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, এবং হে অর্জ্জুন! আমিই সদসৎ। এইরূপ ধ্যান করত বিশ্বরূপ-রূপে আমার উপাসনা হয় ॥ ১৬-১৯ ॥

শ্রীবলদেব—অহমেব জগদ্রূপতয়াবস্থিত ইত্যেতৎ প্রদর্শয়তি,—অহমিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুর্জ্যোতিষ্টোমাদিঃ শ্রৌতো, যজ্ঞো বৈশ্বদেবাদিঃ স্মার্ত্তঃ, স্বধা পিত্রর্থে শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধং ভেষজমোষধিপ্রভবমন্নং বা, মন্ত্রো 'যাজ্যাপুরো নু' বাক্যাদির্যেনোদ্দিশ্য হবির্দেবেভ্যো দীয়তে, আজ্যং ঘৃতহোমাদিসাধনম্,

অগ্নির্হোমাদিকারণমাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমো হবিঃপ্রক্ষেপঃ ; এতৎ সর্ব্বাত্মনাহমেবাস্থিতঃ। পিতাহমিতি। অস্য স্থিরচরস্য জগতস্তত্র তত্র পিতৃত্বেন মাতৃত্বেন পিতামহত্বেন চাহমেব স্থিতঃ, ধাতা ধারকত্বেন পোষকত্বেন চ তত্র তত্র স্থিতো রাজাদিশ্চাহমেব,—চিদচিচ্ছক্তিমতস্তদন্তর্য্যামিণো মত্তেষামনতিরেকাৎ ; বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শুদ্ধিকরং গঙ্গাদিবারি ; জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি জ্ঞানহেতুরোঙ্কারঃ সর্ব্ববেদবীজভূতঃ, ঋগাদিস্ত্রিবিধো বেদশ্চ-শব্দাদথর্ব্ব চ গ্রাহ্যম্—তেষু নিয়তাক্ষরঃ পাদা ঋক্, সৈব গীতিবিশিষ্টা সাম,—সামপদং তু গীতিমাত্রস্যৈব বাচকমিত্যন্যৎ, গীতিশূন্যমমিতাক্ষরং যজুঃ ; এতত্ত্রিবিধং কর্ম্মোপযোগিমন্ত্রজাতমহমেবেত্যর্থঃ। গতিঃ সাধ্যসাধনভূতা 'গম্যতে ইয়মনয়া চ' ইতি নিরুক্তেঃ, ভর্ত্তা পতিঃ, প্রভুর্নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসঃ ভোগস্থানং—'নিবসত্যত্র'ইতি নিরুক্তেঃ, শরণং প্রপন্নার্ত্তিহৃৎ—'শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্'ইতি নিরুক্তেঃ, সুহৃন্নিমিত্তহিতকৃৎ, প্রভবাদয়ঃ স্বর্গপ্রলয়স্থিতয়ঃ ক্রিয়া, নিধানং নিধির্মহাপদ্মাদির্নববিধঃ, বীজং কারণমব্যয়মবিনাশি, ন তু ব্রীহ্যাদিবদ্বিনাশি। তপামীতি। সূর্য্য-রূপেণাহমেব নিদাঘে জগত্তপামি, প্রাবৃষি বর্ষং জলং বিসৃজামি মেঘ-রূপেন, কদাচিদবগ্রহরূপেণ বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং মোক্ষঃ, মৃত্যুঃ সংসারঃ, সৎ স্থূলম্, অসৎ সূক্ষ্মম্ ; এতৎ সর্ব্বমহমেব তথা চৈবং বহুবিধনামরূপাবস্থ-নিখিলজগদ্রূপতয়া স্থিত এক এব শক্তিমান্ বাসুদেব ইত্যেকত্বানুসন্ধিনা জ্ঞানযজ্ঞেন চৈকে যজন্তো মামুপাসতে ॥ ১৬-১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—আমিই জগৎরূপে অবস্থান করিতেছি, ইহাই প্রদর্শন করা হইতেছে—অহমিত্যাদি চারিটি শ্লোক দ্বারা। ক্রতু—শ্রুতি-শাস্ত্রোক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি আমি, (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত) বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞও আমি, পিত্রাদি উদ্দেশ্যে স্বধা মন্ত্রে যেই সব দ্রব্যাদি দেওয়া হয়, সেই স্বধাও আমি, ঔষধ—ভেষজ অথবা ঔষধিপ্রভব অন্নও আমি, মন্ত্র—'যাজ্যাপুরো নু' বাক্য দ্বারা যাহার উদ্দেশ্যে হবি দেবতাগণকে দেওয়া হয়, সেই মন্ত্রও আমি। আজ্য—হোমাদি-সাধন ঘৃতাদিও আমি, অগ্নি—আহবনীয় প্রভৃতি হোমাদি কারণ অগ্নিও আমি, হুত—হবিঃ প্রক্ষেপ হোমও আমি, আমিই সর্ব্বাত্মরূপে এই সকলেই অবস্থান করি। 'পিতাহমিতি'। এই স্থির ও চর অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতের সেই সেই ক্ষেত্রে পিতা, মাতা ও পিতামহরূপে আমিই অবস্থান করিতেছি। ধাতা অর্থাৎ ধারকত্ব (রক্ষা) ও পোষকত্ব (পালন)-রূপে সেই

সেই স্থলে রাজাদি হইয়া আমিই অবস্থান করিতেছি। যেহেতু চিৎ ও অচিৎ শক্তিমান্ সেই অন্তর্য্যামী আমার সহিত তাহাদের অনতিরেক অর্থাৎ কোন পার্থক্য নাই। বেদ্য—জ্ঞেয় বস্তু। পবিত্র—পরমশুদ্ধিকর গঙ্গাদিনদীর জলও আমি। জ্ঞেয় ব্রহ্মের জ্ঞানকারণ সমস্ত বেদের বীজস্বরূপ ওঙ্কার আমিই, ঋক্-যজুঃ ও সাম এই তিনপ্রকার বেদও আমি, চকারের দ্বারা অথর্ব্ব বেদকেও গ্রহণ করা হইবে, সেই অথর্ব্ব বেদও আমি। সেই বেদসকলের মধ্যে নিয়ত অক্ষরপাদ ঋক্‌বেদ, সেই ঋক্‌বেদই গীতিবিশিষ্ট হইলে সামবেদ,—সামবেদ গীতিমাত্রেরই বাচক ইহা অন্য কেহ বলেন। গীতিশূন্য অমিতাক্ষর যজুঃ। এই তিনপ্রকার কর্ম্মোপযোগী মন্ত্রসমূহ আমিই। গতি—সাধ্য-সাধনভূতা অর্থাৎ যাহা সাধনীয় বস্তুর সাধন। 'গমন করা হয় ইহা ইহার দ্বারা' এই নিরুক্তি হেতু। ভর্ত্তা—পতি। প্রভু—নিয়ন্তা। সাক্ষী—শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাস—ভোগস্থান—"নিবাস করা হয় এখানে" এই নিরুক্তি হেতু। শরণ—আশ্রয়, প্রপন্নের (শরণাগতের) বিপদ্‌নাশকারী। 'শীর্য্যতে (নাশ করা হয়) দুঃখং (দুঃখকে) অস্মিন্ (ইহাতে)' এই নিরুক্তি হেতু। সুহৃৎ—নিমিত্ত (কারণবশতঃ) হিতকারী, প্রভবাদি—সৃষ্টি-প্রলয় ও স্থিতিরূপ ক্রিয়া, নিধান—নিধি—মহাপদ্মাদি-নববিধ, বীজ—কারণ—অব্যয় ও অবিনাশী। কিন্তু ব্রীহি প্রভৃতির (ধান্যাদির ন্যায়) তুল্য বিনাশশীল নহে। 'তপামীতি'। সূর্য্যরূপেই আমি গ্রীষ্মকালে জগৎকে উত্তাপিত করিয়া থাকি। প্রাবৃট্—বর্ষাকালে বর্ষ অর্থাৎ জল বিশেষরূপে নিক্ষেপ করি মেঘরূপে। কখনও অবগ্রহরূপেই (বৃষ্টি-প্রতিবন্ধকরূপেই) আমি বর্ষণকে আকর্ষণ করিয়া থাকি। অমৃত—মোক্ষ, মৃত্যু—সংসার, সৎ—স্থূল, অসৎ—সূক্ষ্ম, এই সমস্ত আমিই। অতএব এইরূপে বহু প্রকার নাম ও রূপাবস্থা-সম্পন্ন হইয়া এবং নিখিল জগদ্রূপতারূপে অবস্থিত এক আমিই পরম শক্তিমান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপ আমার একত্বানুসন্ধান-রূপ জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা কেহ কেহ আমার যজনাদি করিয়া আমাকেই উপাসনা করে॥ ১৬-১৯॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ তদীয় বিশ্বরূপের উপাসক ও একত্ব-রূপের উপাসকগণের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ বিশ্বরূপত্বের কথা চারিটি শ্লোকে বিস্তৃত-রূপে বলিতেছেন। তদীয় শক্তির পরিণতিতেই এই সমগ্র জগৎ বা যাবতীয়

বস্তু প্রকাশিত। তদীয় শক্তির কার্য্য তাঁহারই—এই বিচারে তাহা হইতে সব বা তিনি সব বলা যাইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা॥" (মধ্য ১৮।২০৫)

শ্রীমদ্ভাগবতের—"প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ" (ভাঃ ১০।১।৭) শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"ব্যষ্টিসমষ্টিসর্ব্বজগদুৎপাদনাৎ—পিতা, জগতোঽস্য স্বকুক্ষিমধ্য এব ধারণাৎ—মাতা, জগতোঽস্য সংপোষণাৎ—ধাতা, জগৎস্রষ্টুঃ ব্রহ্মণোঽপি জনকত্বাৎ—পিতামহঃ॥" ১৬-১৯॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০॥

অন্বয়—ত্রৈবিদ্যা (ত্রিবেদ- সম্মত কর্ম্মপরায়ণগণ) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞসমূহ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষ সোমপান-কারিগণ) পূতপাপাঃ (নিষ্পাপ) [সন্তঃ—হইয়া] স্বর্গতিং (স্বর্গ-গমন) প্রার্থয়ন্তে (প্রার্থনা করে) তে (তাহারা) পুণ্যম্ (পুণ্যফলরূপ) সুরেন্দ্র-লোকম্ (দেবরাজ-লোক) আসাদ্য (পাইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (দিব্য) দেবভোগান্ (দেবভোগ্য সকল) অশ্নন্তি (ভোগ করে)॥ ২০॥

অনুবাদ—বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মপরায়ণগণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া, যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ-গমন প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্যফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গপুরে দিব্য দেবভোগ্য ভোগসমূহ উপভোগ করে॥ ২০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এবম্বিধ ত্রিবিধ-উপাসনায় যদি ভক্তিগন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া উপাসনা করত জীব ক্রমশঃ তত্তৎকষায় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শুদ্ধভক্তিলাভরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। (১) অহং

গ্রহোপাসনায় যে উপাসকের নিজের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা ভক্তির আলোচনা-ক্রমে শুদ্ধভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। (২) প্রতীকোপাসনায় যে অন্য-দেবতাদিতে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা তত্ত্বালোচনা ও সাধুসঙ্গক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাতেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। (৩) বিশ্বরূপোপাসনাতে যে অনিশ্চিত পরমাত্মজ্ঞান, তাহা স্বরূপাবির্ভাব-ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ মধ্যমাকার আমাতেই ঘনীভূত হয়। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ উপাসনায় যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্যতা-লক্ষণ কর্ম্মজ্ঞানাগ্রহতা থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্য-মঙ্গলস্বরূপা ভক্তির লাভ ঘটে না। অভেদবাদী সাধকেরা ক্রমশঃ ভগবদ্বৈমুখ্য-বশতঃ মায়াবাদরূপ কুতর্কজালে পতিত হয়। প্রতীকোপাসকগণ ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদোল্লিখিত কর্ম্মতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া উক্ত বেদত্রয়ের কর্ম্মোপদেশিনী বিদ্যাত্রয়ী অধ্যয়ন করত সোমপান-দ্বারা ধৌতপাপ হয়; ক্রমে যজ্ঞসকল-দ্বারা আমার উপাসনা করত স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে। তাহারা পুণ্যলভ্য দেবলোকে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হয়॥ ২০॥

শ্রীবলদেব—এবং স্বভক্তানাং বৃত্তিমভিধায় তেষামেব বিশেষং বোধয়িতুং স্ববিমুখানাং বৃত্তিমাহ,—ত্রৈবিদ্যেতি দ্বাভ্যাম্। তিসৃণাং বিদ্যানাং সমাহারস্ত্রিবিদ্যং, তদ্যেঽধীয়তে বিদন্তি চ তে ত্রৈবিদ্যাঃ,—"তদধীতে তদ্বেদ" ইতি সূত্রাদণ্,—ঋগ্‌যজুঃসামোক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। ত্রয়ীবিহিতৈর্জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা—ইন্দ্রাদয়ো মমৈব রূপাণ্যবিদ্বস্তোঽপি বস্তুতস্তত্তদ্রূপেণাবস্থিতং মামেবারাধ্যেত্যর্থঃ। সোমপা যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তঃ, পূতপাপা বিনষ্ট-স্বর্গাদিপ্রাপ্তিবিরোধিকল্মষাঃ সন্তো যে স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যমিত্যাদি বিস্ফুটার্থঃ। ময়ৈব দত্তমিতি শেষঃ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে স্বীয় ভক্তদের বৃত্তির বিষয় বলিয়া তাহাদের বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য স্ববিমুখ অর্থাৎ কৃষ্ণবিমুখীদের বৃত্তির বিষয় বলা হইতেছে—'ত্রৈবেদ্যেতি'। দুইটি শ্লোক দ্বারা। তিনটি বিদ্যার সমাহার ত্রিবিদ্য, তাহা যাহারা অধ্যয়ন করে বা জানে তাহারা ত্রৈবিদ্য। "তদধীতে তদ্বেদ" এই সূত্রানুসারে অণ্। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদোক্ত কর্ম্মপরায়ণ—ইহাই অর্থ। ত্রয়ী বিহিতের দ্বারা অর্থাৎ সাম-ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ দ্বারা বিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্রাদি আমারই রূপ না জানিয়াও বস্তুতঃ সেই সেই রূপে অবস্থিত আমাকে আরাধনা করিয়া—ইহাই অর্থ। সোমপা—যজ্ঞ-শেষ—সোমরস পান

করিতে করিতে পূতপাপ—স্বর্গাদি-প্রাপ্তিবিরোধিসূচক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাহারা স্বর্গে গতি প্রার্থনা করে, তাহারা। পুণ্য ইত্যাদি, সহজ অর্থ। আমা কর্ত্তৃকই দত্ত—ইহা ধরিয়া লইবে ॥ ২০ ॥

অনুভূষণ—স্বভক্তগণের বৃত্তি এইপ্রকারে বর্ণন পূর্ব্বক তাহাদের বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য স্ববিমুখগণের বৃত্তি বলিতেছেন। যাহারা ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ-বিহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় বিদ্যায় আসক্ত হইয়া আপাত মনোরম, শ্রবণে রমণীয় কিন্তু পরিণামে বিষময়, মধুপুষ্পিত বাক্যসকলে মুগ্ধ হইয়া কাম্য-কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা ও স্বর্গসুখ প্রার্থনা করতঃ কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় করে (গীঃ ২।৪২-৪৩) এবং ইন্দ্রাদি দেবতাকে স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে অর্থাৎ মদ্বিভূতি না জানিয়া যজ্ঞের দ্বারা বস্তুতঃ তদ্রূপে অবস্থিত আমাকে যজন করে এবং যজ্ঞ-শেষ সোমরস পান পূর্ব্বক বিগত পাপ ও পুণ্যবান্ হইয়া স্বর্গে দিব্যভোগসমূহ মৎ কর্ত্তৃকই ব্যবস্থাপিত হইয়া প্রাপ্ত হয় এবং ভোগ করে, তাহারা মদ্বিমুখতাবশতঃ আমাকে পরমেশ্বর জানিতেও পারে না বা মুক্তিলাভও করিতে পারে না। তাহাদের পরিণাম কি ? তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে পাওয়া যাইবে।

এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ॥
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে ॥" (১১।২১।৩৩-৩৪)

অর্থাৎ আমরা ইহলোকে যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণের আরাধনা পূর্ব্বক স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বিহার করিব এবং তদন্তে পুনরায় পৃথিবীতে মহাকুলোদ্ভব মহাগৃহস্থ হইব—এই প্রকার পুষ্প-সদৃশ রমণীয় বেদবাক্যের দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত অতিলুব্ধ অভিমানী ব্যক্তিগণের আমার কথাপ্রসঙ্গও রুচিকর হয় না ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অন্বয়—তে (তাহারা) তং বিশালং (সেই বিশাল) স্বর্গলোকং (স্বর্গ লোক) ভুক্ত্বা (উপভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্যক্ষয়ে) মর্ত্ত্যলোকং

(মর্ত্ত্যভূমিতে) বিশন্তি (আগমন করে) এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্ম্মম্ (বেদ-বিহিত কর্ম্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুসরণকারী) কামকামাঃ (কামকামিগণ) গতাগতং (পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু) লভন্তে (লাভ করে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্য-লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে বেদত্রয়োক্তধর্ম্মের অনুসরণকারী কামকামিগণ পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পরে সেই প্রভূত-সুখজনক স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গপ্রার্থকাঃ প্রার্থিতং তং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা তৎপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি পঞ্চাগ্নিবিদ্যোক্তরীত্যা ভুবি ব্রাহ্মণাদিজন্মানি লভন্তে; পুনরপ্যেবমেব ত্রয়ীবিহিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তঃ কামকামাঃ স্বর্গভোগেচ্ছবো গতাগতং লভন্তে সংসরন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—তারপর 'তে তমিতি'; স্বর্গপ্রার্থী সেই ব্যক্তিগণ সেই স্বর্গলোককে ভোগ করিয়া অবশেষে সেই স্বর্গপ্রাপক পুণ্যের ক্ষয় হইলে, মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ প্রবেশ করে অর্থাৎ সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যোক্ত রীতি অনুসারে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণাদি জন্মগুলি লাভ করিয়া থাকে। পুনরায় এই রকমই ত্রয়ীবিহিত (বেদত্রয় নিরূপিত) কর্ম্মকে অনুষ্ঠান করিতে করিতে কামকাম অর্থাৎ স্বর্গভোগেচ্ছাসম্পন্নগণ গতায়াত লাভ করে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত ভগবদ্বিমুখ কামকামী ব্যক্তিগণ স্বর্গীয় সুখ-ভোগান্তে পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ গতি লাভ করিয়া থাকে।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃপরাঙ্মুখঃ।
> যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥" (৩।৩২।২)

অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ভগবদারাধনারূপ আত্মধর্ম্ম হইতে বিমুখ ও কামমূঢ়তা-বশতঃ কর্ম্মমার্গে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিবিধযজ্ঞের দ্বারা প্রাকৃত দেবতা ও পিতৃপুরুষের যজন করিয়া থাকে।

আরও পাওয়া যায়,—

"কর্ম্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং।
সংসারাধ্বনি বর্ত্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি, এবমুপরি গতোঽপি॥
(ভাঃ—৫।১৪।৪১)

অর্থাৎ এই প্রকারে প্রাণিগণ কর্ম্মবল্লীকে আশ্রয়পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করে এবং নরকরূপ আপদ হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হয় বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হইলে তাহাদিগকেও পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়।

আরও পাওয়া যায়,—

"তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥" (ভাঃ ১১।১০।২৬)

অর্থাৎ যেকাল পর্য্যন্ত ভোগের দ্বারা পুণ্য সমাপ্তি না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত পুরুষ স্বর্গ-গত সুখভোগ করে; অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালদ্বারা চালিত হইয়া অধঃপতিত হয়।

মুণ্ডকশ্রুতিও বলেন—"প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥"

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥" (১।২।৭-৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" (মধ্য ২০।১১৭-১১৮)

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ফল আপাত মনোহর হইলেও অচিরস্থায়িত্ব-হেতু তাহা নিন্দনীয় ও অগ্রহণীয়—ইহাই প্রতিপন্ন হইল। ঐকান্তিক ভক্তিজনিত যে মোক্ষ, তাহা চিরস্থায়ী ও পরমফলপ্রদ—তাহাও সূচিত হইল॥ ২১॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২॥

অন্বয়—অনন্যাঃ যে জনাঃ (অনন্যভাবে ভজনশীল যে জনগণ) মাং চিন্তয়ন্তঃ (আমাকে চিন্তা করিতে করিতে) পর্য্যুপাসতে (বিশেষরূপে উপাসনা করেন) অহং (আমি) তেষাম্ (সেই সকল) নিত্যাভিযুক্তানাম্ (নিত্য মদেকনিষ্ঠ-গণের) যোগক্ষেমং (অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত-সংরক্ষণ-ভার) বহামি (বহন করি)॥ ২২॥

অনুবাদ—অন্য দেবোপাসনারহিত যে ব্যক্তিগণ আমাকে নিরন্তর স্মরণ পূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপে আরাধনা করেন, আমি সেই সকল নিত্য মদেকনিষ্ঠ জনগণের অপ্রাপ্ত-বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত-বস্তুর সংরক্ষণ-ভার স্বেচ্ছায় বহন করি॥ ২২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যের (ত্রয়ীর) উপাসকসকল সুখ লাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন; তাঁহারা দেহযাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত-বিষয়ই স্বীকার করেন, অতএব তাঁহারা নিত্য-অভিযুক্ত; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন। আমিই তাঁহাদের সমস্ত-অর্থ প্রদান এবং পালনকার্য্য করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগবিহিত বিষয়-সমূহ স্বীকার করিলেও ভক্তগণের সমস্ত বিষয়ভোগ অনায়াসে হয়; তাহাতে বহির্দৃষ্টিতে সকাম প্রতীকো-পাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছুমাত্র ভেদ নাই, মনে হয়। অতএব ভক্তদিগের কামনা থাকিলেও আমি তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করি; আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত-বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। কিন্তু প্রতীকো-পাসকেরা ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগকরত পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়; তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত-বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্য-বশতঃ ভক্তগণের কিছুমাত্র অপরাধ লই না, যেহেতু তাঁহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না; আমি স্বয়ং তাঁহাদের অভাব-মোচন সম্পাদন করি॥ ২২॥

শ্রীবলদেব—অথ স্বভক্তানাং বিশেষং নিরূপয়তি,—অনন্যা ইতি। যে জনা অনন্যা মদেকপ্রয়োজনা মাং চিন্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তঃ পরিতঃ কল্যাণগুণরত্নাশ্রয়-তয়া বিচিত্রাদ্ভুতলীলাপীযূষাশ্রয়তয়া দিব্যবিভূত্যাশ্রয়তয়া চোপাসতে ভজন্তি, তেষাং নিত্যং সর্ব্বদৈব ময্যভিযুক্তানাং বিস্মৃতদেহযাত্রাণামহমেব যোগক্ষেম-

মন্নাত্মাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ বহামি। অত্র করোমীত্যনুক্ত্বা বহামীত্যুক্তিস্তু তৎপোষণভারো ময়ৈব বোঢ়ব্যো গৃহস্থস্যেব কুটুম্বপোষণভার ইতি ব্যনক্তি। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ" ইতি। অত্রাহুঃ,—তেষাং নিত্যং ময়া সার্দ্ধমভিযোগং বাঞ্ছতাং যোগং মৎপ্রাপ্তিলক্ষণং ক্ষেমঞ্চ মত্তোঽপুনরাবৃত্তিলক্ষণমহমেব বহামি; তেষাং মৎপ্রাপণভারো ময়ৈব, ন ত্বর্চ্চিরাদের্দেবগণস্যেতি। এবমেবাভিধাস্যতি দ্বাদশে,—'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি' ইত্যাদিদ্বয়েন। সূত্রকারোঽপ্যেবমাহ,—"বিশেষঞ্চ দর্শয়তি" ইতি ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর স্বীয় ভক্তদিগের বিশেষত্ব সম্পর্কে নিরূপণ করা হইতেছে—'অনন্যা ইতি'। যে সমস্ত লোক অনন্য অর্থাৎ আমিই একমাত্র যাঁহাদের প্রয়োজন—লক্ষ্য, তাদৃশ ব্যক্তিগণ আমাকে চিন্তা অর্থাৎ এইভাবে ধ্যান করেন যে আমি সর্ব্বতোভাবে কল্যাণগুণরত্নাশ্রয়, বিচিত্র অদ্ভুত লীলারূপ অমৃতের নিধি, দিব্যবিভূতির আধার, এইভাবে উপাসনা অর্থাৎ ভজনা করিয়া থাকেন। নিত্য অর্থাৎ সকল সময়েই আমাতে অভিযুক্ত; দেহযাত্রাও যাঁহারা বিস্মৃত হন, তাঁহাদের আমিই যোগক্ষেম—অন্নাদি আহরণ ও তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষার ভার বহন করিয়া থাকি। এখানে 'করি' ইহা না বলিয়া 'বহন করি'—এই উক্তি দ্বারা বুঝাইতেছে যে, গৃহস্থের পোষ্যবর্গের পোষণ-ভারের ন্যায় তাঁহাদের পোষণ-ভার আমাকেই বহিতে হয় —এই অর্থ। গৃহস্থেরই কুটুম্ব-পোষণের ভাররূপ ব্যক্ত করা হইতেছে। এই রকমই বলিয়াছেন সূত্রকার—"স্বামীর ফলশ্রুতির ইহা আত্রেয়॥" ইতি। এখানে বলা হইয়াছে—নিত্যই আমার সহিত সম্বন্ধাভিপ্রায়ী তাঁহাদের যোগ অর্থাৎ আমার প্রাপ্তিরূপ এবং ক্ষেম—যাহাতে আমা হইতে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ ভ্রষ্ট না হয়, সেই ভাব—আমিই বহন করিয়া থাকি। তাঁহাদের আমাকে পাইবার ভার আমারই। অর্চ্চিরাদি দেবগণের কিন্তু নহে। এই রকমই দ্বাদশে বলা হইবে। "যাঁহারা সমস্ত কর্ম্মগুলি" ইত্যাদি দ্বয়ের দ্বারা। সূত্রকারও এইরূপ বলিয়াছেন—"বিশেষকে দেখাইতেছি" ॥ ২২ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে পুনরায় অনন্য ভক্তগণের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতেছেন। যাঁহারা আমার অনন্য ভক্ত, তাঁহারা কেবলমাত্র আমাকেই একমাত্র প্রয়োজন-জ্ঞানে মদেকচিন্তাপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আমা ব্যতীত অন্য কাম্য বা ভজনীয় অপর কোন দেবতার আশ্রয় না লইয়া, কল্যাণগুণরত্ন-

আশ্রয়, বিচিত্র ও অদ্ভুতলীলামৃত-আশ্রয়, দিব্য বিভূতি-আশ্রয় যুক্ত একমাত্র আমাকেই নিত্য অভিযুক্ত হইয়া মদেকনিষ্ঠভাবে ভজনা করেন, সেই সকল নিত্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের দেহযাত্রাদি-নির্ব্বাহের কথাও স্মরণ থাকে না। সুতরাং যোগক্ষেমরূপ অন্নাদি আহরণ ও সংরক্ষণ আমিই বহন করি। এস্থলে 'করোমি' অর্থাৎ 'করি' একথা না বলিয়া 'বহামি' অর্থাৎ 'বহন করি' এই কথার তাৎপর্য্য,—সেই সকল অনন্য ভক্তগণের পোষণভার কিন্তু আমারই বহন করা কর্ত্তব্য। যেমন গৃহস্থের কুটুম্ব-পোষণভার বহন করা কর্ত্তব্য।

এস্থলে 'যোগক্ষেম' শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামীপাদ বলেন,—
"'যোগ'—ধনাদি-লাভ ও 'ক্ষেম' তাহার রক্ষা বা মোক্ষ, তাঁহারা প্রার্থনা না করিলেও আমিই বহন করি অর্থাৎ পাওয়াই।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"'যোগ' অর্থাৎ ধ্যানাদি লাভ এবং 'ক্ষেম' অর্থে তাহাদের পালন, তাঁহারা অপেক্ষা না করিলেও আমি বহন করি।"

গৃহস্থের কুটুম্ব-পোষণভারের ন্যায় ভক্ত-পোষণভার আমারই বহন করা উচিত। গৃহস্থ যেমন অকাতরে কুটুম্ব-পোষণের ভার বহন করে, আমিও আমার অনন্য ভক্তগণের অন্নাদি-আহরণ ও পরিপালন নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করে যে, পরমারাধ্য নিজ অভীষ্টদেবের উপর স্বকীয় প্রতিপালনাদির ভারার্পণ করায়, সেই ভক্তগণের প্রেমশূন্যতা প্রকাশিত হইতেছে, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভক্তগণ তাঁহার উপর ভারার্পণ করেন না। তিনি ভক্তবাৎসল্যগুণে স্বেচ্ছায় তাহা গ্রহণ করেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—"ভক্তগণের পালনভার শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তা ভগবানের পক্ষে উহা সঙ্কল্প-মাত্রে সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহা তাঁহার পক্ষে কোন ভার নহে। অথবা পুরুষ যেমন স্বীয় ভোগ্যা কান্তার প্রতিপালন ভার বহনে নিরতিশয় সুখ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তজনে আসক্ত ভগবানের স্বীয় ভক্তগণের যোগক্ষেমবহন অতিশয় সুখপ্রদই হইয়া থাকে।"

এ-সম্বন্ধে বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ৪৪ সংখ্যায় ধৃত "স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ"—সূত্রে শ্রীল বলদেবের ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—"নিরপেক্ষ

ভক্ত নিজের প্রযত্নে অথবা ঈশ্বরের প্রযত্নে স্বীয় দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন? ভগবান্ কোন প্রযত্ন গ্রহণ করেন, ভক্তগণের এরূপ ইচ্ছা নহে, সুতরাং তাঁহারা স্ব-প্রযত্নেই দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন—"ভগবান্ স্বয়ংই ভর্ত্তা" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদের ফলশ্রুতি দর্শন করিয়া আত্রেয় মুনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সর্ব্বেশ্বর হইতেই ভক্তগণের দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, এ-বিষয়ে গীতার—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো" শ্লোক পাওয়া যায়। মৎস্য, কূর্ম্ম ও বিহঙ্গগণ, দর্শন, চিন্তন ও স্পর্শদ্বারা আপন আপন সন্তানদিগকে যেরূপ পালন করিয়া থাকে, সেই প্রকার আমিও।"

সেই অনন্য ভক্তগণের মৎপ্রাপণভার আমারই; অর্চ্চিরাদি দেবগণের নহে। এই সম্বন্ধে গীঃ-১২।৬-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ও বেদান্ত চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, ১৬ সংখ্যায় ধৃত—"বিশেষং চ দর্শয়তি" সূত্র আলোচ্য। ঐ সূত্রের শ্রীল বলদেব-ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—"যাঁহারা নিরপেক্ষ পরম-আর্ত্ত (ভক্ত) তাঁহাদিগের ভগবৎ-প্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগকে প্রাপ্য ধামে উপনীত করেন, ইহা বিশেষ ব্যবস্থা। বরাহ পুরাণেও পাওয়া যায়,—"নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিত ইতি॥" অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি গতি ব্যতীতও (নিরপেক্ষ ভক্তগণকে) গরুড়-স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া যথেচ্ছ ও অবাধে পরমস্থানে উপনীত করি।"

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই অনন্য ভক্তগণের 'যোগক্ষেম' বহন করেন অর্থাৎ কাহাকেও দিয়া বহন করান না। ইহাতে তাঁহার কোন ভার বোধ নাই, পরন্তু ভক্তবাৎসল্যহেতু ইহা তাঁহার অত্যন্ত সুখদ; যেহেতু অনন্য ভক্তগণ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। নিষ্কাম ভক্তগণের ভগবানকে দিয়া ঐ প্রকার বহন-কার্য্য করাইবার কোন প্রকার অভিলাষ না থাকায়, তাঁহাদের ইহাতে কোন প্রকার অপরাধ নাই, ভগবদ্দত্ত ভক্তি-অনুকূল বিষয়-স্বীকারকে বাহ্য-দৃষ্টিতে ভোগ-অঙ্গীকাররূপ দেখা গেলেও, উহা ত্রয়ী-বিদ্যার উপাসকগণের ন্যায় কর্ম্ম-প্রাপ্য নহে বা ভক্তিরূপ নিত্য মঙ্গল-লাভের পরিপন্থী নহে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"যে যে জন চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তা'রে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায়, কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যা'র নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ পালন॥
সেবকের দাসে সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দড়॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি'।
মুঞি যা'র পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি' থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥" (অন্ত্য ৫।৫৭-৬৪)

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং ব্যর্থাং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে॥" ॥ ২২ ॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩॥

অন্বয়—হে কৌন্তেয়! যে (যে সকল) অন্যদেবতা ভক্তাঃ অপি (অন্য দেব ভক্তেরাও) শ্রদ্ধয়া-অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত) [সন্তঃ—হইয়া] যজন্তে (আরাধনা করে) তে অপি (তাহারাও) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করে) অবিধিপূর্ব্বকম্ (কিন্তু মৎপ্রাপক বিধিরহিত ভাবে)॥ ২৩॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয় ! যে সকল অন্যদেবভক্তও শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে কিন্তু মৎপ্রাপক বিধি-রহিত ভাবে॥ ২৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমিই একমাত্র পরমেশ্বর ; আমা-হইতে স্বতন্ত্র অন্য-দেবতা নাই। আমি—স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। সূর্য্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করেন ; প্রপঞ্চ-মধ্যে মায়ার গুন-দ্বারা প্রতিভাত আমার রূপগুলিকেই প্রপঞ্চবদ্ধ মনুষ্যগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ মায়িক-রূপ দেবগণ—আমারই 'গৌণাবতার' ; তাহাদের তত্ত্ব ও আমার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা আমার 'গুণাবতার' বলিয়া সেই-সেই দেবতাকে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনই বৈধ অর্থাৎ উন্নতিসোপানসম্মত। কিন্তু যাঁহারা ঐ দেবতা-সকলকে 'নিত্য' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করেন ; এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্য-ফল-লাভ হয় না॥ ২৩॥

শ্রীবলদেব—নন্বিন্দ্রাদিযাজিনোঽপি বস্তুতস্ত্বদ্‌যাজিন এব তেষাং কুতো গতাগতমিতি চেত্তত্রাহ,–যেঽপীতি। যে জনা অন্যদেবতাভক্তাঃ কেবলে-ষ্বিন্দ্রাদিষু ভক্তিমন্তঃ শ্রদ্ধয়া এত এব ফলপ্রদা ইতি দৃঢ়বিশ্বাসেনোপেতাঃ সন্তো যজন্তে যজ্ঞৈস্তানর্চ্চয়ন্তি, তেঽপি মামেব যজন্তি ইতি সত্যমেতৎ ; কিন্ত্ববিধি-পূর্ব্বকং তে যজন্তি—যেন বিধিনা গতাগতনিবর্ত্তকা মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তং বিধিং বিনৈব। অতস্তত্তে লভন্তে॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—ইন্দ্রাদিদেবতাকে যাহারা ভজনা করে, তাহারাও বাস্তবিকপক্ষে তোমাকেই ভজনা করিয়া থাকে। তাহাদের কেন গতাগত ? (বার বার সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ?)—ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—'যেঽপীতি'। যে সমস্ত ব্যক্তি অন্যদেবতার ভক্ত ; কেবল ইন্দ্রাদি দেবতাতেই ভক্তিমান্ হয় এবং (মনে করে) শ্রদ্ধার সহিত (আরাধনা করিলে) ইহারাই অভিপ্রেত ফলপ্রদ হইবে,—এই দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা যুক্ত হইয়া যজ্ঞের দ্বারা তাহাদিগকে অর্চ্চনা করে, তাহারাও আমাকেই ভজন করে, ইহা সত্য বটে কিন্তু তাহারা অবিধিপূর্ব্বক যজনাদি করিয়া থাকে, যেহেতু যেই বিধির দ্বারা গতাগত নিবৃত্তি হইবে এবং আমার প্রাপ্তি হইবে, সেই বিধি বাদ দিয়াই ভজনা করে। অতএব তাহাই তাহারা লাভ করে॥ ২৩॥

অনুভূষণ—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, হে ভগবন্! তুমি গীতা (৯।১৬-১৯) শ্লোকে তোমার বিশ্বরূপের কথা বর্ণন করিয়াছ এবং গীঃ—৯।১৫ শ্লোকে 'বিশ্বতোমুখম্' উক্তির দ্বারা বিশ্বরূপোপাসকও তোমার উপাসনা করে—ইহাও বলিয়াছ আর বস্তুতঃ তুমি ব্যতীত যখন স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই, তখন ইন্দ্রাদির যাজনকারী বস্তুতঃ তোমারই যাজনকারী, সুতরাং তাহাদের কেন 'গতাগত' অর্থাৎ মুক্তি না হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালা পরিধান করিতে হয়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন যে, অন্য দেবতার ভক্ত, কেবল তাঁহাদিগকেই ভক্তি করিতে চায় অর্থাৎ তাঁহাদিগের পূজার দ্বারাই শীঘ্র স্ব-স্ব-কামনা পূর্ণ হইবে এইরূপ বিশ্বাস সহকারে অন্য দেবতার যজন করে। যদি জিজ্ঞাসা হয়, কাহারা এইরূপ বিশ্বাসযুক্ত? তাহাদের পরিচয় গীঃ—৭।২০ ও ৪।১২ শ্লোকে পাওয়া যাইবে। এবং এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সবঃ" ॥ (ভাঃ—১।২।২৭)

"ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু...কামকামো যজেৎ সোমং অকামঃ পুরুষং পরম্॥" (২।৩।২-৯), "রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ। উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন যথৈব মাম্॥" (১১।২১।৩২) অর্থাৎ সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনিষ্ঠ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের আরাধনা করে, পরন্তু আমার উপাসনা করে না। "যদিও ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার অংশ বলিয়া, সেই উপাসনা আমারই উপাসনা, কিন্তু আমা হইতে ভিন্ন জ্ঞানে তাঁহাদের উপাসনা করায়, তাদৃশ উপাসনায় আমার যথাযথ উপাসনা হয় না।"—(শ্রীধর)।

ঐরূপ অন্য দেবভক্ত অন্য দেবতার যজনে আমারই যজন করিয়া থাকে বটে, যেহেতু আমিই একমাত্র সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা বা সকলের পতি, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে পাওয়া যাইবে। যদিও দেবগণ ভগবত্তনু বা 'বিভূতিস্বরূপ'; যেমন ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—"দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ"—ভাঃ ২।৫।১৫, শ্রুতিও বলেন,—"য আদিত্যে তিষ্ঠত্যাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীর-মিত্যাদ্যাঃ।" শ্রীভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তিতেও পাই,—"যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান ইজ্যাত্মমূর্ত্তির্যজতাং শং তনোতি" (ভাঃ—১।১৭।৩৪)। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"ইজ্যগণের অর্থাৎ

ইন্দ্রাদিদেবগণের আত্মমূর্ত্তি অর্থাৎ অন্তর্য্যামীরূপ; তাঁহারা আত্মমূর্ত্তিসমূহ যাঁহার," তথাপি দেবভক্তগণ দেবগণকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত কিঙ্কর না জানিয়া, তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করেন বলিয়া, তাঁহাদের পূজায় যথাবৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় না; সেই জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণোপাসনার নিত্যফল না পাইয়া অনিত্য দেবোপাসনার অনিত্য ফলই প্রাপ্ত হন। যদিও ঐ প্রকার দেবগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধার ফল ভগবানই বিধান করিয়া থাকেন, তথাপি দেবভক্ত তাহা জানেন না। ইহা গীঃ (৭।২১-২৩) শ্লোকে পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—ঐরূপ দেবপূজার দ্বারা তাঁহার পূজা গৌণভাবে হইলেও ইহা অবিধিপূর্ব্বক যজন, অর্থাৎ যে বিধিদ্বারা পূজা করিলে গতাগতি নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্তিরূপ নিত্যফল লাভ হয়, তাহা ইহাতে নাই। এই জন্যই দেবভক্তের প্রাপ্তিফল কৃষ্ণ-ভজনের ফল হইতে পৃথক্; ইহা গীঃ—(৭।২৩) শ্লোকেই পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তবর শ্রীঅক্রূরের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥" (ভাঃ ১০।৪০।৯-১০)

এই শ্লোক পাঠ করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীসকল বৃষ্টিজল পরিপূর্ণ ও বহুস্রোত-বিশিষ্ট হইয়া নানাদিক হইতে যেরূপ এক সমুদ্রেই প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মার্গের উপাসনাসকল চরমে শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং অন্য দেবপূজার দ্বারাও কৃষ্ণ-পূজার ফলই লাভ হইবে। কিন্তু এই শ্লোক-দ্বয়ের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"যোগী, কর্ম্মী প্রভৃতি উপাসকগণ সকলেই আপনাকে যজন করে, যেহেতু আপনিই সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বেশ্বর। যদিও কেহ নিজদিগকে 'আমরা শিবকে অর্চ্চন করি', 'আমরা সূর্য্যকে', 'আমরা গণেশকে অর্চ্চন করি' বলিয়া অন্য দেবাদিতে বুদ্ধিবিশিষ্ট।"

"আচ্ছা যদি আমাকেই অর্চ্চন করে, তবে তাহারা আমাকে পায়,— এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—না, এরূপ নহে। তাহাদের অর্চ্চনাই আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেই অর্চ্চকগণ নহে।" দৃষ্টান্ত দ্বারা সেইরূপই বলিতেছেন,—"নদীসমূহ পর্ব্বত হইতে জাত বলিয়া অদ্রিজনিতা। পর্জ্জন্য বা মেঘ দ্বারা আপূরিত হয়। পর্ব্বতসমূহে ইতস্ততঃ বর্ষণশীল মেঘবারিসমূহ একত্র হইয়া নদী হয়। সেই সকল নদী আবার সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া অন্তে সমুদ্রে প্রবেশ করে। গিরি হইতে জাত নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নদীজনক গিরিসমূহ নহে; তদ্রূপই মার্গভূত অর্চ্চনসমূহই আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেই অর্চ্চকগণ নহে। আপনারই সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব-হেতু অধিষ্ঠান-পূজা অধিষ্ঠাতৃত্বে পর্য্যবসিত হয়—এই ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদেব-পূজাও তদীয় পূজাই। এই উপমাস্থলে—সিন্ধু—ভগবান্, পর্জ্জন্য—বেদ, জল—নানা পূজাবিধি, পর্ব্বত —অধিকারী এবং নানাদেশ-নদী—নানাদেব পূজা। সেই নদীসমূহ যেরূপ নানাদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রেই গমন করে, তদ্রূপ পূজাও দেবগণ হইতে নিঃসৃত হইয়া বিষ্ণুতেই গমন করে।"

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত জল (বাষ্পরূপে) মেঘাকারে পরিণত হইয়া পর্ব্বতোপরি বর্ষিত হয়, পরে সেই জলরাশি একত্র মিলিত হইয়া নদীরূপে যেরূপ নানাদেশের মধ্য দিয়া যাইবার সময় নানাদেশস্থ নদী বলিয়া পরিচিত হইলেও অন্তিমে সেই সমুদ্রেই গমন করে; তদ্রূপ শ্রীভগবান্ হইতে উদ্ভূত বেদের নানা পূজাবিধিবর্গ অধিকারিগণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া নানাদেবপূজারূপে পরিচিত হইলেও সেই অর্চ্চনাসমূহ দেবগণ হইতে নিঃসৃত হইয়া অন্তিমে বিষ্ণু ভগবানে গমন করে, কিন্তু অর্চ্চক স্ব-স্ব-উপাস্য দেবতার নিকটে যায় ও অনিত্যফল লাভ করে, কৃষ্ণ-প্রাপ্তি বা নিত্যমঙ্গল লাভ করে না।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু-কৃত "সৎক্রিয়াসারদীপিকা" গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

"কেচিৎ বর্ণাদয়ো লোকাঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং বিষ্ণ্বেকতানং কেবল-শ্রীবিষ্ণ্বেকারাধ্যং ন বুদ্ধ্বা—বিষ্ণুময়ং সর্ব্বংজগৎ, সর্ব্বজগদেব বিষ্ণুরিতি মত্বা সর্ব্ব-দেবতাদীনামর্চ্চনাদৌ কৃতে সতি শ্রীবিষ্ণুপূজনাদিকং ভবতি (ইতি মন্যন্তে)। (যৎ) ইদং মতং নো বিধিঃ, কেবলনিষেধমাত্রং নশ্বরত্বাৎ (তৎ) শ্রীভগবদ্ব-

চনেনাত্র প্রমাণয়তি। শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং (৯।২৩) যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা... যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥"

"অবিধি তিন প্রকার ঃ—(১) বিষ্ণুভক্তের পক্ষে অন্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ। সেই নিষেধকে অবহেলামাত্র করা হয়, কিন্তু এতদতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার দোষ বিষ্ণুসেবাতে প্রবেশ করে না। ইহাতে বিষ্ণুসেবা হইতে একান্তভাবে বিচ্যুতি ঘটে না। তথাপি ইহা অবিধি, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

(২) বিষ্ণুভক্তিবিহীন অন্যদেবোপাসকগণ বিষ্ণু ভিন্ন অপরাপর দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহাদেরই পূজা করে,—বিষ্ণুভজন করে না। ইহা গুরুতর অবিধি (নামাপরাধ) এইরূপ অবিধিতে কোনক্রমেই বিষ্ণুসেবা হয় না, সুতরাং ইহা অতি নিন্দনীয় ও সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাজ্য।

(৩) বিষ্ণুর ভজনও করে, অন্য দেবতার পূজাও করে—তুল্যবুদ্ধিতে অথবা ইতর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। ইহাও অবিধি ও নামাপরাধ—সুতরাং পরিত্যাজ্য।"

"তাৎপর্য্য—গীতোক্ত 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' (৯।২৪) এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা (৪।৩১।১৪)—এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইতে শ্রীভগবানের সেবায় ও অপর দেবতার পূজায় লোকের যে স্বতন্ত্রতাবুদ্ধি বা প্রয়োজনবোধ, তাহাই অবিধি। উক্ত ত্রিবিধ অবিধি—ইহারই প্রকাশভেদ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ও সর্ব্বময় প্রভু, তাঁহার সেবাতেই অপর সকলেরই অর্চ্চন ও তৃপ্তি হয় এবং তাঁহারই অধীন ও অবয়বরূপে অপর সকল দেবতা অর্চ্চনীয়—এই বিচারে শ্রীকৃষ্ণের ও অপর দেবতার যজনই একমাত্র বিধি। এই বিচারে অন্য দেবতার যজনসত্ত্বেও বিধিপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের তথা বিধিপূর্ব্বক অন্য দেবতা যজনের আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত (৫।৭।৫-৬) মহাভাগবত রাজা ভরতের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ভরত নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীবাসুদেবেরই যজন করিয়াছিলেন, তিনি—শ্রীবাসুদেবই একমাত্র কর্ত্তা জানিয়া সকল যজ্ঞের ফল শ্রীবাসুদেবেই সমর্পণ করিতেন এবং যজ্ঞভাগী ইন্দ্রাদি অপর দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদানকালে সেই সকল দেবতাকে পরদেবতা শ্রীবাসুদেবেরই অবয়বরূপে জ্ঞান করিতেন। অন্য দেবতা যজনের ইহাই বস্তুতঃ প্রকৃত রহস্য" ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) অহং এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সকল যজ্ঞের) ভোক্তা চ প্রভু চ (ভোক্তা এবং প্রভু) তু (কিন্তু) তে (তাহারা) মাম্ (আমাকে) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) ন অভিজানন্তি (জানে না) অতঃ (এই হেতু) চ্যবন্তি (মৎপ্রাপক পথ হইতে চ্যুত হয় অর্থাৎ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—(যেহেতু) আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু ; কিন্তু তাহারা আমাকে স্বরূপতঃ জানে না, সুতরাং পুনরাবর্ত্তন করে ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমিই সমস্ত-যজ্ঞের 'ভোক্তা' ও 'প্রভু' যাহারা অন্য-দেবতাকে আমা-হইতে 'স্বতন্ত্র' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকেই 'প্রতীকোপাসক' বলা যায় ; তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিকী উপাসনা-বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়। সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার 'বিভূতি' বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—অবিধিপূর্ব্বকতাং দর্শয়তি,—অহং হীতি। অহমেবেন্দ্রাদিরূপেণ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুঃ স্বামী পালকঃ ফলদশ্চেত্যেবং তত্ত্বেন মাং নাভিজানন্তি ; অতস্তে চ্যবন্তি সংসরন্তি ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—অবিধিপূর্ব্বকত্ব দেখাইতেছেন—'অহং হীতি,' আমিই ইন্দ্রাদি-রূপে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, প্রভু, স্বামী ও পালক এবং যথার্থ ফলদাতা এইরূপে স্বরূপতঃ আমাকে বিশেষভাবে জানিতে পারে না। এই হেতু তাহারা সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত অবিধিপূর্ব্বকত্ব দেখাইতেছেন এবং অবিধিপূর্ব্বক দেব-যজনের ফলও বলিতেছেন। শ্রীভগবানই ইন্দ্রাদিরূপে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা, প্রভু, পালক ও সর্ব্বফলদাতা। ইহা স্বরূপতঃ অর্থাৎ তত্ত্ব-সহকারে না জানিয়া, যাহারা অন্য দেবগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও ফলদাতা বুদ্ধিতে বিশ্বাস-সহকারে পূজা করে, তাহাই অবিধিপূর্ব্বক দেবযজন। এইরূপ অবিধিপূর্ব্বক দেবযজনের ফলে তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হইয়া সংসারে-পুনরাবর্ত্তন করে। কিন্তু সূর্য্যাদি দেবতাকে শ্রীভগবানের

বিভূতিজ্ঞানে পূজা করিলে ক্রমশঃ উন্নততর সোপানে আরোহণপূর্ব্বক মদ্ভক্ত-কৃপায় মদীয় স্বরূপের বৈশিষ্ট্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাতেই বুদ্ধি পরিনিষ্ঠিত হইতে পারে।

শ্রুতিতে পাই,—"নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্র জায়তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ সর্ব্বদেবতাঃ সর্ব্বেঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে ॥"

স্মৃতিতেও পাই,—"ব্রহ্মাশম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা। জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি তে ॥" "অগ্নির্বৈ অবমো বিষ্ণুঃ পরমো"।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্যে সকল দেবতার ও পরেশ বিষ্ণুর ভেদ দৃষ্ট হয় এবং ঐ সকল দেবতা হইতে শ্রীবিষ্ণুর পরত্বও জানা যায়। এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাওয়া যায়,—"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ......... সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ" ॥ (৬।১৬) আরও পাওয়া যায়,—"ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় ২।৮)। কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।" ইত্যাদি (২।৩)।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কোন কোন স্থলে শ্রীবিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার সমানাধিকরণ দেখা যায়। সেস্থলে ঐ সকল দেবতাকে তদায়ত্ত-বৃত্তি অর্থাৎ উহাদের সামর্থ্য বিষ্ণুর অধীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ.........সূর্য্যমাত্মানমীমহি" (৫।২০।৫) অর্থাৎ সেই পুরাণপুরুষ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ সূর্য্যদেবের শরণাগত হই। বিষ্ণুই যে সকাম ব্যক্তিগণের নিকট সূর্য্যাদিরূপে স্বীয় বিভূতি প্রকাশ করেন, ইহা অন্য দেবভক্তগণ জানে না।

কেহ যদি মনে করেন যে, তাহা হইলে সর্ব্বদেবতাকে নারায়ণ মনে করিয়া পূজা করিলে ত' ভাল। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—নারায়ণ হইতেই সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় জানা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া সকলে নারায়ণ নহে। যাহারা শ্রীভগবানের সহিত অন্য দেবতা বা জীবকে সমজ্ঞান করে, তাহারা অপরাধী।

এ-বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

দেবগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা যেমন অবিধি, সেই প্রকার ঈশ্বরের সহিত সমজ্ঞানও পাষণ্ডতা। অতএব দেবগণকে নারায়ণের বিভূতিজ্ঞানপূর্ব্বক পূজা করা বিশ্বরূপোপাসকগণের পক্ষে বিধি-সম্মত। এ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে দ্বিবিধ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়,—শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রাদৌ—"অন্তর্য্যামী ভগবদ্দৃষ্ট্যৈব সর্ব্বারাধনং বিহিতম্।" বিষ্ণুযামলাদৌ তু—"বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৄণাং তর্পণক্রিয়া। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরমিত্যাদি প্রকারেণ বিহিতমিতি" ॥ ২৪ ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—দেবব্রতাঃ (দেবপূজকগণ) দেবান্ যান্তি (দেব-লোক প্রাপ্ত হন) পিতৃব্রতাঃ (পিতৃ-পূজকগণ) পিতৄন্ যান্তি (পিতৃলোক প্রাপ্ত হন), ভূতেজ্যাঃ (ভূত-পূজকগণ) ভূতানি যান্তি (ভূতলোক প্রাপ্ত হন), মদ্যাজিনঃ (মদুপাসকগণ) মাম্ অপি (আমাকেই) [যান্তি—প্রাপ্ত হন] ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন ও আমার পূজাপরায়ণগণ আমাকেই পাইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অন্যান্য দেবতাকে যাহারা 'ঈশ্বর' বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য-দেবতার অনিত্যত্বকে লাভ করে। যাহারা—পিতৃলোকের উপাসক, তাহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে এবং যাহারা—ভূতোপাসক, তাহারা অনিত্য ভূতত্বই লাভ করে। কিন্তু যাঁহারা নিত্য চিৎ-তত্ত্বস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন ; অতএব ফলদান-সম্বন্ধে আমার পক্ষ-পাতিত্ব নাই ; আমার অটল নিয়মই নিরপেক্ষরূপে জীবের কর্ম্মফল বিধান করে ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—বস্তুতো মম তত্তদ্দেবতাদিরূপতয়া স্থিতত্বেঽপি তদ্রূপতয়া মজ্জ্ঞানাভাবাদেব তে মাং নাপ্নুবন্তীত্যাহ,—যান্তীতি। অত্রাদ্যপর্য্যায়ে ব্রত-শব্দঃ পূজাভিধায়ী পরত্রেজ্যা-শব্দাৎ। দেবব্রতা দেবপূজকাঃ সাত্ত্বিকদর্শপৌর্ণমাস্যাদিকর্ম্মভিরিন্দ্রাদীন্ যজন্তস্তানেব যান্তি ; পিতৃব্রতা রাজসাঃ শ্রাদ্ধাদি-

কর্ম্মভিঃ পিতৄন্ যজন্তস্তানেব যান্তি ; ভূতেজ্যাস্তামসাস্তত্তদ্বলিভির্যক্ষরক্ষো-বিনায়কান্ পূজয়ন্তস্তান্যেব ভূতানি যান্তি। মদ্যাজিনস্তু নির্গুণাঃ সুলভৈঃ দ্রব্যৈর্মামর্চ্চয়ন্তো মামেব যান্তি। অপিরবধারণে। অয়মর্থঃ,—ইন্দ্রাদীনাং বয়মুপাসকাস্ত এবাস্মাকমীশ্বরাঃ পূজাভিঃ প্রসীদন্তঃ ফলান্যভীষ্টানি দত্বারিতি মদন্যদেবসেবকানাং ভাবনা, সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বেশ্বরো বাসুদেবস্তদ্দেবতাদিরূপেণাবস্থিতোঽস্মৎস্বামী সুলভোপচারৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ সর্ব্বাণ্যস্মদভীষ্টানি দদ্যাদিতি মৎসেবকানাং ভাবনা। ততশ্চ সমানান্যেব কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তোঽপি দেবাদিসেবিনো মদ্ভাবনা-বৈধুর্য্যাত্তান্নিজেষ্টানেবাচিরায়ুষোঽল্পবিভূতিনমাসাদ্য তৈঃ সহ পরিমিতান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা তদ্বিনাশে বিনশ্যন্তি। মৎসেবিনস্তু মামনাদিনিধনং সত্যসঙ্কল্পমনন্তবিভূতিং বিজ্ঞানানন্দময়ং ভক্ত-বৎসলং সর্ব্বেশ্বরং প্রাপ্য মত্তঃ পুনর্ন নিবর্ত্তন্তে,—ময়া সাকমনন্তানি সুখানি অনুভবন্তে মদ্ধাম্নি দিব্যে বিলসন্তীতি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—বাস্তবিকপক্ষে আমার পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রাদিদেবতারূপে অবস্থিতি হইলেও, সেইরূপ আমার জ্ঞানের অভাব বশতঃই তাহারা আমাকে লাভ করিতে পারে না—ইহাই বলা হইতেছে—'যান্তীতি'। এখানে আদ্য পর্য্যায়ে (প্রথমার্দ্ধে) ব্রতশব্দ পূজাভিধায়ক পরে ইজ্যা শব্দের উল্লেখ থাকায়। দেবব্রতা—দেবতার পূজকগণ অর্থাৎ ইহারা সত্ত্বগুণপ্রধান, দর্শপৌর্ণমাস্যাদিকর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রাদিকে অর্চ্চনাদি করিয়া তাহাদিগকেই লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রাদি-লোকেই গমন করিয়া থাকে। পিতৃব্রতগণ—রজোগুণপ্রধান। পিতৃব্রত ইহারা শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মগুলির দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে যজন করিয়া পিতৃলোকেই গমন করিয়া থাকে। ভূতেজ্যগণ—তমোগুণপ্রধান, যেহেতু ভূতেজ্যারূপ সেই সেই বলি প্রভৃতির দ্বারা যক্ষ, রাক্ষস ও বিনায়কাদির পূজা করিয়া সেই সেই ভূতলোকেই গমন করিয়া থাকে। আমার যজনকারী ভক্তগণ কিন্তু নির্গুণ ; তাঁহারা সুলভ দ্রব্যের দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিয়া আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। অপি শব্দের অর্থ—অবধারণ। ইহার অর্থ—ইন্দ্রাদি দেবতার আমরা উপাসক, তাঁহারাই আমাদের ঈশ্বর, তাঁহারা পূজাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হইলে আমাদের অভীষ্ট ফলগুলি প্রদান করিবে। এই কারণেই আমি ভিন্ন অন্যান্য দেবতাসেবকদিকের সেই সেই দেবার্চ্চনার প্রতি এইরূপ (ধারণা) ভাবনা। সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বেশ্বর, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পূর্ব্বোক্ত সেই সেই দেবতাদিরূপে

অবস্থিত, তিনিই আমাদের একমাত্র আরাধ্য ও প্রভু, সুলভ উপচারময় কর্ম্মের দ্বারা তিনি আরাধিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলে আমাদের অভীষ্ট সমস্ত ফলই দান করিবেন, ইহাই আমার সেবক অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তদের ধারণা বা ভাবনা। অতএব (পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ ভক্তগণের আরাধ্য ও সাধনীয়কর্ম্মগুলিকে বহির্দৃষ্টিতে) সমান দেখাইলেও, তাহা অনুষ্ঠান করিয়া দেবাদিসেবিগণের আমার ভাবনার বিমুখতা বশতঃ সেই সেই নিজের ইষ্টেরই আরাধনা করিয়া অল্পকালস্থায়ী, অল্পবিভূতিসম্পন্ন তাঁহাদের লোক (স্থান) কে লাভ করিয়া তাঁহাদের সহিত পরিমিত ভোগ-সুখ উপভোগ করিয়া, পরিশেষে তাঁহাদের বিনাশে বিনষ্ট হইয়া থাকে। আমার সেবক ভক্তগণ কিন্তু আমি অনাদিনিধন (আদিহীন, অবিনাশি) সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ, অনন্তবিভূতিযুক্ত, বিজ্ঞানানন্দময়, ভক্তবৎসল ও সর্ব্বেশ্বর এইরূপে আমাকে লাভ করিয়া, কখনও আমা হইতে ভ্রষ্ট বা পতিত হয় না। অধিকন্তু আমার সহিত অনন্ত সুখ অনুভব করে অর্থাৎ আমার নিত্য ও পরমানন্দময় দিব্য গোলকধামে পরম সুখে অবস্থান করে ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—অন্য দেবভক্তগণের সহিত ভগবদ্ভক্তের পার্থক্য ও উভয়ের প্রাপ্তিফলেরও পার্থক্য শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন। যদিও তত্তদ্দেবাদিরূপে একমাত্র ভগবানই অবস্থিত, তথাপি তদ্রূপতাযুক্ত তাঁহার জ্ঞানের অভাব বশতঃই তাহারা তাঁহাকে পায় না। আর ইহাও লক্ষ্যের বিষয় যে, যাহারা 'দেবব্রতা' ও 'পিতৃব্রতা' তাহারাই কিন্তু দেব ও পিতৃপূজক হন এবং ভূত-পূজকগণেরও ভূতাদির প্রতিই ইজ্য বা পূজ্য-বুদ্ধি। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"সমশীলা ভজন্তি বৈ" (ভাঃ—১।২।২৭)। দেবপূজকগণ সাত্ত্বিক দর্শ-পৌর্ণমাস্যাদি কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রাদিকে পূজা করিয়া ইন্দ্রাদিলোকেই গমন করিয়া থাকে। রজো-প্রধান পিতৃব্রতানুষ্ঠানকারিগণ রাজস শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের দ্বারা পিতৃপুরুষের যজন করে, আর ভূতপূজকগণ তামস, তত্তৎ-বলির দ্বারা যক্ষ-রক্ষ-বিনায়কগণের পূজা করিয়া থাকে। মদ্যাজী মদ্ভক্তগণ কিন্তু নির্গুণ, তাঁহারা সুলভ দ্রব্যের দ্বারা আমার অর্চ্চন করিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"যদি বল যে, সেই সেই দেবতার পূজাপদ্ধতিতে যে যে বিধি কথিত হইয়াছে, সেই সেই বিধির দ্বারাই সেই সেই দেবতা পূজিত হন। যেরূপ

বিষ্ণুপূজা-পদ্ধতিতে যে বিধি আছে, সেই বিধির দ্বারাই বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে পূজা করেন। অতএব অন্য দেবভক্তগণের দোষ কি? সত্য,—তাহা হইলে সেই দেবভক্তগণ সেই সেই দেবতাকেই লাভ করে,—এই ন্যায়। তাই বলিতেছেন—'যান্তি' ইত্যাদি। সেই সেই দেবতাগণ নশ্বর বলিয়া সেই সেই দেবতা-ভক্তগণ কি প্রকারে অনশ্বর হইবে? 'আমিই অনশ্বর ও নিত্য, আমার ভক্তেরাও অনশ্বর অর্থাৎ নিত্য', ইহাই দ্যোতিত—'অনন্ত-সংজ্ঞক এক আপনিই বর্ত্তমান থাকেন'—(ভাঃ ১০।৩।২৫)। "পূর্ব্বে এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও নহেন, শিবও নহেন'; 'পরার্দ্ধান্তে তিনি বুঝিলেন যে গোপরূপ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন' (গোঃ তাঃ), 'আমার ভক্তগণ সুমহৎ প্রলয়েও চ্যুত বা পুনরাবর্ত্তিত হন না'—ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়।"

যদি কেহ বলেন যে, দেবভক্তেরাও ত' তোমাকে শ্রদ্ধা করে। যেহেতু সর্ব্বদেবপূজাকালে নারায়ণের পূজা করিতে দেখা যায়। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা কেবল কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত, উহাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা বলে না। অন্য দেবাদি-ভক্তগণ মনে করে, আমরা ইন্দ্রের উপাসক, ইন্দ্রাদি আমাদের উপাস্য এবং আমাদের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রাদিই আমাদের অভীষ্ট-ফল প্রদান করিবেন। আর আমার ভক্তগণ মনে করেন, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বর, বাসুদেব তত্তদ্দেবতারূপে অবস্থিত আমাদের স্বামী, সুলভ উপচারে আরাধিত হইয়া আমাদের সর্ব্ব-অভীষ্টই প্রদান করিবেন। সাধারণভাবে উভয় কর্ম্ম সমানরূপে দৃষ্ট হইলেও, দেবাদি ভক্তগণ মদ্ভাবনা-বৈমুখ্য-হেতু অনিত্য দেবলোকে পরিমিত ভোগান্তে বিনাশ লাভরূপ নশ্বর ফল প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ কিন্তু অনাদি-নিধন, ভক্ত-বৎসল আমাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন না; পরন্তু আমার সহিত আমার ধামে অনন্ত সুখ অনুভব করতঃ তাঁহারা বিলাস করেন।

অতএব যে বিধির অনুসরণ করিলে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াতরূপ যাতনার অবসান হয়, তাহাই প্রকৃত-বিধি, তাহাই অবলম্বনীয়। কিন্তু দেবোপাসকগণ তাহাদের উপাসনার ফলে তত্তদ্দেবলোক প্রাপ্ত হইলেও উহা ক্ষয়িষ্ণু ও অচিরস্থায়ী সুতরাং সংসারে গতাগত-নিবর্ত্তক ভগবৎ-প্রাপক বিধি-রহিত বলিয়া উহা গ্রহণীয় নহে। চরম কল্যাণকামী ব্যক্তি অবশ্যই শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিবেন, ইহাই লক্ষিতব্য ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) মে (মহ্যম্—আমাকে) পত্রং (পত্র) পুষ্পং (পুষ্প) ফলং (ফল) তোয়ং (জল) প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন) অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্তজনের) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত) তৎ (তাহা) অশ্নামি (গ্রহণ করি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যিনি ভক্তিযুক্তচিত্তে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করিয়া থাকেন, আমি শুদ্ধচিত্ত সেই ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি যাহা যাহা দেন, তাহাই আমি অত্যন্ত-স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। দেবতান্তরের উপাসকগণ অনেক আয়াস স্বীকার-পূর্ব্বক বহুসম্ভার-দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধা-সহকারে যে-সকল পূজা করে, আমি তাহা গ্রহণ করি না। যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধ-ক্রমেই আমার পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—এবমক্ষয়ানন্তফলত্বান্মদ্ভক্তিঃ কার্য্যেত্যুক্ত্বা সুখসাধ্যত্বাচ্চ সা কার্য্যেত্যাহ,—পত্রমিতি। পত্রং বা পুষ্পং বান্যদ্বা, যৎসুলভং বস্তু যো ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ মে সর্ব্বেশ্বরায় প্রযচ্ছতি, তস্য ভক্ত্যুপহৃতং প্রীত্যর্পিতং তত্তদনন্তবিভূতিঃ পূর্ণকামোঽপ্যহমশ্নামি যথোচিতমুপভুঞ্জে, তৎপ্রীত্যুদিতক্ষুত্তৃষ্ণঃ সন্ তদ্ভক্ত্যাবেশাত্তৎ সর্ব্বমদ্মীতি বা। তস্য কীদৃশস্যেত্যাহ,—প্রযতাত্মনো বিশুদ্ধমনসো নিষ্কামস্যেত্যর্থঃ। তথা চ নিষ্কামেণ মদনুরক্তেনার্পিতং তদশ্নামি, তদ্বিপরীতেনার্পিতং তু নাশ্নামীত্যুক্তম্; 'ভক্ত্যা' ইত্যুক্ত্বাপি পুনর্ভক্ত্যুপহৃতমিত্যুক্তির্ভক্তিরেব মত্তোষিকা, ন তু দ্বিজত্ব-তপস্বিত্বাদিরিতি সূচয়তি। ইহ 'সততম্', 'অনন্যাঃ', 'পত্রম্' ইত্যাদিভিস্ত্রিভিরুক্তা কীর্ত্তনাদিরূপ-বিশুদ্ধ-ভক্তিরর্পিতৈব ক্রিয়েত, ন তু কৃত্বার্পিতেতি। "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্" ইতি প্রহ্লাদ-বাক্যাৎ; অতস্তথাত্র নোক্তেঃ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার মদ্ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি অক্ষয় ও অনন্তফলপ্রদ

বলিয়া তাহাই সকলের পক্ষে করা উচিত, ইহা বলিয়া, পুনরায় অতিশয় সুখসাধ্য বলিয়াও তাহা (কৃষ্ণভক্তি) সকলের করা উচিত, ইহা বলা হইতেছে—'পত্রমিতি'। পাতা অথবা পুষ্প অথবা যাহা অতিশয় সুলভ, অন্য কোন বস্তু, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতির সহিত সর্ব্বেশ্বর আমাকে প্রদান করে, সেই ভক্তের ভক্তির দ্বারা উপহৃত, প্রীতিসহকারে অর্পিত তত্তদ্বস্তু, আমি অনন্তবিভূতিসম্পন্ন ও পূর্ণকাম হইলেও গ্রহণ করি অর্থাৎ যথোচিত উপভোগ করি। অথবা সেইরূপ ভক্তের প্রীতিতে আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া ভক্তের ভক্তিবশেই সেই সকল বস্তু খাইয়া থাকি। কীদৃশ ভক্তের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ (বা ভোগ) করেন ? তাহাই বলা হইতেছে। প্রযতাত্মা, বিশুদ্ধমনা নিষ্কামভক্তের (প্রদত্ত বস্তু খাই) ইহাই প্রকৃত অর্থ। ইহার দ্বারা বলা হইল যে—নিষ্কাম ও আমার প্রতি অনুরক্ত ভক্তগণের অর্পিত বস্তুই খাই কিন্তু তদ্বিপরীত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বস্তু কিন্তু গ্রহণ ও ভোজন করি না। 'ভক্তির দ্বারা' ইহা বলিয়াও পুনরায় "ভক্তির দ্বারা উপহৃত" এইরূপ বলার একমাত্র কারণ এই—ভক্তিই আমার তোষিকা, আমার (কৃষ্ণের) তুষ্টির কারণ, দ্বিজত্ব, তপস্বিত্ব প্রভৃতি কিন্তু আমার তুষ্টির কারণ নহে ; এই কথাই সূচনা করিতেছেন। এখানে "সতত" "অনন্য" "পত্র" ইত্যাদি এই তিনটি শব্দের দ্বারা উক্ত কীর্ত্তনাদিরূপ বিশুদ্ধভক্তি অর্পিত হইয়াই কৃত হয়, কিন্তু করিয়া অর্পণ নহে, ইহা বলা হইয়াছে—"যিনি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক—এই নবলক্ষণাভক্তির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শাস্ত্র উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি—এইরূপ প্রহ্লাদের বাক্য হইতেও জানা যায়। অতএব এখানে উহা (ভক্তির অর্পণ) বলা হয় নাই ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের ভজনে অক্ষয় ও অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে সুতরাং তাহাই সকলের কর্ত্তব্য ; ইহা বর্ণনের পর বর্ত্তমানে উহা সুখসাধ্যও তাহা বলিতেছেন। পত্র, পুষ্প, ফল বা জল যে কোন সুলভ দ্রব্যই ভক্তিসহকারে উপহৃত হইয়া ভক্তি অর্থাৎ প্রীতিভরে সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানকে প্রদত্ত হয়, অনন্তবিভূতিশালী ও পূর্ণকাম হইয়াও তিনি উহা যথোচিত উপভোগ করেন। অথবা ভক্তের প্রীতিতে তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণার উদ্রেক হেতু ভক্তের ভক্তির আবেশবশতঃই সেই সকল দ্রব্য আহার করেন। যথা,—ভক্ত বিদুরের গৃহে

তৎপত্নীর হস্তে শ্রীকৃষ্ণ কলার বাক্‌লা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়-সখা সুদামা বিপ্রের আনীত উপায়ন গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥" (১০।৮১।৪)। এই শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—"ভক্তিতে উপহৃত বলিয়া পুনরায় ভক্তি-সহকারে প্রদত্ত উল্লেখ থাকায় ভক্তজন যাহা প্রদান করেন, তাহা ভক্তিতেই প্রদত্ত হয় বলিয়া ভগবান্ স্নেহভরে গ্রহণ করেন, কাহারও অনুরোধে নয়। ইহার অর্থ—বস্তু স্বাদু বা অস্বাদু হউক কিন্তু ইহা—স্বাদু এই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক যাহা দেয়, তাহা আমার অতি স্বাদু হয়, এখানে আমার কোন বিচার থাকে না। আমি আহার করি অর্থাৎ ঘ্রাণের যোগ্য, আহারের অযোগ্য পুষ্পও আমি ভক্তের প্রেমে মোহিত হইয়া ভক্ষণ করি।"

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, দেবতান্তর ভক্তের প্রদত্ত বস্তু কি ভগবান্ খান্ না? তদুত্তরে বক্তব্য যে—না, মদ্ভক্ত যাহা দেয় তাহাই। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই যে,—"এক্ষেত্রে ভক্তিই কারণ—তৃতীয় পাদে 'ভক্ত্যুপহৃতম্' অর্থাৎ ভক্তিসহকারে প্রদত্ত উপহার এই কথার পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব সহার্থে তৃতীয়া, ভক্তিসহ, আমার ভক্তগণ এই অর্থ। তদ্দ্বারা আমার ভক্ত ভিন্ন অন্যব্যক্তি তাৎকালিক ভক্তিসহকারে যাহা প্রদান করে, তৎকর্ত্তৃক সেই তাৎকালিক ভক্তিসহকারে প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি গ্রহণ করি না—ইহাই বুঝাইতেছেন।"

নাভির যজ্ঞে আবির্ভূত শ্রীভগবান্‌কে ঋত্বিকগণ বলিয়াছিলেন—"পরিজনানুরাগ বিরচিত...সংভৃতয়া সপর্য্যয়া কিল পরম পরিতুষ্যসি।"—(ভাঃ ৫।৩।৫) অর্থাৎ আপনার নিজজন অনুরাগভরে বাষ্পগদ্‌গদ্ স্তুতিবাক্য, জল, শুদ্ধ পল্লব, তুলসী ও দুর্ব্বাঙ্কুর দ্বারাও সুষ্ঠুভাবে আপনার যে পূজা সম্পাদন করেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজার দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে গৌতমীয় তন্ত্রবাক্যে পাই,—

"তুলসীদলমাত্রেন জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥"

শ্রীমহাপ্রভু ভক্ত শুক্লাম্বরের ভিক্ষাঝুলি হইতে তণ্ডুল লইয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিয়াছেন—

"প্রভু বলে—তোর খুদ্‌কণ মুঞি খাও।
অভক্তের অমৃত উলটি না চাও॥"

দেবর্ষি নারদ প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন—"ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং।"—(ভাঃ ৪।৩১।২১)। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"ভূর্য্যপ্যভক্তোপাহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।"—(ভাঃ ১১।২৭।১৮) এবং শ্রীসুদামাকেও বলিয়াছেন,—"অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ। ভূর্য্যপ্যভক্তোপাহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥"—(ভাঃ ১০।৮১।৩) অর্থাৎ ভক্তজনের উপহার অণুমাত্র হইলেও আমার নিকট উহা প্রভূতরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু অভক্তজনের উপাহৃত প্রচুর বস্তুও আমার সন্তোষ বিধান করিতে সমর্থ হয় না।

এক্ষণে এই ভক্তের বৈশিষ্ট্য-বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—প্রযতাত্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধমনা বা নিষ্কাম। নিষ্কাম, মদনুরক্ত ভক্তের দ্বারা অর্পিত বস্তুই গ্রহণ করি। তদ্বিপরীত জনের অর্পিত কিন্তু গ্রহণ করি না। এমন কি, দ্বিজত্ব ও তপস্বিত্বাদিও আমার সন্তোষের কারণ হয় না। 'সতত', 'অনন্য', 'পত্র' ইত্যাদি দ্বারা ইহাই কথিত হইয়াছে যে, কীর্ত্তনাদিরূপ বিশুদ্ধা ভক্তি অর্পিত হইয়াই কৃত হয়, কৃত হইয়া অর্পিত নহে।—ইহা শ্রীভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতেও পাওয়া যায়। (ভাঃ ৭।৫।২৪) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তি ক্রিয়তে সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"ভক্তিসহকারে সমর্পিত, কিন্তু কাহারও অনুরোধাদিতে দত্ত নহে, এই অর্থ। আরও আমার ভক্তেরও শরীর অপবিত্র হইলে গ্রহণ করি না, তাই বলিতেছেন—'প্রযতাত্মনঃ'—যাঁহার শরীর শুদ্ধ, তাঁহার, ইহাতে রজস্বলাদি নিষিদ্ধ হইতেছে। অথবা 'প্রযতাত্মা'—যাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ, তাঁহার। আমার ভক্ত ব্যতীত আর কেহ শুদ্ধান্তঃকরণ নহে। পরীক্ষিতের উক্তি—"ধৌতাত্মা পুরুষ কৃষ্ণপাদপদ্ম ত্যাগ করেন না।" (ভাঃ ২।৮।৬)। আমার পাদসেবা ত্যাগে অসামর্থ্যই শুদ্ধ চিত্তত্বের চিহ্ন; অতএব কাহারও চিত্তে কাম-ক্রোধাদি দেখিলেও তাহা উৎপাটিত-বিষদন্ত-সর্পের দংশনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর জানিতে হইবে'॥ ২৬॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! যৎ করোষি (যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান কর), যৎ অশ্নাসি (যে কিছু দ্রব্য ভোজন কর), যৎ জুহোষি (যাহা হোম কর), যৎ দদাসি (যাহা দান কর), যৎ তপস্যসি (যাহা তপ কর), তৎ (সেই সকল) মদর্পণম্ (আমাতে সমর্পণ) কুরুষ্ব (কর) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! তুমি যে কিছু কর্ম্ম কর, যে কিছু দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে কিছু তপস্যা কর, সে সকলই আমাতে সমর্পণ কর ॥ ২৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভক্ত্যধিকারীদের শ্রেণী চারিটি,—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ভক্তিপদারূঢ় হইবার প্রাগবস্থায় তাহাদের সাধন তিন প্রকার,—অহং-গ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপোপাসনা। ভক্তিপদারূঢ় হইবার সময় মানবের সংসার-সম্বন্ধে ব্যবহার চারিপ্রকার,—সকাম-কর্ম্ম, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ। এই সমস্ত বলিয়া শেষে বিশুদ্ধ-ভক্তির-স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলাম। এখন, হে অর্জ্জুন! তুমি তোমার স্বীয় অধিকার স্থির করিয়া লও। তুমি ধর্ম্মবীরস্বরূপে আমার সহিত অবতীর্ণ হইয়া আমার লীলাপুষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত আছ ; অতএব তুমি নিরপেক্ষ-ভক্ত বা সকাম-ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পার না ; অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই তোমা-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে। এতন্নিবন্ধন তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যে তপস্যা কর, সে সমুদায় আমাতেই অর্পণ কর। কর্ম্ম অন্যসঙ্কল্প-সহকারে কৃত হইয়া গেলে কর্ম্মজড় লোকেরা অবশেষে ব্যবহারিকমতে আমাকে অর্পণ করে ; বস্তুতঃ সে কিছু নয় ; কর্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পণ করিয়া ভক্তিরূপে অনুষ্ঠান কর ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—'সততম্' ইত্যাদিভির্নিরপেক্ষাণাং ভক্তির্ময়া ত্বাং প্রত্যুক্তা, ত্বয়া তু পরিনিষ্ঠিতেন কীর্ত্তনার্চ্চনাদিকাং ভক্তিং কুর্ব্বতাপি লোকসংগ্রহায় নিখিলকর্ম্মার্পণাত্মমাপি ভক্তিঃ কার্য্যেতি ভাবেনাহ,—যদিতি। যত্ত্বং দেহ-যাত্রা-সাধকং লৌকিকং কর্ম্ম করোষি, যচ্চ দেহধারণার্থং অন্নাদিকমশ্নাসি,

তথা যজ্জুহোষি বৈদিকমগ্নিহোত্রাদিহোমমন্থতিষ্ঠসি, যচ্চ সৎপাত্রেভ্যঃ অন্নহিরণ্যাদিকং দদাসি, প্রত্যব্দমজ্ঞাতদুরিতক্ষতয়ে চান্দ্রায়ণাদ্যাচরসি, তৎ সর্ব্বং মদর্পণং যথা স্যাত্তথা কুরুষ্ব,—তেন মন্নির্ম্মিতস্যাস্য লোকস্য সংগ্রহাত্ত্বয়ি মৎপ্রসাদো ভূয়ান্ ভাবীতি। ন চেয়ং সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপা ভক্তিঃ সনিষ্ঠা-নামিতি বাচ্যম্,—তৈর্বৈদিকানামেব তত্রার্প্যমাণাৎ; কিন্তু পরিনিষ্ঠিতা-নামেবেয়ম্,—তৈঃ 'যৎ করোষি' ইত্যাদি স্বামিনির্দ্দেশেন সর্ব্বকর্ম্মণাং তত্রার্পণাৎ। তে হি স্বামিনো লোকসংগ্রহং প্রয়াসমপনিনীষবস্তথা তান্যাচরন্তস্তং প্রসাদয়ন্তীতি ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—'সতত' ইত্যাদি (তিনটি) শ্লোকের দ্বারা নিরপেক্ষ (নিষ্কাম) ভক্তগণের ভক্তির কথাই আমি তোমার নিকটে বলিয়াছি, তুমি কিন্তু পরিনিষ্ঠিত, কীর্ত্তন-অর্চ্চনাদি-ভক্তি-যাজনকারী হইলেও লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত (লোক-প্রবৃত্তির জন্য) নিখিল কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক আমার প্রতিও ভক্তি তোমার করা উচিত, এই ভাবেই বলা হইতেছে—'যদিতি'। দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য তুমি যে লৌকিক কর্ম্মগুলি করিতেছ এবং দেহ-ধারণের জন্য অন্নাদি ভোজন করিতেছ, সেই রকম বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি-হোম করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছ এবং যে অন্ন ও স্বর্ণ প্রভৃতি সৎপাত্রে দান করিতেছ; প্রতি বৎসর (জন্মজন্মার্জিত) অজ্ঞাত দুরিত ক্ষয়ের জন্য (কঠোর) চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করিতেছ, সেই সমস্তই যাতে আমাতে অর্পণ করা হয়, সেই ভাবেই কর। তাহার ফলে আমার দ্বারা সৃষ্ট এই জগতের লোক রক্ষা হইবে বলিয়া তোমার প্রতি আমার প্রসন্নতা ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। এই সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপা ভক্তি সনিষ্ঠদিগের হয়, ইহা বলা উচিত নহে—যেহেতু সনিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেখানে বৈদিক ক্রিয়াই আমাতে অর্পণ মাত্র করা হয়। পরিনিষ্ঠিতদিগের কিন্তু এইরকম হয়,—তাঁহাদের কর্ত্তৃক "যাহা করিতেছ" ইত্যাদি বলায় প্রভু (স্বামী) নির্দ্দেশ-দ্বারাই সমস্ত কর্ম্মের সেখানে অর্পণ দেখা যায়। তাঁহারা নিশ্চিত স্বামীর লোক-সংগ্রহ (প্রজাপালন)-রূপ কষ্টকে অপনোদন করিবার ইচ্ছুক হইয়া সেই ভাবেই আচরণ করিতে করিতে স্বামীকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ 'সতত' ইত্যাদি শ্লোকে নিরপেক্ষ ভক্তগণের ভক্তির কথা বলিয়া পরিনিষ্ঠিত ভক্ত অর্জ্জুন কীর্ত্তনার্চ্চনাদি ভক্তি-যাজনকারী

হইলেও লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত অর্জ্জুনের নিখিলকর্ম্মার্পণমূলক ভক্তি করা কর্ত্তব্য—এই ভাবে বলিতেছেন যে, দেহযাত্রাসাধক লৌকিক কর্ম্মাদি ও বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ-কর্ম্মাদি, দানাদি সর্ব্ব কর্ম্ম, যাহাতে আমাকে যথাযথ অর্পণ করা হয়, সেইরূপ কর। তাহা হইলে লোকসংগ্রহ-কার্য্যবশতঃ আমার প্রসাদ লাভ করিবে। কেবল সনিষ্ঠগণের এই ভক্তি করা কর্ত্তব্য, তাহা বলা উচিত নহে, কিন্তু পরিনিষ্ঠিতগণেরও ইহা যে স্বামী-নির্দ্দিষ্ট 'যাহা কিছু কর' ইত্যাদি সর্ব্বকর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পণ করা বিহিত। তাঁহারা স্বামীর লোকসংগ্রহ-কার্য্যের ক্লেশ অপনোদন করিয়া স্বামীকে অর্থাৎ প্রভু শ্রীভগবানকে প্রসন্ন করেন।

এস্থলে ইহা লক্ষ্যের বিষয় যে, লৌকিক, বৈদিক যাবতীয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর, এই ভগবদুক্তির দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, যিনি যাহা ইচ্ছা করুন বা যাহা ইচ্ছা খান, তাহাতে কোন দোষ নাই, শেষে কেবল ভগবানে সমর্পণ করার একটা ভান থাকিলেই হইল; অথবা বৈদিক কর্ম্মেও যিনি যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যেই, যে কোন সঙ্কল্প-সহকারে যে কোন কর্ম্মই করুন, কেবল পরিশেষে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের ন্যায় 'শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণমস্তু' বলিয়া মন্ত্র পড়িলেই সমর্পণ হইয়া যাইবে। এই জন্য শ্রীধর, শ্রীবলদেব ও শ্রীবিশ্বনাথ সকলেই এই শ্লোকের টীকায় এইরূপ মর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন যে—যাহাতে সেই সকল যথাযথভাবে শ্রীভগবানে অর্পিত হয়, তাহা কর, অর্থাৎ তদুদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্মই তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়া" (ভাঃ—১।৫।৩৬)। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ কর্ম্মীর ও ভক্তের কর্ম্ম-সমর্পণের ভেদ প্রদর্শন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"কর্ম্মিগণ কর্ম্মের বৈফল্য না হয়, তজ্জন্য অন্যদেবোদ্দেশে নিজ কাম-পূরণের জন্য কৃত-বৈদিক কর্ম্মও অর্পণ করেন, ভক্তগণ কিন্তু ভগবানই একমাত্র স্বামী, ইহা জানিয়া স্বকর্ত্তব্য বৈদিক, লৌকিক ও দৈহিক কর্ম্ম স্বপ্রভুর দ্বারা প্রবর্ত্তমান হইয়া, যত্নকৃত সকল কর্ম্মই তাঁহাতে সমর্পণ করেন, উভয়ের মধ্যে এই মহান ভেদ।"

শ্রীভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবির বাক্যেও পাই—"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাহনুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ" (১১।২।৩৬)—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল প্রভুপাদ

লিখিয়াছেন—"কায়মনো-বাক্য এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল কার্য্য ভগবানের সেবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে উহাদিগকে কর্ম্মীর সাধারণ ভোগপর 'ধর্ম্ম' বলিয়া জানিতে হইবে না। ভগবানের প্রতি সেই সকল কর্ম্মের ফল সমর্পিত হইলে, জীবের ভগবদ্বিমুখতা-ক্রমে কর্ম্মাগ্রহিতা-জনিত অমঙ্গলসমূহ বদ্ধজীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্বরূপাবস্থিত জীব সকল-কার্য্যই ভগবৎ-সেবনোদ্দেশে করিয়া থাকেন এবং তাঁহার আদর্শানুসরণক্রমে উন্নত হইবার চেষ্টায় সুকৃতিমন্ত কর্ম্মিসম্প্রদায় কর্ম্মজন্য ফলসমূহ ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। যদিও ইহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিপর্য্যায়ে গণিত, তথাপি ক্রমোন্নতিবশতঃ শুদ্ধভক্তিতে পর্য্যবসিত করাইবে। কর্ম্মকাণ্ডের ফল ভোগবাদ হইতে ক্রমপন্থায় অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হইলে কেবলা ভক্তি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান করিবে॥"

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আলোচ্য। "পুংসামতো বিবিধকর্ম্মভিরধ্বরাদ্যৈর্দানেন...ধর্ম্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিন্ম্রিয়তে ন যত্র॥" এই শ্লোকের টীকায়ও শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন যে,—"ভক্তিতে নিষ্কামা শ্রেষ্ঠা, অতএব কেবলা ভক্তিতে অশক্ত হইলেও প্রধানীভূতা লৌকিক-বৈদিক-কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তি নিষ্কামাই আচরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া এই শ্লোক বলিতেছেন"॥ ২৭॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮॥

অন্বয়—এবং (এইরূপ) [কুর্ব্বন্—করিলে] শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভ ফলরাশি হইতে) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মবন্ধনসমূহ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত) [সন্—হইয়া] সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগ দ্বারা যুক্তচিত্ত) [ত্বম্—তুমি] মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥ ২৮॥

অনুবাদ—এইরূপ করিলে অনন্ত শুভাশুভ ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে; বিমুক্ত হইয়া কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগ-দ্বারা যুক্তচিত্ত তুমি আমাকে পাইবে॥ ২৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তাহা হইলে নিখিল-কর্ম্মের যে শুভাশুভ ফল, তদ্বন্ধন

হইতে বিমুক্ত হইয়া আমাতে সমস্ত-কর্ম্মার্পণরূপ সন্ন্যাস লাভ করত আমার স্বরূপগত সেবা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—ঈদৃশভক্তেঃ ফলমাহ,—শুভেতি। এবং মন্নিদেশকৃতায়াং সর্ব্বকর্ম্মার্পণ-লক্ষণায়াং ভক্তৌ সত্যাং কর্ম্মরূপৈর্ব্বন্ধনৈস্ত্বং মোক্ষ্যসে। কীদৃশৈরিত্যাহ,—শুভেতীষ্টানিষ্টফলৈস্তৎপ্রাপ্তিপ্রতীপৈঃ প্রাচীনৈরিত্যর্থঃ। কীদৃশস্ত্বমিত্যাহ,—সংন্যাসেতি ময়ি কর্ম্মার্পণং সংন্যাসঃ, স এব চিত্তবিশোধকত্বাদ্‌যোগস্তদ্যুক্ত আত্মা মনো যস্য সঃ। ন কেবলং মুক্ত এব কর্ম্মভির্ভবিষ্যস্যপি তু বিমুক্তঃ সন্ মামুপৈষ্যসি—মুক্তেষু বিশিষ্টঃ সন্ মাং সাক্ষাৎ সেবিতুং মদন্তিকং প্রাপ্স্যসি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—এতাদৃশভক্তির ফলের কথা বলা হইতেছে—'শুভেতি'। এইরূপে আমার নির্দ্দেশে কৃত সমস্ত কর্ম্মার্পণরূপ ভক্তির উদয় হইলে কর্ম্মরূপ সংসার বন্ধন হইতে তুমি মুক্ত হইতে পারিবে। কিরূপ কর্ম্মের দ্বারা ? তাহাই বলা হইতেছে—'শুভেতি'। শুভ শব্দের অর্থ ইষ্ট ও অশুভ শব্দের অর্থ অনিষ্ট ফলের দ্বারা যেগুলি তোমার তৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল সেই প্রাচীন কর্ম্ম সমূহের দ্বারা, ইহাই অর্থ। কিরূপ তুমি ?—তাহাই বলা হইতেছে—'সংন্যাসেতি'। আমাতে কর্ম্মার্পণের নামই সংন্যাস। এই সংন্যাসবশতঃই চিত্তের বিশুদ্ধিতা আসে বলিয়া (এই সংন্যাসের অপর নাম) যোগ, (তুমি) তাদৃশ যোগ-যুক্ত আত্মা—মন যাহার সেরূপ। ঐরূপ কর্ম্মসমূহের দ্বারা কেবলমাত্র মুক্ত হইবে তাহা নহে—কিন্তু বিমুক্ত হইয়াই আমাকে (উপেষ্যসি) প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ মুক্ত অন্য পুরুষদের মধ্যে বিশিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎভাবে সেবা করিবার জন্য আমার নিকটেই অবস্থান করিতে পারিবে ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত প্রধানীভূতা ভক্তির ফল বলিতেছেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের নির্দ্দেশানুসারে কৃত সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপা ভক্তি যাজন করিতে পারিবেন, তাঁহারা যাবতীয় শুভ ও অশুভ ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণই সন্ন্যাস এবং তাহাই চিত্ত-বিশোধক-যোগ সুতরাং তদ্দ্বারা যুক্ত হইয়া কেবলমাত্র মুক্ত হওয়া যায় এরূপ নহে, বিমুক্ত অর্থাৎ মুক্তগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে সাক্ষাৎভাবে সেবা করিবার জন্য আমার নিকটে বাস করিতে পারিবে অর্থাৎ মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ আমার প্রেম-সেবা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

অন্বয়—অহং (আমি) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) সমঃ (সমান) মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (দ্বেষের বিষয়) প্রিয়ঃ (প্রীতির বিষয়) ন অস্তি (কেহ নাই), যে তু (যাঁহারা কিন্তু) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) ভজন্তি (ভজন করেন), তে (তাঁহারা) ময়ি (আমাতে) [বর্ত্তন্তে—থাকেন] অহম্ অপি চ (এবং আমিও) তেষু (তাঁহাদিগেতে) [বর্ত্তে—থাকি] ॥২৯॥

অনুবাদ—আমি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন, এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার রহস্য এই যে, আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি ;—আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই ; ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ ভক্তানেব বিমোচ্যান্তিকং নয়সি, নাভক্তানিতি তবাপি কিং সর্ব্বেশ্বরস্য রাগদ্বেষকৃতং বৈষম্যমস্তি ? তত্রাহ,—সমোঽহমিতি। দেব-মনুষ্যতির্য্যক্‌স্থাবরাদিষু জাত্যাকৃতিস্বভাবৈর্বিষমেষু সর্ব্বেষু তেষু ভূতেষু তত্তৎ-কর্ম্মানুগুণ্যেন সৃষ্টিপালনকৃৎ সর্ব্বেশ্বরোঽহং সমঃ পর্জন্য ইব নানাবিধেষু তত্তদ্বীজেষু, ন তেষু—মে কোঽপি দ্বেষ্যঃ প্রিয়ো বেত্যর্থঃ। ভক্তানা-মভক্তেভ্যো বিশেষং বোধয়িতুমিহ তু-শব্দঃ। যে তু মাং ভজন্তি শ্রবণাদি-ভক্তিভিরনুকূলয়ন্তি, তে ভক্ত্যানুরক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে, তেষ্বহং চ সর্ব্বেশ্বরোঽপি ভক্ত্যা বর্ত্তে,—'মণিসুবর্ণ'-ন্যায়েন ভগবতোঽপি ভক্তেষু ভক্তিরস্তি,—"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" ইত্যাদি-শ্রীশুকবাক্যাদিতি প্রেম্ণা মিথো বর্ত্তনবিশেষো দর্শিতঃ ; অন্যথা ত্ববিশেষাপত্তিঃ। তস্য প্রতিজ্ঞা ত্বীদৃশ্যেবাবগম্যতে,—'যে যথা মাম্' ইত্যাদিনা। কল্পদ্রুমদৃষ্টান্তোঽপ্যত্রাংশিক এব,—তত্র মিথঃ প্রীত্যপ্রতীতেঃ পক্ষপাতাপ্রতীতেশ্চ ; তথাচ সর্ব্বত্রাবিষমেঽপি ময়ি স্বাশ্রিত-বাৎসল্যলক্ষণং বৈষম্যমস্তীত্যুক্তম্। এবমাহ সূত্রকারঃ—"উপপদ্যতে চাভ্যুপ-লভ্যতে চ" ইতি। নন্থ ভক্তেরপি কর্ম্মত্বাত্মসারেণ তেষু তদ্বাৎসল্যান্ন তল্লক্ষণে

তদিতি চেন্নৈবমেতৎ,—স্বরূপশক্তিবৃত্তের্ভক্তেঃ কর্ম্মান্যত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ, "সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তি-যোগে তিষ্ঠতি" ইতি। ন চ স্বরূপপ্রযুক্তত্বাদ্দূষণমেতদিতি বাচ্যম্,—গুণশ্রেষ্ঠত্বেন স্তূয়মানত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—(হে কৃষ্ণ!) তুমি ভক্তগণকেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া নিজের নিকটে স্থান দাও কিন্তু অভক্তগণকে নিজের নিকটে স্থান দাও না। (এখানে জিজ্ঞাসা) সর্ব্বেশ্বর তোমারও কি রাগ-দ্বেষ জনিত বৈষম্য-ভাব আছে? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'সমোঽহমিতি'। দেবতা, মনুষ্য, তির্য্যক্ ও স্থাবরাদি-ভেদে জাতি ও আকৃতি ও স্বভাবের দ্বারা বিসদৃশ সমস্ত প্রাণিসমূহে সেই সেই কর্ম্মের অনুরূপ ফলানুসারে সৃষ্টি ও পালককর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর আমি সকলের প্রতিই সমান, মেঘের মত। পর্জন্য অর্থাৎ মেঘ যেমন নানারকম বীজের প্রতি সমান ভাবাপন্ন আমিও সর্ব্ববিধ প্রাণীর প্রতি সমান ভাবাপন্ন। তাহাদের মধ্যে আমার নিকটে কেহ বিদ্বেষের পাত্র নহে: আবার কেহ প্রিয়পাত্রও নহে। ইহাই প্রকৃত অর্থ। ভক্তদিগের অভক্তদিগের নিকট হইতে বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য এখানে তু শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ (মন্নামাদি) শ্রবণাদিরূপ ভক্তির দ্বারা আমাকে অনুকূল করেন অর্থাৎ বশীভূত করেন, তাঁহারাই ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া আমাতে অবস্থান করেন। তাঁহাদিগেতে আমি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও ভক্তিসহ অবস্থান করি। মনিসুবর্ণন্যায়ের অনুসারে ভগবানেরও ভক্তগণেতে ভক্তি আছে—;

"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" (অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তের প্রতি ভক্তিমান্) ইত্যাদি শ্রীশুকবাক্যানুসারেই প্রেমের দ্বারা পরস্পর থাকারও বিশেষত্ব দেখান হইয়াছে। অন্যথা—তাহা না হইলে কিন্তু ভক্ত ও অভক্তের কোন পার্থক্য বা বিশেষত্ব থাকে না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা কিন্তু এইভাবেই অবগত হওয়া যায়, 'যে যেরূপ আমাকে' ইত্যাদি দ্বারা। কল্পদ্রুম-দৃষ্টান্তও এখানে আংশিকভাবে উল্লেখের বিষয়। যেহেতু সেখানে (কল্পদ্রুমে) পরস্পর প্রীতির অপ্রতীতি-হেতু ও কোনরকম পক্ষপাতিত্ব দোষ প্রতীত হয় না। অতএব সর্ব্বত্র আমার অবৈষম্য থাকিলেও, স্বাশ্রিতবাৎসল্যরূপ বৈষম্য আছেই; ইহা উক্ত হইল। ইহাই বলিয়াছেন সূত্রকার—"উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ" ইতি, ইহা যুক্তিযুক্ত ও উপলব্ধও হয়। প্রশ্ন—ভক্তিও কর্ম্মবিশেষ সেই অনুসারে তাহাদের উপর

সেইরূপ বাৎসল্য থাকায়, সেই লক্ষণে তাহা নাই, এই যদি তোমার মত হয়, তাহা ঠিক নহে—যেহেতু ইহা—আমার স্বরূপশক্তিবৃত্তিসম্পন্ন ভক্তি, কর্ম্মের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। শ্রুতিও—(গোঃ তাঃ) "সচ্চিদানন্দরসে ভক্তি-যোগে তিষ্ঠতি" ইতি। স্বরূপপ্রযুক্ততা হেতু ইহা দূষণীয়—এই কথা বলা অনুচিত—গুণশ্রেষ্ঠত্বরূপে প্রশংসার বিষয় ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রীভগবান নিজ ভক্তগণকে সংসার হইতে বিমুক্তি প্রদান পূর্ব্বক নিজ পাদপদ্মের সেবা-দানে কৃতার্থ করেন কিন্তু তাঁহার অভক্তগণকে করেন না ; ইহা কি তাঁহার রাগ ও দ্বেষ-জাত বৈষম্য ? তদুত্তরে বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন,—তিনি সর্ব্বভূতে সম, তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। তিনি দেব-মনুষ্যাদি যাবতীয় ভূতগণকেই স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি ও পালনাদি করিয়া থাকেন। সর্ব্বেশ্বর তিনি পর্জ্জন্যের অর্থাৎ মেঘের ন্যায় সর্ব্বভূতে সম। তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই।

অভক্তগণ হইতে ভক্তগণের বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য এস্থলে মূলশ্লোকে 'তু' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যাঁহারা শ্রবণাদি ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের অনুকূলভাবে ভজনা করেন, এবং ভক্তির দ্বারা অনুরক্ত হইয়া তাঁহাতে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগেতেই অর্থাৎ সেই ভক্তগণেতেই সর্ব্বেশ্বর হইয়াও শ্রীভগবান্ ভক্তিপূর্ব্বক অবস্থান করেন। 'মণি-সুবর্ণ'-ন্যায়ানুসারে শ্রীভগবানেরও ভক্তেতে ভক্তি থাকে। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শুকবাক্যে পাওয়া যায়,—

"এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্।" (১০।৮৬।৫৯)। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ।" (৮।১৬।১৪) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"মহেশ্বরো ভগবান্ জগতি সর্ব্বত্র সমোঽপি ভক্তং যথা ভজতে।"

ভক্ত যেমন ভগবানে আসক্ত ভগবানও ভক্তেতে সেইরূপ আসক্ত। পরস্পরের প্রেমেই এই বিশেষ পাওয়া যায়।

শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—যে সমস্ত ভক্ত প্রেম-পাশে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধারণ করিয়াছেন, ভগবান্ সেই সকল ভক্তকে কখনই ত্যাগ করেন না—"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ"—(ভাঃ ১১।২।৫৫), এই শ্লোকে যেরূপ অন্তর-

সংশ্লেষের কথা আছে, সেইরূপ বহিঃ-সংশ্লেষও স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে পাওয়া যায়,—“বহিস্তূভয়থা স্মৃতেরাচারাচ্চ”—(৩।৪।৪৩) এই প্রসঙ্গে শ্রীবলদেবের গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য।

আদিপুরাণেও পাওয়া যায়,—“অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্। মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব ॥” শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১৬।১৭ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীঅক্রূরের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য বা, তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ”—(ভাঃ ১০।৩৮।২২) —এই শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—সেখানেও ‘যথা তথা’-শব্দে যিনি যেরূপ ভক্ত তাঁহাকে সেইরূপই ভজন করেন। ইহা গীঃ ৪।১১ শ্লোকেও পাওয়া যায়।

যে প্রকার সুরদ্রুম অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ আশ্রয়-তারতম্যে ফল দান করেন; অনাশ্রিতকে ফল প্রদান করেন না। ইহাতে কল্পবৃক্ষের যেমন বৈষম্য নাই; ভগবানেরও আশ্রিত ও অনাশ্রিতের প্রতি ফলদানে ভেদ থাকিলেও বৈষম্য নাই। এ দৃষ্টান্তও আংশিক। কল্পবৃক্ষ হইতে শ্রীভগবানের অধিক বৈশিষ্ট্য এই যে, কল্পবৃক্ষের আশ্রিতের অধীনত্ব নাই কিন্তু ভগবানের ভক্তাধীনত্ব আছে। অতএব ভক্তি-সম্বন্ধের দ্বারাই তাঁহার সৌহার্দ্দ, দ্বেষ ও উপেক্ষা দেখা যায়; যথা অম্বরীষাদিতে সৌহার্দ্দ, তদ্বিদ্বেষী দুর্ব্বাসা প্রভৃতিতে দ্বেষ ও উপেক্ষা।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র সম; এ-বিষয়ে শ্রীভাগবতে আরও পাই,—“ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতিবন্ধু র্ন পরো ন চ স্বঃ। সমস্য সর্ব্বত্র নিরঞ্জনস্য সুখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ ॥” (৬।১৭।২২) অর্থাৎ তিনি সর্ব্বভূতে সম; তাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় কেহ নাই; নিঃসঙ্গ পুরুষ তাঁহার যখন বিষয়সুখে রাগ নাই, তখন বিষয়-সুখ-প্রাতিকূল্যে রোষ কোথা হইতে আসিবে? যদি বল যে, জীবকে কর্ম্মানুযায়ী পালন করিতে গিয়া তিনি কাহাকেও সুখ, কাহাকেও দুঃখ, কাহাকেও বন্ধন, কাহাকেও বা মোক্ষরূপ ফল প্রদান করেন, তাহাতে কি তাঁহার রাগ-দ্বেষ-জনিত বৈষম্য প্রকাশ পায় না? এ-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী শ্লোকে আরও পাওয়া যায়,—“তথাপি তচ্ছক্তিবিসর্গ এষাং সুখায় দুঃখায়

হিতাহিতায়।" (ভাঃ ৬।১৭।২৩) ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—ভগবান্ মূল কর্ত্তা হইলেও স্বয়ংরূপে তিনি জীবের সুখ, দুঃখ, বন্ধন, মোক্ষ প্রভৃতির হেতু হন না; জীবের কর্ম্মানুসারে তাঁহার গুণমায়াই পাপপুণ্যাদি সৃষ্টি পূর্ব্বক জীবের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির হেতু হয়। অবশ্য যদিও তাঁহার মায়াশক্তির কার্য্য, তাঁহারই কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়, তথাপি তাঁহার বৈষম্যের কল্পনা করা যায় না, যেহেতু জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মফলই ভোগ করে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"সূর্য্যসম্বন্ধীয় আতপ যেমন পেচক ও কুমুদাদিরদুঃখদ, পরন্তু চক্রবাক্ ও কমলাদির সুখদ, তথাপি সূর্য্যের কেহ বৈষম্য বর্ণন করে না, তদ্রূপ ভগবন্মায়া-দ্বারা জীবকে কর্ম্মানুসারে ফল-প্রদানে ভগবানের বৈষম্য কথিত হয় না।" এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের—"ন যস্য বধ্যো ন রক্ষনীয়ো... ধত্তে রজঃসত্ত্বতমাংসি কালে" (৮।৫।২২) শ্লোকও আলোচ্য। ইহা শ্রীভগবানের সর্ব্বজীব-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম বা বিধি। অতএব শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র সম হইয়াও ভক্তি-সম্বন্ধে বা স্বাশ্রিত-বাৎসল্যে বৈষম্যযুক্ত। অবশ্য যিনিই ভক্ত হইবেন, তিনিই এই বাৎসল্য লাভ করিবেন, ইহাতে কিন্তু সম বা নিরপেক্ষ। তবে যিনি যে প্রকার ভক্ত তিনি কিন্তু সেই প্রকারই।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল—ইহাই প্রসিদ্ধ কিন্তু জ্ঞানিবৎসল বা যোগিবৎসল নহেন। এমন কি, স্বভক্তেই বৎসল, রুদ্র-ভক্তে নহে বা দেবী-ভক্তেও নহে।"

ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়—"উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ।" (২।১।৩৬) এই সূত্রের শ্রীবলদেব ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—শ্রীভগবানের এই ভক্তবাৎসল্যহেতু ভক্তপাতরূপ বৈষম্য যুক্তিসিদ্ধ; ভক্তরক্ষণাদি তাঁহার স্বরূপশক্তি-বৃত্তিভূত-শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। ভক্ত-পক্ষপাতরূপ বৈষম্য—ইহা শ্রীহরির গুণ বলিয়া স্তূয়মান হইয়া থাকে। অধিক কি, ভগবানের যত প্রকার গুণ আছে, তন্মধ্যে ভক্তপক্ষপাত সমস্ত গুণের ভূষণ-স্বরূপ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীভাগবতের ৬।১৬।১০ শ্লোকের টীকায়ও বলিয়াছেন, 'ভগবানে ভক্তবৎসলতা ভূষণই পরন্তু দূষণ নহে।'

শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥" (গোঃ তাঃ উত্তর বিভাগ ৭৯) অর্থাৎ বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই শ্রুতির টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"ভক্তিযোগেরও স্বরূপ বলিতেছেন—বিজ্ঞান অর্থাৎ তত্তদ্রূপ-গুণাদি বিশিষ্ট যে জ্ঞান জড়-প্রতিযোগি যে বস্তু তাহাই ঘনবিগ্রহ যাঁহার তিনি। তাদৃশ বিগ্রহ-স্বরূপই অথবা দুঃখ প্রতিযোগিত্বহেতু আনন্দইঘন যাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ রস-স্বরূপ যে ভক্তিযোগ তথায় অবস্থান করেন অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেইমত দাসে ভজেন আপনে ॥
এই তান্ স্বভাব যে—শ্রীভক্ত-বৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল ?" (অন্ত্য—৩।৭৩-৭৪) ॥ ২৯ ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—[যঃ—যিনি] অনন্যভাক্ (অনন্যভজন-পরায়ণ) [সন্—হইয়া] মাম্ (আমাকে) ভজতে (ভজনা করেন) [সঃ—তিনি] চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (নিরতিশয় দুরাচারও হন) [তর্হি—তাহা হইলে] সঃ (তিনি) সাধুঃ এব (সাধুই) মন্তব্যঃ (জ্ঞাতব্য) হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (সম্যকপ্রকারে নিশ্চয়-বুদ্ধিবিশিষ্ট) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যিনি অনন্য ভজনপরায়ণ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যদি নিরতিশয় দুরাচারবিশিষ্টও হন্ তথাপি তাহাকে সাধু বলিয়াই মানিবে, যেহেতু তিনি মদ্ভক্তিতে সম্যক্প্রকারে নিশ্চয়বুদ্ধিবিশিষ্ট ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে ; যেহেতু তাঁহার ব্যবসায় সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। 'সুদুরাচার'-শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধ-জীবের আচার দুইপ্রকার, সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও মনের উন্নতি-সম্বন্ধে যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাবনির্ব্বাহী আচার

অনুষ্ঠিত হয়, সে-সমস্তই সাম্বন্ধিক ; আর শুদ্ধজীবস্বরূপ আত্মার আমার প্রতি যে চিৎকার্য্যরূপ আচার আছে, তাহাই জীবের স্বরূপগত ; তাহার অন্য নাম—অমিশ্রা বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা-ভক্তিও সাম্বন্ধিক-আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে, অর্থাৎ অনন্য-ভজনরূপ ভক্তি বদ্ধজীবে উদিত হইলেও দেহ-থাকা-পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্যই থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর-রুচি থাকে না, অর্থাৎ যে-পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না-হওয়া-পর্য্যন্ত কখনও কখনও ইতর-রুচি বল প্রকাশপূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে ; কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণরুচি-দ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতি-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায়—সহজেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে কদাচিৎ দুরাচার পরিলক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবৃত্তিরূপা মদ্ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—মম শুদ্ধভক্তিবশ্যতা-লক্ষণঃ স্বভাবো দুস্ত্যজ এব ; যদহং জুগুপ্সিত-কর্ম্মণ্যপি ভক্তেঽনুরজ্যংস্তমুৎকর্ষয়ামীতি পূর্ব্বার্থং পুষ্ণন্নাহ,—অপি চেদিতি। অনন্যভাক্ জনশ্চেৎ সুদুরাচারোঽতিবিগর্হিতকর্ম্মাপি সন্ মাং ভজতে—মৎকীর্ত্তনাদিভির্মাং সেবতে, তদাপি স সাধুরেব মন্তব্যঃ ; মত্তোঽন্যাং দেবতাং ন ভজত্যাশ্রয়তীতি মদেকান্তী মামেব স্বামিনং পরমপুমর্থঞ্চ জানন্নিত্যর্থঃ। উভয়থা বর্ত্তমানোঽপি সাধুত্বেন স পূজ্য ইতি বোধয়িতু-মেব-কারঃ। তস্য তথাত্বেন মননে 'মন্তব্যঃ' ইতি স্বনিদেশরূপো বিধিশ্চ দর্শিতঃ,— ইতরথা প্রত্যবায়াদিতি ভাবঃ। উভয়থাপি বর্ত্তমানস্য সাধুত্বমেবেত্যত্রোক্তঃ হেতুঃ পুষ্ণন্নাহ,—সম্যগিতি—যদসৌ সম্যগ্ব্যবসিতো মদেকান্তনিষ্ঠারূপ-শ্রেষ্ঠনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। এবমুক্তং নারসিংহে,—"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ। ন হি শশ-কলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ" ইতি ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—আমার শুদ্ধভক্তিবশ্যতারূপ স্বভাব ত্যাগ করা দুঃসাধ্যই। কারণ—আমি যে ব্যক্তি অতি নিন্দিত কর্ম্মও করে তাদৃশ ভক্তেও ভক্তির অনুরক্ত হইয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট করি। পূর্ব্বের অর্থকে পোষণ করিবার জন্যই বলা হইতেছে —'অপি চেদিতি'। অনন্য ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি (ভক্ত) যদি অতিশয় দুরাচারী

হইয়া অতিশয় বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াও আমাকে ভজনা করে—অর্থাৎ আমার কীর্ত্তনাদির দ্বারা আমার সেবা করে, তাহা হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিবে। কারণ আমি ভিন্ন অন্য দেবতাকে তিনি ভজনা করেন না অর্থাৎ আশ্রয় করেন না, এই জন্য আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসম্পন্ন হইয়া আমাকেই স্বামী এবং পরমপুরুষার্থস্বরূপ জানেন, ইহাই প্রকৃত অর্থ। উভয় প্রকার কার্য্যে আমার ভক্ত অবস্থান করিলেও সাধুরূপেই তিনি সকলের পূজ্য, ইহাই বুঝাইবার জন্য এখানে "এব" শব্দটি দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ ভক্তকে সেইরূপেই মনে করিবে, ইহা 'মন্তব্য' এই নিজের নির্দ্দেশরূপ বিধিও প্রদর্শন করা হইয়াছে—অন্য প্রকার বুদ্ধি হইলে প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপের সম্ভাবনা হয়। ইহাই ভাবার্থ। এইরূপ উভয় প্রকার কার্য্যে অবস্থিত ভক্তের সাধুত্বই হয়, এই যে বাক্য বলা হইয়াছে ; তাহারই পোষণ করিবার জন্য বলা হইতেছে—'সম্যগিতি'। যেই হেতু ঐ ভক্ত সম্যক্ ব্যবসিত অর্থাৎ আমার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়বান্ অর্থাৎ অনন্য ভক্তিমান্, ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নৃসিংহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীহরিতে যদি অনন্য-চিত্তসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে অতিশয় মলিন হইলেও, মানুষ শোভিত হইয়া বিরাজ করে ; দেখ, শশকচিহ্নবিশিষ্ট চন্দ্রের কখনও অন্ধকারে আচ্ছন্নত্ব আসে না॥ ৩০ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের শুদ্ধ-ভক্তিবশ্যতারূপ স্বভাব দুস্ত্যাজ্য। এইজন্যই তিনি নিন্দিত ক্রিয়াশীল ভক্তের ভক্তিতে অনুরক্ত হইয়া, তাঁহাকে উৎকৃষ্ট করিয়া থাকেন। অনন্য-ভজনশীল ব্যক্তি যদি সুদুরাচার অর্থাৎ অতিশয় বিগর্হিত কর্ম্ম আচরণ করিয়াও তাঁহাকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-সহকারে ভজনা করেন, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তিকেই সাধু বলিয়াই মনন করা উচিত ; যেহেতু অনন্য ভক্ত ভগবদ্ ব্যতীত অন্য দেবতাকে ভজনা করেন না বা আশ্রয় করেন না। ভগবানকেই ঐকান্তিক-ভাবে আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকেই স্বামী, পরম পুরুষার্থ-স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন। তিনি উভয় প্রকারে বর্ত্তমান থাকিলেও সাধুরূপেই পূজ্য, ইহা বুঝাইবার জন্য এস্থলে 'সাধুরেব' এই 'এব' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই ব্যক্তিকে সাধুরূপেই মনন করিতে হইবে। ইহা শ্রীভগবানের নিজ আদেশরূপ বিধি, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যথা করিলে অর্থাৎ এই ভগবদাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে প্রত্যবায় অবশ্যই হইবে। উভয় প্রকার আচরণশীল ব্যক্তিরই সাধুত্ব-বর্ণনের হেতু পোষণপূর্ব্বক বলিতেছেন যে

যেহেতু তিনি সম্যক্ ব্যবসিত অর্থাৎ আমাতেই একান্ত নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ বিচার নিশ্চয় করিয়াছেন। নরসিংহ পুরাণে পাওয়া যায়,—"সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরির প্রতি অনন্যচেতা হন, তাহা হইলে পরম শোভমান হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হেতু চন্দ্র কখনই তিমির-পরাভবতা প্রাপ্ত হন না।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মধ্যেও পাই,—

"স্বভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের আসক্তি স্বাভাবিকই আছে। সে-ভক্ত দুরাচারী হইলেও সে-আসক্তি অপগত হয় না, এবং শ্রীভগবান্ সেই ভক্তকেই উৎকৃষ্ট করিয়া থাকেন। সুদুরাচার বলিতে যদি সেই ব্যক্তি পরহিংসা, পরদারাসক্ত, পরদ্রব্যাদি-গ্রহণ-পরায়ণ হইয়াও আমাকে ভজন করে, অনন্য-ভাক্ হইয়া অর্থাৎ আমা ছাড়া অন্য দেবতার ভজন করে না, মদ্ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না। মৎকামনা ব্যতীত রাজ্যসুখাদি কোন কামনাই করে না, সে ব্যক্তি সাধু। এই প্রকার কদাচার দৃষ্ট হইলেও, তাহাকে সাধু বলিয়া মন্তব্য অর্থাৎ তাহাকে সাধুই জানিতে হইবে। 'মন্তব্য' এই শব্দে বিধি সূচিত হইতেছে। অন্যথায় প্রত্যবায় আছে, এ-বিষয়ে শ্রীভগবানের আজ্ঞাই প্রমাণ। যদি কেহ তাহাকে অংশতঃ সাধু এবং অংশতঃ অসাধু বলিয়া মনন করিতে চায়, তদুত্তরে শ্রীভগবান্ 'এব' শব্দের দ্বারা সর্ব্বাংশেই সাধু জ্ঞান করিতে হইবে, কখনও তাহার অসাধুত্ব দেখিতে হইবে না। যেহেতু সে 'সম্যক্ ব্যবসিত' অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়াছে যে, দুস্ত্যাজ্য স্বপাপে নরক অথবা তির্য্যগ্‌যোনি যাইব কিন্তু ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না—এই শোভন-অধ্যবসায়শীল।"

অনন্যা ভক্তি-আশ্রিত সিদ্ধপুরুষে কোন দুরাচার নাই; অজ্ঞলোকের দৃষ্টিতে দুরাচার বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, তাহা প্রকৃত দুরাচার নহে, তিনি প্রকৃতই সাধু। অজ্ঞের কথা দূরে থাকুক, "বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"। উত্তমাধিকারী ব্যক্তির আচরণ অক্ষজজ্ঞানে বিচার্য্য নহে। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—"শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়, তবে তান্ দোষ-গুণ কিছু না জন্ময়॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।২৬)। শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—"ন ময্যেকান্ত-ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥"

—(ভাঃ ১১।২০।৩৬), তবে মহতের আচরণ অধিকারী-জন ব্যতীত অন্যের অনুকরণীয় নহে।

"অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে' তা'র॥
রুদ্রবিনে অন্যে যদি করে বিষ পান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।৩০-৩১)

এ-সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে শ্রীশুকোক্তিতেও পাই,—

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।" অকৃত্রিম মহতের বাহ্য-দুরাচার-দর্শনে আধ্যক্ষিক-বিচারপরায়ণ ব্যক্তির কটাক্ষ তাহার নিজ বিনাশেরই কারণ।

"এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে' তান্ কর্ম্ম।
নিজ দোসে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্ব্বিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দা কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি॥"
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।৩৪-৩৫)

শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

ব্রহ্মার কোন দুর্জ্ঞেয় আচরণ দর্শনে উপহাস করায়, তৎপৌত্র মরীচি-পুত্রগণ অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সিদ্ধের কা' কথা, যাঁহারা অনন্যা ভক্তির সাধক, তাঁহাদেরও যদি প্রাক্তন-বশতঃ আকস্মিক্ কোন দুরাচার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও যে সাধু মনে করিতে হইবে, ইহাই এখানে শ্রীভগবৎবাক্যের অভিপ্রায়। পূর্ব্বোক্ত (ভাঃ—১১।২০।৩৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরং ভগবন্তমুপেয়ুষাং ভক্ত্যা সিদ্ধেষ্বেতেষু দোষদৃষ্টির্নকর্ত্তব্যেতি কিং বক্তব্যং সাধকেষু দুরাচারেষ্বপি ন কার্য্যেতি।" অর্থাৎ বুদ্ধি বা প্রকৃতির পর ভগবানকে প্রাপ্ত সাধুগণের, ভক্তির দ্বারা ইহারা সিদ্ধ হইলে দোষদৃষ্টি কর্ত্তব্য নয়, একথা আর কি বলা হইবে, এমন কি, অনন্যা ভক্তির সাধক দুরাচার হইলেও দোষদৃষ্টি করা উচিত নয়।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"বিধিধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।

নিষিদ্ধ-পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পঃ)

সুতরাং অনন্য ভক্তের দুরাচারে মন নাই, তথাপি যদি দৈবাৎ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাতেও দোষ-দৃষ্টি অকর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলিয়াছেন, অনন্য ভজনকারী অর্থাৎ যিনি মদ্ব্যতীত অন্য দেবতার ভজন করেন না, মদ্ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আশ্রয় করেন না, এবং মদ্ব্যতীত অন্য কামনা করেন না, অধিকন্তু আমাকেই একমাত্র স্বামী বা পরমপুরুষার্থ জানিয়া ভজন করেন, তাঁহার দুরাচারে স্বাভাবিক রুচি নাই, যদি ঘটনাক্রমে দৈবাৎ কোন সাম্বন্ধিক আচার বশতঃ কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মানিতে হইবে, ইহা আমার আজ্ঞা, লঙ্ঘনে প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে ইহার সাধুত্ব নির্দ্দেশের কারণ বলিতেছেন যে, তিনি সম্যক্ ব্যবসিত অর্থাৎ মদেকান্ত-নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়বান্। দুস্ত্যাজ্য স্বপাপে নরকাদি গমন ঘটিলেও ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কিছুতেই ছাড়িব না—এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের "জাতশ্রদ্ধঃ মৎকথাসু"—(১১।২০।২৭-২৮) শ্লোকে "শ্রদ্ধালুঃ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" কথার 'দৃঢ়নিশ্চয়' শব্দের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন— "গৃহাদিতে আমার আসক্তি নাশ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—হউক, ভজনে আমার কোটী বিঘ্ন হউক বা নষ্ট হউক, অপরাধে যদি নরক হয়, হউক, কামও যদি অঙ্গীকার করি, তথাপি ভক্তি ত্যাগ করিব না, জ্ঞান-কর্ম্মাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছাই করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া বলেন—এই প্রকার যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ়" ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—[সঃ—তিনি] ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্মপরায়ণ) ভবতি (হন) শশ্বৎ-শান্তিং (নিত্যশান্তি) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন), কৌন্তেয়! প্রতি-জানীহি (প্রতিজ্ঞা কর), মে ভক্ত (আমার ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (নাশ প্রাপ্ত হন না) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সেই অনন্যভজনপরায়ণ ব্যক্তি অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিত্য

শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ; হে কৌন্তেয়! তুমি—(আমার হইয়া) প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার ভক্ত কখনও নাশ প্রাপ্ত হন না ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কৌন্তেয়! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবেন না। তাঁহার অধর্ম্মাদি প্রথম-অবস্থায় নিসর্গ ও ঘটনা-বশতঃ থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই ভজন-প্রাতিকূল্যবাধক অনুতাপরূপ হরিস্মৃতি-দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত-আচারনিষ্ঠ হইয়া ভক্তিজনিত পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে পরমা শান্তি লাভ করিবেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—নম্ন "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্ত-মনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ" ইতি দুরাচারিণস্তদ্বৈমুখ্যশ্রবণাৎ কথং তস্য সাধুত্বমিতি চেত্তত্রাহ,—ক্ষিপ্রমিতি। স্বাভাবিকদুরাচারিবিষয়মিদং শ্রবণং, মদেকান্তী তু মনসি ধৃতেনাতিপূতেন সর্ব্বেশ্বরেণ ময়াগন্তুকং দুরাচারং বিনির্ধূ য় ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা সদাচারনিষ্ঠমনা ভবতি ; শশ্বৎ পুনঃপুনরনুতপ্যন্ মৎস্মৃতিপ্রতিকূলাত্তস্মাচ্ছান্তিং নিবৃত্তিং নিতরাং গচ্ছতি। নন্বকৃতপ্রায়শ্চিত্তমেনং স্মার্ত্তাঃ সাধুং ন মন্যেরন্নিতি চেত্তত্র ভক্তানুরক্তিবিবশঃ সকোপমিবাহ,—কৌন্তেয়েতি। ত্বং তেষাং সভাং গতঃ প্রতিজানীহি—মে মমৈকান্তী ভক্তঃ প্রমাদাৎ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি—মত্তো ভ্রষ্টঃ সন্ দুর্গতিং নাপ্নোতি,—অপি তু তাদৃশেন ময়া পূতো মৎপ্রাপ্তি-যোগ্যশ্চকাস্তি ;—"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। স্মার্ত্তৈস্তু মদেকান্তিতোঽন্যত্র বিধায়কৈর্ভাব্যং,—স্মার্ত্তং প্রায়শ্চিত্তমপেক্ষ্য যদুক্তং, মৎস্মৃতিরূপং তত্তু প্রবলমিতি স্বকুলীনৈরেব, ন তু দুষ্কুলীনৈরাহর্ত্তব্যমিতি বোধয়িতুং কৌন্তেয়েতি ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—"দুশ্চরিতকর্ম্ম হইতে যে বিরত হয় না, যে জিতেন্দ্রিয় নহে ,যে অসমাহিত (প্রমত্ত) মনা, সে প্রজ্ঞানের দ্বারা ইঁহাকে কখনও লাভ করিতে পারিবে না" এই বাক্যের দ্বারা দুরাচারী ব্যক্তিগণের তোমার বৈমুখ্য-শ্রবণের দ্বারা কিরূপে তাহার সাধুত্ব আসে ? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'ক্ষিপ্রমিতি'। এই যে শ্রবণ করা হইল, ইহা স্বাভাবিক দুরাচারীর বিষয় অর্থাৎ যাহাদের দুরাচারিত্ব কখনও নষ্ট হইবে না ; কিন্তু

আমার প্রতি একান্ত ভক্তিশীল ব্যক্তি মনেতে সর্ব্বদা অতিশয় পবিত্র ও সর্ব্বেশ্বর আমাকে ধারণ করে (চিন্তা করে) বলিয়া আমি তাহার তাৎকালিক উপস্থিত অর্থাৎ আগন্তুক দুরাচার বিশেষরূপে নির্ধূত করিয়া খুব শীঘ্রই সদাচারনিষ্ঠ করিয়া থাকি অথবা তাঁহারা অনায়াসেই তাড়াতাড়ি সদাচারের প্রতি আসক্তি-যুক্ত হইয়া যান। শশ্বৎ—বার বার অনুতাপ করিতে করিতে আমার স্মৃতির প্রতিকূল ঐসব দুষ্ট কর্ম্ম হইতে শান্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি লাভ করে। প্রশ্ন—অকৃত প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিকে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ কখনও সাধু বলিয়া মনে করে না। ইহা যদি বল—সেখানে ভক্তানুরক্তিবিবশ শ্রীহরি যেন সকোপের সহিত বলিতেছেন—'কৌন্তেয় ইতি'। তুমি তাহাদের সভাতে গিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ ব্যক্তি যদি কখনও প্রমাদবশতঃ সুদুরাচারীও হয়, তথাপি সে নষ্ট হয় না ; অর্থাৎ আমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতি কখনও ভোগ করে না। অধিকন্তু ভক্ত-বাৎসল্য হেতু আমা-কর্ত্তৃক সে পবিত্র হইয়া আমাকে প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া বিরাজ করে। স্মৃতিবাক্য তাহাই বলিতেছেন—অনন্যভাবে শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে ভজনশীল প্রিয় ভক্তের শ্রীহরি অর্থাৎ পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া, সমস্ত উৎপতিত বিকর্ম্ম (বিরুদ্ধকর্ম্মগুলি) নষ্ট করিয়া থাকেন। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের উক্তি কিন্তু আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অন্যত্র বিধায়ক জানিবে। —স্মৃতিশাস্ত্রকারের নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত যাহা কথিত হইয়াছে তাহা আমার স্মৃতিরূপ কিন্তু প্রবল ; ইহা সুকুলীনগণের দ্বারা আহর্ত্তব্য, দুষ্কুলীন কর্ত্তৃক কিন্তু নহে ; ইহা বুঝাইবার জন্য 'কৌন্তেয় ইতি' ॥ ৩১ ॥

অনুভূষণ—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলেন যে, শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"সতত দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত, অশান্তমনা প্রজ্ঞানের দ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।" ইত্যাদি শ্রৌত বাক্যে দুরাচারী ব্যক্তির ভগবদ্বি-মুখতাই শুনা যায়, সুতরাং তাহার সাধুত্ব কিরূপে পরিগণিত হইবে? সেস্থলে বলা হইতেছে যে,- -উক্ত-স্থলে শ্রুতিতে স্বাভাবিক দুরাচারের বিষয় কথিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা আমার ঐকান্তিক ভক্ত, মনে সর্ব্বদা অতিপবিত্র, সর্ব্বেশ্বর আমাকে স্মরণমূলে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা শীঘ্রই আমার কৃপায় তাঁহাদের আগন্তুক দুরাচার বিধৌত করিয়া ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ সদাচারনিষ্ঠমনা হইয়া উঠেন। পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করার ফলে, আমার স্মৃতির প্রতিকূল

বিষয়সমূহ তাঁহাদের চিত্ত হইতে বিদূরিত হয় এবং তাঁহারা নিবৃত্তিরূপা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। যদি বলা যায় যে, পূর্ব্বকৃত পাপের যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান না করিলে স্মার্ত্তগণ কখনই তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে না, তদুত্তরে ভক্তানুরক্তিপরবশ শ্রীভগবান্ যেন সকোপভাবে বলিতেছেন,—হে কৌন্তেয়! তুমি তাদৃশ স্মার্ত্তগণের সভায় গমন পূর্ব্বক সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে, আমার একান্ত ভক্তগণ প্রমাদবশতঃ সুদুরাচার হইলেও কখনও আমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হন না, অধিকন্তু তাদৃশ ভক্তবৎসল আমাকর্ত্তৃক পবিত্র হইয়া আমার প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া থাকেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্র সংবাদে পাওয়া যায়,—"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য...হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ॥ (ভাঃ—১১।৫।৪২) অর্থাৎ যিনি অনন্যভাবে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়ভক্তের হৃদয়ে কোনরূপ বিকর্ম্মের উদয় হইলেও, তাঁহার হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর শ্রীহরি, সেই সমুদয় নাশ করিয়া থাকেন।

স্মার্ত্তগণের কিন্তু ঐ সকল ব্যবস্থা আমার ঐকান্তিক ভক্ত অর্থাৎ অনন্য-ভক্ত ব্যতীত অন্যত্র প্রযুজ্য, ইঁহাই ভাবনা করা উচিত। স্মার্ত্তগণের বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যাহা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমার স্মৃতি কিন্তু অত্যন্ত প্রবল ; ইহা সুকুলীনগণের আহরণ করা উচিত ; দুষ্কুলীনগণের দ্বারা কিন্তু হইবে না, ইহা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন।

ভক্তিবিরহিত জনগণের জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দৃষ্ট হয় ; তাহাও আমার নামাদি স্মরণমূলক সুতরাং শ্রীভগবানের স্মরণমূলক প্রায়শ্চিত্ত, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বলবান্ জানিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নৃসিংহপুরাণের শ্লোকটী এখানেও আলোচ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবর উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥" (ভাঃ ১১।১৪।১৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—

"উৎপন্নভাব ভক্তের কথা দূরে থাকুক, যেহেতু ভক্তিতে প্রথম প্রবৃত্ত ভক্তও কৃতার্থ। প্রায় প্রগল্ভা অর্থাৎ প্রবলীভূতা হইবার পক্ষে, পূর্ণপ্রগল্ভা বা ফলবতী হইলে আর কথা কি ? অথবা জ্ঞানিপ্রকরণে যেমন দুরাচার

জ্ঞানীর নিন্দা হয়, তাঁহার জ্ঞানিত্বও নিষিদ্ধ হয়, 'যাহার ষড়বর্গ অসংযত'—এইসব বচনানুসারে (ভাঃ ১১।১৮।৪০)। এই ভক্ত-প্রকরণে ভক্ত দুরাচার হইলেও সেইরূপ নিন্দনীয় ন'ন, তাঁহার ভক্তত্বও নিষিদ্ধ নহে। এস্থলে বিষয় কর্ত্তৃক বাধ্যমান্ অর্থাৎ আকৃষ্ট হইতেছেন, কিন্তু বিষয় কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অভিভূত হইতেছেন না, এই উভয়স্থলেই বর্ত্তমান নির্দ্দেশহেতু বিষয়-বাধ্যত্ব-দশাতেই বিষয়ের অবাধ্যত্ব—এই ভক্তি আছে বলিয়া, যেমন শত্রুকর্ত্তৃক কিছু শস্ত্রাঘাত পাইলেও শৌর্য্য থাকার জন্য পরাভব হয় না, অথবা জ্বরঘ্ন মহৌষধ ব্যবহারের দিনে জ্বর আসিলেও এবং পীড়া দিলেও সে অবাধকই, যেহেতু তাহার বিনাশোন্মুখ অবস্থা, অন্যদিনে সম্যক্ নষ্ট হইবে—এই জন্য।"

ভক্তকে কৃত-পাপাচারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, এ-বিষয়ে শ্রীভাগবতে পাই,—

"যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচন ॥" (ভাঃ—১১।২০।২৫)

শ্রীযম স্বভৃত্যগণকেও বলিয়াছেন,—

"তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যরুগায়বাদঃ" —(ভাঃ—৬।৩।২৬)।

ভক্তগণের পাপাচরণে প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই,—

"কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিড়্...রজঃ পুনঃ স্যাৎ ॥" (ভাঃ—৬।৩।৩৩) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২পঃ)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাই,—

"নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতম্।
ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাংমতম্ ॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা হয়। এস্থলে 'ক্ষিপ্রম্' ভাবী অর্থাৎ শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা হইয়া 'শশ্বৎ-শান্তি'—নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হইবে।

ভবিষ্যৎ কালের পদ প্রয়োগ না করিয়া 'ভবতি' 'গচ্ছতি' এই বর্ত্তমান কালের পদ প্রয়োগ করায় বুঝা যাইতেছে যে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের পরই আমাকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া অনুতাপকরতঃ শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়। 'হায়! হায়! ভক্তনামে কলঙ্কিতকারী আমার মত কেহ অধম নাই, অতএব আমাকে ধিক!' এই প্রকারে শশ্বৎ—পুনঃ পুনঃ 'শান্তিং'—নির্ব্বেদ, নিগচ্ছতি—নিত্য প্রাপ্ত হয়, অথবা কিছু সময় পরে তাহার ধর্ম্মাত্মত্ব হইবে, তখনও তাহা সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে—তাহার মনে ভক্তি প্রবেশ করায়; যেরূপ মহৌষধ পান করিলে তখন কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত নশ্যদবস্থায় জ্বরের দাহ বা বিষের দাহ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা গণনা করে না, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। তারপর সেই ভক্তের দুরাচারত্বের বোধক কামক্রোধাদি (বিদ্যমান থাকিলেও) উহার বিষ-ভগ্নদন্ত বিষধরের দংশনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকরই জানিতে হইবে—ইহাই অনুধ্বনিত হইতেছে। অতএব 'শশ্বৎ' সর্ব্বদাই, 'শান্তিং' কামক্রোধাদির উপশম, নিগচ্ছতি'—নিরতিশয়ভাবে প্রাপ্ত হয়। দুরাচারত্ব অবস্থায়ও সে শুদ্ধান্তঃ-করণই কথিত হয়, এই ভাব। আচ্ছা, যদি সে ধর্ম্মাত্মা হয়, তবে কোন বিবাদ নাই, কিন্তু যদি দুরাচার ভক্ত শেষকাল পর্য্যন্তও দুরাচারত্বত্যাগ না করে, তাহার বিষয়ে কি কথা? তদুত্তরে ভক্তবৎসল ভগবান্ যেন প্রৌঢ়ি ও ক্রোধের সহিত বলিতেছেন—'কৌন্তেয়!' ইত্যাদি। "মে ভক্তো ন প্রনশ্যতি"—প্রাণনাশেও তাহার অধঃপাত হয় না। 'কুতর্ক-হেতু-কর্ক্কশ-বাদিগণ-এরূপ মনে করিতে পারে না'—এই বলিয়া শোকশঙ্কাব্যাকুল অর্জ্জুনকে উৎসাহ দিতেছেন—হে কৌন্তেয়, ঢাক ও কাহলাদি বাদ্যযন্ত্রের উচ্চশব্দসহকারে বিবাদকারিগণের সভায় গমন করিয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক নিঃসন্দেহে 'প্রতিজানীহি'—প্রতিজ্ঞা কর। কি প্রকার? "পরমেশ্বর আমার ভক্ত দুরাচার হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু কৃতার্থই হয়, তাহা হইলে তোমার সেই বাগ্মিতার বিস্তারে তাহাদের কুতর্কগুলি বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা নিশ্চিতই তোমাকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবে।"—শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা।

এস্থলে যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, নিজ ভক্তের বিনাশ নাই,—ইহা শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা না করিয়া অর্জ্জুনকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া থাকেন, যেমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে

গিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীভীষ্মের উক্তিতে পাই,—"স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ" (ভাঃ ১।৯।৩৭); সুতরাং ভক্ত অর্জ্জুনের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়ই করিলেন যে, তাঁহার ভক্তকে তিনি স্বয়ং রক্ষা করেন ; তাঁহার বিনাশ কখনই হইতে পারে না।

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবানে পরস্পরের প্রীতি-বৈশিষ্ট্যে পাই,—

"সেই-ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই-প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৪৬) ॥ ৩১ ॥

**মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥**

অন্বয়—পার্থ! যে অপি (যাহারাও) পাপযোনয়ঃ (অধমকুলজাত) স্যুঃ (হইয়াছে) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীসকল) বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ) তথা শূদ্রাঃ (এবং শূদ্রগণ) তে অপি (তাহারাও) মাম্ (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) হি (নিশ্চয়) পরাং গতিং (পরা-গতি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! যাহারা অন্ত্যজকুলাদিতেও জন্মগ্রহণ করিয়াছে, স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয় পরাগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র-প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য-ভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরা-গতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি-সম্বন্ধী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু,—সর্ব্বেশ্বরোঽহং মদেকান্তিনাং আগন্তুক-দোষান্ বিধুনোমীতি কিং চিত্রম্? যদতিপাপিনোঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গাদ্বিধৃতা-বিদ্যা বিমুচ্যন্ত ইত্যাহ,—মাং হীতি। যে পাপযোনয়োঽন্ত্যজাঃ সহজদুরাচারাঃ স্যুস্তেঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গেন মাং সর্ব্বেশং বসুদেবসুতং ব্যপাশ্রিত্য শরণমাগত্য পরাং যোগিদুর্লভাং গতিং মৎপ্রাপ্তিং যান্তি হি নিশ্চিতমেতৎ। এবমাহ

শ্রীমান্ শুকঃ,—"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥" ইতি। স্ত্র্যাদয়ো যেঽশুদ্ধ্যলীকাদিমন্তস্তেঽপি ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—মহাঘোষ (শব্দ) পূর্ব্বক বিবদমান্ ব্যক্তিগণের সভায় গমন করিয়া বাহু উৎক্ষেপ করতঃ নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রতিজ্ঞা করো, সর্ব্বেশ্বর আমি মদ্গতচিত্ত ঐকান্তিক ভক্তদের আগন্তুক দোষগুলি বিধূত করি—ইহাতে কি চিত্র আছে? যেইহেতু অতিশয় পাপীরাও আমার ভক্ত-সংসর্গে অবিদ্যাকে বিধৌত করিয়া বিশেষরূপে মুক্ত হয়—এই কথাই বলিতেছেন 'মাং হীতি'-দ্বারা। যে সমস্ত অন্ত্যজ পাপযোনি প্রাণিগণ সহজেই সুদুরাচারী হয় তাহারাও আমার ভক্তসংসর্গেই বসুদেবনন্দন সর্ব্বেশ্বর আমাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আমার শরণাপন্ন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট, যোগিদুর্লভ আমায় প্রাপ্তি-রূপা গতিলাভ করে, ইহা নিশ্চিতই। এই রকমই বলিয়াছেন শ্রীমান্ শুকদেব—"কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীরকঙ্ক ও খশাদি যবনগণ এবং অন্যান্য যে সমস্ত পাপী তাহারা সকলেই যাঁহার আশ্রিতের আশ্রয় পাইয়া শুদ্ধ হয়, সেই প্রভাবশীল বিষ্ণুকে নমস্কার। ইতি। স্ত্রী-আদি যাহারা অশুদ্ধি ও অলীকাদিদোষগ্রস্ত তাহারাও আমার ভক্তের সংসর্গে মুক্ত হয় ॥ ৩২ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বিবদমান্ ব্যক্তিগণের সভায় গমন-করতঃ বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চশব্দে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিজ্ঞা কর—এই বাক্যে বুঝাইলেন যে, সর্ব্বেশ্বর আমি আমার ঐকান্তিক ভক্তগণের আগন্তুক দোষসমূহ বিধৌত করি, ইহা আর কি বিচিত্র? কারণ অতি পাপিব্যক্তিগণও আমার ভক্তের সঙ্গক্রমে অবিদ্যা বিধৌতকরতঃ বিমুক্ত হয়। পূর্ব্ব শ্লোকের অনুভূষণেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের অর্জ্জুনের দ্বারা এই প্রতিজ্ঞা করাইবার তাৎপর্য্য কি? এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকে বর্ণিত অনন্যা-ভক্তি-আশ্রিত সাধকের আগন্তুক আকস্মিক কর্ম্মগত দুরাচার ভক্তিপ্রভাবে থাকিতে পারে না বলিয়া, বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, অনন্য ভক্তিসহকারে আমাকে 'ব্যপাশ্রিত' অর্থাৎ বিশেষরূপে আশ্রয় করিলে, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছাদি পাপযোনিতে জাত বা নীচ শূদ্রাদি কুলজাত স্বাভাবিক জাতিদোষ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণও এমন কি, পতিতা বেশ্যাদি স্বাভাবিক দুরাচারবিশিষ্টা স্ত্রীসকলও

মদ্ভক্তি-প্রভাবে অতি শীঘ্র পরম পবিত্র হইয়া পরাগতি অর্থাৎ যোগিদুর্লভ মৎপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের বাক্যেও পাই,—

"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা"—(ভাঃ—২।৪।১৮); এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—"কেবলা ভক্তির গন্ধের দ্বারাও যুক্ত ব্যক্তিগণ পাপাত্মা বলিয়া বিগীত হইলেও তাহারা কৃতার্থ হয়। কিরাতাদি যাহারা জাতিগত পাপী এবং যে সকল কর্ম্মগত পাপী তাহারাও শুদ্ধি লাভ করে। শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির দ্বারা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপনাশের কথা বলিয়াছেন, সুতরাং কিরাতাদির দুর্জ্জাতিই অশুদ্ধিতার কারণ, এবং দুর্জ্জাত্যাদি যে পাপ তাহাই প্রারব্ধ, তাহাই শুদ্ধিলাভ করে।" এ-সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলেন,—'ব্যবহারিক জগতে সাধারণ অনভিজ্ঞজন দীক্ষিত ব্যক্তিকে তাহার দীক্ষার পূর্ব্বের পরিচয়ে জানিয়া থাকেন, বস্তুতঃ পারমার্থিক বিচারে তাহার পূর্ব্ব দুর্জ্জাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না।' অবশ্য সদ্গুরুর নিকট "দীক্ষিত ব্যক্তিতে জাতিসামান্য-বিচার দ্রষ্টার পাতিত্যের কারণ, তাহাতে দীক্ষিত ব্যক্তি গর্হিত হন না, বৈষ্ণবের নিন্দাকারী অনভিজ্ঞতাবশে প্রায়শ্চিত্তার্হ মাত্র"—শ্রীল প্রভুপাদ।

মাতা শ্রীদেবহূতিও বলিয়াছেন,—

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ...শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে॥" (ভাঃ ৩।৩৩।৬) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"যে কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মরাজ্যে বিচরণকারী জীবদেহ পাইয়াছে, তাদৃশ শ্বপচের সম্বন্ধে এই সৌভাগ্য বা উন্নতির কথা লিখিত হয় নাই, কিন্তু যে বৈষ্ণব শ্বপচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাদৃশ কুলাচারে রুচিবিশিষ্ট না হইয়া ভগবৎসেবা-নিরত হইবার যোগ্যতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলের সত্ত্বাধিকারে অবস্থান অবিসংবাদিত সত্য। মূঢ়গণের বিমোহনার্থ অসুরকুলের অক্ষজজ্ঞানের বিড়ম্বনার জন্য তপস্যা, যজ্ঞ, স্নান, বেদপাঠাদি সমাপন করিয়া তত্তৎফলে অবরকুলে জন্মগ্রহণাভিনয় করিয়া থাকেন, নতুবা তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, স্নান, হোমযজ্ঞ, সদাচারাদির ফল কিছু অবরকুলে পাপজন্ম লাভ নহে।"

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্"—ভাঃ ৩।৩৩।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"জাতি, কুল, সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥
অধমকুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
'উত্তম-কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে ॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬ অঃ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান্ ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪পঃ)
"দোহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ)
"শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্র এই সত্য হয়।
সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১১ পঃ)

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—৩।১২।১১ শ্লোক—

"শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥"

ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্য—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥"

"এবম্ভূত ভগবন্নামগ্রহণকারী ব্যক্তির যে শ্বপচগৃহে জন্ম, সে কেবল ভক্তিপোষক দৈন্যসিদ্ধির জন্য জানিতে হইবে।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

শ্রীনারদের কৃপায় ব্যাধের উদ্ধার, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই-মাধাই-উদ্ধার এবং ঠাকুর শ্রীহরিদাসের কৃপায় বেশ্যার উদ্ধার প্রভৃতিরও কথা পাওয়া যায়॥ ৩২॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩॥

অন্বয়—পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ (সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ) তথা রাজর্ষয়ঃ (এবং রাজর্ষিগণ) ভক্তাঃ [সন্তঃ] (ভক্ত হইয়া) [পরাং গতিং যান্তি—পরাগতি লাভ করেন] কিং পুনঃ (ইহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক) [অতঃ ত্বম্—অতএব তুমি] অনিত্যম্ (অস্থায়ী) অসুখং (দুঃখপূর্ণ) ইমম্ (এই) লোকম্ (মর্ত্ত্য-লোক) প্রাপ্য (পাইয়া) মাম্ (আমাকে) ভজস্ব (ভজনা কর)॥ ৩৩॥

অনুবাদ—সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ পরাগতি লাভ করিবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি ? অতএব তুমি অনিত্য ক্লেশপূর্ণ এই মনুষ্য-লোক লাভ করিয়া আমার ভজনা কর॥ ৩৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যখন অন্ত্যজ জাতিসকলও আমার বিশুদ্ধভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না ; (কেন না, ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতিশীঘ্র প্রদমিত হয়,) তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও যে স্বরূপগত ভক্তিসম্বন্ধীয় আচার-দ্বারা পুণ্যফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্রই দূরীভূত হইবে,—ইহাতে সন্দেহ কি ? অতএব এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া আমার নিরবদ্য ভজন-মাত্রই কর॥ ৩৩॥

শ্রীবলদেব—কিমিতি। যদ্যেবং তর্হি ব্রাহ্মণা রাজর্ষয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ সৎকুলাঃ পুণ্যাঃ সদাচারিণো ভক্তাঃ সন্তঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্ব্বাচ্যম্? নাস্ত্যত্র সংশয়-লেশোঽপি ; তস্মাত্ত্বমপি রাজর্ষিরিমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব অনিত্যং নশ্বরমসুখমীষৎসুখং বিনাশিন্যল্পসুখেঽস্মিঁল্লোকে রাজ্যস্পৃহাং বিহায় নিত্যমনন্তানন্দং মামুপাস্য প্রাপ্নুহীতি ত্বরাত্র ব্যজ্যতে। অত্রাস্য লোকস্যানিত্যত্বং কণ্ঠতো ব্রুবন্ হরির্মিথ্যাত্বং তস্য নিরাসৎ॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ—'কিমিতি'—যদি এই রকমই হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ, রাজর্ষিগণ, ক্ষত্রিয়গণ, সৎকুলজাত পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ সদাচারী ভক্ত হইয়া পরা গতিকে লাভ করেন—ইহা কি আর বক্তব্য আছে ? এস্থলে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই। অতএব তুমিও রাজর্ষি হইয়া এই লোক-প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর। অনিত্য, নশ্বর, অসুখ ও ঈষৎ সুখ, বিনাশী, অল্প সুখময় এই লোকে রাজ্যস্পৃহা ত্যাগ করিয়া নিত্য অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ আমাকে উপাসনা করিয়া প্রাপ্ত হও। ইহা খুবই তাড়াতাড়ি এই ধ্বনিত হইতেছে—এখানে এই লোকের অনিত্যত্ব পরিষ্কারভাবে স্বকণ্ঠে বলিয়া শ্রীহরি জগতের মিথ্যাত্ববাদ নিরাস করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অনুভূষণ—যদি জাতিগত দুরাচারী লোকও অনন্যভক্তির আশ্রয়ে সত্ত্ব সদাচার পরায়ণ হইয়া পরা গতি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ, রাজর্ষিগণ, ক্ষত্রিয়গণ, সৎকুলজাত পুণ্যবান্ ব্যক্তিসকল, সদাচারী ভক্ত হইলে যে পরা গতি লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ইহাতে কোন সন্দেহের লেশও থাকিতে পারে না, ইহাই জানাইলেন। সুতরাং অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবকেই অনিত্য দুঃখময় লোকে অবস্থান পূর্ব্বক অনিত্য, নশ্বর ক্ষণিক সুখ বা অল্পসুখের স্পৃহা বিসর্জ্জন করতঃ অবিলম্বে নিত্য, অনন্ত ও আনন্দময় শ্রীভগবানকেই ভজনা করিবার উপদেশ করিলেন। ইহা খুব শীঘ্রই করা উচিত, তাহাও প্রকাশ করিলেন ; কেননা জীবন ক্ষণভঙ্গুর। এস্থলে শ্রীভগবান্ এই জগতের অনিত্যত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়া, এই জগতের মিথ্যাত্ববাদ কিন্তু খণ্ডন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসু-উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সম্বাদে 'রাজগুহ্য'-যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—মন্মনাঃ (মদ্‌গত চিত্ত) **মদ্ভক্তঃ** (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী (মৎ-পূজাপরায়ণ) ভব (হও) মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর) এবং (এই প্রকারে) মৎপরায়ণঃ [সন্] (মৎপরায়ণ হইয়া) আত্মানং (মনকে)

[ময়ি—আমাতে] যুক্ত্বা (নিয়োগ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩৪ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবৎ-গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—তুমি মদগতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও মৎপূজাপরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর, এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মন নিয়োগ করিলে আমাকেই পাইবে ॥ ৩৪ ॥

ইতি—শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী-সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর ; তোমার শরীরকে আমার ভক্তিযজন ও আমার প্রপত্তিতে নিযুক্ত কর ; তাহা হইলে মৎপরায়ণ হইয়া যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিয়াও তুমি আমাকে অবশ্য লাভ করিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—'শুদ্ধা ভক্তিই জীবের প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায়, এবং শুদ্ধ জীবই ভগবদ্ভজনের যোগ্য ও শুদ্ধ কৃষ্ণমূর্ত্তি-তত্ত্বই শুদ্ধজীবের উপাস্য।' এইটি (তত্ত্বকথাটি) যে পর্য্যন্ত না জানা যায়, সে পর্য্যন্ত পরমার্থচেষ্টা সুন্দর-রূপে হয় না। জ্ঞানমিশ্রতা, যোগমিশ্রতা ও কর্ম্মমিশ্রতা হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ; নবম অধ্যায়ে উপাস্য-তত্ত্বের শুদ্ধতাই একমাত্র উপদিষ্ট। শুদ্ধ উপাস্য-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে হইলে সেই তত্ত্বের মলসকল বর্ণনপূর্ব্বক দেখাইতে হয়। এইজন্য বিজ্ঞান-দ্বারা বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপা ভগবন্মূর্ত্তির নিত্যসিদ্ধত্ব দেখান হইল। সেই নিত্যমূর্ত্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের প্রভাবরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকেই জ্ঞানী, যোগী ও যাজ্ঞিকেরা উপাসনা করেন, কিন্তু শুদ্ধভক্তসকল সেই পরমার্থতত্ত্বের খণ্ডভাবকে উপাসনা না করিয়া নিত্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ হইতে পৃথক্‌বোধে অন্যান্য দেবতার উপাসনা—নিতান্ত অজ্ঞান-কার্য্য ; যেহেতু, সেই সেই দেবতার ভজন করিলে সেই সেই খণ্ডভাববিশিষ্ট-গতি-লাভ হয়।

ভক্তিযোগের কথা এই যে, অন্য-দেবাদির উপাসনা হইতে বিরত হইয়া অন্যাভিলাষশূন্যভাবে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি নববিধা ভক্তি আলোচনা-পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এরূপ অনন্য-ভক্ত যদি প্রথমাবস্থায় সুদুরাচারও হন, তথাপি তিনি—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সাধু ; যেহেতু অতিস্বল্প-দিনের মধ্যে ঐকান্তিক-ভাবে দৃঢ় হইলে আর কোনপ্রকার চরিত্রকষায় থাকিবে না। আমার শুদ্ধা ভক্তিই সেই ফল উৎপত্তি করিবে। শুদ্ধভক্তের নাশ বা পতন কখনই হয় না ; যেহেতু, আমি তাঁহার যোগক্ষেম বহন করি। অতএব শুদ্ধভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাই চতুরের কার্য্য।

ইতি—নবম অধ্যায়ের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত ॥

শ্রীবলদেব—অথ পরিনিষ্ঠিতস্যার্জ্জুনস্যাভীষ্টাং শুদ্ধাং ভক্তিমুপদিশন্নুপ-সংহরতি,—মন্মনা ইতি। রাজভক্তোঽপি রাজভৃত্যঃ পত্ন্যাদিমনাস্তথা স তন্মনা অপি ন তদ্ভক্তো ভবতি ; ত্বং তু তদ্বিলক্ষণভাবেন মন্মনা মদ্ভক্তো ভব ময়ি নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণবতি বসুদেবসূনৌ স্বস্বামিত্ব-স্বপুমর্থত্ব-বুদ্ধ্যানবচ্ছিন্ন-মধুধারাবৎ সততং মনো যস্য সঃ, তথা মদ্‌যাজী তাদৃশস্যাতিমাত্রপ্রিয়স্য মমার্চ্চনে নিরতো ভব ; তাদৃশং মামতিপ্রেম্ণা নমস্কুরু দণ্ডবৎ প্রণম। এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্ত্বা ময়ি নিবেশ্য মৎপরায়ণো মদেকাশ্রয়ঃ সন্ মামুপৈষ্যসি। এষা ভক্তিরর্পিতৈব ক্রিয়েতেতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

পাত্রাপাত্রধিয়া শূন্যা স্পর্শাৎ সর্ব্বাঘনাশিনী।
গঙ্গেব ভক্তিরেবেতি রাজগুহ্যমিহ স্মৃতা ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদগীতোপনিষদ্ভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবান্ পরিনিষ্ঠিত ভক্ত অর্জ্জুনের অভীষ্ট শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ দিবার ইচ্ছায় উপসংহার করিতেছেন—'মন্মনা ইতি'। রাজভক্তও রাজভৃত্য কিন্তু পত্নীপুত্রাদিমনা, সেইরূপ সে পত্নীপুত্রাদিমনা হইলেও তাহাদের ভক্ত হয় না ; তুমি কিন্তু তাহার বিলক্ষণ ভাবের দ্বারা মন্মনা ও মদ্‌ভক্ত হও, আমাতে অর্থাৎ নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণসম্পন্ন বসুদেব-নন্দন আমাতে স্ব-স্বামিত্ব, স্বীয় পুরুষার্থস্বরূপ বুদ্ধি লইয়া অনবচ্ছিন্ন মধুধারার ন্যায় সতত মন রাখিয়া সেই প্রকার অতিমাত্র প্রিয় তাদৃশ গুণবান্ আমার যজনাদি সম্পন্ন হও অর্থাৎ আমার অর্চ্চনায় নিরত হও—তাদৃশ আমাকে

অতিশয় ভক্তিবশতঃ অর্থাৎ প্রেমসহকারে নমস্কার কর অর্থাৎ দণ্ডবৎ প্রণাম কর। এই প্রকারে আত্মাকে, মনকে ও দেহকে আমাতে যুক্ত (সমর্পণ) করিয়া অর্থাৎ আমাতে নিবেদন করিয়া, মৎপরায়ণ অর্থাৎ একমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমাকে লাভ করিবে। এই ভক্তি আত্মসমর্পণের পর অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, ইহা জানিবে॥ ৩৪॥

গঙ্গার ন্যায় পাত্র ও অপাত্র বুদ্ধি-শূন্য, স্পর্শমাত্র সর্ব্বপাপ-নাশিনী ভক্তিই এই অধ্যায়ে রাজগুহ্যরূপ,—ইহা বর্ণনা করা হইল।

ইতি—নবম অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্‌ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুভূষণ—অনন্তর বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ পরিনিষ্ঠিত ভক্ত অর্জ্জুনের অভীষ্ট শুদ্ধা ভক্তির উপদেশমুখে উপসংহার করিতেছেন। রাজভক্তও রাজার ভৃত্য, রাজার সেবাদি করিয়া থাকে কিন্তু রাজমনা না হইয়া পত্নী-পুত্রাদিমনা হয়। আবার পত্নী-পুত্রাদিমনা হইলেও সে তাহাদের ভক্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাকে তাহাদের ভক্ত বলা চলে না। তুমি কিন্তু তাদৃশ না হইয়া তদ্বিলক্ষণভাবে মন্মনা ও মদ্ভক্ত হও। নীলোৎপলশ্যামলত্বাদি গুণবান্ বসুদেব-সুত আমাতে স্ব-স্বামিত্ব ও স্বকীয় একমাত্র পরমপুরুষার্থ বুদ্ধির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন মধুধারার ন্যায় সতত মন নিযুক্ত কর। সেই প্রকার তাদৃশ অতিমাত্র প্রিয় আমার অর্চ্চনে নিরত হও, তাদৃশ আমাকে অতিশয় প্রেমের সহিত নমস্কার কর অর্থাৎ দণ্ডবৎ প্রণাম কর। এই প্রকারে মন ও দেহ-যুক্ত আত্মাকে আমাতে নিবেদন পূর্ব্বক, মৎপরায়ণ হইয়া, আমাকেই একমাত্র আশ্রয় করিলে আমাকেই পাইবে। এই ভক্তি কিন্তু অর্পিতা হইয়াই অর্থাৎ আত্মসমর্পণের পরই অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাই বোঝা উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

> "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
> ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥" (ভাঃ ৭।৫।২৪)॥ ৩৪॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের 'অনুভূষণ'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—মহাবাহো ! ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে (আমার) পরমং বচঃ (উৎকৃষ্ট বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর) যৎ (যাহা) প্রীয়মাণায় (প্রীতি-অনুভবকারী) তে (তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিত ইচ্ছা করিয়া) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো ! পুনরায় আমার পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ কর, যাহা প্রেমবান্ তোমাকে, তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে মহাবাহো ! তুমি প্রেমবান্, তোমার হিতকামনায় আমি আমার বিভূতি-সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সকল পরমবাক্য সংক্ষেপে বলিয়াছি, তাহা বিশেষ করিয়া এখন বলিতেছি ; তুমি মনোনিবেশ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—সপ্তমাদৌ নিজৈশ্বর্য্যং ভক্তিহেতু যদীরিতম্।
বিভূতিকথনেনাত্র দশমে তৎ প্রপুষ্যতে ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বত্র স্বৈশ্বর্য্যনিরূপণসংভিন্না সপরিকরা স্বভক্তিরুপদিষ্টা। ইদানীং তস্যা উৎপত্তয়ে বিবৃদ্ধয়ে চ স্বাসাধারণীঃ প্রাক্ সংক্ষিপ্যোক্তাঃ স্ববিভূতীর্বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ,—ভূয় ইতি। হে মহাবাহো ! ভূয় এব পুনরপি মে পরমং বচঃ শৃণু—শৃণ্বন্তং প্রতি শৃণ্বিত্যুক্তিরুপদেশ্যেঽর্থে সমবধানায়। পরমং শ্রীমৎ মদ্দিব্যবিভূতিবিষয়কং যদ্বচস্তে তুভ্যমহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি —"ক্রিয়ার্থোপপদ" ইত্যাদি-সূত্রাচ্চতুর্থী,—বিজ্ঞমপি ত্বাং বিস্মিতং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। হিতকাম্যয়া মদ্ভক্ত্যুৎপত্তি-তদ্বিবৃদ্ধিরূপ-ত্বৎকল্যাণবাঞ্ছয়া। তে কীদৃশায়েত্যাহ,—প্রীয়মাণায়েতি পীযূষপানাদিব মদ্বাক্যাৎ প্রীতিং বিন্দতে ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সপ্তম অধ্যায়াদিতে নিজৈশ্বর্য্যই ভক্তির হেতু যাহা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি দশমাধ্যায়ে ভগবানের বিভূতিকথনের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ভক্তির হেতুর আরও পোষণ অর্থাৎ পুষ্টি সাধন করা হইতেছে।

পূর্ব্বপূর্ব্ব অধ্যায়ে স্বীয় ঐশ্বর্য্য নিরূপণ-সমন্বিত অবান্তর ভেদসহ স্বরূপ-লক্ষণাদিসহ স্বীয় ভক্তির কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন সেই ভক্তির উৎপত্তির জন্য এবং বৃদ্ধির জন্য সেই অসাধারণী ভগবদ্ ভক্তির কথা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে স্বীয় বিভূতির বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবেন বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'ভূয় ইতি'। হে মহাবাহো! 'ভূয় এব'—পুনরায়ও আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর। যিনি শ্রবণ করিতেছেন তাহাকেই পুনরায় শ্রবণ কর (এই উক্তির প্রকৃত অর্থ এই)—উপদেশ্য বিষয়ের প্রতি আরও একাগ্রতা আনয়নের জন্য। পরম অর্থাৎ শ্রী-সমন্বিত আমার দিব্য বিভূতি-বিষয়ক যে বাক্য তোমাকে আমি হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বলিব—'প্রীয়মাণায়' এইপদে "ক্রিয়ার্থোপপদ" ইত্যাদি পানিনি সূত্রে চতুর্থী,—ইহার অর্থ তুমি বিজ্ঞ হইলেও পুনঃ তোমাকে বিস্মিত করিবার জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া—আমার প্রতি ভক্তির উৎপত্তি এবং তাহার বিশেষরূপে বৃদ্ধিরূপ, তোমার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায়। কি রকম তোমার? ইহাই বলা হইতেছে—'প্রীয়মাণায়েতি', অমৃত পানের ন্যায় আমার বাক্য হইতে যে প্রীতি (আনন্দ) লাভ করে॥ ১॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্, সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ভক্তিলাভের হেতুরূপে যে স্বীয় ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহারই পুষ্টিলাভের জন্য এই দশম অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বিভূতি বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ত্রয়ে স্বীয় ঐশ্বর্য্য নিরূপণ ব্যতীতও সপরিকর স্বীয় ভক্তির বিষয় উপদেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সেই ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় অসাধারণী, পূর্ব্বে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনের অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ 'ভূয়এব' 'মহাবাহো!' বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন। এস্থলে মহাবাহো! শব্দে সম্বোধনের তাৎপর্য্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"হে মহাবাহো! যেরূপ তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে বাহুবল প্রকাশ করিয়াছ তদ্রূপ এবিষয়ে বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে বুদ্ধিবলও প্রকাশ করিতে হইবে।" ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ইহা কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্যই। কারণ পরোক্ষবাদ শ্রীভগবানের প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া

যায়—"পরোক্ষং মম চ প্রিয়ং"—(ভাঃ ১১।২১।৩৫)। সুতরাং পরোক্ষবাদে বর্ণিত-বিষয় দুর্ব্বোধ্য বলিয়া অবধারণ করা কঠিন। পরোক্ষবাদ অবলম্বনেই এই বিভূতিযোগ বলা হইতেছে। সন্দর্ভেও পাওয়া যায়—"যাহা অদেয় বস্তু, যাহার প্রচার বিরল এবং যাহা মহৎ, তাহাকেই পরোক্ষ করা হয়"। এই জন্য পরোক্ষবাদ বেদের একটি স্বভাব। আত্মগোপন কার্য্যটি ভগবানের স্বভাবের একটি পরিচয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥" (আদি—৩।৮৭)

এই জন্য ভক্তিসহকারে বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই বিভূতি-যোগ-অধ্যায় আলোচনা করা দরকার।

শ্রবণকারীকে পুনরায় শ্রবণ কর বলার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান-বর্ণিত বিষয় 'পরম' পূর্ব্বাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সুতরাং ইহা অবধারণ করিবার জন্য বিশেষ একাগ্রতা ও মনোযোগের প্রয়োজন।

এস্থলে ক্রিয়ার্থে উপপদে চতুর্থী প্রয়োগ। বিজ্ঞ অর্জ্জুনকে আরও বিস্মিত করিবার জন্যই। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের হিতকামনায় অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধিরূপ কল্যাণ কামনা করিয়াই উপদেশ করিয়া থাকেন। শিষ্য আবার প্রিয়মাণ অর্থাৎ প্রেমবান্ হওয়া চাই। যিনি শ্রীগুরুদেবের বাক্যকে অমৃত পানের ন্যায় প্রিয়জ্ঞানে পান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া স্নিগ্ধ শিষ্যকেই শ্রীগুরুদেব গুহ্যতত্ত্বাদি বলিয়া থাকেন।

"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত।" (১।১।৮)

এস্থলেও শ্রীভগবানের বাক্য-সুধা পান করিয়া অর্জ্জুন পরম প্রীতি অনুভব করিতেছেন বলিয়াই শ্রীভগবান্ তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপদেশ করিতেছেন॥ ১॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২॥

অন্বয়—সুরগণাঃ (দেবসমূহ) মে (আমার) প্রভবং (প্রকৃষ্ট জন্মবৃত্তান্ত) ন বিদুঃ (জানেন না) মহর্ষয়ঃ ন (মহর্ষিগণও জানেন না) হি (যেহেতু)

অহম্ (আমি) দেবানাং (দেবতাদিগের) মহর্ষীণাঞ্চ (এবং মহর্ষিগণের) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বতোভাবে) আদিঃ (আদিকারণ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার লীলাপ্রভব অর্থাৎ প্রপঞ্চে আবির্ভাব-বিষয়ের তত্ত্ব অবগত নহেন, যেহেতু আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ ; অতএব সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার লীলাপ্রভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-জগতে আমার নরাকারস্বরূপে উদয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। দেবতা বা মহর্ষিগণ সকলেই স্বীয় বুদ্ধিবলে আমার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন ; তাহাতে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধি ভেদ করিবার যত্ন-সহকারে প্রপঞ্চের বিপরীত কোন অব্যক্ত, অপরিস্ফুট, নির্গুণ, স্বরূপহীন ও শুষ্ক ব্রহ্মকেই কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়া, তাহাই যে পরমতত্ত্ব, এইরূপ মনে করেন। কিন্তু পরমতত্ত্ব তাহা নয় ; পরমতত্ত্ব-স্বরূপ আমি—সর্ব্বদা অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বপ্রকাশ, নির্দ্দোষ-গুণ-সম্পন্ন, নিত্যস্বরূপবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। আমার অপরা-শক্তিতে আমার প্রতিভাত স্বরূপই 'ঈশ্বর' এবং অপরা-শক্তি-দ্বারা বদ্ধজীবদিগের চিন্তার সীমাতীত আমার একটি অস্ফুট-মূর্ত্তিই 'ব্রহ্ম' ; অতএব 'ঈশ্বর' বা 'পরমাত্মা' ও 'ব্রহ্ম', আমার এই স্ফূর্ত্তিদ্বয়ই সৃষ্ট-বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে লক্ষিত হয়। আমি স্বয়ং কখনও নিজ-অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রপঞ্চে স্ব-স্বরূপে উদিত হই। তখন উক্ত ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার অচিন্ত্যশক্তির সামর্থ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং মায়া-দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমার এই স্বরূপাবির্ভাবকে 'ঈশ্বরতত্ত্ব' বলিয়া মনে করেন এবং শুষ্ক ব্রহ্মভাবকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাতে স্ব-স্বরূপের লয় অনুসন্ধান করেন। কিন্তু আমার ভক্তসকল, স্বীয় ক্ষুদ্র-জ্ঞানের পরিচালনা-দ্বারা, অচিন্ত্যতত্ত্বের অবগতি সহজ নয়, মনে করিয়া আমার প্রতি ভক্তিবৃত্তিরই অনুশীলন করেন ; তাহাতে আমি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাদিগকে সহজজ্ঞান-দ্বারা আমার স্বরূপানুভূতি প্রদান করি ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—এতচ্চ মদ্ভক্তানুকম্পাং বিনা দুর্বিজ্ঞানমিতি ভাববানাহ,—ন মে ইতি। সুরগণা ব্রহ্মাদয়ঃ মহর্ষয়শ্চ সনকাদয়ঃ মে প্রভবং প্রভুত্বেন ভবনমনাদিদিব্যস্বরূপগুণবিভূতিমত্ত্বয়াবর্ত্তনমিতি যাবৎ ন বিদুর্ন জানন্তি। কুত ইত্যাহ,—অহমাদিরিতি। যদহং তেষামাদিঃ পূর্ব্বকারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ

প্রকারৈরুৎপাদকতয়া বুদ্ধ্যাদি-দাতৃতয়া চেতার্থঃ। দেবত্বাদিকমৈশ্বর্য্যাদিকঞ্চ ময়ৈব তেভ্যস্তত্তদারাধনতুষ্টেন দত্তমতঃ স্বপূর্ব্বসিদ্ধং মাং মদৈশ্বর্য্যঞ্চ তে ন বিদুঃ ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"কো বা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিরর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূবেতি নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শৎ" ইতি চৈবমাহুঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় পরম বাক্য আমার ভক্তের অনুকম্পা-ভিন্ন দুজ্ঞের্য়, এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়াই বলিতেছেন—'ন মে ইতি'। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং সনক-সনন্দ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আমার প্রভব—প্রভুরূপে আবির্ভাব অর্থাৎ অনাদি দিব্যস্বরূপ-গুণ-বিভূতিমান্ হইয়া আবিভাব, ইহা জানে না। কি কারণে জানিতে পারে না?—'অহমাদিরিতি'। যেই হেতু আমি তাহাদের আদি অর্থাৎ পূর্ব্ব কারণ, সর্ব্বশ—সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ তাহাদের উৎপাদক ও বুদ্ধি-প্রভৃতির দাতারূপে জানে না। কি জানে না? যে দেবত্বাদি ও ঐশ্বর্য্যাদি আমিই তাহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া দিয়াছি, এইজন্য আমার অস্তিত্ব তাহাদের জন্মের পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে বলিয়া আমাকে ও আমার ঐশ্বর্য্যকে তাহারা জানিতে পারে না। শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—"কেই বা তাঁহাকে জানে, কেই বা এখানে এইতত্ত্ব বলিয়াছে, কোথা হইতেই বা ইঁহার আবির্ভাব হইল, কোথা হইতে সৃষ্টি হইল, দেবগণও সৃষ্ট অতএব কে ইঁহাকে জানে, যাঁহা হইতে আবির্ভাব হইয়াছে, ইহারা নানাভাবে সৃষ্টির পরে উৎপন্ন অতএব কে জানিবে যাহা হইতে সর্বজগৎ ব্যক্ত হইয়াছে, এই দেবগণ ইহা জানিতে পারে না। আমি পূর্ব্ব আবির্ভূত বলিয়া।" ইতি—এইরূপ অন্যান্য ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের এই তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার ভক্তের কৃপা ব্যতীত কেহই জানিতে পারে না ভাবিয়াই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেহই আমার জন্মাদিলীলার তত্ত্ব জানে না, যেহেতু দেবতা ও মহর্ষি সকলেরই সর্ব্বতোভাবে আমিই আদি কারণ।

ভক্তি ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না, আবার ভক্তের কৃপা ব্যতীতও ভক্তিলাভ হয় না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—"তাহারা (দেবগণ) বিষয়-আবিষ্ট বলিয়া নাই জানুন কিন্তু ঋষিরা ত' জানেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—মহর্ষিগণও

জানেন না, তাহার কারণ আমি আদিকারণ—সর্ব্বপ্রকারেই। এই সংসারে পিতার জন্ম-বৃত্তান্ত পুত্রগণ জানে না।"

শ্রীধর স্বামিপাদের টীকায়ও পাই,—"আমার প্রভব—প্রকৃষ্ট ভব অর্থাৎ জন্ম, আমি জন্মরহিত হইয়াও নানা বিভূতির সহিত যে আবির্ভূত হই, তাহা দেবগণ কিম্বা ভৃগু আদি মহর্ষিগণও জানেন না। তাহার হেতু—আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকারে উৎপাদকরূপে এবং বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তকরূপে আদি কারণ। অতএব আমার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাকে কেহ জানিতে পারে না।"

শ্রীভগবান্ অনাদি পুরুষ, তিনি দিব্য স্বরূপ, গুণ, বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যাদির সহিত নিত্য বর্ত্তমান্। ব্রহ্মাদি দেবগণ, সনকাদি মহর্ষিগণ তাঁহার প্রভব—প্রভুত্বের সহিত ভব অর্থাৎ দেবকী প্রভৃতিতে জন্মাদিলীলা কেহই পরিজ্ঞাত নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ॥
অদ্যাপি বাচস্পতয় স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥" (৪।২৯।৪২-৪৪)

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥
(১০।১৪।২১)

শ্রীব্রহ্মা আরও বলিয়াছেন,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
(ভাঃ—১০।১৪।২৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

দেবগণ বা ঋষিগণ কেহই স্ব-স্ব-যোগ্যতার দ্বারা শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, সুতরাং মনুষ্যের কথা আর কি বলিব?

শ্রীভগবানই যে সকলের আদি মূল, এ-বিষয়ে শ্রীভাগবতে পাই,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥" (২।৯।৩২)

শ্রীভগবানই সকলের পূর্ব্বকারণ, সর্ব্বপ্রকারে উৎপাদক এবং বুদ্ধ্যাদির দাতা। দেবত্বাদি ও ঐশ্বর্য্যাদি তাঁহার দ্বারাই সকলে প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াই শ্রীভগবান্ সকলকে ঐশ্বর্য্যাদি ও দেবত্বাদি-শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সকলের পূর্ব্বসিদ্ধ শ্রীভগবানকে পরবর্ত্তী সৃষ্ট কেহই জানিতে পারে না। সুতরাং শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলা, শক্তি-সামর্থ্য প্রভৃতির তত্ত্ব-জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে লাভ করিতে হইলে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তের কৃপা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন॥ ২॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) অনাদিম্ (আদিরহিত) অজম্ (জন্মরহিত) লোকমহেশ্বরম্ চ (ও সর্ব্বলোকের মহেশ্বর) বেত্তি (বলিয়া জানেন) সঃ (তিনি) মর্ত্ত্যেষু (মর্ত্ত্যলোকমধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য) [সন্ হইয়া] সর্ব্বপাপৈঃ (সর্ব্বপাপ হইতে) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হন)॥ ৩॥

অনুবাদ—যিনি আমাকে অনাদি, অজ ও সর্ব্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মর্ত্ত্যলোকমধ্যে মোহশূন্য হইয়া প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিরূপ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন॥ ৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি আমাকে সর্ব্বলোকের 'মহেশ্বর' ও 'অনাদি' বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও অনাদিত্ব অবগত হন, তিনি প্রপঞ্চদুষ্ট বুদ্ধিরূপ সমস্ত-পাপ অর্থাৎ অপবিত্র ভাব হইতে মুক্তি লাভ করেন॥ ৩॥

শ্রীবলদেব—ইদং তাদৃশমদ্বিষয়কং জ্ঞানং কস্যচিদেব ভবতীতি ভাবেনাহ, —যো মামিতি। মর্ত্ত্যেষু যতমানেষ্বপি সহস্রেষু মধ্যে যো যাদৃচ্ছিক-মত্তত্ত্ববিৎসৎপ্রসঙ্গী কশ্চিজ্জনো মামনাদিমজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি, সোঽসংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। অত্র 'অজম্' ইত্যনেন প্রধানাদচিদ্বর্গাৎ সংসারিবর্গাচ্চ ভেদঃ। আদ্যস্য স্বপরিণামেনান্তস্য দেহজন্মনা চ জন্মিত্বাৎ; 'অনাদিম্' ইত্যনেন বিশেষিতে তু মুক্তচিদ্বর্গাচ্চ ভেদস্তস্যাজত্বমাদিমদেব দেহসম্বন্ধেন জন্মিত্বস্য পূর্ব্ববৃত্তিত্বাৎ; 'লোকমহেশ্বরম্' ইত্যনেন নিত্যমুক্ত-চিদ্বর্গাৎ প্রকৃতিকালাভ্যাঞ্চ ভেদস্তেষামনাদ্যজত্বে সত্যপি লোকমহেশ্বর-ত্বাভাবাৎ। পুনঃ 'অনাদিম্' ইত্যনেন বিশেষিতে বিধি-রুদ্রাভ্যাঞ্চ ভেদ-স্তয়োর্লোকমহেশ্বরতায়াঃ সাদিত্বাৎ সর্ব্বেশ্বরেণৈব তয়োঃ সেত্যন্যত্র বিস্তরঃ। ইত্থঞ্চ সর্ব্বদা হেয়সম্বন্ধাভাবান্নিত্যসিদ্ধসার্ব্বেশ্বর্য্যাচ্চ সর্ব্বেতরবিলক্ষণং যো বেত্তি, স মদ্ভক্ত্যুৎপত্তিপ্রতীপৈর্নিখিলৈঃ কর্ম্মভির্বিমুক্তো মদ্ভক্তিং বিন্দতি; অসংমূঢ়োঽন্যসজাতীয়তয়া মজ্‌জ্ঞানং সংমোহস্তেন বিবর্জ্জিতঃ,—ন চ দেবক্যাং জাতস্য তে কথমজত্বং তস্যামজত্বমবিহায়ৈব জাতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ তাদৃশ মদ্-বিষয়ক জ্ঞান কোন কোন লোকেরই হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন 'যো মামিতি'। সহস্র সহস্র যত্নশীল মানবের মধ্যে যিনি ভাগ্যবশতঃ মত্তত্ত্ববিৎ-সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ কোন এক লোক আমাকে অনাদি, অজ ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন, সেই অসংমূঢ় (ব্যক্তিই) সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। —ইহাই সম্বন্ধ। এখানে "অজ" এই শব্দের দ্বারা প্রধান, জড় প্রপঞ্চ ও সংসারিবর্গ হইতে পৃথক্। যেহেতু প্রধানাদি জড় কারণ বর্গের পরিণামের জন্য এবং অন্ত অর্থাৎ সংসারী জীবের দেহজন্মের দ্বারা জন্মগ্রহণ। "অনাদি" এই শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইলে কিন্তু মুক্তচিদ্বর্গ হইতেও ভেদ। যেহেতু তাহারা অজ বটে কিন্তু আদি দেবদেহ সম্বন্ধের দ্বারা জন্মগ্রহণ পূর্ব্ববৃত্তি এইহেতু। "লোকমহেশ্বর" এই শব্দের দ্বারা নিত্যমুক্তচিদ্বর্গ হইতে এবং প্রকৃতি ও কাল হইতে ভেদ (ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে)। তাহাদের অনাদিত্ব ও অজত্ব থাকিলেও লোকমহেশ্বরত্বের অভাবহেতু, পুনঃ যদি "অনাদি" এই শব্দের দ্বারা বিশেষিত করিয়া লোকমহেশ্বর কথাটি বল, তবে ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতে ভেদ। কারণ—তাহাদের দুই জনের লোকমহেশ্বরতার আদি

অর্থাৎ আদিত্ব, সর্ব্বেশ্বরের দ্বারাই তাহাদের দুইজনের তাহা। ইহা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বলা হইবে। এই প্রকারে সকল সময়ে হেয়-সম্বন্ধের অভাব-বশতঃ এবং নিত্য সিদ্ধ সর্ব্বৈশ্বর্য্যহেতু সমস্ত ইতর বিলক্ষণরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনিই আমার প্রতি ভক্তির উৎপত্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ নিখিল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া আমার ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অসংমূঢ় শব্দের অর্থ—অন্য সজাতীয়ভাবে আমার জ্ঞান ইহার নাম সংমোহ, তাহার দ্বারা বিশেষরূপে বর্জ্জিত। দেবকীতে যাঁহার জন্ম তাঁহার কিরূপে অজত্ব? দেবকীতে অজত্ব ত্যাগ না করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া—ইহার উত্তর ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—এইরূপ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান কদাচিৎ কাহারও হইয়া থাকে, সহস্র সহস্র যত্নশীল মানবের মধ্যে, যিনি ভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাদৃশ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে অনাদি, অজ ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন এবং তিনি অসংমূঢ় অর্থাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের অনাদিত্ব-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"অহমেবাসমেবাগ্রে" (২।৯।৩২) "ভগবানেক আসেদম্"—(৩।৫।২৩) শ্রীব্রহ্মসংহিতায়—"অনাদিরাদি-র্গোবিন্দঃ" এবং বিভিন্ন শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ," "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ", "অথ নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্। ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্" ও গীতায় ১০।২০ শ্লোকেও পাওয়া যাইবে। যিনি তাহা জানিতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অজ অর্থাৎ নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে জন্মকারণ রহিত হইয়াও যিনি নিত্য অপ্রাকৃত জন্মবান্ থাকিয়া বসুদেব-সূনু বা নন্দসূনু-রূপে নিত্য বৎসল-রসের বিষয়রূপে অবস্থান করেন; (গীঃ ৪।৬ ও ৪।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহা জানিতে পারেন অর্থাৎ এই প্রকারে যিনি হেয় সম্বন্ধরহিত নিত্যসিদ্ধ সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি মজ্জ্ঞান-সম্বন্ধে যাবতীয় মোহমুক্ত হইয়া মদ্ভক্তি-প্রতিকূল নিখিল কর্ম্ম বা পাপ হইতে মুক্ত হন এবং আমাতে ভক্তি লাভ করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"অজম্'—অজন্য অর্থাৎ জন্মকারণ-রহিত এবং বসুদেব-জন্য অর্থাৎ বসুদেব

হইতে জাত আমাকে যে অনাদি বলিয়াই জানে। 'মাম্' এই পদে বসুদেব-জন্যত্ব অর্থাৎ বসুদেব হইতে জাত ইহাই বুঝায়—'আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য'—(গীঃ ৪।৯) এই আমার উক্তি হইতে আমি পরমাত্মা বলিয়া আমার নিত্যই জন্মবত্ত্ব ও নিত্যই অজত্ব উভয়ই আমার পরম সত্য অচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধ। যেমন বলিয়াছি—'আমি জন্মশূন্য হইয়াও অবিনাশী আমি সম্ভূত হই'—(গীঃ ৪।৬) এবং উদ্ধবের বাক্য—'হে প্রভো, আপনি নিস্পৃহ হইয়াও যে কর্ম্ম করেন, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'বিদ্বজ্জনগণেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা খিন্ন হয়'—এই পর্য্যন্ত ; এবং এ-বিষয়ে শ্রীভাগবতামৃতের কারিকা—"বিদ্বজ্জনের বুদ্ধিভ্রম যদি বাস্তব নহে, উহা না হওয়াই উচিত। অতএব নানাত্ব বা বিভিন্নত্বের কারণ অচিন্ত্যশক্তি। যেরূপ বাল্যে আমার দামোদর-লীলায় একই সময়ে কিঙ্কিনী-দ্বারা উদর বদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্নত্ব আবার দাম-দ্বারা স্বকীয় অবন্ধনে অপরিচ্ছিন্নত্ব অতর্ক্যাই, তদ্রূপ আমার অজত্ব ও জন্মবত্ত্ব অতর্ক্যই।" দুর্ব্বোধ ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতেছেন—'লোকমহেশ্বরম্'—তোমারই সারথিকে যে সর্ব্বলোকের মহান্ত-ঈশ্বর বলিয়া জানে সেই মর্ত্ত্যমধ্যে 'অসংমূঢ়ঃ'—সর্ব্বপ্রকার পাপ ও ভক্তিবিরোধী বিষয় হইতে মুক্ত, যে অজত্ব, অনাদিত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদিই বাস্তব, কিন্তু জন্মবত্ত্বাদি অনুকরণমাত্র-সিদ্ধ বলে, সে সংমূঢ়ই অর্থাৎ সর্ব্বপাপ হইতে প্রমুক্ত হয় না ॥ ৩ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—বুদ্ধিঃ (সূক্ষ্মার্থ নিশ্চয়-সামর্থ্য) জ্ঞানম্ (আত্মানাত্মবিবেক) অসংমোহঃ (ব্যস্ততার অভাব) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) সত্যম্ (যথার্থভাষণ) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) শমঃ (অন্তঃকরণ সংযম) সুখং, দুঃখং, ভবঃ (জন্ম) অভাবঃ (মৃত্যু) ভয়ম্ চ, অভয়ম্ এব চ, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ, [এতানি—এই সকল] ভূতানাং (প্রাণিদিগের) পৃথগ্‌বিধাঃ ভাবাঃ (নানাপ্রকার ভাব) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (হইয়া থাকে)॥ ৪-৫

অনুবাদ—বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতার অভাব, সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ ও অযশ,—এই সকল প্রাণিগণের নানাপ্রকার ভাব আমা হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৪-৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সূক্ষ্মার্থ-নির্ণয়-সমর্থবুদ্ধি, আত্মানাত্মবিবেকরূপ জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ, এই সমস্তই ভূতসকলের ভাব ; আমিই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণে সৃষ্টি করিয়াছি ॥ ৪-৫ ॥

শ্রীবলদেব—অথাত্মনঃ সর্ব্বাদিত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ প্রপঞ্চয়তি,—বুদ্ধিরিতি দ্বাভ্যাম্। 'বুদ্ধিঃ' সূক্ষ্মার্থবিবেচনসামর্থ্যং ; 'জ্ঞানং' চিদচিদ্বস্তুবিবেচনম্ ; 'অসংমোহঃ' ব্যগ্রত্বাভাবঃ ; 'ক্ষমা' সহিষ্ণুতা ; 'সত্যং' যথাদৃষ্টার্থবিষয়ং পরহিতভাষণম্ ; 'দম' অনর্থবিষয়াচ্ছ্রোত্রাদের্নিয়মনম্ ; 'শমঃ' তস্মান্মনসঃ ; 'সুখম্' আনুকূল্যেন বেদ্যম্ ; দুঃখং তু প্রাতিকূল্যেন বেদ্যম্ ; 'ভবঃ' জন্ম ; 'অভাবঃ' মৃত্যুঃ ; 'ভয়ম্, আগামিদুঃখকারণবীক্ষণাদ্বিত্রাসঃ ; তন্নিবৃত্তিঃ 'অভয়ম্' ; 'অহিংসা' পরপীড়নাজনকতা ; 'সমতা' রাগদ্বেষশূন্যতা ; 'তুষ্টিঃ' অদৃষ্টলব্ধেন সন্তোষঃ ; 'তপঃ' বেদোক্তকায়ক্লেশঃ ; 'দানং' স্বভোগ্যস্য সৎপাত্রেঽর্পণম্ ; 'যশঃ' সাদ্গুণ্যখ্যাতিঃ ; তদ্বিপরীতম্ 'অযশঃ' এবমাদয়ো ভাবা ভূতানাং দেবমানবাদীনাং মত্তো মৎসঙ্কল্পাদেব ভবন্তীত্যহমেব তেষাং হেতুরিত্যর্থঃ। পৃথগ্বিধা ভিন্নলক্ষণা ॥ ৪-৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ভগবান্ নিজের সর্ব্বাদিত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্বের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন—'বুদ্ধিরিতি' দুইটি শ্লোক দ্বারা। 'বুদ্ধি'—সূক্ষ্মার্থ নির্ণয়ে সামার্থ্য ; 'জ্ঞান'—চিৎ ও অচিৎ বস্তু-সম্পর্কে বিশেষরূপে বিবেক ; 'অসংমোহ'—ব্যগ্রতার অভাব ; 'ক্ষমা'—সহিষ্ণুতা ; 'সত্যং'—যথাযথ দৃষ্টার্থ বিষয়ক পরের হিতকর বাক্য বলা ; 'দমঃ'—অনর্থ বিষয় হইতে শ্রোত্রাদিকে সংযত করা ; 'শমঃ'—তাহা হইতে মনকে সংযত করা ; 'সুখম্',—অনুকূল ভাবে জ্ঞেয় বস্তু ; 'দুঃখং'—কিন্তু প্রতিকূলভাবে জ্ঞেয় ; 'ভবঃ'—জন্ম ; 'অভাবঃ'—মৃত্যু ; 'ভয়ম্'—ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ জানার জন্য বিশেষরূপে ত্রাস ; তন্নিবৃত্তি—'অভয়ং' ; 'অহিংসা'—পরের পীড়ন না করা ; 'সমতা'—রাগ ও দ্বেষ শূন্যতা ; 'তুষ্টিঃ'—অদৃষ্ট লব্ধের দ্বারা সন্তোষ ; 'তপঃ'—বেদশাস্ত্রোক্ত কায়ক্লেশ ; 'দানং'

—নিজের ভোগ্য বিষয়ের সৎপাত্রে সমর্পণ ; 'যশঃ'—সদ্‌গুণসমূহের খ্যাতি ; 'অযশঃ'—তদ্বিপরীত, এই জাতীয় দেবমানবাদির ভাব (স্বভাব) আমার সংকল্প হইতেই হইয়া থাকে। এই জন্য আমিই সেই সকল ভাবের কারণ। পৃথগ্বিধা—বিভিন্ন জাতীয় ॥ ৪-৫ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমানে দুইটি শ্লোকে তাঁহার সর্ব্বাদিত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। ভূতগণ অর্থাৎ দেব-মানবাদির যাবতীয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবসমূহ আমা হইতেই হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"এই সকল আমার মায়া হইতে উদ্ভূত হইলেও 'শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ'—এই ন্যায়ানুসারে আমা হইতেই,।" সুতরাং যাবতীয় বিষয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপে তাঁহার সহিতই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

শাস্ত্রজ্ঞগণ নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারে না, ইহার কারণ যে, বুদ্ধি প্রভৃতি মায়ার সত্ত্বগুণ হইতে জাত বলিয়া শ্রীভগবান্ হইতেই জাত বলা যায়, কিন্তু গুণাতীত শ্রীভগবানে তাহাদের স্বতঃপ্রবেশ যোগ্যতা নাই। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে, সেই যোগ্যতা লাভের সম্ভাবনা ॥ ৪-৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষিগণ) পূর্ব্বে (তৎ পূর্ব্বে) চত্বারঃ (সনকাদি চারজন) তথা মনবঃ (এবং মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (আমা হইতে জন্ম যাহাদের) মানসাঃ জাতাঃ (মন হইতে জাত যাহারা) লোকে (সংসারে) ইমাঃ (ব্রাহ্মণাদি এই সকল) যেষাং (যাহাদের) প্রজাঃ (পুত্র-পৌত্রাদি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—মরীচ্যাদি সপ্তঋষি, তাঁহাদের পূর্ব্বজাত সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু, সকলেই আমার হিরণ্যগর্ভরূপ হইতে সঙ্কল্প-মাত্র উৎপন্ন, সংসারে ব্রাহ্মণাদি এই সকল তাঁহাদেরই পুত্র-পৌত্র বা শিষ্য-প্রশিষ্যরূপে পরিপূরিত আছে ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি, তাঁহাদের পূর্ব্বজাত-সনকাদি ব্রহ্মর্ষিচতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু—সকলেই আমার শক্তিসম্ভূত

হিরণ্যগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন; তাঁহাদেরই বংশ বা শিষ্যাদি-ক্রমে এই লোক পরিপূরিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—ইতশ্চৈতদেবমিত্যাহ,—মহর্ষয় ইতি। সপ্ত ভৃগ্বাদয়স্তেভ্যোঽপি পূর্ব্বে প্রথমাশ্চত্বারঃ সনকাদয় একাদশৈতে মহর্ষয়স্তথা মনবশ্চতুর্দ্দশ স্বায়ম্ভুবাদয় এবং পঞ্চবিংশতিরেতে মানসাঃ। হিরণ্যগর্ভাত্মনো মম মনঃ প্রভৃতোভ্যো জাতাঃ। মদ্ভাবা মচ্চিন্তনপরাস্তৎপ্রভাবেনোপলব্ধ-মজ্-জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তয় ইত্যর্থঃ;—যেষাং ভৃগ্বাদীনাং পঞ্চবিংশতেরিমা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ প্রজা জন্মনা বিদ্যয়া চ সন্ততিরূপা ভবন্তি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই হেতুই ইহা এইরূপ হইয়াছে—'মহর্ষয় ইতি'। ভৃগু প্রভৃতি সাতজন ইহাদের পূর্ব্বে প্রথম চারজন সনকাদি—এই একাদশ মহর্ষিগণ, এই রকম সায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশমনু এবং এইরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎপন্ন পঞ্চবিংশতি মানসপুত্রগণ আমার মন প্রভৃতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ইঁহারা সকলেই আমার ভাবে ভাবিত অর্থাৎ আমার চিন্তা-পরায়ণ, এই চিন্তার প্রভাবেই আমার জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও শক্তির উপলব্ধি ইঁহারা করিয়া থাকেন। সেই ভৃগু প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি হইতে এই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি প্রজাগণ জন্মের দ্বারা এবং বিদ্যার দ্বারা পুত্র-শিষ্যরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—সপ্তমহর্ষি—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। ইহাদিগের পূর্ব্বতন মহর্ষিচতুষ্টয়—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। এই এগার জন ঋষি।

চতুর্দ্দশ মনু—(১) সায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্ম-সাবর্ণি, (১২) রুদ্র পুত্র, (সাবর্ণি) (১৩) রৌচ্য (দেবসাবর্ণি) (১৪) ভৌত্যক (ইন্দ্রসাবর্ণি)।

ভৃগ্বাদি সপ্ত ঋষি ও তৎপূর্ব্বে জাত সনকাদি চতুষ্টয় এবং সায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু এই পঞ্চবিংশ পুরুষ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসম্ভূত হিরণ্যগর্ভের মন হইতে জাত; ইহাদিগের বংশে জন্মগত বা বিদ্যাগতভাবে শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমেই ব্রাহ্মণাদি প্রজাসকল জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছে ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই সকল) বিভূতিং যোগং চ (বিভূতি ও যোগ) তত্ত্বতঃ (সম্যক্‌রূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) অবিকল্পেন (নিশ্চল) যোগেন (মদীয় তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হন) অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ ন (সংশয় নাই) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যিনি আমার এই সকল বিভূতি ও ভক্তিযোগ-বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তিনি নিশ্চল-মদীয় তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণের দ্বারা যুক্ত থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তত্ত্বজ্ঞানের চরম-সীমা আমার স্বরূপ-জ্ঞান ও শক্তি-জনিত বিভূতি-জ্ঞান এবং ক্রিয়াযোগের চরম-সীমা ভক্তিযোগ,—এই দুই বিষয় যিনি তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি অবিকল্প অর্থাৎ দ্বৈধ-রহিত ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তার্থজ্ঞানফলমাহ,—এতামিতি। এতাং বিধিরুদ্রাদি-দেবতাসনকাদি-মহর্ষিস্বায়ম্ভুবাদিমনুপ্রমুখঃ কৃৎস্নপ্রপঞ্চো মদধীনস্থিতি-প্রবৃত্তি-জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিকো ভবতীত্যেবং পারমৈশ্বর্য্যলক্ষণাং বিভূতিং; যোগ-মনাদ্যজত্বাদিভিঃ কল্যাণগুণরত্নৈর্মম সম্বন্ধঞ্চ যো বেত্তি সর্ব্বেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন বাসুদেবেনোপদিষ্টমিদং তাত্ত্বিকং ভবতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন যো গৃহ্নাতি স অবিকল্পেন স্থিরেণ যোগেন মদ্ভক্তিলক্ষণেন যুজ্যতে সম্পন্নো ভবতি ;—এতাদৃশতয়া মজ্‌জ্ঞানং মদ্ভক্তেরুৎপাদকং বিবর্দ্ধকঞ্চেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত অর্থজ্ঞানের ফলের কথা বলা হইতেছে—'এতামিতি', বিধিরুদ্রাদি-দেবতা, সনকাদি মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদিমনু প্রমুখ সমগ্র প্রপঞ্চ (ত্রিভুবন) আমারই অধীনে স্থিতি-প্রবৃত্তি, জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তিসম্পন্ন হয়—এইরূপ পারমৈশ্বর্য্য-রূপ বিভূতি, যোগ—অনাদিত্ব-অজত্বাদি কল্যাণগুণকর গুণসমূহের দ্বারা আমার বৈশিষ্ট্য যিনি জানিতে পারেন, এবং সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, বাসুদেবের দ্বারা উপদিষ্ট এই সবই যথার্থ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা যিনি গ্রহণ করেন, তিনি অবিকল্প—স্থির যোগের দ্বারা অর্থাৎ আমার ভক্তি লক্ষণ যোগের দ্বারা যুক্ত হন অর্থাৎ যোগসম্পন্ন হইয়া থাকেন। এই রকম আমার জ্ঞান মদ্ভক্তির উৎপাদক ও বিবর্দ্ধক, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—যিনি আমার এই পারমৈশ্বর্য্য-লক্ষণযুক্তা বিভূতি অর্থাৎ বিধি-রুদ্রাদি-দেবতা, সনকাদি মহর্ষিগণ, স্বায়ম্ভুবাদি মনুপ্রমুখ সমগ্র জগৎ আমারই শক্তির পরিচয় অর্থাৎ আমার অধীনেই স্থিতি, প্রবৃত্তি ও জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তিযুক্ত হয় ; অনাদিত্ব, অজত্বাদি যাবতীয় কল্যাণগুণরত্নের দ্বারা সম্বন্ধ যুক্ত আমাকে জানেন এবং সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, বাসুদেবের দ্বারা উপদিষ্ট এই তাত্ত্বিক বিচার দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করেন, তিনিই মৎপ্রসাদে মজ্‌জ্ঞান সম্যক্ লাভ পূর্ব্বক স্থিরযোগে অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা সম্পন্ন হন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই রকমেই আমার জ্ঞান মদ্ভক্তির উৎপাদক ও বিবর্দ্ধক ॥ ৭ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সকলের) প্রভবঃ (উৎপত্তির হেতু) মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (সকলে) প্রবর্ত্ততে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) ইতি মত্বা (ইহা মনে করিয়া) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) ভাবসমন্বিতাঃ [সন্] (ভাবযুক্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করেন) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই সকলের সকল চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ ভক্তিসহকারে আমাকে ভজন করিয়া থাকেন, আর যাহারা করেন না, তাহারা অপণ্ডিত ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, সমস্ত-বস্তুরই উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জানিও ;—এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি-সহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত' ; অপর সকলেই 'অপণ্ডিত' ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—অথ চতুঃশ্লোক্যা পরমৈকান্তিনাং ভক্তিং ব্রুবন্ তস্যা জনকং পোষকং চাত্মযাথাত্ম্যং তাবদাহ,—অহমিতি। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণোঽহং সর্ব্বস্যাস্য বিধিরুদ্রপ্রমুখস্য প্রপঞ্চস্য প্রভবো হেতুঃ ; এবমেবাথর্ব্বসু পঠ্যতে,—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ" ইতি, "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয় ইত্যুপক্রম্য" "নারায়ণাদ্‌ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে, নারায়ণাদ্দ্বা-

দশাদিত্যাঃ" ইত্যাদি ;—এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণো বোধ্যঃ,—"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ" ইত্যাদ্যুত্তরপাঠাৎ। তদাহুঃ,—"একো বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নি সমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য যত্র ছান্দোগৈঃ ক্রিয়মাণাষ্টকাদিসংজ্ঞকা স্তুতিস্তোমঃ স্তোমমুচ্যতে" ইত্যাদ্যুপক্রম্য প্রধানাদিসৃষ্টিমভিধায়াথ পুনরেব "নারায়ণঃ সোহন্যৎকামো মনসা ধ্যায়ত তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য তল্ললাটাত্র্যক্ষ্যঃ শূলপাণিঃ পুরুষোহজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপোবৈরাগ্যম্" ইতি ; তত্র "চতুর্ম্মুখো জায়তে" ইত্যাদি চ ; ঋক্ষু চ,—"যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধসম্" ইত্যাদি ; মোক্ষধর্ম্মে চ,—"প্রজাপতিং চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়া-বিমোহিতৌ ॥" ইতি, বারাহে চ,—"নারায়ণঃ পরোদেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ। তস্মাদ্রুদ্রোহভবদ্দেবঃ স চ সর্ব্বজ্ঞতাং গতঃ ॥" ইতি। এবঞ্চ মদিতর-নিখিলোপাদাননিমিত্তভূতোহহমিত্যুক্তম্ ; যন্মৎসম্ভূতং, তৎ সর্ব্বং মত্তঃ প্রবর্ত্ততে মদধীনপ্রবৃত্তিকমিতি ; মদন্যনিখিলনিয়ন্তা চাহমিত্যুক্তম্। ইতি মত্বা মমেদৃশত্বং সদ্গুরুমুখান্নিশ্চিত্য ভাবেন প্রেম্ণা সমন্বিতাঃ সন্তো বুধা মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর চারিটি শ্লোকের দ্বারা পরম ঐকান্তিক ভক্তদিগের ভক্তির কথা বলিতে গিয়া পুনঃ সেই ভক্তির জনক, পোষক এবং আত্মযাথাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের কথা বলিতেছেন—'অহমিতি'। আমি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আমি বিধি-রুদ্র-প্রমুখ এই সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তির কারণ। এইরূপই অথর্ব্ববেদে পাঠ করা হইয়াছে—"যিনি ব্রহ্মাকে পূর্ব্বে সৃজন করিয়াছেন, যিনি বেদগুলিকে (গান করিয়াছেন) অথবা রক্ষা করিয়াছেন—তিনিই কৃষ্ণ" ইতি। আবার "অনন্তর নিশ্চিতরূপে পরমপুরুষ নারায়ণ কামনা করিয়াছিলেন প্রজা সৃষ্টি করিব, এই উক্তি আরম্ভ করিয়া নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র উৎপন্ন হয় এবং নারায়ণ হইতে আটজন বসু উৎপন্ন হয়। নারায়ণ হইতে একাদশ রুদ্র জন্মে এবং নারায়ণ হইতে দ্বাদশ আদিত্যও উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি। এই নারায়ণ কিন্তু কৃষ্ণকেই জানিবে—কারণ—'ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র' এইরূপ পরে পাঠ করা হইয়াছে। তাহাই বলা হইতেছে—"এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিল না, ঈশান (রুদ্র) ছিল না, জল ছিল না, অগ্নি, যম ছিল না, এই

স্বর্গ ও পৃথিবীও ছিল না, নক্ষত্রগুলি ছিল না, সূর্য্য ছিল না, তিনি একাকী এজন্য তৃপ্তি লাভ করিলেন না। তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন যে ধ্যানে ছান্দোগ্য উপনিষৎ কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ অষ্টকাদি সংজ্ঞক স্তুতিস্তোম অর্থাৎ স্তোম, বলা হইয়া থাকে" ইত্যাদি রূপে আরম্ভ করিয়া প্রধানাদি সৃষ্টির কথা বলিয়া, তারপর পুনরায় "সেই নারায়ণই অন্য বিষয়ের কামনা করিয়া মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন—তাঁহার ধ্যানের মধ্যস্থিত তাঁহার ললাট হইতে ত্রিলোচন শূলপাণিরূপ পুরুষ যিনি শ্রী (ঐশ্বর্য্য) সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও বৈরাগ্যকে ধারণ করিয়া উৎপন্ন হইলেন" ইতি। সেখানে আরও বলা আছে—"চতুর্ম্মুখ জন্মগ্রহণ করে" ইত্যাদি; ঋক্ বেদেও—"যাহাকে আমি কামনা করিতেছি, তাহাকে প্রবল করি সেই ব্রহ্মাকে, ও সেই সুমেধা সম্পন্ন ঋষিকে" ইত্যাদি। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মেও বলা আছে—"প্রজাপতি এবং রুদ্রকেও আমি সৃজন করিয়া থাকি, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিবে"। তাহারা দুইজন কিন্তু আমাকে জানিতে পারে না—কারণ—তাহারা দুইজনই আমার মায়ার দ্বারা মূঢ়; ইতি। বরাহ পুরাণেও আছে "নারায়ণ শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাহা হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে রুদ্রদেব উৎপন্ন হয়, সে সর্ব্বজ্ঞতাপ্রাপ্ত হয়"—ইতি। এই প্রকারে আমা হইতে ভিন্ন নিখিল উপাদান ও নিমিত্ত কারণ-ভূত আমি—ইহাই বলা হইল। যাহা আমা হইতে সমুদ্ভূত সেই সমস্তই, আমা হইতেই প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ তাহাদের সকলের প্রবৃত্তি আমারই অধীন। আমি ভিন্ন অন্যান্য অখিল বিশ্বের নিয়ন্তাও (আমিই) এই কথাই বলা হইল। ইহা জানিয়া, আমার এতাদৃশ মহিমার কথা সদ্‌গুরুর মুখ হইতে নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হইয়া ভাব অর্থাৎ প্রেমের দ্বারা সমন্বিত হইয়া, বুধগণ আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

অনুভূষণ—অনন্তর এক্ষণে শ্রীভগবান্ চারিটি শ্লোকে পরম ঐকান্তিক ভক্তগণের ভক্তির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া, সেই ভক্তির জনক, পোষক এবং নিজ আত্মস্বরূপের বিষয় বলিতেছেন যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—আমি বিধিরুদ্রাদি সকলের উৎপত্তির কারণ। অথর্ব্ববেদেও পাওয়া যায়,—"যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আদিকালে বেদগান করিয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।"

অপর মঙ্গলপ্রদোঽথর্ব্ববেদোক্ত নারায়ণ-উপনিষদ্ পাঠেও পাওয়া যায়,—

ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজাঃ সৃজেরন্। নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ ; সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে।"

অপর ঋগ্বেদে কৃষ্ণ-উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ", ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর উদ্ভবস্থান। তাঁহা হইতেই ব্রহ্ম-রুদ্রাদির উৎপত্তি। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ॥" (—৪।৭।৫০)

অর্থাৎ আমি জগতের পরম কারণ, আত্মা, ঈশ্বর ও শক্তিস্বরূপ ; আমি স্বপ্রকাশ ও জড় উপাধি-রহিত, অপ্রাকৃত বস্তু ; আমিই আবার গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিবরূপে প্রকাশিত হই।

এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের "অহমেবাসমেবাগ্রে" (২।৯।৩২) শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

মোক্ষ-ধর্ম্মেও পাওয়া যায়,—প্রজাপতি এবং রুদ্রকে আমি সৃজন করি, কিন্তু তাহারা দুইজনে আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া আমাকে জানিতে পারে না।

বরাহ পুরাণেও পাওয়া যায়,—

পরদেবতা নারায়ণ হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং তাহা হইতেই রুদ্রদেব উৎপত্তি লাভ করেন ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মা যেমন নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হন। শিবও নারায়ণের ললাট প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই যে, "অন্তর্য্যামি-স্বরূপ শ্রীভগবান্ হইতেই সকল জগৎ কার্য্যে রত হয়, এবং নারদাদি অবতারাত্মক তাঁহা হইতেই ভক্তি-জ্ঞান-তপ-কর্ম্মাদি সাধন এবং তত্তৎ সাধ্য প্রবৃত্ত হয়।"

শ্রীভগবান্ হইতে সকলের উৎপত্তি এবং তাঁহা হইতেই সকলে কার্য্যে রত

হয়। এইরূপ মাহাত্ম্য সদ্‌গুরু-মুখে শ্রবণ পূর্ব্বক যাঁহারা নিশ্চয় করিতে পারেন, অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধি-সহকারে নিশ্চয় করিয়া, বুধ অর্থাৎ পণ্ডিত হন, তাঁহারা দাস্যসখ্যাদি প্রেমযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—মচ্চিত্তাঃ (আমাতে সমর্পিত চিত্ত) মদ্‌গতপ্রাণাঃ (মদর্পিত জীবন) [তে—তাঁহারা] নিত্যং (সর্ব্বদা) পরস্পরম্ (পরস্পরকে) মাং (আমার তত্ত্ব) বোধয়ন্তঃ (বুঝাইতে বুঝাইতে) চ (এবং) কথয়ন্তঃ (কীর্ত্তন করিতে করিতে) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (সন্তোষ লাভ করেন ও আনন্দ অনুভব করেন) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আমাতে সমর্পিত চিত্ত ও সমর্পিত প্রাণ তাঁহারা নিত্য পরস্পর আমার তত্ত্ব-আলাপন করিয়া এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে, সাধন অবস্থায় ভক্তিসুখ এবং সাধ্যাবস্থায় রমণ সুখ লাভ করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এতাদৃশ অনন্য-ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ ;—তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সম্যক্ অর্পণ করত পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথায় কথোপকথন করিয়া থাকেন ; সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগ-মার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রস পর্য্যন্ত সম্ভোগপূর্ব্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—ভক্তেঃ প্রকারমাহ,—মচ্চিত্তা ইতি। মচ্চিত্তা মৎস্মৃতিপরা মদ্গতপ্রাণা মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তুমক্ষমাঃ মীনা ইব বিনাম্ভঃ পরস্পরং মদ্রূপগুণ-লাবণ্যাদি বোধয়ন্তস্তথা মাং স্বভক্তবাৎসল্যানীরধিমতিবিচিত্রচরিতং কথয়ন্ত-শ্চেত্যেবং স্মরণশ্রবণকীর্ত্তনলক্ষণৈর্ভজনৈঃ সুধাপানৈরিব তুষ্যন্তি, তথৈব তেষ্বেব রমন্তে চ যুবতিস্মিতকটাক্ষাদিষ্বিব যুবানঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভক্তির প্রকারের কথা বলা হইতেছে—'মচ্চিত্তা ইতি'। 'মচ্চিত্তা' আমার কথা যাঁহারা সকল সময়েই স্মরণ করেন, 'মদ্‌গতপ্রাণা'—আমা ব্যতীত প্রাণ ধারণে অক্ষম। দৃষ্টান্ত—মৎস্য যেমন জল বিনা প্রাণধারণে অক্ষম। পরস্পর আমার রূপ, গুণ ও লাবণ্যাদি আলোচনা-পরায়ণ হইয়া, আমি স্বীয়

ভক্তের প্রতি বাৎসল্য-সমুদ্র অতি বিচিত্র আমার চরিত্র—ইহা কীর্ত্তন করিয়া স্মরণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজনের দ্বারা অমৃত পানের মত সন্তুষ্ট হয় এবং তাহাতেই রমণসুখ অনুভব করেন; যুবকগণ যেমন যুবতী নারীর হাসি ও কটাক্ষেতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ সন্তুষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা তাঁহার যথার্থস্বরূপ সদ্‌গুরুর মুখে শ্রবণপূর্ব্বক, ভাব-সমন্বিত অর্থাৎ দাস্য-সখ্যাদি প্রেম-সহকারে তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত। এক্ষণে বর্ত্তমান শ্লোকে সেই ভক্তির প্রকার বলিতেছেন। তাঁহারা তদ্গতচিত্ত হন অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের স্মৃতিপরায়ণ হইয়া থাকেন; এবং তাঁহারা তদ্গতপ্রাণ হইয়া থাকেন অর্থাৎ জল-বিনা যেমন মৎস্য জীবন ধারণ করিতে পারে না, জলগতপ্রাণ মৎস্যের ন্যায় তাঁহারাও শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া অর্থাৎ তাঁহার বিরহ ক্ষণকালের জন্য সহ্য করিতে পারেন না। প্রেমিক ভক্তগণ ভগবদ্বিরহে কিরূপ কাতর হন, তদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

> "উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম।
> বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
> গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
> তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥" (অন্ত্য ২০।৪০-৪১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণামাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্,"
>
> (ভাঃ—৫।১৫।১৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"কোন মৎস্যজাতি যে-প্রকার জল পরিত্যাগ করিয়া বহিস্তটাদিতে সুখলাভের আশায় বিচরণ করিতে গিয়া জীবন্মৃত হয়, সেই প্রকারই হরিবিমুখ জীবতকালেই মৃত।"

সুতরাং প্রেমিক ভক্তগণ পরস্পর মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লাবণ্যাদি-বিষয়ে আলাপন করিয়া থাকেন। স্বীয় ভক্তের প্রতি বাৎসল্য-সমুদ্র, অতিশয় বিচিত্র লীলাময় চরিত, শ্রীভগবানের কথা পরস্পর আলোচনা করিতে করিতে, স্মরণ, শ্রবণ, কীর্ত্তনরূপ ভজনের দ্বারা সুধাপানের ন্যায় অপার আনন্দ আস্বাদ করিয়া থাকেন। এমন কি, সেই প্রকার রাগমার্গীয় ভজনের ফলে, তাঁহারা শ্রীভগবানের রমণসুখ লাভ করেন। যুবকগণ যেমন

যুবতীর হাস্য-কটাক্ষাদি-দর্শনে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তাঁহারাও অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তগণও শ্রীভগবানের গুণ-লীলাদি, শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমূলে শ্রীভগবানের দর্শনাদি-জনিত প্রেমসুখ প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

(১১।২।৪০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদগদ-বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগরে ভাসায়॥" (আদি—৭।৮৭-৯০)

শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়-গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পাদয়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যাপিজগদ্গুরো॥" (১৪ অঃ ৩৬ শ্লোঃ)

অর্থাৎ হে জগদ্গুরো! আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ বিশুদ্ধ সমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি। আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে। এমন কি, ব্রহ্মে-লয়ে জীবের যে সুখ তাহাও গোষ্পদস্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥ (আদি—৭।৯৭)॥ ৯॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০॥

অন্বয়—সততযুক্তানাং (নিত্যাভিযুক্ত) প্রীতিপূর্ব্বকম্ (প্রীতিসহকারে) ভজতাং (ভজনকারী) তেষাং (তাঁহাদের) তং (সেই) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) [অহং—আমি] দদামি (দান করি) যেন (যদ্দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সততযুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী তাঁহাদিগকে আমি সেই প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নিত্যভক্তিযোগ-দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞান-জনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি ; তাঁহারা তাহা-দ্বারা আমার পরমানন্দ-ধামকে লাভ করেন ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ স্বরূপেণ গুণৈর্বিভূতিভিশ্চানন্তং ত্বাং কথং গুরূপদেশমাত্রেণ তে গ্রহীতুং ক্ষমেরন্নিতি চেত্তত্রাহ,—তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যং মদ্‌যোগং বাঞ্ছতাং প্রীতিপূর্ব্বকং মম যাথাত্ম্যজ্ঞানজেন রুচিভরেণ ভজতাম্। তং বুদ্ধিযোগমহং স্বভক্তিস্থখরসিকো দদাম্যর্পয়ামি,—যেন তে মামুপযান্তি তদ্বুদ্ধিং তথাহমুদ্ভাবয়ামি যথানন্তগুণবিভূতিং মাং গৃহীত্বোপাস্য চ প্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—স্বরূপে, গুণে ও বিভূতির দ্বারা যিনি অনন্ত, সেই তোমাকে কিরূপে গুরুর উপদেশমাত্রেই তাঁহারা (ভক্তেরা) জানিতে অর্থাৎ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন ? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'তেষামিতি'। সততযুক্ত অর্থাৎ নিত্যই আমার সংযোগেচ্ছু এবং প্রীতিপূর্ব্বক অর্থাৎ আমার যথাস্বরূপ-জ্ঞানজনিত অতিশয় রুচির দ্বারা ভজনশীলগণকে সেই বুদ্ধিযোগ স্বভক্তি-স্থখরসিক আমি (তাঁহাদের) দান করিয়া থাকি। যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন। তাঁহাদের বুদ্ধিকে আমি সেইভাবেই উদ্ভাবন করিয়া থাকি, যাহাতে অনন্তগুণ-বিভূতিপূর্ণ আমাকে গ্রহণ করিয়া এবং আমার উপাসনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, অনন্ত গুণ ও বিভূতিমান্ শ্রীভগবৎস্বরূপকে কেবলমাত্র গুরূপদেশের দ্বারা ভক্তগণ কি প্রকারে লাভ করিতে সমর্থ হন ? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যাঁহারা সতত-যুক্ত হইয়া, নিত্য ভক্তিযোগে, শুদ্ধ আত্মজ্ঞানজনিত রুচিদ্বারা প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার

ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে স্বীয় ভক্তিরস-সুখাস্বাদনকারী তিনি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যাহাতে তাঁহারা অর্থাৎ ভক্তগণ সেই ভগবানের 'প্রেরণাক্রমেই অনন্ত গুণ-বিভূতিশালী তাঁহাকে আশ্রয় পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া প্রাপ্ত হন।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষিগণের বাক্যেও পাওয়া যায়,—"বৈরাগ্যভক্ত্যাত্ম-জয়ানুভাবিতজ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ॥" (—৩।১৩।৪১)। শ্রীনারদের বাক্যেও পাই,—"সাক্ষাদ্ভগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ। বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন স্ফুরতা বিশ্বতোমুখম্॥" (ভাঃ ৪।২৮।৪১) অর্থাৎ হে রাজন্, স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে তাঁহার (মলয়ধ্বজের) হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই সর্ব্বত্র তাঁহার সেই জ্ঞান স্ফুরিত হইত। শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রচেতাগণকেও বলিয়াছেন,—"যে তু মাং রুদ্রগীতেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ। স্তুবন্ত্যহং কামবরান্ দাস্যে প্রজ্ঞাঞ্চ শোভনাম্॥"—(ভাঃ ৪।৩০।১০)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায়॥" (মধ্য ২৪।১৮৫)

বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায়,—"নিরপেক্ষ অধিকারিগণের সৎসঙ্গদ্বারা পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হইতে বিদ্যা সুলভা।" এই বিষয়ে সূত্র বলিতেছেন—"বিশেষানুগ্রহশ্চ"—৩।৪।৩৮ (গোবিন্দভাষ্য)॥ ১০॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১॥

অন্বয়—তেষাম্ (তাঁহাদিগের) অনুকম্পার্থম্ এব (অনুগ্রহের নিমিত্তই) অহং (আমি) আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিত) [সন্—হইয়া] ভাস্বতা (প্রদীপ্ত) জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানালোকের দ্বারা) অজ্ঞানজম্ (অজ্ঞানজাত) তমঃ (অন্ধকার-রূপ সংসার) নাশয়ামি (নাশ করি)॥ ১১॥

অনুবাদ—তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই, আমি তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিস্থ হইয়া প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকাররূপ সংসার নাশ করি॥ ১১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এরূপ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠাতাদিগের অজ্ঞান থাকিতে

পারে না। অনেকের মনে এরূপ উদিত হয় যে, 'যাঁহারা অতন্নিরসন-ক্রমে তদ্বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন; কেবল-ভক্তিভাবের অনুশীলন করিলে সেই দুর্ল্লভ জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যাইবে?' হে অর্জ্জুন! ইহাতে মূল কথা এই, নিজ-বুদ্ধির অনুশীলন-ক্রমে ক্ষুদ্র-জীব কখনই অসীম সত্য-তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; যতই বিচার করুক, কিছুতেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবে না; তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলেই অনায়াসে আমার অচিন্ত্য-শক্তিবলে ক্ষুদ্র-জীবের সম্যক্ জ্ঞান-লাভ হইতে পারে। যাঁহারা—আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আত্মভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞানদীপদ্বারা আলোকিত হন; আমি বিশেষ অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করত, তাঁহাদের জড়সঙ্গ-বশতঃ যে অজ্ঞানজাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করি। জীবের যে শুদ্ধজ্ঞানে অধিকার, তাহা ভক্তির অনুশীলন-ক্রমেই উদিত হয়; তর্ক-দ্বারা তাহা লব্ধ হয় না॥ ১১॥

শ্রীবলদেব—নন্থ চিরন্তনস্যাবিদ্যা-তিমিরস্য সত্ত্বাত্তেষাং হৃদি কথং তৎপ্রকাশঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—তেষামেবেতি। তেষামেব মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তুমসমর্থানাং মদেকান্তিনামেব, ন তু সনিষ্ঠানামনুকম্পার্থং মৎকৃপা-পাত্রত্বার্থম্। অহমেবাত্মভাবস্থোঽরবিন্দকোষে ভৃঙ্গ ইব তদ্ভাবে স্থিতো দিব্য-স্বরূপ গুণাংস্তত্র প্রকাশয়ংস্তদ্বিষয়কজ্ঞানরূপেণ ভাস্বতা দীপেন জ্ঞান-বিরোধ্যনাদিকর্ম্মরূপাজ্ঞানজং মদন্যবিষয়স্পৃহারূপং তমো নাশয়ামি। তেষামেকান্তভাবেন প্রসাদিতোঽহং যোগক্ষেমবদ্বুদ্ধিবৃত্তেরুদ্ভাবনং তদ্বর্ত্তি-তমোবিনাশঞ্চ করোমীতি তৎসর্ব্বনির্ব্বাহভারো মমৈবেতি ন তৈঃ কুত্রাপ্যর্থে প্রযতিতব্যমিত্যুক্তম্। নবমাদি-দ্বয়ে গীতাগর্ভেঽস্মিন্ যৎ প্রকীর্ত্তিতং, তদেব গীতাশাস্ত্রার্থসারং বোধ্যং বিচক্ষণৈঃ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—জন্মজন্মার্জিত—চিরকালের অবিদ্যারূপ অন্ধকার তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান হেতু কিরূপে তাহাদের ভক্তিযোগের প্রকাশ হইবে? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'তেষামেবেতি'। তাঁহাদেরই অর্থাৎ আমাকে ভিন্ন প্রাণধারণে অসমর্থ ও আমার প্রতি একান্তী অর্থাৎ একাগ্রচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরই, কিন্তু সনিষ্ঠগণের নহে, একান্তীদিগের প্রতি অনুকম্পাহেতু অর্থাৎ তাঁহারা আমার কৃপাপাত্র-হেতু। আমিই সেইরূপ

ঐকান্তিক ভক্তগণের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া পদ্মকোষে ভৃঙ্গের মত সেইভাবেই থাকিয়া দিব্যস্বরূপগুণগুলি সেখানে প্রকাশ করি, সেইসব বিষয়ের জ্ঞানরূপ দীপ্তিবিশিষ্ট প্রদীপের দ্বারা জ্ঞানবিরোধি-অনাদি-কর্ম্মরূপা অজ্ঞানজাত আমি ভিন্ন অন্য বিষয়ের স্পৃহারূপ তম অর্থাৎ অজ্ঞানকে নাশ করিয়া থাকি। তাঁহাদের আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিভাবের দ্বারা আমি প্রসন্নচিত্ত হইয়া, যোগক্ষেমের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভাবন এবং তাঁহাদের চির অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকেও বিনাশ করিয়া থাকি। ইহাতে জানিবে যে—সেইসব একনিষ্ঠ ভক্তের সেই যাবতীয় বস্তুর নির্ব্বাহভার আমারই। এই মনে করিয়া তাঁহাদের কোন কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য অন্য কোথায়ও যত্ন করিতে হইবে না, ইহাই বলা হইল। নবম ও দশম এই দুই অধ্যায়াত্মক এই গীতাগর্ভে আমাকর্ত্তৃক যাহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে, তাহাকেই বিচক্ষণগণ গীতাশাস্ত্রের সারার্থ বলিয়া জানিবেন ॥ ১১ ॥

অনুভূষণ—যদি কেহ বলেন যে, অনাদি অবিদ্যারূপ অন্ধকার যাহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান, তাহাদের কি প্রকারে শ্রীভগবানের প্রকাশ লাভ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—যাঁহারা আমাব্যতীত প্রাণ-ধারণে সমর্থ নহে, সেইরূপ ঐকান্তিক ভক্তগণই আমার কৃপার পাত্র। সনিষ্ঠগণ কিন্তু সেরূপ কৃপার পাত্র নহে। পদ্মে ভৃঙ্গের অবস্থানের ন্যায় সেই ঐকান্তিক ভক্তগণের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া, শ্রীভগবানই স্বকীয় দিব্য স্বরূপগুণাদি সেই ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশকরতঃ জ্ঞানরূপ দীপ্তিশালী প্রদীপের দ্বারা জ্ঞানের বিরোধী অনাদিকর্ম্মরূপ অজ্ঞানজাত ভগবদিতর অন্য স্পৃহারূপ তমো নাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐকান্তিকভাবেই প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ং যেমন যোগক্ষেম বহন করেন, সেইরূপ, বুদ্ধিবৃত্তিরও উদ্ভাবন পূর্ব্বক হৃদয়স্থ অজ্ঞান বিনাশ করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায় যে, শ্রীভগবানই ঐকান্তিক ভক্তের সকল ভার নির্ব্বাহ করেন, কোন বিষয়ের জন্য ঐকান্তিক ভক্তকে প্রযত্ন করিতে হয় না। নবম ও দশম অধ্যায়ে কথিত এই সকল বিষয়কে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ গীতাশাস্ত্রসার বলিয়া বুঝিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আমার অনুকম্পা পাইবার জন্য তাঁহাদের (সেই ঐকান্তিক ভক্তগণের) কোন চিন্তা করিতে হয় না, যেহেতু তাঁহারা যাহাতে আমার অনুকম্পা

পান, তজ্জন্য আমিই যত্নশীল থাকি। 'আত্মভাবস্থঃ'—তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত। জ্ঞান একমাত্র আমার প্রকাশ্য বলিয়া সাত্ত্বিক নহে, নির্গুণ হইলেও ভক্তি হইতে উত্থিত জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ যাহা, তাহাই দীপ, তদ্দ্বারা আমিই নষ্ট করি, অতএব তাঁহারা তজ্জন্য প্রযত্ন করিবেন কেন? সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠগণের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি, (গীঃ ৯।২২) আমার এই উক্তি হইতে তাঁহাদিগের ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সকল ভার আমিই বহন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। এই চারিটি শ্লোক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারভূত বলিয়া খ্যাত, ইহা সর্ব্বভূতের তাপহারী ও সর্ব্বমঙ্গলকারী" ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—ভবান্ (তুমি) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) পরং ধাম (পরমধাম) পরমং পবিত্রং (পরম পবিত্র) [অহং বেদ্মি—আমি জানি] সর্ব্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষি) দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ, দেবলঃ, ব্যাসঃ, ত্বাম্ (তোমাকে) শাশ্বতং (নিত্য) দিব্যং আদিদেবং অজং (জন্মরহিত) বিভুম্ পুরুষম্ আহুঃ (বলিয়া থাকেন) চ (এবং) স্বয়মেব (তুমি স্বয়ংই) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছ) ॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—তুমি পরব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, ইহা আমি জানি, ঋষিগণ সকলে যথা দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস তোমাকে শাশ্বত, দিব্য, আদিদেব, অজ, বিভু ও পুরুষ বলিয়া থাকেন এবং তুমি স্বয়ংই আমাকে বলিতেছ ॥ ১২-১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—গীতাশাস্ত্রের সারভূত উক্ত চারটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন-মহাশয় বিষয়টিকে আরও সরল করিয়া বুঝিবার জন্য কহিলেন,—হে ভগবন্! দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও আপনি স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আপনিই পরম-ব্রহ্ম, পরম-স্বরূপ, পরম-পুরুষ, নিত্য, আদিদেব, অজ ও বিভু ॥ ১২-১৩ ॥

শ্রীবলদেব—সংক্ষেপেণ শ্রুতাং বিভূতিং বিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ,—পরমিতি। ভবানেব--“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি শ্রূয়মাণং পরং ব্রহ্ম; ভবানেব—“তস্মিন্নেবাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন” ইতি শ্রূয়মাণং পরং ধাম নিখিলাশ্রয়ভূতং বস্তু; ভবানেব—“পরমং পবিত্রং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তরতি” ইত্যাদি শ্রূয়মাণং স্মর্ত্তুরখিলপাপহরং বস্তু ইত্যহং বেদ্মি। তথা সর্ব্বে তদনুকম্পিতা ঋষয়স্তেষু প্রধানভূতা নারদাদয়শ্চ “তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং ভজেত্তং যজেৎ” ইতি, ওঁ তৎসং” ইতি, “জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ম্” ইতি শ্রুত্যর্থবিদস্ত্বাং “দিব্যং পুরুষমাদিদেবমজং বিভুম্” আহুস্তত্তৎকথা-সম্বাদেষু পুরাণেষ্বিতিহাসেষু চ স্বয়ঞ্চ ব্রবীষীতি,—‘অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা’ ইতি, ‘যো মামজমনাদিঞ্চ’ ইতি, ‘অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ’ ইত্যাদিভিঃ ॥ ১২-১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সংক্ষেপে শ্রুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিকে পুনঃ বিস্তারিত-ভাবে শ্রবণ করিবার ইচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন—‘পরমিতি’। আপনিই—“সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম” এইরূপে শ্রূয়মাণ পরব্রহ্ম। আপনিই—“আপনাতেই সকলে আশ্রিত; অতএব কেহই আপনাকে অতিক্রম করিতে পারে না” ইতি; শ্রূয়মাণ পরমধাম—অর্থাৎ নিখিলাশ্রয়ভূত বস্তু; আপনিই—“পরম পবিত্র ও দেবরূপে জানিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ তিনি সমস্ত পাপ নাশ করেন কিন্তু ইহাকে অন্য কেহ পাপ হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারে না” ইত্যাদি শ্রূয়মাণ কথার স্মরণকর্ত্তার অখিল পাপহর বস্তু; ইহা আমি জানি। সেই সকল ভগবানের অনুকম্পাসম্পন্ন ঋষিগণ এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রধানস্বরূপ নারদাদি ঋষিগণ; অতএব কৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান করিবে এবং তাঁহার কীর্ত্তন করিবে; তাঁহাকে ভজনা করিবে এবং তাঁহাকে পূজা করিবে; ইতি। তিনিই প্রণববাচ্য পরব্রহ্ম সৎ; ইতি। “জন্ম ও জরা দ্বারা ভিন্ন এই জীব স্থিরতর ইহা অচ্ছেদ্য” এই শ্রুতির অর্থবিদ্গণ তোমাকে “দিব্য-পুরুষ, আদিদেব, অজ ও বিভু”, জানেন। এইরূপ কথাপূর্ণ সম্বাদ পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে আছে এবং নিজেই বলিতেছ—“অজ এবং অব্যয়াত্মা হইয়া” ইতি—“যে আমাকে অজ ও অনাদি” ইতি “আমিই সকলের উৎপত্তির কারণ” ইত্যাদির দ্বারা ॥ ১২-১৩ ॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—কেশব! মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) বদসি (বলিতেছ) এতৎ সর্ব্বং (ইহা সমস্তই) ঋতং (সত্যং) মন্যে (মনে করি) হি (যেহেতু) ভগবন্ তে (তোমার) ব্যক্তিং (তত্ত্ব বা প্রভব) দানবাঃ ন বিদুঃ (দানবেরা জানে না) দেবাঃ ন (এবং দেবতাগণও জানেন না) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা বলিতেছ তৎসমস্তই আমি সত্য মনে করি, যেহেতু হে ভগবন্! দানবগণ কিম্বা দেবগণ কেহই তোমার তত্ত্ব বা প্রভব জানিতে সমর্থ নহে ॥ ১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কেশব! আমি এ-সকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। তোমার অচিন্ত্য-ব্যক্তিতত্ত্ব দেবদানবগণের মধ্যে কেহই জানে না ॥ ১৪ ॥

শ্রীবলদেব—সর্ব্বমিতি। এতৎ সর্ব্বমহমৃতং সত্যমেব, ন তু প্রশংসামাত্রং মন্যে। হে কেশবেতি—"কেশৌ বিধিরুদ্রৌ, বয়সে স্বতত্ত্বাপরিজ্ঞানেন নিবধ্নাসি প্রজাপ্রতিঞ্চ রুদ্রঞ্চ" ইত্যাদি ত্বদুক্তেঃ—হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর; হে ভগবন্নিরবধিকাতিশয়ষড়ৈশ্বর্য্যনিধে, তে ব্যক্তিং পরব্রহ্মত্বাদিগুণাং শ্রীমূর্ত্তিং দেবদানবাশ্চ ন বিদুঃ যতস্তেঽন্যস্বজাতীয়ত্ববুদ্ধ্যা ত্বামবজানন্তি দ্রুহ্যন্তি চেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বমিতি'। তুমি যাহা বলিলে, এই সমস্তই আমি ঋত অর্থাৎ সত্যই মনে করি; ইহা প্রশংসামাত্রের বিষয় বলিয়া মনে করি না। 'হে কেশবেতি'। "কেশ—ব্রহ্মা ও রুদ্র। বয়সে—বেঞ ধাতু লট্ সে—অর্থাৎ স্বীয়তত্ত্বের অজ্ঞানতা-দ্বারা আবদ্ধ রাখিয়াছ, প্রজাপতি ও রুদ্রকেও"—ইত্যাদি, এজন্য তুমি কেশব। যেহেতু তোমার উক্তি আছে—হে সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বর! হে ভগবন্! হে অপরিমিত অতিশয় ষড়ৈশ্বর্য্যনিধে! তোমার ব্যক্তি অর্থাৎ পরব্রহ্মত্বাদি গুণযুক্ত শ্রীমূর্ত্তিকে দেবতা এবং দানবেরা জানে না। যেহেতু তাহারা তোমাকে অন্যের স্বজাতীয়ত্ব বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করে ও তোমার সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকে।—ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—শ্রীমদর্জ্জুন শ্রীভগবানের শ্রীমুখে সংক্ষেপে বর্ণিত তাঁহার বিভূতি-সমূহ শ্রবণ করিয়া বিস্তারিতভাবে শ্রবণ-মানসে বলিতেছেন,—হে ভগবন্!

তুমিই "পরং ব্রহ্ম" তোমার শ্যামসুন্দর বপুই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—ব্রহ্ম—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।২) তুমিই 'পরং ধাম' অর্থাৎ তুমিই নিখিলাশ্রয়ভূত বস্তু। কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—"তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" (২।৩।১)। তুমিই পরম পবিত্র অর্থাৎ তোমাকে পরম পবিত্র দেবতা জানিতে পারিলে, পাপী সর্ব্বপাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। আর কেহই পাপীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে। তোমার স্মরণকারীরও অখিল পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। সুতরাং তুমি একমাত্র পরম পবিত্র বস্তু। তোমাকে দর্শন করিলে দর্শনকারীর অবিদ্যামালিন্য দূরীভূত হয়। তুমিই শাশ্বত পুরুষ অর্থাৎ নিত্য পরম পুরুষ পরমেশ্বর। তোমার কৃপাপ্রাপ্ত সকল ঋষিগণই তন্মধ্যে প্রধান-রূপে নারদাদি তোমাকে পরাৎপর-তত্ত্ব বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"অতএব এক শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্রহ্ম, এই নিমিত্ত তাঁহার ধ্যান, রসন ও ভজন কর্ত্তব্য। যথা—"তস্মাদিতি" চিন্ময়রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব, একারণ তাঁহার ধ্যান, তাঁহার রসন এবং তাঁহার অর্চ্চন করিবে অর্থাৎ প্রেম-পূর্ব্বক ভজন করিবে, যেহেতু তিনিই 'ওঁ তৎসৎ' এই তিন শব্দের প্রতিপাদ্য। (গোঃ তাঃ পূঃ বিঃ ৫০)। তুমি জরা-মরণরহিত, স্থাণু ও অচ্ছেদ্য, সুতরাং শ্রুতির অর্থ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা তোমাকে তোমার কথা-সঙ্কলিত বিভিন্ন পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে 'দিব্য পুরুষ' 'আদিদেব' 'অজ' এবং 'বিভু' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এবং তুমি স্বয়ংও 'অজ ও অব্যয়াত্মা' হইয়াও, (গীঃ ৪।৬) 'যিনি আমাকে অনাদি, অজ' ইত্যাদি ; (গীঃ ১০।৩) এবং 'আমি সকলের উৎপত্তির হেতু' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছ।

শ্রীঅর্জ্জুন ইহাও বলিলেন, হে ভগবন্! তুমি আমার প্রতি অনুকম্পা-সহকারে যাহা যাহা বলিয়াছ অর্থাৎ তোমার অজত্ব, অনাদিত্ব, সর্ব্বময়ত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব, তাহা সকলই আমি পরম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ইহা কোন প্রশংসা-বাক্য মনে করিয়া কোন সংশয় আমার নাই। আমি ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, তোমার তত্ত্ব জ্ঞানসম্পন্ন-দেবগণ অথবা বিমূঢ়াত্মা দানবগণ কেহই অবগত নহেন। এস্থলে অর্জ্জুন 'কেশব' 'ভগবন্' দুইটি শব্দে সম্বোধন করিয়া ইহাও জ্ঞাপন করিতেছেন যে, 'ক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা

এবং ঈশ অর্থে রুদ্র—এই দুইজনকেই অর্থাৎ প্রজাপতি এবং রুদ্রকেই যখন তুমি বয়সে—নিজের তত্ত্বের অজ্ঞানতার দ্বারা আবদ্ধ রাখিয়াছ, তখন দেব ও দানবাদি যে তোমাকে জানিতে পারে না, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে ? তোমার উক্তি হইতে ইহাও জানা যায় যে, তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, আর তুমি ভগবান্ অর্থাৎ নিরতিশয় ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। যেমন পাওয়া যায়,—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চেতি ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ॥"

সুতরাং তোমার ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ পরব্রহ্মত্বাদিগুণযুক্ত শ্রীমূর্ত্তি, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এই শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, দেব ও দানব কেহই জানিতে পারে না। যেহেতু তাহারা অন্য স্বজাতীয়ত্ব বুদ্ধির দ্বারা তোমাকে জানিতে গিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করে, এমন কি, দ্রোহও করিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আরও ঋষি সকল পরব্রহ্ম, পরমধাম তোমাকে অজ বলিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা 'তে'—তোমার 'ব্যক্তিং'—জন্ম জানেন না। পরব্রহ্মস্বরূপ তোমার অজত্ব ও জন্মবত্ত্ব কি প্রকার, তাহা জানেন না" ॥ ১২-১৪ ॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—পুরুষোত্তম! ভূতভাবন! ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপতে! ত্বম্ (তুমি) স্বয়ম্ এব (স্বয়ংই) আত্মনা (নিজদ্বারা) আত্মানং (নিজকে) বেত্থ (জান) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি স্বয়ংই নিজ-শক্তিদ্বারা নিজকে জান ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! তুমি নিজেই চিচ্ছক্তি-দ্বারা আপনার ব্যক্তিতত্ত্ব অবগত আছ। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে যে সনাতন-মূর্ত্তি থাকেন, সেই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি কি-প্রকারে জড়বিধি হইতে স্বতন্ত্ররূপে জড়মধ্যে ব্যক্ত হয়,—এ কথা নরযুক্তি বা দেবযুক্তি-দ্বারা কেহই বুঝিতে পারেন না; তুমি যাঁহাকে কৃপা কর, তিনিই কেবল ইহা বুঝিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—স্বয়মেব ত্বমাত্মনা স্বেনৈব জ্ঞানেনাত্মানং সংবেত্থ—ইদমিত্থমিতি জানাসি ;—যে দেবেষু দানবেষু চ ত্বদ্ভক্তাস্তে তাদৃশীং ত্বন্মূর্ত্তিং বস্তুভূতাং জানন্ত্যেব তস্মাত্তথাত্বে কথং তাং ন জানন্তীত্যেবকারাৎ। হে পুরুষোত্তম সর্ব্বপুরুষেশ্বর! পুরুষোত্তমত্বং বিবৃণ্বন্ সম্বোধয়তি,—হে ভূতভাবন সর্ব্বপ্রাণিজনক! ভূতভাবনোঽপি কশ্চিন্নেষ্টে, তত্রাহ,—হে ভূতেশ সর্ব্বপ্রাণিনিয়ন্তঃ! ভূতেশোঽপি কশ্চিন্ন পূজ্যস্তত্রাহ,—হে দেবদেব সর্ব্বারাধ্যানামপি দেবানামারাধ্য! দেবদেবোঽপি কশ্চিন্ন রক্ষকস্তত্রাহ,—হে জগৎপতে হিতাহিতোপদেশেন জীবিকার্পণেন চ বিশ্বপালক! ঈদৃশস্য তে তত্ত্বং সুসিদ্ধমিতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিজেই তুমি স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা নিজকে সম্যক্‌রূপে জান—যে ইহা এই এবং এই প্রকারই বটে—তুমি জান। যাঁহারা দেবতা-মধ্যে এবং দানবের মধ্যে তোমার পরম ভক্ত তাঁহারা তাদৃশী তোমার মূর্ত্তিকে বস্তুভূতরূপে জানেনই। তাহা সেইরূপ হইলে, কেন তাঁহারা তাহাকে জানিবে না ইহা "এব" শব্দের দ্বারাই বলা হইতেছে। হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বপুরুষেশ্বর! পুরুষোত্তমত্ব বিবৃত করিবার জন্য সম্বোধন করা হইতেছে—হে ভূতভাবন! সর্ব্বপ্রাণীর জনক। ভূতভাবন হইলেও কেহ কেহ ঈশ্বরত্ব পায় না, সেজন্য বলা হইতেছে—হে ভূতেশ! "সর্ব্বপ্রাণি-নিয়ন্তা"। ভূতেশ হইলেও কেহ কেহ পূজ্য হয় না, তাহাই বলা হইতেছে—হে দেবদব! সকল আরাধ্য দেবতাদিগেরও আরাধ্য। কেহ দেবদেব হইলেও সকলে রক্ষক হয় না, সেজন্য বলিতেছেন, হে জগৎপতে! হিতাহিত উপদেশের দ্বারা এবং জীবিকার্পণের দ্বারা বিশ্বের পালক। এইরূপ তোমার তত্ত্ব সুসিদ্ধ ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, যদি শ্রীভগবানের স্বরূপ দেব, দানব কেহই জানেন না, তাহা হইলে, কে জানেন? তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, তুমিই তোমার নিজ জ্ঞানের দ্বারা তোমাকে সম্যক্ অর্থাৎ ইহা এইপ্রকার এইরূপে জান। দেব ও দানবগণের মধ্যেও যাঁহারা তোমার ভক্ত, তাঁহারাই তোমার কৃপায় তাদৃশী তোমার শ্রীমূর্ত্তিকে বস্তুভূতরূপে জানেনই। কেহ যদি বলেন, তাহা হইলে কেহ জানেন না, একথার তাৎপর্য্য কি?

তদুত্তরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাঁহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥" (মধ্য ৬।৮৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মার বাক্যে পাওয়া যায়,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ (১০।১৪।২৯)

শ্রীমদর্জ্জুন এস্থলে শ্রীভগবানকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া সম্বোধন করত সেই পুরুষোত্তমত্ব-বিষয়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণনাভিপ্রায়ে 'ভূতভাবন', 'ভূতেশ,' 'দেবদেব' ও 'জগৎপতে' এই চারিটি সম্বোধন বাক্য প্রয়োগ করিলেন। প্রথমে তিনি ভূতভাবন-শব্দে সর্ব্বপ্রাণীর জনক—ইহা বলিয়া বিচার করিলেন যে, ভূতগণের স্রষ্টা হইলেও কাহারও নিকট তিনি ইষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া বিবেচিত হইতে নাও পারেন, তাই পুনরায় সম্বোধন করিতেছেন—'ভূতেশ' অর্থাৎ সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা, কিন্তু ভূতেশ হইয়াও কেহ পূজ্য না হইতে পারেন। তখন তিনি 'দেবদেব' সম্বোধন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ভাবিলেন—দেবদেব হইয়াও কেহ রক্ষক না হইতে পারেন, তখন পুনরায় 'জগৎপতে' সম্বোধন করিলেন, হিতাহিত-উপদেশের দ্বারা এবং জীবিকার্পণের দ্বারা বিশ্বপালক যিনি, তিনিই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ। হে পুরুষোত্তম! ঈদৃশ তোমার তত্ত্ব সুসিদ্ধ অর্থাৎ সুষ্ঠু, প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও কি প্রকারে প্রপঞ্চের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দতনু প্রকট করেন, তাহা দেব, ঋষি, নর বা দানব কেহই বুঝিতে সক্ষম নহে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যাঁহাকে জানান, তিনিই জানিতে বা বুঝিতে পারেন।

মুণ্ডকোপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"
(৩।২।৩)

গীতায় ব্যতিরেক ভাবেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।" (গীঃ ৭।২৪) অর্থাৎ নির্ব্বোধব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বোত্তম,

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অব্যয়, অপ্রাকৃত স্বরূপ ও জন্মলীলাদি অবগত না হইয়া, প্রপঞ্চাতীত আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যাদি শরীর-প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে।

শ্রীমহাপ্রভুও বলেন,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৫) ॥ ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—যাভিঃ বিভূতিভিঃ (যে সকল বিভূতি দ্বারা) ইমান্ লোকান্ (এই সমগ্র জগৎ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) [ত্বম্—তুমি] তিষ্ঠসি (অবস্থান কর) দিব্যা আত্মবিভূতয়ঃ (সেই দিব্য তোমার বিভূতি সকল) অশেষেণ (সম্যক-রূপে) ত্বম্ হি (তুমিই) বক্তুম্ অর্হসি (বলিবার যোগ্য) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যে সকল বিভূতি-দ্বারা এই লোক সকল ব্যাপিয়া তুমি অবস্থান কর, সেই তোমার দিব্য-বিভূতি সমূহ তুমিই সমগ্ররূপে বলিবার যোগ্য ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব তোমার কৃপা-দ্বারা আমি হৃদয়ে ও নেত্রাগ্রে আবির্ভূত হইতে দেখিতেছি,—ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। কিন্তু যে-সকল বিভূতি-দ্বারা তুমি এই লোকসকলে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, সেই-সকল আত্মবিভূতি অশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ; তুমি আমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাহা বল ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—ত্বৎস্বরূপযাথাত্ম্যং খলু কথং তথা দুর্গমমেবাতস্ত্বদ্বিভূতিষ্বেব মজ্জিজ্ঞাসোপজায়ত ইতি সূচয়ন্নাহ,—বক্তুমিতি। দিব্যা উৎকৃষ্টাস্তদসাধারণীরাত্মনো বিভূতিরশেষেণ বক্তুমর্হসি,—'দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা' ; যাভির্বিশিষ্টস্ত্বমিমান্ লোকান্ ব্যাপ্য নিয়ম্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—তোমার যথার্থস্বরূপ কি প্রকার? এবং সেইরূপ দুর্জ্ঞেয়ই এই কারণে তোমার বিভূতি সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসার উদয়, ইহা সূচনা করিয়া বলিতেছেন—'বক্তুমিতি'। দিব্য—উৎকৃষ্ট তোমার অসাধারণ বিভূতিগুলি সবিশেষ আমার নিকটে বলিতে তুমিই যোগ্য। 'বিভূতয়ঃ' এইপদে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। যেই সকল বিভূতির দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া তুমি এই ত্রিলোককে ব্যাপিয়া ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া অবস্থান করিতেছ ॥ ১৬ ॥

অনুভূষণ—অৰ্জ্জুন পূৰ্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন যে, তোমার তত্ত্ব তুমিই স্বয়ং অবগত আছ। সুতরাং তোমার যথার্থ-স্বরূপ এই প্রকারে দুর্গমই; অতএব তোমার মহিমা ও স্বরূপ অবগত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তোমার অশেষ বিভূতি-বিষয়ক জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন; এইজন্য তোমার বিভূতি-বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসার উদয় হইতেছে। তোমার দিব্য বিভূতি সমূহ অনন্ত, যদ্দ্বারা তুমি স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদি লোকসমূহ ব্যাপ্ত; তাহা তুমি ব্যতিরেকে অন্য কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। অতএব তুমি স্বয়ংই কৃপা পূর্ব্বক তোমার সেই অশেষ অসাধারণী বিভূতি বর্ণন কর ॥ ১৬ ॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—যোগিন্! কথম্ (কি প্রকারে) সদা (সর্ব্বদা) পরিচিন্তয়ন্ (ধ্যান করিতে করিতে) অহম্ (আমি) ত্বাং (তোমাকে) বিদ্যাম্ (জানিব) ভগবন্! কেষু কেষু চ (এবং কোন্ কোন্) ভাবেষু (পদার্থে) ময়া (আমা-কর্ত্তৃক) চিন্ত্যঃ অসি (চিন্তনীয় হইবে?) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে যোগিন্! কিরূপে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে, তোমাকে অবগত হইব, এবং কোন্ কোন্ পদার্থে, তুমি আমাকর্ত্তৃক কি কি ভাবে, চিন্তনীয় হইবে? ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমাতেই যোগমায়া-শক্তি নিত্য বর্ত্তমান আছে। হে ভগবন্! তোমাকে কিরূপে অবগত হইব ও চিন্তা করিব? কি-কি-ভাবেতেই বা তুমি আমার চিন্তনীয় হও? ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—ননু কিমর্থং তৎকথনং তত্রাহ,—কথমিতি। যোগো যোগ-মায়াশক্তিরস্ত্যস্যেতি হে যোগিন্! ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ সংস্মরন্নহং কল্যাণানন্ত-গুণ-যোগিনং কথং বিদ্বাং জানীয়াম্? কেষু কেষু চ ভাবেষু পদার্থেষু প্রকাশমানস্ত্বং ময়া চিন্ত্যো ধ্যেয়োঽসি?—তদেতদুভয়ং বদ, তচ্চ বিভূ-ত্যুদ্দেশেনৈব সেৎস্যতীতি তামুপদিশেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—কি প্রয়োজনে তাহা বলা হইবে, তাহাই বলিতেছেন—'কথমিতি'। "যোগঃ" যোগমায়া শক্তি আছে, ইহার এই অর্থে যোগশব্দের ইন্ প্রত্যয়, এজন্য হে যোগিন্! তোমাকে সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিতে

করিতে অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিতে করিতে আমি অনন্ত কল্যাণ-গুণশালী তোমাকে কিরূপে জানিতে পারিব ? কি কি পদার্থে তুমি প্রকাশমান হইয়া আমাকর্তৃক চিন্তনীয় অর্থাৎ ধ্যেয় হইবে ? এই দুইটিই তুমি বল। তাহা বিভূতির উল্লেখ দ্বারাই সিদ্ধ হইবে অতএব বলা হইতেছে—ইহার উপদেশ দাও—ইহাই অর্থ ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবানকে তাঁহার বিভূতি-তত্ত্ব বলিতে প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে কোন্ কোন্ বিষয় কি ভাবে জানিতে প্রার্থনা, তাহাই বলিতেছেন। প্রথমেই অর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে 'যোগিন্' শব্দে সম্বোধন করিয়া ইহাই বুঝাইতেছেন যে, যাঁহার যোগমায়াশক্তি আছে, সেই তুমি, তোমাকে সর্ব্বদা কি ভাবে চিন্তা করিতে করিতে অনন্তকল্যাণগুণশালী তোমাকে জানিতে পারিব ? দ্বিতীয়তঃ জগতে কোন্ কোন্ পদার্থে তুমি কি ভাবে বিভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক অবস্থান কর, তাহা আমাকে উপদেশ কর, যাহাতে তুমি আমার সর্ব্বদা চিন্তনীয় বা ধ্যেয় হও, তাহাই বল ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—জনার্দ্দন ! আত্মনঃ (নিজের) যোগং (যোগৈশ্বর্য্য) বিভূতিং চ (এবং বিভূতি) বিস্তরেণ (বিস্তারিত-রূপে) ভূয়ঃ (পুনরায়) কথয় (বল) হি (যেহেতু) অমৃতম্ (তোমার কথামৃত) শৃণ্বতঃ (শুনিতে শুনিতে) মে (আমার) তৃপ্তিঃ নাস্তি (তৃপ্তি হইতেছে না) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন ! তুমি নিজের যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি পুনরায় বিস্তার পূর্ব্বক বল, যেহেতু তোমার অমৃতময় বাক্যসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে আমার তৃপ্তির শেষ নাই ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে জনার্দ্দন ! তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তৃতিপূর্ব্বক আমাকে পুনরায় বল ; তোমার তত্ত্বামৃত শুনিলে আমার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রবণ-পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ পূর্ব্বপূর্ব্বত্র 'অজোঽপি সন্' ইত্যাদিনাজত্বাদিকল্যাণগুণ-যোগো 'রসোঽহম্' ইত্যাদিনা বিভূতয়শ্চাসকৃৎ কথিতাঃ ; কিং পুনঃ পৃচ্ছসীতি চেত্তত্রাহ,—বিস্তরেণেতি। স্ফুটার্থং পদ্যম্ ; জনার্দ্দনেতি প্রাগ্বৎ। ত্বদ্বাক্য-

মমৃতং শৃণ্বতঃ শ্রোত্ররসনয়াস্বাদয়তো মম তৃপ্তির্নাস্তি ; অত্র ত্বদ্বাক্যমিত্যনুক্তেরপহ্নুতিঃ প্রথমাতিশয়োক্তির্বা তয়োঃ সঙ্করো বালঙ্কারঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—পূর্ব্বপূর্ব্ব অধ্যায়ে "অজ হইয়াও" ইত্যাদির দ্বারা অজত্বাদিকল্যাণগুণযোগ, এবং "রস আমি" ইত্যাদির দ্বারা বিভূতিগুলি, বার বার বলা হইয়াছে ; কেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ—ইহা যদি বল তদুত্তরে বলা হইতেছে—'বিস্তরেণেতি'। স্ফুটার্থ এই পদ্য। জনার্দ্দন ইহা পূর্ব্বের ন্যায়। তোমার বাক্য অমৃতস্বরূপ, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে অর্থাৎ শ্রোত্র ও জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করতঃ আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। এখানে তোমার বাক্য ইহার উক্তি না থাকায় অথচ তাহাতে অমৃতত্বের আরোপ হওয়ায় অপহ্নুতি অলঙ্কার কিংবা অসম্বন্ধে সম্বন্ধরূপ অতিশয়োক্তি অথবা অপহ্নুতি ও অতিশয়োক্তির একাশ্রয়ে থাকায় সঙ্কর নামক অলঙ্কার জানিবে। ইহা 'অপহ্নুতি' বা 'অতিশয়োক্তি' ॥ ১৮ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে সপ্তমাদি অধ্যায়সমূহে তাঁহার অজত্বাদি কল্যাণযোগের বিষয়, কিম্বা 'রস আমি' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা বহুবার স্বীয় বিভূতির বিষয় বর্ণন করা সত্ত্বেও, অর্জ্জুন কেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে কথিত হইয়াছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের বচনামৃত শ্রবণ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না সুতরাং আরও বিস্তারিতভাবে পুনরায় বলিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীউদ্ধবও এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপভাবে বিভূতিযোগ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। "ত্বং ব্রহ্ম পরমং...পশ্যন্তং মোহিতানি তে"—ভাঃ ১১।১৬।১-৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই শ্লোকে কয়েকটি অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। 'তদ্বাক্যম্' এই কথার উক্তি না থাকায়, 'অপহ্নুতি' 'অতিশয়োক্তি' বা মিশ্রিত অলঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছে।

'অপহ্নুতি—"প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ"। অর্থাৎ প্রকৃতকে (উপমেয়কে) বর্জ্জন করিয়া অন্যকে (উপমানকে) স্থাপন করিলে, তাহাকে 'অপহ্নুতি' অলঙ্কার কহে। (সাহিত্যদর্পণ)।

'অতিশয়োক্তি'—"সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে"। অর্থাৎ উপমান ও উপমেয়ের সাম্য স্থাপিত হইলে যদি অধ্যবসায়ের (উপমেয়ের)

কোনও বিষয় ভেদ দ্বারা আধিক্য কথিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার কহে। (সাহিত্যদর্পণ)

'রূপক'—"রূপকং রূপিতারোপাৎ বিষয়ে নিরপহ্নবে"। অর্থাৎ অপহ্নুতি অলঙ্কারের সম্বন্ধ রহিত উপমেয়ে যদি উপমানকে আরোপ করা হয়, তাহা 'রূপক অলঙ্কার'। (সাহিত্যদর্পণ) ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্যাঃ (অলৌকিকী) আত্মবিভূতয়ঃ (নিজবিভূতি সমূহ) প্রাধান্যতঃ (প্রধানভাবে) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি হি (নিশ্চয় বলিব) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিভূতিবিস্তারের) অন্তঃ নাস্তি (শেষ নাই) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান কহিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মদীয় অলৌকিক বিভূতি সমূহ প্রধান ভাবে তোমাকে নিশ্চয় বলিব, কিন্তু আমার বিভূতি-বিস্তারের শেষ নাই ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমার দিব্য বিভূতি-সকলের অন্ত নাই; গুটিকতক প্রধান প্রধান বিভূতি বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্টঃ শ্রীভগবানুবাচ,—হন্তেত্যনুকম্পার্থকম্; দিব্যা উৎকৃষ্টাঃ, ন তু তৃণেষ্টকাদয়ঃ। বিভূতয় ইতি প্রাগ্বৎ; প্রাধান্যতঃ প্রধানভূতাঃ যতস্তাসাং বিস্তরস্যান্তো নাস্তি; ইহ বিভূতি-শব্দেন নিয়ামকত্বরূপাণ্যৈশ্বর্য্যাণি বোধ্যানি,—"বিভূতিভূ'তিরৈশ্বর্য্যম্" ইত্যমরকোষাৎ। প্রাকৃতান্যপ্রাকৃতানি চ বস্তূনি ভূতিত্বেন বর্ণ্যানি, তানি সর্ব্বাণি সর্ব্বেশ-শক্তি-ব্যঙ্গত্বাৎ সর্ব্বেশাত্মনা তারতম্যেন ভাব্যানি; মতানি যানি সাক্ষাদীশ্বররূপাণি তত্ত্বেনোক্তানি, তানি তু তেন রূপেণ ভাবনার্থান্যেব, ন ত্বন্যবস্তুচ্ছক্ত্যেকদেশরূপাণীতি বোধ্যং সঙ্গতেরিতি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'হন্ত' এই শব্দ অনুকম্পার্থক। দিব্য—উৎকৃষ্ট, তৃণ ও ইষ্টকাদির মত তুচ্ছ নহে।

বিভূতিগণ—ইহা পূর্ব্বের ন্যায়। 'প্রাধান্যতঃ'—যেগুলি প্রধানরূপেই স্থিত। যেহেতু তাহাদের বিস্তারের অন্ত নাই। এখানে বিভূতি শব্দের দ্বারা নিয়ামকত্বরূপ ঐশ্বর্য্যগুলিকে জানিবে।—"বিভূতি, ভূতি, ঐশ্বর্য্য" ইহা অমর-কোষ-অভিধান হইতে বুঝা যাইতেছে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুগুলি ভূতিত্ব-রূপেই বর্ণনীয়। গতানি অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরের শক্তির দ্বারা প্রকাশিত বলিয়া (কার্য্যকারণের অভেদনিবন্ধন সর্ব্বেশস্বরূপত্বের তারতম্য হেতু বস্তুর তারতম্য হইবেই,) সর্ব্বেশ্বরের স্বরূপের সহিত তারতম্যের সহিত ভাবিবে। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ—ইহা যথার্থভাবে বলা হইয়াছে। সেইগুলি সেইরূপেই ভাবনার্থ বোধকই, তত্ত্বরূপে বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্যের ন্যায় তোমার শক্তির একদেশস্বরূপ নহে। সঙ্গতির জন্য ইহা জানিবে ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীভগবান্ প্রথমেই 'হন্ত' শব্দে অর্জ্জুনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার বিভূতির বিস্তারিত-বর্ণন অসম্ভব ; কারণ শ্রীভগবানের বিভূতি অনন্ত সুতরাং বিভূতি-সমূহের মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভূতির কথা বলিতেছেন। বিভূতি সমূহ তাঁহার নিয়ামকত্বরূপ মহিমা, সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানের শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎস্বরূপের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া, তাহা সেই ভাবেই ভাবনা করিতে হইবে। বিভূতি সমূহ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ভগবদ্রূপে বিচারিত হইবে ও তদীয় স্বরূপ কিন্তু একদেশ মাত্র নহে। বিভূতি-বর্ণনের শেষে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিবেন যে, আমি একাংশ দ্বারা এই সমস্ত চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করি। যাহা কিছু বিভূতিযুক্ত দেখিবে তাহা সকলই আমার তেজের অংশ সম্ভূত বলিয়া জানিবে। এই কথার দ্বারা ইহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, তাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপ কিন্তু স্বতন্ত্র-রূপেই জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—গুড়াকেশ ! অহম্ (আমি) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত) আত্মা (অন্তর্য্যামী) অহম্ এব (আমিই) ভূতানাং (ভূতগণের) আদিঃ চ (উৎপত্তির কারণ) মধ্যম্ চ (স্থিতির কারণ) অন্তঃ চ (এব সংহারের কারণ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে গুড়াকেশ (বিজিতনিদ্র অর্জ্জুন)! আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী আত্মা, আমিই সকল জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ ॥ ২০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে গুড়াকেশ! হে জিতনিদ্র! আমার স্বরূপতত্ত্ব তোমাকে বলিয়াছি। আমার সাম্বন্ধিক-তত্ত্ব এই যে, আমিই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামি-পুরুষত্রয়রূপে অবস্থিত;—কারণোদশায়ী অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির অন্তর্য্যামী, গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ সমষ্টি বিরাড়ন্তর্য্যামী, ক্ষীরোদশায়ী অর্থাৎ ব্যষ্টিবিরাট্ জীবান্তর্য্যামী; আমিই সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—তত্র তাবন্মামেব ত্বং মহৎস্রষ্টাদিত্রিরূপেণ স্বাংশেন নিখিল-বিভূতিহেতুং বিচিন্তয়েত্যাশয়েনাহ,—অহমাত্মেতি। হে গুড়াকেশেতি বিজিত-নিদ্রস্য তদ্বিচিন্তনক্ষমত্বং ব্যজ্যতে। আত্মা বিভুর্বিজ্ঞানানন্দো মহৎস্রষ্টাদি-ত্রিরূপঃ পরমাত্মাহমস্মচ্ছব্দার্থঃ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতস্ত্বয়া বিচিন্ত্যঃ। সর্ব্বভূতা প্রধানাদিপৃথিব্যন্ততত্ত্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিস্তস্যা আশয়েঽন্তঃ কারণোদশয়-রূপেণাহমেব প্রকৃত্যন্তর্য্যামী স্থিতঃ; তথা সর্ব্বভূতঃ সর্ব্বজীবাভিমানী যো বৈরাজস্তস্যাশয়ে গর্ভোদশয়রূপেণাহমেব সমষ্টিবিরাড়ন্তর্য্যামী স্থিতঃ; সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবানামাশয়ে ক্ষীরোদশয়রূপেণাহমেব ব্যষ্টিবিরাড়ন্তর্য্যামী স্থিত ইতি তানি ত্রীণি রূপাণি মদ্বিভূতিত্বেন ত্বয়া বিচিন্ত্যানীত্যর্থঃ। সুবালো-পনিষদি, "প্রকৃত্যাদিসর্ব্বভূতান্তর্য্যামী সর্ব্বশেষী চ নারায়ণঃ" পঠ্যতে; সাত্বত-তন্ত্রে ত্রয়ঃ পুরুষাবতারাঃ স্মৃতাঃ,—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥" ইতি। তে চ বাসুদেবস্য কৃষ্ণস্যাবতারাঃ—"যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-নিদ্রাম্" ইত্যাদিকা ব্রহ্মসংহিতা-পদ্যত্রয়াৎ। ভূতানামাদিরুৎপত্তির্মধ্যং পালনমন্তশ্চ সংহারস্তত্তদ্ধেতুরহমেবোক্তপুরুষলক্ষ্যস্ত্বয়া ভাব্যঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রসঙ্গে তুমি আমাকেই মহৎ-স্রষ্টাদি স্বকীয় তিন প্রকার অংশদ্বারা নিখিল বিভূতির হেতু বলিয়া চিন্তা কর, এই অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে—'অহমাত্মেতি'। হে গুড়াকেশ! এই শব্দের দ্বারা নিদ্রাকে যিনি জয় করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আমাকে (ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণকে) বিশেষরূপে চিন্তা করার যোগ্যতা ধ্বনিত হইতেছে। আত্মা—বিভু-বিজ্ঞানানন্দ, মহৎস্রষ্টাদি ত্রিরূপ পরমাত্মা—আমি অস্মৎ-শব্দার্থ। 'সর্ব্বভূত' অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মক যে মূলপ্রকৃতি তাহার মধ্যে কারণ-জলাশয়শায়ী-রূপে প্রকৃতির অন্তর্য্যামী আমি অবস্থিত আছি। অতএব তুমি এই ভাবেই আমাকে চিন্তা করিবে। আবার সর্ব্বভূত—সেইরূপ দ্বিতীয় অর্থে সর্ব্বভূত সর্ব্বজীবাভিমানী যো বৈরাজ-ভাব, তাহার আশয়ে অর্থাৎ অভ্যন্তরে গর্ভোদশায়ীরূপে আমিই সমষ্টি-বিরাটের অন্তর্য্যামী হইয়াই অবস্থান করি। সমস্ত প্রাণী বা জীবের আশয়ে অর্থাৎ হৃদয়ে ক্ষীরোদ-শায়ীরূপে আমিই ব্যষ্টি-বিরাট্-অন্তর্য্যামী হইয়া অবস্থান করি। সেই তিনটি রূপই আমার বিভূতিরূপে তোমার পক্ষে চিন্তনীয়। সুবালোপনিষদেও—"প্রকৃত্যাদি সমস্ত ভূতের অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বশেষী অর্থাৎ সকলের শেষে বর্ত্তমান নারায়ণ" এই রকম পঠিত আছে। সাত্বততন্ত্রে তিন পুরুষাবতার স্মৃত হয়—"বিষ্ণুর কিন্তু তিনটি রূপ পুরুষরূপে খ্যাত, অনন্তর জানিবে, তন্মধ্যে একটি মহতের স্রষ্টা, দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডে সংস্থিত, তৃতীয় সমস্ত প্রাণীর অভ্যন্তরে স্থিত, এই তিনটি জানিয়াই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে, ইতি। তাঁহারা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার—"যিনি কারণ-রূপ সমুদ্রের জলে যোগনিদ্রাকে ভজন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা-পদ্যত্রয় হইতে পাওয়া যায়। ভূতগণের আদি-অবস্থা—উৎপত্তি, মধ্য-অবস্থা—পালন এবং অন্ত-অবস্থা—সংহার। সেই সমস্তের হেতু আমিই উক্ত পুরুষের অর্থ। তাহাকেই তুমি ধ্যান করিবে ॥ ২০ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সংক্ষেপে স্বীয় প্রধান প্রধান বিভূতির কথা বলিবেন, এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, বর্ত্তমান শ্লোকে তিনি স্বীয় অংশরূপ মহৎ-স্রষ্টাদি দ্বারা নিখিল বিভূতির হেতু, ইহাই জানাইলেন এবং প্রথমে তাঁহাকে এই আত্মারূপেই চিন্তা করিতে উপদেশ দিলেন। এস্থলে অর্জ্জুনকে 'গুড়াকেশ' শব্দে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহাকে ("গুড়াকা" শব্দে নিদ্রা, তাহার 'ঈশ' অর্থে বিজেতা) 'জিতনিদ্র' বলিয়া ধ্যানের যোগ্যপাত্র বিচার করিলেন।

শ্রীভগবান্ ইহাও জানাইলেন যে, তিনি বিভু, বিজ্ঞানানন্দরূপ আত্মা, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী ত্রিবিধরূপে, প্রধানাদি-পৃথিবী পর্য্যন্ত সকলের মূল প্রকৃতির অন্তর্য্যামী, বিরাটান্তর্য্যামী ও সর্ব্বজীবের

অন্তর্য্যামীরূপে পরমাত্মা এবং এই পরমাত্মা, অন্তর্য্যামীস্বরূপ সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয়।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এ-বিষয়ে সুবালোপনিষদ্, সাত্বততন্ত্র, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।

এই ত্রিবিধ পুরুষাবতারই সর্ব্বভূতের আদি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, মধ্য অর্থাৎ পালনকারী এবং অন্ত অর্থাং সংহার কর্ত্তা। শ্রীকৃষ্ণই এই পুরুষত্রয়ের মূল।

ত্রিবিধ পুরুষাবতার-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ আলোচ্য।

"প্রথমেই করে কৃষ্ণ 'পুরুষাবতার'।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫০)
"সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগৎ-কারণ॥" (ঐ ২৬৮)
"হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী-গর্ভোদশায়ী।
সহস্র-শীর্ষাদি করি' বেদে যাঁরে গাই॥" (ঐ ২৯২)
"বিরাট্ ব্যষ্টি-জীবের, তেঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদশায়ী তেঁহো-পালনকর্ত্তা, স্বামী॥" (ঐ—২৯৫)

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।১, ২।৬।৪২ এবং "অহমেবাসমেবাগ্রে" (২।৯।৩২) "আদাবন্তে চ মধ্যে চ" (১১।১৯।১৬) প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ২০॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১॥

অন্বয়—অহং (আমি) আদিত্যানাং (দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে) বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাং (জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে) অংশুমান্ (কিরণশালী) রবিঃ (সূর্য্য) মরুতাম্ (মরুদ্গণের মধ্যে) মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্রমা) অস্মি (হই)॥ ২১॥

অনুবাদ—আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সহস্র কিরণশালী সূর্য্য, সমগ্র বায়ুগণের মধ্যে মরীচি নামক বায়ু, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র॥ ২১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আদিত্যদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু অর্থাৎ বামন, জ্যোতির্ম্ময় বস্তু-সকলের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্র-দিগের মধ্যে আমি অধিপতি চন্দ্র ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহং, জ্যোতিষাং প্রকাশানাং মধ্যেঽহংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মীরবিরহং, মরুতামূনপঞ্চাশৎসংখ্যকানাং মধ্যে মরীচিরহং, নক্ষত্রাণামধিপতিঃ শশী সুধাবর্ষী চন্দ্রোঽহম্ ; অত্র 'নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী" প্রায়েণ, ক্বচিৎ সম্বন্ধেঽপীতি বোধ্যম্ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু—বামন আমি। জ্যোতিঃ-সম্পন্ন—অর্থাৎ প্রকাশক বস্তু সমূহের মধ্যে আমি অংশুমান্ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী রশ্মিমান্ রবিই আমি। ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুরমধ্যে আমি মরীচি। নক্ষত্রসকলের মধ্যে তাহাদের অধিপতি সুধাবর্ষী শশী—চন্দ্রই আমি। এখানে নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী প্রায়ই। কোন কোন স্থানে সম্বন্ধেও ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে জানিবে ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—"আদিত্যানাং অহং বিষ্ণুঃ"—ভাঃ ১১।১৬।১৩, "তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ,,—ভাঃ ১১।১৬।৩৪, "সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং"—ভাঃ ১১।১৬।১৬, "প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ"—গীঃ ৭।৮ ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

অন্বয়—[অহং—আমি] বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (সামবেদ হই) দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) বাসবঃ অস্মি (ইন্দ্র হই) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ অস্মি (মন হই) ভূতানাং চ (এবং ভূতগণের মধ্যে) চেতনা অস্মি (জ্ঞানশক্তি হই) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়-গণের মধ্যে মন এবং সমস্ত ভূতগণের মধ্যে চেতনস্বরূপ জ্ঞানশক্তি ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বেদসকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, ও সমস্ত-ভূতের চেতনা-সম্বন্ধী জ্ঞানশক্তি ॥২২॥

শ্রীবলদেব—বেদানাং মধ্যে গীতমাধুর্য্যেণোৎকর্ষাৎ সামবেদোঽহং, দেবতানাং মধ্যে বাসবস্তেষাং রাজা ইন্দ্রোঽহং, ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে দুর্জ্জয়ং তেষাং প্রবর্ত্তকঞ্চ মনোঽহং, ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহম্ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বেদসমূহের মধ্যে অর্থাৎ চারিটি বেদের মধ্যে গীত ও মাধুর্য্যের উৎকর্ষ হেতু আমি সামবেদ। দেবতাদের মধ্যে বাসব অর্থাৎ দেবতাদিগের রাজা ইন্দ্র—আমি। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে তাহাদের প্রবর্ত্তক ও দুর্জয় মন—আমি। প্রাণিগণের মধ্যে আমি তাহাদের জ্ঞানশক্তি অর্থাৎ চেতনা—আমি ॥ ২২ ॥

অনুভূষণ—"ইন্দ্রোঽহং সর্ব্বদেবানাং"—১১।১৬।১৩, "দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ" —ভাঃ ১১।১৬।১১ ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—অহম্ (আমি) রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (শঙ্কর হই) যক্ষরক্ষসাম্ চ (যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের) বসূনাং (অষ্ট বসুর মধ্যে) পাবকঃ অস্মি (অগ্নি হই) শিখরিণাম্ চ (এবং পর্ব্বত সমূহের মধ্যে) মেরুঃ (সুমেরু) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—রুদ্রদিগের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের, বসুদিগের মধ্যে আমি পাবক, পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—রুদ্রাণামেকাদশানাং মধ্যে শঙ্করাখ্যো রুদ্রোঽহং, যক্ষরক্ষসামধিপো বিত্তেশঃ কুবেরোঽহং, বসূনামষ্টানাং মধ্যে পাবকোঽগ্নিরহং, শিখরিণামত্যুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ স্বর্ণাচলোঽহম্ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর নামে বিখ্যাত রুদ্র। যক্ষ ও রাক্ষসদিগের অধীশ্বর বিত্তেশ কুবের আমি। অষ্ট বসুর মধ্যে পাবক অগ্নিই আমি। অতিশয় উন্নত শিখরি (পর্ব্বত)গণের মধ্যে স্বর্ণ-পর্ব্বত সুমেরুই আমি ॥ ২৩ ॥

অনুভূষণ—"রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ"—ভাঃ ১১।১৬।১৩, "ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্"—ভাঃ ১১।১৬।১৬, "বসূনামস্মি হব্যবাট্"—ভাঃ ১১।১৬।১৩, "ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুঃ"—ভাঃ ১১।১৬।২১ ॥ ২৩ ॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—পার্থ! মাং (আমাকে) পুরোধসাম্ (পুরোহিতগণের মধ্যে) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিম্ বিদ্ধি (বৃহস্পতি জানিবে) অহং (আমি) সেনানীনাং (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়) সরসাম্ (জলাশয়গণের মধ্যে) সাগরঃ অস্মি (সমুদ্র হই) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক এবং জলাশয়গণের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পুরোহিতদিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—ইন্দ্রস্য সর্ব্বরাজমুখ্যত্বাত্তৎপুরোহিতং বৃহস্পতিং সর্ব্বপতিং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং মাং বিদ্ধীতি সোঽহমিত্যর্থঃ ; সেনানীনামিতি—নুড়াগমস্ত্বার্ষঃ, সর্ব্বরাজসেনানাং মধ্যে স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়োঽহং, সরসাং স্থির-জলানাং মধ্যে সাগরোঽহম্ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত রাজা অপেক্ষা ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় তাহার পুরোহিত বৃহস্পতি অর্থাৎ রাজপুরোহিতগণের মধ্যে মুখ্য পুরোহিত সর্ব্বপতি পুরোহিতই আমাকে জানিবে। আমিই সেই পুরোহিত বৃহস্পতি। 'সেনানীনামিতি' ; সেনান্যাম্ না হইয়া নু আগম কিন্তু এখানে আর্ষ। সমস্ত রাজসেনার মধ্যে স্কন্দ কার্ত্তিক আমি। সমস্ত স্থির জলপূর্ণ জলাশয়ের অর্থাৎ অশোষ্য মধ্যে আমি সাগর ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—"পুরোধসাং বশিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ ॥"
"স্কন্দোঽহং সর্ব্বসেনান্যাম্"—ভাঃ ১১।১৬।২২। "সমুদ্রঃ সরসামহম্"—ভাঃ ১১।১৬।২০ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ, গিরাম্ (বাক্য সমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ অস্মি (একাক্ষর ওঁকার হই) যজ্ঞানাং

(যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ অস্মি (জপরূপ যজ্ঞ হই) স্থাবরাণাং (স্থাবর-গণের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয়) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞ-সমূহের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি প্রণব, যজ্ঞ-সকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—মহর্ষীণাং ব্রহ্মপুত্রাণাং মধ্যেঽতিতেজস্বী ভৃগুরহং, গিরাং পদলক্ষণানাং বাচাং মধ্যে একমক্ষরং প্রণবোঽহমস্মি, যজ্ঞানাং মধ্যে জপ-যজ্ঞোঽস্মি,—তস্যাহিংসাত্মকত্বেনোৎকৃষ্টত্বাৎ, স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং মধ্যে হিমাচলোঽহং ; অত্যুচ্চত্বেনাতিস্থৈর্য্যেণ চার্থভেদান্মেরুহিমালয়য়োর্বিভূত্যো-ভেদঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মার পুত্র মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের মধ্যে আমি অতিশয় তেজস্বী ভৃগু মুনি। পদস্বরূপ শব্দসমূহের মধ্যে একঅক্ষর প্রণব (ওঁ) আমি। যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞই আমি। কারণ—জপরূপ যজ্ঞের মধ্যে কোন রকম হিংসাদি দোষ না থাকায় জপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্থিতিশীল স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমাচল। অতিশয় উচ্চতা ও অতিশয় স্থৈর্য্য হেতু উভয়ের মধ্যে অর্থ ভেদ থাকায় মেরু পর্ব্বত ও হিমালয় পর্ব্বতের বিভূতির মধ্যে প্রভেদ ॥২৫॥

অনুভূষণ—"ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহম্‌"—ভাঃ ১১।১৬।১৪, "যজ্ঞানাং ব্রহ্ম-যজ্ঞোঽহং"—ভাঃ ১১।১৬।২৩, "গহনানাং হিমালয়ঃ"—ভাঃ ১১।১৬।২১ ॥ ২৫ ॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥

অন্বয়—[অহং—আমি] সর্ব্ববৃক্ষাণাং (বৃক্ষ সকলের মধ্যে) অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাঞ্চ (এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং (গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব-গণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি

নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল-মুনি ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—পূজ্যত্বেন সর্ব্ববৃক্ষাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽশ্বত্থোঽহং, দেবর্ষীণাং মধ্যে পরমভক্তত্বেনোৎকৃষ্টো নারদোঽহং, গন্ধর্ব্বাণাং মধ্যেঽতিগায়কত্বেনোৎকৃষ্টত্বাচ্চিত্ররথোঽহং, সিদ্ধানাং স্বাভাবিকাণিমাদিমতাং কপিলঃ কার্দ্দমির্মুনিরহম্ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে পূজ্যত্ব হেতু শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থ বৃক্ষ আমিই। দেবর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তত্ব হেতু আমি সর্ব্বভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ। গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে অতিশয় গায়কত্ব হেতু উৎকৃষ্ট চিত্ররথ নামক (গন্ধর্ব্ব) আমি। স্বাভাবিক অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত সিদ্ধগণের মধ্যে কর্দ্দমমুনিপুত্র কপিল মুনিই আমি ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—"দেবর্ষীণাং নারদোঽহং"—ভাঃ ১১।১৬।১৪, "বিশ্বাবসুঃ পূর্ব্বচিত্তিগন্ধর্ব্বাপ্সরসামহম্"—ভাঃ ১১।১৬।৩৩, "সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ"—ভাঃ ১১।১৬।১৫ ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥

অন্বয়—মাম্ (আমাকে) অশ্বানাং (অশ্বসমূহের মধ্যে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতমন্থনে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসম্ (উচ্চৈঃশ্রবা) গজেন্দ্রাণাম্ (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) নরাণাম্ চ (এবং নরগণের মধ্যে) নরাধিপম্ (নৃপতি) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আমাকে অশ্বগণের মধ্যে সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি বলিয়া জানিবে ॥২৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা-রূপে সমুদ্র-মন্থন-সময়ে উদ্ভূত হই, হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, মনুষ্যগণের মধ্যে আমি সম্রাট্ ॥২৭॥

শ্রীবলদেব—অশ্বানাং মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাং মধ্যে ঐরাবতং চ মাং বিদ্ধি,—অমৃতোদ্ভবমমৃতার্থকাৎ ক্ষীরাব্ধিমথনাজ্জাতমিতি দ্বয়োর্বিশেষণম্; নরাধিপং রাজানমসহ্যতেজসং ধর্ম্মিষ্ঠম্ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—অশ্বগণের মধ্যে আমাকে উচ্চৈঃশ্রবা (নামক অশ্ব বলিয়া জানিবে)। গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে ঐরাবত রূপেই জানিবে। অমৃত

হইতে উদ্ভব অর্থাৎ অমৃতার্থক ক্ষীরসাগর মন্থন হইতে জাত উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত এই দুইটি পদেরই এই বিশেষণ। মানুষগণের মধ্যে অসহনীয় তেজঃ-সম্পন্ন নরাধিপ ধর্ম্মিষ্ঠ রাজাই আমাকে জানিবে॥ ২৭॥

অনুভূষণ—"উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং"—ভাঃ ১১।১৬।১৮, "ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাম্" "মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিম্"—ভাঃ ১১।১৬।১৭॥ ২৭॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮॥

অন্বয়—আয়ুধানাং (অস্ত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (বজ্র) ধেনূনাম্ (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ অস্মি (কামধেনু হই) প্রজনঃ (পুত্রোৎপত্তির কারণ) কন্দর্পঃ চ অস্মি (কামও আমি হই) সর্পাণাং (সর্পদিগের মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি (বাসুকি হই)॥ ২৮॥

অনুবাদ—অস্ত্রগণের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু, সন্তান-উৎপত্তির হেতুস্বরূপ কামও আমি এবং সর্পদিগের মধ্যে আমি বাসুকি॥ ২৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অস্ত্রগণের মধ্যে আমি বজ্র, গাভিগণের মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজা-উৎপত্তির মূলস্বরূপ আমি কামদেব এবং সর্পদিগের মধ্যে আমি বাসুকি॥ ২৮॥

শ্রীবলদেব—আয়ুধানামস্ত্রাণাং মধ্যে বজ্রং পবিরহং, কামধুক্ বাঞ্ছিতপূরয়িত্রী কামধেনুরহং, প্রজনঃ সন্তানোৎপাদকঃ কন্দর্পঃ কামোঽহং,—রতিসুখমাত্রহেতুঃ স নাহমিতি চ-শব্দাৎ; সর্পাণামেকশিরসাং মধ্যে বাসুকিরহম্॥ ২৮॥

বঙ্গানুবাদ—আয়ুধ সকলের অর্থাৎ অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি 'পবিঃ' অর্থাৎ—বজ্র। কামধুক্—বাঞ্ছিতফলদাত্রী কামধেনু আমি। প্রজন—সন্তানোৎপাদক কন্দর্প অর্থাৎ কাম আমি কিন্তু রতি (রমণ) সুখমাত্র হেতু সে (কাম) আমি নহি; ইহা "চ" শব্দের প্রয়োগের দ্বারাই সূচনা করা হইতেছে। এক মস্তক সম্পন্ন সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি॥ ২৮॥

অনুভূষণ—"আয়ুধানাং ধনুরহং"—(ভাঃ ১১।১৬।২০), "হবির্দ্ধান্যস্মি ধেনুষু"—(ভাঃ ১১।১৬।১৪), "কামস্তু বাসুদেবাংশো"—(ভাঃ ১০।৫৫।১), সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ—(ভাঃ ১১।১৬।১৮)॥ ২৮॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—নাগানাং (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ চ অস্মি (অনন্তও হই) অহং (আমি) যাদসাম্ (জলচরগণের মধ্যে) বরুণঃ, পিতৃণাং (পিতৃগণের মধ্যে) অর্য্যমা চ অস্মি (অর্য্যমা হই) সংযমতাম্ (দণ্ডধারিগণের মধ্যে) যমঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং দণ্ডদাতৃগণের মধ্যে যম ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর-মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা, দণ্ডদাতাদিগের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—নাগানামনেকশিরসাং মধ্যেহনন্তঃ শেষোহহং, যাদসাং জলজন্তূনামধিপো বরুণোহহং, পিতৃণাং রাজার্য্যমাখ্যঃ পিতৃদেবোহহং, সংযমতাং দণ্ডয়তাং মধ্যে ন্যায্যদণ্ডকৃৎ যমোহহং,—ছাদেশাভাব আর্ষঃ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—বহু মস্তক সম্পন্ন নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত—শেষরূপ নাগ। যাদস্ অর্থাৎ জলজন্তুগণের মধ্যে তাহাদের অধীশ্বর বরুণ—আমি। পিতৃগণের মধ্যে রাজা আর্য্যমাখ্য পিতৃদেব আমি। সংযমন অর্থাৎ দণ্ডপ্রদান কর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি ন্যায় দণ্ডপ্রদানকারী যম। আর্ষ (ঋষিপ্রোক্ত) বলিয়া সংযচ্ছতাম্ না হইয়া সংযমতাং এই পদে 'ম' স্থানে 'ছ' আদেশের অভাব হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—"নাগেন্দ্রাণামনন্তোহহং"—(ভাঃ ১১।১৬।১৯), "যাদসাং বরুণং প্রভুম্"—(ভাঃ ১১।১৬।১৭), "পিতৃণামহমর্য্যমা"—(ভাঃ ১১।১৬।১৫), "যমঃ সংযমতাঞ্চাহং"—(ভাঃ ১১।১৬।১৮) ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—দৈত্যানাং চ (এবং দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদ অস্মি (হই) কলয়তাম্ (বশীকারিগণের মধ্যে) অহং (আমি) কালঃ, মৃগাণাম্ চ (এবং পশুগণের মধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) পক্ষিণাম্ চ (পক্ষিগণের মধ্যেও) বৈনতেয়ঃ (গরুড়) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীকারিগণের মধ্যে কাল, পশুদিগের মধ্যে সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারকদিগের মধ্যে আমি কাল, মৃগদিগের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং মধ্যে তেষামধিপতির্ভগবন্নিষ্ঠাতিশয়াদ্বরীয়ান্ প্রহ্লাদোঽহং, কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে কালোঽহং, মৃগাণাং পশূনাং মধ্যেঽতিবিক্রমেণোৎকৃষ্টো মৃগেন্দ্রঃ সিংহোঽহং, পক্ষিণাং মধ্যে বিষ্ণুরথত্বেনাতিশ্রেষ্ঠো বৈনতেয়ো গরুড়োঽহম্ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—দিতিবংশোদ্ভব দৈত্যগণের মধ্যে তাহাদের অধিপতি, অতিশয় ভগবন্নিষ্ঠাহেতু শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ—আমি। বশীকরণকারি-(কলয়নকারী) গণের মধ্যে আমি কাল। মৃগ অর্থাৎ পশুগণের মধ্যে অতিশয় বিক্রমহেতু উৎকৃষ্ট মৃগেন্দ্র অর্থাৎ সিংহ আমি। পক্ষিগণের মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর রথ বলিয়া অতিশয় শ্রেষ্ঠ বিনতারপুত্র গরুড় আমি ॥ ৩০ ॥

অনুভূষণ—"দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্"—(ভাঃ ১১।১৬।১৬), "কালঃ কলয়তামহম্"—(ভাঃ ১১।১৬।১০), "মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রণাম্"—(ভাঃ ১১।১৬।১৯), "সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্"—(ভাঃ ১১।১৬।১৫) ॥ ৩০ ॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—অহম্ (আমি) পবতাম্ (বেগবান্ বা পবিত্রকারীর মধ্যে) পবনঃ অস্মি (পবন হই) শস্ত্রভৃতাম্ (শস্ত্রধারিগণের মধ্যে) রামঃ (পরশুরাম) ঝষাণাং চ (এবং মৎস্যগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি (মকর হই) স্রোতসাম্ (নদীসমূহের মধ্যে) জাহ্নবী অস্মি (জাহ্নবী হই) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আমি বেগবান্ ও পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-লব্ধ-জীববিশেষ পরশুরাম, জলচরগণের মধ্যে মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বেগবান্ ও পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারী-পুরুষদিগের মধ্যে আমি শক্ত্যাবেশ-লব্ধ জীববিশেষ পরশুরাম, জলচরদিগের মধ্যে আমি মকর এবং নদীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—পবতাং পাবনানাং বেগবতাং চ মধ্যে পবনো বায়ুরহং, রামঃ

পরশুরামঃ, ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরস্তজ্জাতিবিশেষোঽহং, স্রোতসাং প্রবহজ্জলানাং মধ্যে জাহ্নবী গঙ্গাহম্ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—পবিত্রতাকারী ও বেগশীলগণের মধ্যে আমি বায়ু (পবন)। রাম—পরশুরাম। ঝষ অর্থাৎ মৎস্যগণের মধ্যে তজ্জাতিবিশেষ মকর আমি, প্রবহমান স্রোতঃসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা—জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

অনুভূষণ—"তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা"—ভাঃ ১১।১৬।২০ ॥ ৩১॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! অহম্ এব (আমিই) সর্গাণাম্ (আকাশাদি সৃষ্টবস্তু সমূহের) আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ (উৎপত্তি, লয় ও স্থিতি) বিদ্যানাং (সমস্ত বিদ্যার মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মজ্ঞান) অহম্ (আমি) প্রবদতাম্ (স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষণাদিরূপ বিতণ্ডার মধ্যে) বাদঃ (তত্ত্বনির্ণয়) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমিই আকাশাদি সৃষ্ট-বস্তুসমূহের মধ্যে সৃষ্টি, সংহার ও পালনরূপ, সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম-বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এবং স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষণাদিরূপ বিতণ্ডার মধ্যে বাদ অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয় ॥ ৩২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আকাশাদি-সৃষ্টবস্তুগণের মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য ; সমস্ত-বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ **স্ব-স্বরূপজ্ঞান** ; স্বপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষদূষণাদিরূপ জল্প-বিতণ্ডাদিকারীদিগের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয় ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—সর্গাণাং মহদাদীনাং জড়সৃষ্টীনামাদিরন্তো মধ্যঞ্চাহমিতি তেষাং সর্গসংহারপালনানি মদ্বিভূতিতয়া ভাব্যানীত্যর্থঃ,—'অহমাদিশ্চ' ইত্যাদৌ মৎস্বাংশচেতনানাং ভূতানাং সর্গাদিহেতুর্মদ্বিভূতিরিত্যুক্তমতো ন পুনঃপুনরুক্তিঃ ; "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দ্দশ" ইত্যুক্তানাং বিদ্যানাং মধ্যেঽধ্যাত্মবিদ্যা সপরিকর-পরমাত্মনির্ণেত্রী চতুর্লক্ষণী বেদান্তবিদ্যাহমেবেত্যর্থঃ ; প্রবদতাং সম্বন্ধী যো বাদঃ সোঽহং ; তেষাং খলু বাদ-জল্প-বিতণ্ডাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ ;— তত্রোভয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা 'জল্পঃ', যত্রোভাভ্যাং প্রমাণেন তর্কেণ

স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ পরপক্ষো দূষ্যতে, স্বপক্ষস্থাপনহীনা পরপক্ষদূষণাবসানা কথা 'বিতণ্ডা', এতে প্রবদতোর্বিজিগীষোঃ শক্তিমাত্র-পরীক্ষকে নিষ্ফলে তত্ত্ববুভুৎসুকথা 'বাদঃ'—স চ তত্ত্বনির্ণয়ফলকত্বেনোৎকৃষ্টত্বান্ম-দ্বিভূতিরিতি ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—(প্রকৃতি হইতে) সর্গগণের অর্থাৎ মহদাদিরূপে সৃষ্ট জড়-বস্তুসমূহের আদি (উৎপত্তি) অন্ত (নাশ) মধ্য (স্থিতিও) আমি—ইহা ধ্যান করিবে। তাহাদের সৃষ্টি, সংহার ও পালনাদিকার্য্যকে আমার বিভূতিরূপে ধ্যান করিবে,—"আমি আদি এবং অন্ত ইত্যাদির উল্লেখ বারবার হইলেও পুনরুক্তিদোষ নহে, যেহেতু জীবসমূহ আমার স্বীয় অংশ-চেতন, তাহাদের সর্গাদিরহেতু আমারই বিভূতি এইরূপ বলা হইতেছে। বিদ্যা—চতুর্দ্দশ প্রকার যথা "অঙ্গ (ছয়টি) বেদ চারিটি, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর (ন্যায়শাস্ত্রের বিবিধ ভাগ-সহ) ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ" এইভাবে উক্ত চতুর্দ্দশ-বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ বিশেষভাবে অঙ্গোপাঙ্গসহ পরমাত্মা-নিরূপণ-কর্ত্রী চারিটি অধ্যায়যুক্ত বেদান্তবিদ্যা আমিই। ইহাই ইহার অর্থ, (অতএব পুনরুক্তি দোষ হইল না বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা যথার্থ)। বাদী-প্রতিবাদীদের সম্বন্ধে যে বাদ সেইটি আমি। তাহাদের মধ্যে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই তিনটি কথা প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে উভয়পক্ষের সাধনবতী পরস্পর জয়েচ্ছুর বিষয়েতে যে বাক্য বলা হয়—তাহার নাম "জল্প"; যেখানে বাদি-প্রতিবাদি-উভয়পক্ষই প্রমাণের দ্বারা ও তর্কের দ্বারা নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করে, ছল-জাতি ও নিগ্রহের দ্বারা পরপক্ষে দোষারোপ করা হয়; অথচ স্বপক্ষের স্থাপন করিবার অক্ষমতা ও পরপক্ষের দূষণ অবসানে (আছে) এই জাতীয় কথার নাম "বিতণ্ডা"। এই দুইটি জল্প ও বিতণ্ডাকারিব্যক্তি পরস্পর জয়েচ্ছু হইয়া শক্তিমাত্রের পরীক্ষা দাতা নিষ্ফল হইলে তারপর যে প্রকৃততত্ত্ব জানিবার কথা তাহারই নাম "বাদ"। সেই বাদ প্রকৃততত্ত্বনির্ণয়ফলকত্বরূপে অতিশয় উৎকৃষ্ট বলিয়া উহাই আমার বিভূতি ॥ ৩২ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যাহা কিছু সৃষ্ট হয়, সেই মহদাদি জড়সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত আমি এবং তাহাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার আমা হইতেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকে 'অহমাদিশ্চ' ইত্যাদিতে তাঁহার স্বাংশ চেতনসমূহের এবং যাবতীয়

ভূতগণের সর্গাদির হেতু তাঁহারই বিভূতি বর্ণন করিয়া পুনরায় এখানে বর্ণন করায় পুনরুক্তি দোষ হয় নাই, কারণ এখানে আকাশাদি সৃষ্ট জড় বস্তুসমূহের মধ্যেও আমি আদি, মধ্য ও অন্ত বলিতেছেন। সুতরাং তিনিই চেতন, অচেতন সকলের মূল এবং তাহা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিত হইতেছে; ইহাই জ্ঞাপন করিলেন।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ আরও একটি বিষয় বলিতেছেন যে, আমি বিদ্যা-সমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা। মনুষ্য তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাক্রমে যে সকল জ্ঞাতব্য-বিষয়ের শিক্ষা লাভ করে, তাহাই বিদ্যানামে পরিচিত। শাস্ত্রকারগণ চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যার কথা বলিয়াছেন। যথা :—"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় এব চ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহেতাশ্চতুর্দ্দশ॥" অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ নামে পরিচিত। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়। মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ—এই চতুর্দ্দশ-বিদ্যা। এই সকল বিদ্যার দ্বারা মানবের বুদ্ধি বৃত্তির প্রখরতা লাভ করে, এবং নানাবিধ বিষয়ের জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয়। এই জ্ঞান মানবের জীবিকানির্ব্বাহের সহায়তা করে এবং ধর্ম্মপথও প্রদর্শন করে। কিন্তু যে বিদ্যার দ্বারা মানব অমৃতত্ব লাভ করে, ভববন্ধন নির্ম্মুক্ত হয়, এবং পরব্রহ্মবিষয়ক পূর্ণজ্ঞান লাভ করতঃ অক্ষর বস্তুকে জানিতে পারে, তাহাই সকল বিদ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাকে 'অধ্যাত্মবিদ্যা' বা আত্মজ্ঞান বলে। শ্রীভগবান্ এক্ষণে এই অধ্যাত্মবিদ্যাও আমি বলিয়া জানাইলেন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু সপরিকর পরমাত্মতত্ত্ব-নির্ণয়কারিণী চতুর্লক্ষণী বেদান্ত-বিদ্যাকেই অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা-শাস্ত্র উত্তর ও পূর্ব্বভেদে দুইভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব-মীমাংসা সাধারণতঃ জৈমিনিকৃত মীমাংসা-দর্শন নামে বিখ্যাত। আর উত্তর-মীমাংসা বেদব্যাস-রচিত বেদান্ত-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বেদান্তের অপর নাম শারীরক সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র। এই বেদান্ত-শাস্ত্রে চারিটি পাদ আছে। প্রত্যেক পাদে চারিটি অধ্যায়, চারিটি প্রধানসূত্র এই শাস্ত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তজ্জন্য ইহাকে চতুঃসূত্রীও বলে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ-সমূহও অধ্যাত্মবিদ্যা-প্রাপক বলিয়া পরিগণিত হয়।

শ্রীভগবান্ আরও জানাইলেন যে, বাদিগণের সম্বন্ধে যে 'বাদ' তাহাও

আমি। অর্থাৎ যাঁহারা বিচার, যুক্তি ও তর্ক-দ্বারা মীমাংসায় উপনীত হইয়া সত্য বা তত্ত্ব অবধারণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমি 'বাদ' অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয়।

তর্ক ও বিচার-স্থলে, বাদ, জল্পনা ও বিতণ্ডা—এই তিনপ্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে। যেস্থলে একপক্ষ স্বকীয় মত সংস্থাপনের নিমিত্ত বিজিগীষাপরতন্ত্র হইয়া অনবরত পরকীয় মতে দোষারোপ করিতে থাকেন, তাহাই **'জল্প'** বা জল্পনা। এস্থলে পরের মতের প্রতি সর্ব্বদা দোষারোপ, প্রতিপক্ষের পাণ্ডিত্যে কটাক্ষ বা স্বীয় মতের অবৈধতা উপলব্ধির পরও তাহা স্বীকার না করা, প্রায়শঃ দেখা যায়। সত্যকে দূরে রাখিয়া বিচার ও যুক্তিমার্গ পরিহার করতঃ পক্ষদ্বয়ের পরস্পরকে দোষারোপ করার নাম **'বিতণ্ডা'**। ইহাতে সত্য-স্থাপনের দিকে কোন পক্ষের লক্ষ্য থাকে না। পাণ্ডিত্য-প্রকাশ ও জয়েচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ছল, জাতি, নিগ্রহদানের দ্বারা অকারণ অসঙ্গত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া অনর্থক নিজ অভিমানের পরিচয় প্রদান করে। এই 'বিতণ্ডা' অতিশয় হেয়। জল্পনা তাদৃশ নিকৃষ্ট না হইলেও বস্তুতঃ অকর্ম্মরূপে পরিণত হয়। **'বাদ'** সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তত্ত্ব-ফল-নির্ণায়ক পরম সত্য প্রতিষ্ঠা করা যে বিচারের উদ্দেশ্য তাহাই 'বাদ'। জ্ঞান-সম্পন্ন গুরু ও শিষ্য কিম্বা তত্ত্বদর্শী পুরুষ ও জ্ঞানপিপাসু শ্রোতা পরস্পর মিলিত হইয়া তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বিজিগীষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে সদালাপ বা সুসঙ্গত বিচার-দ্বারা সত্য নির্ণয় করেন, তাহাকেই 'বাদ' বলে। ইহাতে অহঙ্কার বা আত্মাভিমান প্রভৃতি থাকে না। বিচাররূপ নিকষে সতরূপ স্বর্ণ পরীক্ষা করাই মাত্র বাদের উদ্দেশ্য। বাদের লক্ষণে পাওয়া যায়,—"প্রমাণ-তর্কসাধনোপলম্ভঃ সিদ্ধান্তা-বিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ। অর্থাৎ প্রমাণ, তর্ক, সাধন, উপলব্ধি এবং সিদ্ধান্তের অবিরোধ—এই পঞ্চাবয়ব দ্বারা উপপন্ন এবং স্বপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উভয়েরই গ্রহণীয় বিচারের নাম 'বাদ'। বাদের এইরূপ শ্রেষ্ঠতা আছে বলিয়াই শ্রীভগবান্ বলিলেন—"বাদোঽহম্"।

"বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্"—ভাঃ ১১।১৬।২৪।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রায় রামানন্দ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

"প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার"।
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"

এই শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক প্রশ্নে রায়ের উত্তর এই যে, কৃষ্ণভক্তিবিদ্যাই সর্ব্বোত্তমা। জড়ভোগজননী বিদ্যা ও জড়াতীত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তি-বিদ্যার উন্নততস্তরে কৃষ্ণভক্তিবিদ্যা। ভাঃ ৪।২৯।৫০—"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"; ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

ভাঃ ১১।১৯।৪০—"বিদ্যাত্মনি ভিদাবধিঃ"।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ী-জয়-লীলায়ও পাওয়া যায়,—

"দিগ্বিজয় করিব',—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥"

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্যে পাই,—

"সাধারণতঃ মূঢ় লোকগণ 'অবিদ্যা' ও 'পরাবিদ্যা'কে এক বা তুল্যরূপে বিচার করে বলিয়া অবিদ্যা-বন্ধনকেই বিদ্যাবত্তা মনে করে। মানবের পরপক্ষ-জিগীষা-রূপা দিগ্বিজয়-স্পৃহা অবিদ্যা-জনিত অহঙ্কার-বশে উৎপত্তি লাভ করে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর উত্তমা সেবাই যথার্থ বিদ্যা-শব্দ বাচ্য; যেহেতু ধন ও দৈহিক বল বা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বাহ্য সম্পৎসমূহ মৃত্যুকালে জীবের অনুগমন করে না। ভোগসর্ব্বস্ব ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের ভোগবন্ধনার্থই ধন, বিদ্যা ও বলাদি সম্পদ্ নিয়োগ করে, কিন্তু মানবের জীবিতোত্তরকালে ঐ সমস্ত জড় সম্পদের অকিঞ্চিৎ-করতা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়।"

শ্রীমহাপ্রভু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে আরও বলিয়াছেন,—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥
মহা-উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত-সংসারে"॥ ৩২॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—[অহম্—আমি] অক্ষরাণাম্ (অক্ষর সমূহের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (অ-কার হই) সামাসিকস্য চ (সমাস সমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্ব সমাস) অহম এব (আমিই) অক্ষয়ঃ কালঃ (নিত্য কাল) অহম্ বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বতোমুখ) ধাতা (বিধাতা) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আমি অক্ষর সমূহের মধ্যে অ-কার, সমাসগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমাস, সংহর্ত্তাকারিগণের মধ্যে অক্ষয় কাল অর্থাৎ রুদ্র এবং স্রষ্টাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অক্ষর-সকলের মধ্যে আমি অকার, সমাসগণের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস, সংহর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি মহাকাল—রুদ্র, স্রষ্টৃগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবলদেব—অক্ষরাণাং সর্ব্বেষাং বর্ণানাং মধ্যেঽহমকারোঽস্মি,—"অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইতি শ্রুতিশ্চ ; সামাসিকস্য সমাস-সমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বোঽহং —অব্যয়ীভাবতৎপুরুষবহুব্রীহিষু ভয়পদার্থপ্রধানতা-বিরহিষু মধ্যে তস্যোভয়-পদার্থপ্রধানতয়োৎকৃষ্টত্বাৎ ; সংহর্ত্তৃণাং মধ্যেঽক্ষয়ঃ কালঃ সংকর্ষণমুখোত্থঃ কালাগ্নিরহং, স্রষ্টৄণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখশ্চতুর্বক্ত্রো ধাতা বিধিরহম্ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—অক্ষর অর্থাৎ সমস্ত বর্ণের মধ্যে আমি অকার হই। কারণ —"অকার নিশ্চয়রূপে সমস্ত বাক্য" এইরূপ শ্রুতি আছে। সমাস-সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস। কারণ—অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি-সমাসে কোথায়ও সমাসে পূর্ব্বপদের প্রাধান্য, তৎপুরুষসমাসে উত্তর অর্থাৎ পরপদের প্রাধান্য হয় এবং বহুব্রীহি-সমাসে পূর্ব্ব ও পরের পদের অর্থ প্রধান না হইয়া ভিন্ন বা অন্য পদের অর্থ প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু দ্বন্দ্ব-সমাসে উভয় পদের অর্থ প্রধান হয় বলিয়া এই দ্বন্দ্ব-সমাসেরই সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব বলিয়া সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস। সংহর্ত্তৃদিগের মধ্যে (বিনাশকারীদিগের মধ্যে) আমি অক্ষয় কাল অর্থাৎ সংকর্ষণের মুখজাত কালাগ্নি আমি। স্রষ্টাদিগের মধ্যে বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ধাতা বিধি আমিই ॥ ৩৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ এক্ষণে পুনরায় বিভূতি বর্ণন করিতে গিয়া

বলিলেন—অক্ষর সমূহের মধ্যে 'অকার' আমি। অকার আদি-বর্ণ এবং সর্ব্ব বাক্‌ময় বলিয়া শ্রেষ্ঠ। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" অর্থাৎ অকারই সকল বাক্-স্বরূপ। অকারের এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতু শ্রীভগবান্ অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার আমি বলিলেন।

"অক্ষরাণামকারোঽস্মি"—ভাঃ ১১।১৬।১২

শ্রীভগবান্ সমাস সমূহের মধ্যে 'দ্বন্দ্ব-সমাস'—আমি, বলিলেন। যে দুই বা তদধিক পদ মিলিত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ-স্থাপন পূর্ব্বক পদার্থান্তরের গুণ বা দোষ ঘোষণা করে, অথবা মিলিত পদসমূহ পরস্পর সাপেক্ষরূপে ব্যবহৃত হয়, অথবা এক অন্যের বিশেষত্ব সমর্থন করে, তাহাকে সমাস বলে। সমাস প্রধানতঃ ছয়টি, যথা—(১) দ্বন্দ্ব (২) বহুব্রীহি (৩) কর্ম্মধারয় (৪) তৎপুরুষ (৫) দ্বিগু (৬) অব্যয়ীভাব। এই সমাসগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমাসকেই শ্রীভগবান্ স্বীয় বিভূতিরূপে বর্ণন করিলেন কারণ অন্যান্য সমাসে পর পদের অথবা সমস্ত অর্থাৎ সমাসযুক্ত বাক্যের মধ্যে পদ বিশেষের প্রাধান্য স্থাপন করে কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাস যে দুই বা ততোধিক পদ দ্বারা গঠিত, তাহার প্রত্যেক পদেরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

" 'সামাসিকস্য'—সমাসসমূহের মধ্যে 'দ্বন্দ্বঃ'—উভয়পদ প্রধান হওয়ায় সমাস সমূহে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব" ॥ ৩৩ ॥

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ।।৩৪।।

অন্বয়—অহম্ (আমি) সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ (সর্ব্বসংহার মৃত্যু) ভবিষ্যতাম্ চ (ভবিষ্যতেরও) উদ্ভবঃ (উদ্ভব) নারীণাং চ (এবং নারীগণের মধ্যে) কীর্ত্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভবিষ্যতেরও অভ্যুদয়, নারীদিগের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৈর্য্য ও ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হরণকারীদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভাবি-বস্তু-গণের মধ্যে আমি উদ্ভব, নারীদিগের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী ও বাণী তথা স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এবং মূর্ত্ত্যাদি ধর্ম্মপত্নী ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবলদেব—প্রাতিক্ষণিকানাং মৃত্যুনাং মধ্যে সর্ব্বস্মৃতিহরো মৃত্যুরহং, ভবিষ্যতাং ভাবিনাং ষণ্ণাং প্রাণিবিকারাণামুদ্ভবো জন্মাখ্যঃ প্রথমবিকারোঽহং ; নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদয়ঃ সপ্ত মদ্বিভূতয়ঃ ; দৈবতা হেতোঃ, যাসামাভাসেনাপি নরাঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তি ; তত্র কীর্ত্তির্ধাম্মিকত্বাদিসাদ্‌গুণ্যখ্যাতিঃ, শ্রীস্ত্রিবর্গসম্পৎ-কায়দ্যুতির্ব্বা, বাক্ সর্ব্বার্থব্যঞ্জকা 'সংস্কৃতভাষা,' স্মৃতিরনুভূতার্থস্মরণশক্তিঃ, মেধা বহুশাস্ত্রার্থাবধারণশক্তিঃ, ধৃতিশ্চাপল্যপ্রাপ্তৌ তন্নিবর্ত্তনশক্তিঃ, ক্ষমা হর্ষে বিষাদে চ প্রাপ্তে নির্ব্বিকারচিত্ততা ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রাতিক্ষণিক (প্রতি ক্ষণে ক্ষণে যাহা পরিবর্ত্তনশীল বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এই) মৃত্যুদিগের মধ্যে সর্ব্বস্মৃতিহর মৃত্যু আমি। ছয়টি ভাবি—ভবিষ্যৎ প্রাণিবিকারদের মধ্যে জন্মাখ্য প্রথম বিকারস্বরূপ আমি। নারীদিগের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই সাতটিই আমার বিভূতি। এই সাতটি বিভূতি দেবতাস্বরূপা ; যেহেতু যাহাদের আভাসের দ্বারাই মনুষ্যগণ শ্লাঘার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, এই সাতটির মধ্যে কীর্ত্তি—ধার্ম্মিকত্বাদিসদ্‌গুণ জন্য খ্যাতি, শ্রী—ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ সম্পৎ অথবা দেহের দ্যুতি। বাক্—সর্ব্বার্থ (যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের) ব্যঞ্জক "সংস্কৃত ভাষা", স্মৃতি—অনুভূত অর্থের স্মরণশক্তি, মেধা—বহুশাস্ত্রার্থের অবধারণ (প্রকৃত জ্ঞানের) শক্তি, ধৃতি—চঞ্চলতার কারণ বা হেতু থাকা সত্ত্বেও তাহার নিবর্ত্তনশক্তি ; ক্ষমা—হর্ষ (আনন্দ) অথবা বিষাদ উপস্থিত হইলেও চিত্তের নির্ব্বিকার-ভাব ॥ ৩৪ ॥

অনুভূষণ—সংহারকদিগের মধ্যে শ্রীভগবান্ সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ" (১১।২২।৩৯) বদ্ধজীব ছয় প্রকার বিকারের অধীন, যথা :—জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।—যাস্ক-প্রণীত নিরুক্তশাস্ত্রে ইহা পাওয়া যায়। এই ছয় প্রকার বিকারের মধ্যে উদ্ভব,—**জন্ম**—প্রথম বিকার, তাহাই শ্রীভগবানের বিভূতি। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন 'উদ্ভব' অর্থে প্রাণিগণের অভ্যুদয়। সুতরাং জীবগণের যাহা কিছু অভ্যুদয়, তাহাও শ্রীভগবানের বিভূতি।

শ্রীভগবান্ ইহাও বলিলেন যে, নারীদিগের মধ্যে কীর্ত্তি প্রভৃতি সপ্ত-দেবরূপা-স্ত্রীও তাঁহার বিভূতিস্বরূপা। যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণগ্রাম মানব লাভ করিতে পারিলে, তাহারা ধন্য, শ্লাঘনীয় ও বরণীয় হয়, সেই সকল গুণগ্রাম

মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মের পত্নীরূপে বিরাজমানা। এই জন্যই স্ত্রীজাতির মধ্যে এই সপ্ত-ধর্ম্মপত্নীকে শ্রীভগবান্ তাঁহার বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পুরাণে পাওয়া যায়,—ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হইতে ধর্ম্ম নামক পুরুষের উৎপত্তি। দক্ষের ত্রয়োদশটি কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই ত্রয়োদশটির মধ্যে এই সাতটির নাম এখানে ধৃত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসামহম্।

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—অহম্ (আমি) সাম্নাং (সামবেদের মধ্যে) বৃহৎ সাম, তথা ছন্দসাম্ (সেইরূপ ছন্দঃ গণের মধ্যে) গায়ত্রী, অহম্ (আমি) মাসানাং (মাসগণের মধ্যে) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ) ঋতূনাং (ঋতুগণের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, সেই প্রকার ছন্দঃগণের মধ্যে গায়ত্রী, মাসগণের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দদিগের মধ্যে আমি গায়ত্রী; মাসগণের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবলদেব—'বেদানাং সামবেদোঽস্মি' ইত্যুক্তং প্রাক্ ; তত্রান্যং বিশেষমাহ,—বৃহদিতি। সাম্নামৃগক্ষরারূঢ়ানাং গীতিবিশেষাণাং মধ্যে "ত্বামিদ্ধি হবামহে" ইত্যস্যামৃচি গীতিবিশেষো বৃহৎসাম,—তচ্চাতিরাত্রে পৃষ্টস্তোত্রং সর্ব্বেশ্বরত্বেনেন্দ্রস্তুতিরূপমন্যসামোৎকৃষ্টত্বাদহং ; ছন্দসাং নিয়তাক্ষরপাদত্বরূপচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং মধ্যে গায়ত্রী ঋগহং,—দ্বিজাতের্দ্বিতীয়জন্মহেতুত্বেন তস্যাঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ, "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ" ইতি ব্রহ্মাবতারত্বশ্রবণাচ্চ ; মাগশীর্ষোঽহমিত্যভিনবধান্যাদিসম্পত্ত্যা তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; কুসুমাকরো বসন্তোঽহমিতি,—শীতাতপাভাবেন, বিবিধসুগন্ধিপুষ্পময়ত্বেন, মহোৎসবহেতুত্বেন চ তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—"বেদগুলির মধ্যে আমি সামবেদ হই" ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে অন্য বিশেষের কথা বলা হইতেছে—'বৃহদিতি'। ঋক্ম ন্বস্থিত বহু গীতিবিশেষের গীতিবিশেষ সামদিগের মধ্যে "ত্বামিদ্ধি হবামহে"

এই এইরূপ ঋকৃমন্ত্রে বৃহৎসামরূপ গীতি-বিশেষ আমিই। কারণ—তাহা অতিরাত্রে যাহা পৃষ্টনামকস্তোত্রটি সর্ব্বেশ্বরত্বরূপে ইন্দ্রস্তুতিরূপ, ইহা অন্য সামগান হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া আমি সেই সাম। ছন্দদিগের—অক্ষর নিয়ম-সম্পন্ন পাদস্বরূপ ছন্দোবিশিষ্ট বেদবাক্যের মধ্যে আমি গায়ত্রীরূপা ঋক্ বাক্য, —দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের) দ্বিতীয় জন্মের হেতু (উপনয়নাদিতে) এই গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়। "গায়ত্রীই এই সর্ব্বভূতস্বরূপ যাহা এই ও অন্য কিছু"। এইরূপ গায়ত্রীর ব্রহ্মাবতারত্ব শ্রবণ করা যায়। মার্গ-শীর্ষ-মাস আমি ; কারণ এই মাসে নূতন নূতন ধান্যাদি শস্য সম্পত্তির দ্বারা এই মাস অন্য মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুসুমাকর বসন্ত ঋতু আমি—কারণ—শীত ও উষ্ণতার অভাবহেতু, এই ঋতু বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পময় বলিয়া এবং এইসব পুষ্পের দ্বারা ও এই মাসে আমার নানারকম উৎসব হয় বলিয়া এই বসন্ত ঋতু অন্য ঋতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৫ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ। এক্ষণে পুনরায় বলিতেছেন যে, সামসমূহের মধ্যে আমি 'বৃহৎ সাম'। এই সামগানে সর্ব্বেশ্বরস্বরূপ-ইন্দ্রের বিশেষস্তুতি নিবদ্ধ থাকায় ইহা অন্য সামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিবিধ ছন্দোবদ্ধ ঋক্ সমূহের মধ্যে তিনি 'গায়ত্রী' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। এই 'গায়ত্রী' বেদমাতা-রূপে পরিচিতা।

"পদানি চ্ছন্দসামহম্"—ভাঃ ১১।১৬।১২,

"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং—ভাঃ ১১।১৬।২৭।

দ্বাদশমাস-পরিপূর্ণ বৎসরের মধ্যে তিনি অর্থাৎ তাঁহার বিভূতিস্বরূপ মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস। এই মাসে শীত বা গ্রীষ্ম কোনটি অধিক থাকে না। ইহা নাতিশীতোষ্ণ। এই মাসে নানাপ্রকার বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মও অনুষ্ঠিত হয়। এই মাসে কিম্বা কিছুদিন পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব হয়। এই সময়ে গৃহস্থের গৃহে নবধান্যের আগমন হইয়া থাকে, 'হায়ণ' শব্দের অর্থ বৎসর এবং 'অগ্র' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা প্রথম।

ষড় ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত। এই বসন্ত ঋতু অতীব রমণীয়। এই বসন্তঋতু ঋতুরাজ নামেও প্রসিদ্ধ। এই ঋতুতে শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা ও

বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসবও এই ঋতুতেই পালিত হয়। ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নের পক্ষেও এই ঋতু প্রশস্ত বলিয়া কেহ কেহ বলেন ॥ ৩৫ ॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।

জয়োঽস্মিব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—অহম্ (আমি) ছলয়তাম্ (বঞ্চনকারিগণের মধ্যে) দ্যূতং (দ্যূতক্রীড়া) তেজস্বিনাম্ (তেজস্বিগণের মধ্যে) তেজঃ (তেজঃ স্বরূপ) জয়ঃ অস্মি (জয় হই) ব্যবসায়ঃ অস্মি (উদ্যোগ হই) অহম্ (আমি) সত্ত্ববতাম্ (বলবান্‌দিগের) সত্ত্বং (বলস্বরূপ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আমি প্রবঞ্চনাকারিগণের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বিগণের মধ্যে তেজ, বিজয়িগণের জয় স্বরূপ ও উদ্যমবান্ পুরুষগণের উদ্যমস্বরূপ এবং বলবান্‌-দিগের মধ্যে বলস্বরূপ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পরস্পর-বঞ্চনকারিগণের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বীদিগের মধ্যে আমি তেজঃ, উদ্যমবান্ পুরুষদিগের মধ্যে আমি জয় ও ব্যবসায় এবং বলবানদিগের মধ্যে আমি বল ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—ছলয়তাং মিথো বঞ্চনাং কুর্ব্বতাং সম্বন্ধি দ্যূতং সর্ব্বস্বহর-মক্ষদেবনাদ্যহং, তেজস্বিনাং প্রভাববতাং সম্বন্ধি তেজঃ প্রভাবোঽহং, জেতৄণাং সম্বন্ধী জয়োঽহং, ব্যবসায়িনামুদ্যমিনাং সম্বন্ধী ব্যবসায়ঃ ফলবানুদ্যমোঽহং, সত্ত্ববতাং বলিনাং সম্বন্ধী সত্ত্বং বলমহম্ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—ছলনা অর্থাৎ পরস্পর প্রবঞ্চনাকারীদের মধ্যে আমি সর্ব্বস্বহারক অক্ষ-দেবনাদি (পাশা খেলা, পণযুক্ত)-রূপ দ্যূত। তেজস্বী—অতিশয় প্রভাবশীলদিগের মধ্যে আমি তৎসম্বন্ধীয় তেজ অর্থাৎ প্রভাব। জয়শীলদিগের মধ্যে আমি তৎসম্বন্ধ বিশিষ্ট জয়। উদ্যমশীল, গুণশীলরূপ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আমি ব্যবসায় অর্থাৎ ফলবান্ উদ্যম। সত্ত্ববান্—বলশালিগণের মধ্যে আমি তৎসম্বন্ধী সত্ত্ব—বল ॥ ৩৬ ॥

অনুভূষণ—"ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ।

তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥

ভাঃ ১১।১৬।৩১ ॥ ৩৬ ॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭॥

অন্বয়—বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ অস্মি (বাসুদেব হই) পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) মুনীনাম্ অপি (মুনিগণেরও মধ্যে) অহং (আমি) ব্যাসঃ (ব্যাসদেব) কবীনাং (কবিদিগের মধ্যে) উশনাঃ কবিঃ (শুক্রনামক কবি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুন, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বৃষ্ণিদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব অর্থাৎ বলদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবিদিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবলদেব—বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবো বসুদেবপুত্রঃ সঙ্কর্ষণোঽহং ; ন চ বাসুদেবঃ কৃষ্ণোঽহমিতি ব্যাখ্যেয়ং,—তস্য স্বয়ংরূপস্য বিভূতিত্বাযোগাৎ, মহৎস্রষ্টাদীনাং বামনকপিলাদীনাঞ্চ সাক্ষাদীশ্বরত্বেঽপি বিভূতিত্বেনোক্তিঃ স্বাংশাবতারত্বাত্তেন রূপেণ চিন্ত্যত্ববিবক্ষয়া বা যুজ্যতে, স্বাংশত্বং চানভিব্যঞ্জিতসর্ব্বশক্তিত্বং বোধ্যম্ ; পাণ্ডবানাং মধ্যে ধনঞ্জয়স্ত্বমহমস্মি,—নরাবতারত্বেনান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; মুনীনাং দেবার্থমননপরাণাং মধ্যে ব্যাসো বাদরায়ণোঽহং, —মদবতারত্বেন তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; কবীনাং সূক্ষ্মার্থবিবেচকানাং মধ্যে উশনাঃ শুক্রোঽহং—যঃ কবিরিতি খ্যাতঃ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—বৃষ্ণিদিগের মধ্যে বসুদেব-পুত্র সঙ্কর্ষণ আমি, কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণ আমি, এই রকম ব্যাখ্যা অনুচিত—কারণ তাঁহার স্বয়ংরূপত্ব ; তাঁহাকে বিভূতিস্বরূপ বলা যাইতে পারে না। মহৎ-স্রষ্টৃগণের এবং বামন-কপিলাদির সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব থাকিলেও উহাদিগকে তাঁহার বিভূতিরূপেই বলা হইয়াছে। কারণ--তাঁহার নিজ অংশ হইতে উহারা অবতীর্ণ অথবা সেইরূপেই চিন্তার বিষয় বলিবার ইচ্ছার হেতু, ইহাই যুক্তিযুক্ত। স্বীয় অংশত্ব অর্থে যাহাতে সর্ব্বশক্তিত্ব অনভিব্যক্ত, তাহাকে জানিবে। পাণ্ডবদের মধ্যে তুমি যে ধনঞ্জয় সেই 'ধনঞ্জয়ই' আমি, কারণ—নররূপে অবতারত্ব (অবতীর্ণ) বলিয়া অন্য সকলের চেয়ে তোমারই শ্রেষ্ঠত্ব হেতু আমিই ধনঞ্জয়। মুনিদিগের

মধ্যে অর্থাৎ বেদার্থমনন-পরায়ণগণের মধ্যে ব্যাস অর্থাৎ 'বাদরায়ন' আমি। কারণ আমার অবতারত্বহেতু সেই বাদরায়ণের অন্যসকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব; 'কবিদিগের'—অর্থাৎ সূক্ষ্মার্থ-বিবেচকদিগের মধ্যে আমি উশনা—'শুক্রাচার্য্য' আমি—যিনি "কবি" এই নামেই বিখ্যাত ॥ ৩৭ ॥

অনুভূষণ—বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে বসুদেব-পুত্র সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ বলরাম। এস্থলে কিন্তু বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ নহেন, কারণ তিনি স্বয়ংরূপ সুতরাং তাঁহাকে বিভূতির মধ্যে গণনা উচিত নহে। সঙ্কর্ষণ তাঁহার বিভূতি।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাওয়া যায়,—

"বৃষ্ণিদিগের মধ্যে 'বাসুদেবঃ'—আমার পিতা বসুদেব আমার বিভূতি 'প্রজ্ঞা' প্রভৃতির স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়। অর্থাৎ বসুদেব-শব্দের উত্তর স্বার্থে অন্ প্রত্যয় করিয়া বাসুদেব পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

'বাসুদেবো ভগবতাং"—ভাঃ ১১।১৬।২৯,

"বীরাণামহমর্জ্জুনঃ"—ভাঃ ১১।১৬।৩৫,

"দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্যআত্মবান্"—১১।১৬।২৮ ॥৩৭॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—অহম্ (আমি) দময়তাম্ (দণ্ডকারিগণের মধ্যে) দণ্ডঃ অস্মি (হই) জিগীষতাম্ (জিগীষুগণের মধ্যে) নীতিঃ অস্মি (হই), গুহ্যানাং চ (ও গুহ্য-ধর্ম্মের মধ্যে) মৌনং অস্মি, জ্ঞানবতাম্ (জ্ঞানিগণের মধ্যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) ॥৩৮॥

অনুবাদ—আমি দমনকারিগণের মধ্যে দণ্ড, জয়-অভিলাষিগণের মধ্যে নীতি ও গুহ্যধর্ম্মের মৌন এবং জ্ঞানবান্দিগের মধ্যে জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দমনকারীদিগের মধ্যে আমি দণ্ড, জয়াভিলাষকারী-দিগের মধ্যে আমি নীতি, গুহ্যধর্ম্মের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানবানদিগের মধ্যে আমি জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবলদেব—দময়তাং দণ্ডকর্ত্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽহং—যেনোৎপথগাঃ সৎপথে চরন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ, জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী

নীতির্ন্যায়োঽহং ; গুহ্যানাং শ্রবণমননিদিধ্যাসনানাং মধ্যে মৌনমহং—ফলা-ব্যবধানেন শ্রবণাদিভ্যাং তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; জ্ঞানবতাং পরাবরতত্ত্ববিদাং সম্বন্ধী তত্তদ্বিষয়কজ্ঞানমহম্ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—দমনকর্ত্তাগণের—মধ্যে আমি তৎসম্পর্কীয় দণ্ড। যেই দণ্ডের দ্বারা উৎপথ-(কুপথ) গামিগণ সৎপথে ফিরিয়া আসে। সেই দণ্ডই আমার বিভূতি। জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি তৎসম্বন্ধী-নীতি—ন্যায় (রাজনীতি) আমিই। গুহ্যদিগের—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনগুলির মধ্যে আমি মৌন, কারণ—ফলের অব্যবধান হেতু শ্রবণাদি হইতে মৌনের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। জ্ঞানবান্দিগের—শ্রেষ্ঠ ও গৌণতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে আমি তৎসম্বন্ধী তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

অনুভূষণ—"মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্"—ভাঃ ১১।১৬।২৪।
"গুহ্যানাং সুনৃতং মৌনং"—ভাঃ ১১।১৬।২৬ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥

অন্বয়—অর্জ্জুন ! যৎ চ অপি (যাহাই) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) বীজং (বীজ) তৎ (তাহা) অহম্ (আমি) ; ময়া বিনা (আমা বিনা) যৎ স্যাৎ (যাহা হয়) তৎ (সেইরূপ) চরাচরম্ ভূতং (চরাচর কোন ভূত) ন অস্তি (নাই) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন ! সর্ব্বভূতের প্ররোহকারণ বীজ আমি, আমা বিনা চরাচর-কোন বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা নাই ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সর্ব্বভূতের প্ররোহ-কারণ বীজই আমি ; যেহেতু চরাচর মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবলদেব—যচ্চ সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং, তদপ্যহম্ ; তত্র হেতুঃ,—ন তদিতি। ময়া সর্ব্বশক্তিমতা পরেশেন বিনা যচ্চরমচরঞ্চ ভূতং তত্ত্বং স্যাত্তন্নাস্তি মৃষৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাহা সমস্ত বস্তুর বীজ অর্থাৎ মূল প্ররোহকারণ সেও আমি। সেই সম্পর্কে হেতু—'ন তদিতি'। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমা ব্যতীত চর ও অচর (স্থাবর ও জঙ্গম) প্রাণিবর্গ ও অন্য বস্তু যাহা কিছু আছে, তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ থাকিতে পারে না, উহা মিথ্যাই—এই অর্থ ॥ ৩৯ ॥

অনুভূষণ—"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্"—গীঃ ৭।১০ শ্লোক এবং ১০।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৯ ॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥

অন্বয়—পরন্তপ! মম (আমার) দিব্যানাং বিভূতীনাং (দিব্য বিভূতি সমূহের) অন্তঃ ন অস্তি (অন্ত নাই) এষ তু (কিন্তু এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বিস্তার) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নাই; কিন্তু এই বিভূতির বিস্তার সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৪০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতিগণের অন্ত নাই; তোমার নিকট কেবল নাম-মাত্র আমার বিভূতি কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব—প্রকরণমুপসংহরতি,—নান্তোঽস্তীতি। বিস্তরো বিস্তার উদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রকরণের উপসংহার করা হইতেছে—'নান্তোঽস্তীতি'। বিস্তর—বিস্তার—উদ্দেশেই অর্থাৎ একাংশ ধরিয়া বলা হইল ॥ ৪০ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ এক্ষণে বিভূতি বর্ণনার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন যে, হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার বিভূতির অন্ত নাই; তোমার নিকট কেবল একদেশমাত্র বর্ণন করিলাম।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"এতাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ সংক্ষেপেন বিভূতয়ঃ।"

অর্থাৎ তোমার নিকট সংক্ষেপে এই সকল বিভূতি কীর্ত্তিত হইল।—ভাঃ ১১।১৬।৪১ ॥ ৪০ ॥

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—যৎ যৎ সত্ত্বং এব (যে যে বস্তুই) বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্ত) উর্জ্জিতম্ বা (অথবা বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত) তৎ তৎ এব (সেই সমস্তই) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবম্ (প্রকৃতি-তেজাংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া) ত্বং (তুমি) অবগচ্ছ (জান) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যে যে বস্তুমাত্রই ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত অথবা বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত, সে-সকলই আমার তেজ অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ-সম্ভূত বলিয়া তুমি জানিবে ॥ ৪১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে-সকলকেই আমার 'বিভূতি' বলিয়া জানিবে ; সে-সমুদায়ই আমার প্রকৃতি-তেজাংশ-সম্ভূত ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব—অনুক্তা বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমাহ,—যদ্‌যদিতি। বিভূতি-মদৈশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমৎ সৌন্দর্য্যেণ সম্পত্ত্যা বা যুক্তমূর্জ্জিতং বলেন যুক্তং বা যদ্‌যৎ সত্ত্বং বস্তু ভবতি, তত্তদেব মম তেজোঽংশেন শক্তিলেশেন সম্ভবং সিদ্ধমবগচ্ছ প্রতীহীতি স্বায়ত্তত্ব-স্বব্যাপ্যত্বাভ্যাং সর্ব্বেঽভেদনির্দ্দেশা নীতা বামনাদীনাং তন্নির্দ্দেশাস্তু সঙ্গমিতাঃ সন্তি ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনুক্ত বিভূতিগুলিকে সংগ্রহ করিবার জন্য বলা হইতেছে—'যদ্‌যদিতি' (এই ত্রিলোকে) বিভূতিমান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং শ্রীমৎ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যগুণের দ্বারা অথবা সম্পত্তির দ্বারা যুক্ত অথবা উর্জিত-বলের দ্বারা যুক্ত যেই যেই সত্ত্ব—বস্তু আছে, তাহা সমুদায়ই আমার তেজাংশের দ্বারা অর্থাৎ শক্তির লেশমাত্রের দ্বারাই সম্ভব—সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা তুমি জানিবে। স্বকীয় আয়ত্তত্ব ও স্বব্যাপ্যত্বের দ্বারা সর্ব্বত্র অভেদ নির্দ্দেশ করিয়া অর্থে নীত হইয়াছে, কিন্তু বামনাদির সম্বন্ধে সেই নির্দ্দেশ সত্যরূপে যোজিত ॥ ৪১ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে অনুক্ত বিভূতিসমূহের কথাও একত্রে বলিতেছেন যে, ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সৌন্দর্য্যযুক্ত, বল-প্রভাবাদি যুক্ত সমস্ত বস্তুই আমার তেজের অংশে অর্থাৎ শক্তি-লেশের দ্বারা সিদ্ধ। সমস্ত বস্তু তাঁহার স্বীয় আয়ত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং তদ্দ্বারা ব্যাপ্য সুতরাং সকল অভেদ-পর্য্যায়ে নীত হইয়াছে। বামনাদি অবতারগণকে তদভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করা কিন্তু সঙ্গতই হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—"তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ। বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেঽংশকঃ ॥" —(১১।১৬।৪০) অর্থাৎ যে যে বস্তুতে প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, হ্রী, ত্যাগ, সৌভগ, ভাগ্য, বীর্য্য, তিতিক্ষা, এবং বিজ্ঞান দৃষ্ট হয়, সেই বস্তুই আমার অংশ।

ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃসহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।

শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভূতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্॥" ভাঃ ২।৬।৪৫

অর্থাৎ লোকে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তেজযুক্ত, ইন্দ্রিয়শক্তিযুক্ত, বলবৎ, শোভাসম্পন্ন, লজ্জাযুক্ত, বিভূতিসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্য্যবর্ণ, রূপযুক্ত এবং অরূপ, তাহা সকলই পরমতত্ত্বের বিভূতি॥ ৪১॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! অথবা এতেন (এইরূপ) বহুনা জ্ঞাতেন (বহু জ্ঞানের দ্বারা) তব কিম্? (তোমার কি প্রয়োজন?) অহং (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) একাংশেন (একাংশ-দ্বারা) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত)॥ ৪২॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! অথবা এইরূপ বহুবিধ জ্ঞানের দ্বারা তোমার কি হইবে? আমি এই সমগ্র জগৎ একাংশ-দ্বারা ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি, ইহাই জান॥ ৪২॥

ইতি—শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী-সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে বিভূতিযোগ নামক দশমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, আমার প্রকৃতি—সর্ব্বশক্তিসম্পন্না; তাহার এক-এক-প্রভাব-দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান,—জড়প্রভাব-দ্বারা জড়ীয়-সত্তায় এবং জীবপ্রভাব-দ্বারা জৈব-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্ট-জগতে সাম্বন্ধিক-ভাবে বর্ত্তমান আছি॥ ৪২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির উপদেশ হইয়াছে; তাহাতে এরূপ সন্দেহ হয় যে, অন্যান্য দেবোপাসনাতেও কৃষ্ণসেবা হইতে পারে। সেই সন্দেহ-নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ এই অধ্যায়ে কহিলেন যে, অন্যান্য বিধিরুদ্রাদি দেবগণ—আমার বিভূতিমাত্র; আমি—সকলের আদি, অজ, অনাদি ও সর্ব্বমহেশ্বর। এরূপ বিভূতি-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক জানিলে আর অনন্য-ভক্তির বাধা হয় না। আমার এক অংশ যে পরমাত্মা, তদ্দ্বারা আমি সমস্ত-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিভূতি প্রকাশ করিয়াছি। ভক্তগণ আমার বিভূতি-তত্ত্ব অবগত হইয়া ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করত শুদ্ধ-ভক্তির সহিত আমাকে শ্রীকৃষ্ণাকারে ভজন করিবেন। এই অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম, ১০ম, ও ১১শ শ্লোকে শুদ্ধভজন ও ভজনফল বলিয়াছেন। সমস্ত বিভূতির আকরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেমের প্রাপক,—ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।

ইতি—দশম-অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।

শ্রীবলদেব—এবমবয়বশো বিভূতীরুপবর্ণ্য সামস্ত্যেন তাঃ প্রাহ,—অথবেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন বিভূতিবিষয়কেণ জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনম্? হে অর্জ্জুন! চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্চিপ্রমুখং কৃৎস্নং জগদহমেকেনৈব প্রকৃত্যাদ্যন্তর্যামিণা পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য স্রষ্টৃত্বাৎ স্রষ্টা ধারকত্বাদ্ধৃত্বা ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্বা চ স্থিতোঽস্মীতি সর্জনাদীনি মদ্বিভূতয়ো মদ্ব্যাপ্তেষু সর্ব্বেষ্বৈশ্বর্য্যাদিসর্ব্বাণি বস্তূনি মদ্বিভূতিতয়া বোধ্যানীতি ॥ ৪২ ॥

> যচ্ছক্তিলেশাৎ সূর্য্যাদ্যা ভবন্ত্যত্যুগ্রতেজসঃ।
> যদংশেন ধৃতং বিশ্বং স কৃষ্ণো দশমেঽর্চ্চ্যতে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে নিজ অবয়ব (অংশ) ধরিয়া অর্থাৎ ব্যষ্টিভাবে বিভূতিগুলির বর্ণনা করিয়া সম্পূর্ণরূপে সেই সমস্ত বিভূতির বিষয়ই বলা হইতেছে—'অথবেতি'। বহু পৃথক্ পৃথক্ উপদিশ্যমান বিভূতি-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? হে অর্জ্জুন! চিৎ ও অচিদাত্মক হর-বিরিঞ্চিপ্রমুখ এই সমগ্র জগৎকে আমি একাই প্রকৃত্যাদির অন্তর্য্যামী পুরুষরূপ অংশের দ্বারা ধারণ করিয়া অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়াই আমি স্রষ্টা,

ধারকত্বরূপে ধারণ করিয়া, ব্যাপকত্বরূপে ব্যাপিয়া এবং পালকত্ব-নিবন্ধন পালন করিয়া অবস্থিত আছি। এই হেতু সৃজন প্রভৃতি সমস্তই আমার বিভূতি। আমারই ব্যাপ্তিতে (বিস্তৃতিতে) সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদি সমস্ত বস্তুই আমার বিভূতিরূপেই অবস্থিত বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥

যাঁহার বিন্দুমাত্র শক্তির প্রভাবে সূর্য্যপ্রভৃতি উগ্রতেজঃসম্পন্ন হইয়া থাকে, যাঁহার এক অংশের দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধৃত আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণই এই দশম-অধ্যায়ে অর্চ্চিত হইতেছেন।

ইতি—দশম-অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ বিভূতি-সমূহের কথা এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণন করিয়া, সম্পূর্ণভাবে বলিতেছেন যে, এরূপ পৃথক্‌ভাবে উপদিষ্ট বিভূতি-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা তোমার কি হইবে? হে অর্জ্জুন! তুমি সাকল্যে বুঝিয়া লও যে, চিৎ-জড়াত্মক, হরবিরিঞ্চিপ্রমুখ সমগ্র জগৎ, আমি একাংশে অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পুরুষরূপের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া স্রষ্টা, ধারক ও পালকরূপে অবস্থিত আছি। সুতরাং আমার সৃষ্ট ও আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, যাবতীয় বস্তু, আমারই বিভূতি, ইহা বুঝিয়া লইবে।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেব স্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশম্।
তং জীবকর্ম্মপদবীমনুবর্ত্তমানাস্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম ॥" (৩।৩১।১৬)

অর্থাৎ ভগবান্ ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে আর কেই বা সমর্থ? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে চরাচর যাবতীয় বস্তুতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফল স্বরূপ বদ্ধজীবরূপা পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপ জ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দশম-অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

দশম-অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—মদনুগ্রহায় (আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত) পরমং গুহ্যং (পরম গুহ্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ (অধ্যাত্মতত্ত্ব নামক) যৎ বচঃ (যে বাক্য) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) উক্তং (কথিত) তেন (তদ্দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (জ্ঞানের অভাব) বিগতঃ (বিদূরিত হইল) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন, আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত পরম গুহ্য অধ্যাত্মসংজ্ঞিত যে কথা তুমি বলিয়াছ, তদ্দ্বারা আমার মোহ বিদূরিত হইল ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধী তোমার পরমগুহ্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। তোমার অপ্রাকৃত অবিতর্ক্য পরম ভাব না জানিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বগত ব্যতিরেক-চিন্তারূপ মোহ-দ্বারা আমি আক্রান্ত ছিলাম। এখন স্পষ্ট জানিলাম যে, তুমি—সর্ব্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত এবং বিশ্বরূপাদি-প্রকাশ—কেবল তোমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের একাংশ-মাত্র ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—একাদশে বিশ্বরূপং বিলোক্য ত্রস্তধীঃ স্তবন্।
দর্শয়িত্বা স্বকং রূপং হরিণা হর্ষিতোঽর্জ্জুনঃ ॥

পূর্ব্বত্র 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ' ইতি বিভূতিকথনোপক্রমে 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্' ইতি তদুপসংহারে চ নিখিলবিভূত্যাশ্রয়ো মহৎস্রষ্টা পুরুষঃ স্বস্য কৃষ্ণস্যাবতারঃ; স তু মহৎস্রষ্টাদিসর্ব্বাবতারীতি তন্মুখাৎ প্রতীত্য সখ্যানন্দসিন্ধুনিমগ্নোঽর্জ্জুনস্তৎপুরুষরূপং দিদৃক্ষুঃ কৃষ্ণোক্তমনুবদতি,—মদিতি। মদনুগ্রহায়াধ্যাত্মসংজ্ঞিতং বিভূতিবিষয়কং যদ্বচস্ত্বয়োক্তং, তেন মম মোহঃ কথং বিদ্যামিত্যাদ্যুক্তো বিগতো নষ্টঃ। অধ্যাত্মমাত্মনি পরমাত্মনি ত্বয়ি যা বিভূতি-লক্ষণা সংজ্ঞা, সা জাতা। যস্য তদ্বচঃ—বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ—পরমং গুহ্যমতিরহস্যং ত্বদন্যাগম্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন অতিশয় সন্ত্রস্ত চিত্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিলে, শ্রীহরি অর্জ্জুনকে স্বকীয় রূপ দেখাইয়া আনন্দিত করিলেন।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্ব অধ্যায়ে "আমি আত্মা হে গুড়াকেশ ! সমস্ত প্রাণীর হৃদয়-মধ্যে আমি অবস্থিত" এই প্রকারে স্বীয় বিভূতি-কথনের উপক্রমে " এই সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া" এই বাক্যের দ্বারা তাহার উপসংহার পূর্ব্বক নিখিল বিভূতির আশ্রয় মহৎ-স্রষ্টা যে পুরুষ তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মহৎ-স্রষ্টাদিসর্ব্বাবতারী (মহদাদি ও সর্ব্ব অবতারের অবতারী) ইহা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সখ্য-আনন্দরূপ সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই পুরুষ-রূপ দর্শনের ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উক্ত কথাই পুনঃ বলিতেছেন—'মদিতি'। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, অধ্যাত্মসংজ্ঞিত বিভূতি-বিষয়ক যেই বাক্য তোমা কর্ত্তৃক বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা আমার মোহ যাহা "কিরূপে অবগত হইব ?" ইত্যাদি প্রকারে কথিত ; তাহা বিগত—নষ্ট হইয়াছে। আত্মাতে—পরমাত্মা তোমাতে অধ্যাত্ম—অধ্যাত্মরূপা বিভূতি সংজ্ঞা যাহার উৎপন্ন হইয়াছে—যেই তোমার বাক্য 'অধ্যাত্ম' এই পদটি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব সমাস-নিষ্পন্ন—পরমগুহ্য—অতিরহস্য অর্থাৎ ইহা তুমি ভিন্ন অন্যের অবোধ্য ॥ ১ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন—হে গুড়াকেশ অর্জ্জুন ! আমিই সমগ্র জগতের আত্মা, সর্ব্বভূত-হৃদয়ে অবস্থিত, ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, আমিই একাংশে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া, ধারণ করিয়া, ব্যাপিয়া ও পালন করিয়া অবস্থিত অর্থাৎ আমিই একাংশে স্রষ্টা, ধারক ও পালক—এই বাক্যে উপসংহার পূর্ব্বক তিনিই যে নিখিল বিভূতির আশ্রয় এবং যাবতীয় পুরুষাবতারের স্রষ্টা, সর্ব্বাবতারী ইহা জানাইলেন। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বিবরণ-শ্রবণে সখ্যানন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন অর্জ্জুন সেই পুরুষরূপ দর্শনেচ্ছু হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কথিত বিষয় পুনরুল্লেখে বলিতেছেন। আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অধ্যাত্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বিভূতিবিষয়ক তোমার কথিত বাক্য-শ্রবণে আমার মোহ অপগত হইয়াছে, পূর্ব্বে আমি যে বলিয়াছিলাম "কি প্রকারে জানিব ?" তাহাও তোমার বাক্যে জ্ঞাত হইয়াছি। 'অধ্যাত্ম' অর্থাৎ পরমাত্মা তোমাতে যে সকল বিভূতি আছে, তাহার জ্ঞান আমার জাত হইয়াছে।

তোমার বাক্য অতিশয় রহস্যময় বলিয়া গুহ্য হইলেও অর্থাৎ তুমি ব্যতীত অন্যের অগম্য হইলেও, তোমার কৃপায় তোমার বাক্য-শ্রবণে আমার জ্ঞানাভাব দূরীভূত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—কমলপত্রাক্ষ! ত্বত্তঃ হি (তোমার নিকট হইতেই) ভূতানাং (ভূতগণের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতরূপে) শ্রুতৌ (শ্রুত হইয়াছে) চ (এবং) অব্যয়ম্ (নিত্য) মাহাত্ম্যম্ অপি (মাহাত্ম্যও) শ্রুতং (শ্রুত হইল) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার নিকট হইতেই জীবগণের সৃষ্টি ও সংহারের বিষয় বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিলাম এবং তোমার অব্যয় মহিমাও শুনিলাম ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার ভূতসকলের সৃষ্টি ও সংহারসম্বন্ধী সাম্বন্ধিক ভাব ও অব্যয় মাহাত্ম্যরূপ স্বরূপগত ভাব, এতদুভয়-তত্ত্বই বিস্তৃতভাবে অবগত হইলাম ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চ ভবেতি। হে কমলপত্রাক্ষ!—কমলপত্রে ইবাতিরম্যে দীর্ঘরক্তান্তে চাক্ষিণী যস্যেতি প্রেমাতিশয়াৎ সৌন্দর্য্যাতিশয়োল্লেখঃ। ত্বত্তস্ত্ব-দ্ধেতুকৌ ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সর্গপ্রলয়ৌ ময়া ত্বত্তঃ সকাশাদ্বিস্তরশোঽসকৃৎ শ্রুতৌ 'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা' ইত্যাদিনাব্যয়ং নিত্যং মাহাত্ম্যমৈশ্বর্য্যং চ তব সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপ্যসঙ্গত্ব-মিত্যেবমাদি ত্বত্ত এব ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতং—'ময়া ততমিদং সর্ব্বম্' ইত্যাদিভিঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—আর এক কথা—'ভবেতি,' হে কমলপত্রাক্ষ! পদ্মপলাশ-লোচন অর্থাৎ কমল (পদ্ম) পত্রের ন্যায় অতিশয় সুন্দর ও দীর্ঘরক্তান্ত অক্ষি (চোখ) দুইটি যাঁহার তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ! এই সম্বোধনটি-দ্বারা প্রেমাতিশয় হেতু—সৌন্দর্য্যের আতিশয্য উল্লেখ করা হইয়াছে। তোমা হইতে পাঞ্চভৌতিক প্রাণিবর্গের ভব (উৎপত্তি) অপ্যয় (প্রলয়) অর্থাৎ সেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের হেতু তুমি, সেই সর্গ-প্রলয় আমাকর্ত্তৃক তোমার নিকট হইতে বিস্তারিতভাবে বার বার শ্রুত হইয়াছে। "আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তিকর্ত্তা, স্থিতিহেতু

ও প্রলয়কর্ত্তা” ইত্যাদির দ্বারা তোমার অব্যয় অর্থাৎ নিত্য মাহাত্ম্য ও নিত্য ঐশ্বর্য্য, তোমার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বসত্ত্বেও নির্ব্বিকারত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব সত্ত্বেও অসঙ্গত্ব এই প্রকার কথা তোমা হইতেই আমি বিস্তৃতভাবে শুনিয়াছি। “আমাকর্ত্তৃক এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন আরও বলিলেন, হে কমলপত্রাক্ষ! এই সম্বোধনে ইহাই বুঝাইতেছে যে, কমলপত্রের ন্যায় অতিশয় রমণীয় অর্থাৎ শ্বেত অথচ রক্তবর্ণের আভা ও রেখা যুক্ত সুবিস্তৃত বিশাল নয়ন যাঁহার। ইহা দ্বারা অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমাতিশয় ব্যক্ত হইতেছে, তজ্জন্যই এই সৌন্দর্য্যাতিশয়ের উল্লেখ।

ভূতগণের সর্গ ও প্রলয়ের তুমিই যে, হেতু তাহা তোমার নিকট বহুবার বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। 'আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের হেতু'—(গীঃ ৭।৬) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তোমার অব্যয়—নিত্য মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও 'নির্ব্বিকার', এবং সর্ব্ববিষয়ের প্রশাসন-কর্ত্তারূপে নিয়ন্তা হইয়াও 'অসঙ্গ' ইত্যাদি বাক্য তোমার নিকট হইতে বিস্তর শ্রবণ করিয়াছি। তোমা দ্বারাই সমগ্র জগত ব্যাপ্ত ইত্যাদি বাক্যও এই ষট্‌কে নবম অধ্যায়ে তুমি বলিয়াছ, তাহা আমি অবধারণ করিয়াছি ॥ ২ ॥

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ।

অন্বয়—পরমেশ্বর! ত্বম্ (তুমি) আত্মানং (নিজেকে) যথা (যেরূপ) আত্থ (বলিলে) এতৎ (ইহা) এবম্ (এইরূপ) [তথাপি] পুরুষোত্তম! তে (তোমার) ঐশ্বরং রূপম্ (ঐশ্বরিক রূপকে) দ্রষ্টুম্ (দর্শন করিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর! তোমার সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছ, তাহা সেই রূপই, তথাপি হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ঐশ্বর্য্যময়রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পুরুষোত্তম! হে পরমেশ্বর! তোমার স্বরূপতত্ত্ব লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু আপাততঃ সৃষ্টিসময়ে তোমার স্বরূপকে তুমি যেরূপে জগন্মধ্যস্থ করিয়াছ, তোমার সেই ঐশ্বর-রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—এবমিতি। 'বিষ্টভ্যাহমিদম্' ইত্যাদিনা যথা ত্বমাত্মানং ত্বমাত্থ ব্রবীষি তদেতদেবমেব ন তত্র মে সংশয়লেশোঽপি, তথাপি তবৈশ্বরং সর্ব্বপ্রশাস্তৃ তদ্রূপমহং কৌতুকাদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছামি। হে পরমেশ্বর, হে পুরুষোত্তমেতি সম্বোধয়ন্ মম তদ্দিদৃক্ষাং জানাস্যেব, তাং পূরয়েতি ব্যঞ্জয়তি,—মধুররসাস্বাদিনঃ কটুরসজিঘৃক্ষাবত্ত্বন্মাধুর্য্যানুভবিনো মে ত্বদৈশ্বর্য্যানুবুভূষাভ্যুদেতীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—'এবমিতি', আমি এই বিশ্বকে শরীরের একাংশ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া আছি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যেরূপ তুমি স্বীয় আত্মাকে বলিতেছ, তাহা এই প্রকারই বটে; সেখানে আমার সন্দেহের লেশমাত্র নাই। তথাপি তোমার ঐশ্বররূপ অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ামকস্বরূপ তোমার সেই রূপ কৌতুকবশতঃ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।

হে পুরুষোত্তম! হে পরমেশ্বর! এই দুইরূপে সম্বোধন করিয়া অর্জ্জুন অভিব্যক্ত করিতেছেন যে, আমার সেই রূপদর্শনের ইচ্ছা তুমি জানিতেছই, তবে তাহা পূরণ কর! ভাবার্থ এই—যেমন মধুর রসের আস্বাদনকারী ব্যক্তির কটুরস খাইতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ তোমার মাধুর্য্যানুভবকারী আমার তোমার ঐশ্বর্য্যানুভবের ইচ্ছা উদিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন এক্ষণে শ্রীভগবানের ঐশ্বরিক-রূপদর্শনের অভিলাষী হইয়া বলিতেছেন, হে পরমেশ্বর! 'একাংশে আমি এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি,' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তোমার ঐশ্বর্য্যের কথা যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমার লেশমাত্রও সংশয় নাই, কিন্তু তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপটী দর্শনের জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। হে পুরুষোত্তম্! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, সুতরাং আমার অন্তরের এই অভিলাষের বিষয়ও তুমি জান, অতএব আমার এই আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ কর। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, অর্জ্জুন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ, সখ্যভাবে দর্শন করিতে পাইয়াও পুনরায় কেন ঐশ্বর্য্যদ্যোতক বিরাট্ বা বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মধুররস-আস্বাদনকারী ব্যক্তির যেমন কখনও কখনও কটুরস-সেবনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সেইরূপ নিয়ত শ্রীভগবানের মাধুর্য্যানুভবকারী অর্জ্জুনেরও তাঁহার ঐশ্বর্য্যসূচক বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষ জাগিয়াছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই যে, যদি শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও

মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্জ্জুনের কোন অবিশ্বাস নাই কিন্তু তাহা হইলেও নিজেকে কৃতার্থ করিবার বাসনায় সেই ঐশ্বররূপ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩ ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—প্রভো! যদি তৎ (সেই রূপ) ময়া দ্রষ্টুম্ শক্যম্ (আমার দর্শন যোগ্য) ইতি মন্যসে (ইহা মনে কর) ততঃ (তাহা হইলে) যোগেশ্বর! ত্বম্ (তুমি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (নিত্য) আত্মানম্ (আত্মস্বরূপ) দর্শয় (দেখাও) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো! যদি তোমার সেই রূপ আমাকর্ত্তৃক দর্শন করিবার যোগ্য মনে কর, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! তুমি আমাকে তোমার নিত্য-স্বরূপ দর্শন করাও ॥ ৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীব—অনুচৈতন্য, অতএব বিভুচৈতন্যের ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষ্য করিতে পারে না; আমি—জীব, তোমার অনুগ্রহবশতঃ তোমার স্বরূপ-তত্ত্বে অধিকার লাভ করিয়াও জীবচিন্তাতীত তোমার ঐশ্বর-স্বরূপের পরিমাণে সমর্থ নই। যোগেশ্বর তুমি—আমার প্রভু; তোমার অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে তোমার যোগৈশ্বর্য্য [যাহা—স্বরূপতঃ অব্যয় ও চিৎস্বরূপ] আমাকে দেখাও ॥ ৪ ॥

শ্রীবলদেব—ঐশ্বর্য্যদর্শনে ভগবৎসম্মতিং গৃহ্লাতি,—মন্যসে যদীতি। জানাসীচ্ছসি বেত্যর্থঃ। হে প্রভো—সর্ব্বস্বামিন্! যোগেশ্বরেতি সম্বোধয়ন্ন-যোগ্যস্য মে ত্বদ্দর্শনে ত্বচ্ছক্তিরেব হেতুরিতি ব্যঞ্জয়তি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—ঐশ্বর্য্য দর্শন-বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি গ্রহণ করা হইতেছে—'মন্যসে যদীতি,' জান বা ইচ্ছা কর। হে প্রভো! হে সর্ব্বস্বামিন্! যোগেশ্বর! ইতি সম্বোধনের দ্বারা অযোগ্য আমার তোমার ঐশ্বর্য্য-দর্শনে (আমার যোগ্যতা না থাকিলেও) তোমার শক্তিই হেতু, ইহা ধ্বনিত করা হইতেছে ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীভগবানের ঐশ্বরিকরূপ দর্শনের প্রার্থনা জানাইয়া বর্ত্তমানে তাঁহার সম্মতি লইতেছেন। হে প্রভো! হে সর্ব্বস্বামিন্! হে যোগেশ্বর! আমি প্রার্থনা করিলেও আপনি প্রভু এবং সর্ব্বস্বামী আপনার

ইচ্ছা ও কৃপা এক্ষেত্রে সর্ব্বোপরি বিরাজিত, সুতরাং আমার প্রার্থিত বিষয়-দর্শনে আমি অযোগ্য হইলেও, আপনি যোগৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়াই দর্শনার্থী হইয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহলাভের যোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে আপনার কথিত অব্যয় স্বরূপ আমাকে প্রদর্শন করান ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—পার্থ! মে (আমার) নানাবিধানি (নানা-বিধ) নানাবর্ণাকৃতীনি চ (এবং বহুবর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ (আরও) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) দিব্যানি রূপাণি (দিব্য রূপ সকল) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি আমার বহুপ্রকার এবং বিবিধবর্ণ ও আকৃতিসম্পন্ন শত-শত, সহস্র-সহস্র অলৌকিক রূপসমূহ দর্শন কর ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ; আমার শত-শত ও সহস্র-সহস্র নানাবিধ দিব্য রূপ এবং নানাবর্ণ আকৃতি প্রত্যক্ষ কর ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবমভ্যর্থিতো ভগবান্ প্রকৃত্যন্তর্য্যামিণং সহস্রশিরসং প্রশান্তত্বপ্রধানং দেবাকারং স্বাংশং প্রদর্শয়িতুং প্রকৃতোপযোগিত্বাত্তত্রৈব কালাত্মকতাঞ্চ বোধয়িতুমর্জ্জুনমবধাপয়তীত্যাহ,—পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। 'পশ্য' ইতি পদাবৃত্তির্দর্শনীয়ানাং রূপাণামত্যদ্ভুতত্বদ্যোতনার্থা চ বোধ্যা। মে মম সহস্রশীর্ষাকারেণ ভাসমানস্যৈকস্যৈব শতানি সহস্রাণি চ বিভূতিভূতানি রূপাণি পশ্য,—'অহে লোট্'—তানি দ্রষ্টুমর্হো ভবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রকৃতির অন্তর্য্যামী, সহস্র মস্তক-সম্পন্ন, প্রশান্তত্ব-প্রধান, দেবাকার, স্বীয় অংশকে দেখাইবার জন্য প্রক্রান্ত-বিষয়ের উপযোগিত্বহেতু তাহাতেই কালাত্মক-তাকে বুঝাইবার জন্য অর্জ্জুনকে অবহিত করাইতেছেন, ইহাই বলা হইতেছে —'পশ্যেতি' চারিটি শ্লোকে; প্রতি শ্লোকে "দেখ" এই পদাবৃত্তি দর্শনীয়

রূপগুলির অতিশয় অদ্ভুতত্ব দ্যোতনের জন্য জানিবে। সহস্র-শীর্ষাকারে ভাসমান (দীপ্যমান) আমার একেরই শত সহস্র বিভূতিময় রূপগুলি দেখ। ‘পশ্য’ এই পদে লোট্ বিভক্তি অর্হার্থে, সূত্র যথা অর্হে লোট্—সেইগুলি দেখিবার যোগ্য তুমি হও ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—বিশ্বরূপ-দর্শনের বাসনায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রার্থনা জানাইলে, শ্রীভগবান্ তাহাকে প্রকৃতির অন্তর্য্যামী ‘সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ’-রূপ (যাহা পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছে) প্রশাসকত্ব-প্রধান, দেবাকার স্বীয় স্বাংশতত্ত্বকে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, প্রকৃত-উপযোগীহেতু তাঁহার কালাত্মকতাও বুঝাইবার জন্য, অর্জ্জুনকে অবধান করাইতেছেন অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে—‘দেখ,’ আমার সহস্রশীর্ষাকারে ভাসমান রূপের একেরই শত-সহস্র বিভূতি-সম্পন্ন রূপসমূহ, তাহা তুমি দেখিবার যোগ্য হও, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এস্থলে ‘পার্থ’ সম্বোধনের দ্বারা স্বকীয় সম্বন্ধও জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

অন্বয়—ভারত! আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্যকে) বসূন্ (অষ্টবসুকে) রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্রকে) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে) তথা (এবং) মরুতঃ (ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুকে) পশ্য (দর্শন কর) অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব্ব) বহূনি (বিবিধ) আশ্চর্য্যাণি (আশ্চর্য্যরূপসমূহ) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে ভারত! তুমি আদিত্যগণকে, বসুগণকে, রুদ্রগণকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথা মরুদ্‌গণকে দর্শন কর, পূর্ব্বে দেখ নাই এমন বহু অদ্ভুত রূপ দর্শন কর ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ভারত! আদিত্যসকল, বসুসকল, রুদ্রসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুৎসকল এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপ দেখ ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—তান্যেকদেশতঃ প্রাহ,—পশ্যাদিত্যানিতি দ্বাভ্যাম্। অদৃষ্টপূর্ব্বাণীতি ত্বয়ান্যৈশ্চ পূর্ব্বমদৃষ্টানি আশ্চর্য্যাণ্যদ্ভুতানি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেইগুলি আমার একদেশেই আছে বলা হইতেছে—‘পশ্যাদিত্যানিত্যাদি’ দুইটি শ্লোকে, অদৃষ্টপূর্ব্বসকল ইহা তোমাকর্ত্তৃক এবং অন্য কর্ত্তৃক পূর্ব্বে দৃষ্ট না হইলেও, আশ্চর্য্য অর্থাৎ অদ্ভুত ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে যে বলিয়াছেন, আমার একরূপের মধ্যেই বহুপ্রকার রূপ দেখ। তাহাই এক্ষণে দুইটি শ্লোকে 'আদিত্যাদিকে দেখ' বলিয়া, একদেশ বর্ণন করিতেছেন। ইহা অদৃষ্টপূর্ব্ব অর্থাৎ অর্জ্জুন ব্যতীত পূর্ব্বে অন্য কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। এই আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুতরূপ সমূহ তুমিই দেখ।

এস্থলেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে 'ভারত' সম্বোধনে ইহাই জ্ঞাপন করিতেছেন যে, পরম পুণ্যবান্ পরম ভক্ত রাজর্ষি ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনও পরম 'ধার্ম্মিক' ও ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ॥ ৬ ॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

অন্বয়—গুড়াকেশ! ইহ (এই) মম দেহে (আমার দেহ মধ্যে) একস্থং (একত্রস্থিত) সচরাচরম্ (চরাচর সহিত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) যৎ চ অন্যৎ (এবং অন্য যাহা কিছু) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি (দেখিতে ইচ্ছা কর) অদ্য (এক্ষণে) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে গুড়াকেশ! আমার এই দেহে একদেশে অবস্থিত চরাচর সমগ্র বিশ্বকে দর্শন কর এবং অন্য যে কিছু দেখিতে চাও তাহাও এক্ষণে দর্শন কর ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সচরাচর জগৎ ও যাহা-কিছু দেখিতে চাও, সমস্তই—আমার এই ঐশ্বর-রূপস্থ। অতএব, হে গুড়াকেশ! সেই সমুদায়ই তুমি আমার কৃষ্ণ-স্বরূপের একদেশে দর্শন কর ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চেহ মম দেহে একস্থমেকদেশস্থিতং সচরাচরং কৃৎস্নং জগত্ত্বমদ্যাধুনৈব পশ্য; যত্তত্র তত্র পরিভ্রমতা ত্বয়া বর্ষাযুতৈরপি দ্রষ্টুমশক্যং, তদেকদৈবৈকত্রৈব মদনুগ্রহাদবলোকয়েত্যর্থঃ। যচ্চ জগদাশ্রয়ভূতং প্রধান-মহদাদিকারণস্বরূপং স্বজয়পরাজয়াদিকং চান্যদদ্রষ্টুমিচ্ছসি, তদপি পশ্য ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—আরও এই আমার দেহে—একদেশস্থিত সচরাচর সমগ্র জগৎ তুমি আজ এখনই দেখ—যাহা সেখানে সেখানে পরিভ্রমণ করিয়াও তোমার দশ সহস্র-বর্ষের দ্বারাও দেখার সম্ভাবনা নাই, তাহা এক সময়েই একত্রেই আমার অনুগ্রহবশতঃ অবলোকন কর। এবং যাহা জগতের আশ্রয়-ভূত, প্রধান ও মহদাদির কারণস্বরূপ, নিজের (এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে) জয় কি পরাজয়াদি হইবে এবং অন্য যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও দেখ ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার এই বিশ্বরূপের মধ্যে সচরাচর সমগ্র জগৎ অদ্য এখনই দেখ। তুমি অযুতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিতে পাইবে না, তাহা আমার এই দেহে একত্র, একসময়ে আমার অনুগ্রহে অবলোকন কর। জগতের আশ্রয়ভূত প্রধান ও মহদাদির কারণস্বরূপকে দেখ, এমন কি, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তোমার জয় ও পরাজয় কি হইবে, তাহাও দেখ এবং অন্য যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও আজ এক্ষণে দর্শন কর।

এখানেও শ্রীভগবান্ 'গুড়াকেশ' সম্বোধনে ইহাই জানাইতেছেন যে, অর্জ্জুন যখন জিতনিদ্র তখন অতন্দ্রিতভাবে দর্শন করিলে সকলই দেখিতে পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে মা যশোদাকে তাঁহার মুখবিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আজ অর্জ্জুনকে **বিশ্বরূপ** প্রদর্শন করাইতে গিয়া, এক দেহে, একত্র সমগ্র জগৎ এবং জগতের যাবতীয় জীবের সমগ্র ব্যাপার প্রদর্শন করাইয়া বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি জিতনিদ্র সুতরাং সাবধানে সমগ্র বিষয় অবলোকন কর, এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের সম্বন্ধে তুমি পূর্ব্বে যে সমুদয় আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছ; আমার এই দিব্যরূপ দর্শনে তোমার সে সমস্ত আশঙ্কা তো দূরীভূত হইবেই পরন্তু তুমি জানিতে পারিবে যে, এই জগতের সকল বিষয়ই বিধিকর্ত্তৃক নিয়োজিত ব্যবস্থামাত্র ॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—অনেন (এই) স্বচক্ষুষা এব তু (নিজচক্ষুর দ্বারাই কিন্তু) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না) [অতএব] তে (তোমাকে) দিব্যম্ চক্ষুঃ (দিব্য চক্ষু) দদামি (প্রদান করিতেছি) মে (আমার) ঐশ্বরম্ (ঐশ্বরিক) যোগম্ (শক্তিকে) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কিন্তু তুমি এই চক্ষুর দ্বারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক-শক্তি দর্শন কর ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি—আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরুপাধিক-চক্ষুর্দ্বারা আমার কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিয়া থাক। আমার যোগৈশ্বর্য্যময়

স্বরূপটি—সাম্বন্ধিকভাব-গত, নিরুপাধিক-চক্ষুর্দ্বারা লক্ষিত হয় না ; জড়দর্শী স্থূল চক্ষুও আমার ঐশ্বর-স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারে না। যে চক্ষু—সোপাধিক, কিন্তু স্থূল নয়, তাহাকে 'দিব্যচক্ষু' বলা যায়। সেই দিব্যচক্ষু তোমাকে আমি দান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর-স্বরূপ দর্শন কর। যুক্তি-বাদী লব্ধদিব্যচক্ষু ব্যক্তিগণ আমার নিরুপাধিক কৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর-রূপে সহজেই প্রীতি-লাভ করেন ; যেহেতু তাঁহাদের নিরুপাধিক স্বচক্ষু নিমীলিত থাকে ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—'মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্' ইত্যর্জ্জুনপ্রার্থিতং সম্পাদয়ন্নিরতং, বিস্মিতং কর্ত্তুং তস্মৈ স্বদেবাকারগ্রাহি দিব্যং চক্ষুর্ভগবান্ দদাবিত্যাহ,—ন তু মামিতি। অনেনৈব মন্মাধুর্য্যৈকান্তেন স্বচক্ষুষা যুগপদ্বিভাতসহস্রসূর্য্যপ্রখ্যং সহস্রশিরস্কং মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ন শক্নোষি ; অতস্তে দিব্যং চক্ষুর্দদামি,—যথাহমাত্মানমতিপ্রবাহাক্রান্তং ব্যনজ্মি, তথা ত্বচ্চক্ষুশ্চেতি ভাবঃ ; তেন মমৈশ্বরং যোগং রূপং ত্বং পশ্য ;—'যুজ্যতে অনেন' ইতি ব্যুৎপত্তের্যোগো রূপং—'পরমং রূপমৈশ্বরম্' ইত্যগ্রিমাচ্চ ; অত্র দিব্যং চক্ষুরেব দত্তং, ন তু দিব্যং মনোঽপীতি বোধ্যম্ ; তাদৃশে মনসি দত্তে, তস্য তদ্রূপে রুচিপ্রসঙ্গাদিহ দিব্যদৃষ্টিদানেন লিঙ্গেন পার্থসারথিরূপাৎ সহস্রশিরসো বিশ্বরূপস্যাধিক্যমিতি যদ্বদন্তি, তত্ত্বগ্রে নিরস্যম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—(যদি মনে কর তাহার দর্শনে আমি সক্ষম) এইরূপ অর্জ্জুনের প্রার্থনাকে পূরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিরত বিস্মিত করিবার জন্য তাঁহাকে (অর্জ্জুনকে) স্বীয় দেবাকার দর্শনে সমর্থ দিব্যচক্ষুঃ দিয়াছিলেন, ইহাই বলা হইতেছে—'ন তু মামিতি'। এই আমার মাধুর্য্যের প্রতি ঐকান্তিক-ভাবপূর্ণ নিজের চক্ষুর দ্বারা যুগপৎ (একসঙ্গে) উদিত সহস্র সূর্য্যের মত উজ্জ্বল, সহস্রশিরঃসম্পন্ন আমাকে দেখিতে তুমি সক্ষম হইবে না। এইজন্যই তোমাকে আমি দিব্য চক্ষুঃ দান করিতেছি—যেমন আমি নিজকে অতিশয় প্রবাহাক্রান্তরূপে ব্যক্ত (প্রকাশ) করিতেছি, তেমন (তদুপযোগী) চক্ষুও তোমাকে দান করিতেছি,—ইহাই ভাবার্থ। সেই চক্ষুর দ্বারাই তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ রূপ দেখ—'যুক্ত হয় ইহার দ্বারা' এই ব্যুৎপত্তিহেতু যোগশব্দের অর্থ রূপ—'পরম ঐশ্বরিক রূপ' পরে বক্ষ্যমাণ বাক্য হইতেও যোগ-শব্দের অর্থ 'রূপ' জ্ঞাতব্য। এখানে দিব্য চক্ষুই দান করা হইল, দিব্য মন কিন্তু

নহে, ইহাই জানিবে। সেই রকম মন দান করিলে, তাঁহার সেইরূপে রুচি হইতে পারে ; এখানে দিব্যদৃষ্টি-দানরূপ প্রমাণ-দ্বারা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ হইতে সহস্রশিরঃসম্পন্ন বিশ্বরূপের আধিক্য এই যাহা বলা হইতেছে, তাহা অগ্রেই নিরস্ত করা হইবে ॥ ৮ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন পূর্ব্বে (৪র্থ শ্লোকে) শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন যে, হে প্রভো ! যদি তোমার সেই রূপ আমার দর্শনযোগ্য মনে কর, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর ! তুমি আমাকে সেই অব্যয় রূপ দেখাও। অর্জ্জুনের এই প্রার্থিত বিষয় সম্পাদন-মানসে অর্জ্জুনকে বিস্ময়াবিষ্ট করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ স্বীয় দেবাকার-গ্রহণক্ষম দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, আমার ঐকান্তিক মাধুর্য্যরূপ সর্ব্বদা দর্শনে সমর্থ ও অভ্যস্ত তোমার চক্ষুর দ্বারা যুগপৎ একত্রে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও জ্যোতির্ম্ময়, সহস্র মস্তক যুক্ত, আমার বিরাট্ রূপকে তুমি দেখিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি। আমি সম্প্রতি যেমন আমাকে অতি বিশাল-আকারে ব্যক্ত করিব, তোমার চক্ষুও তদ্বৎ বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন হইবে। সেই মৎ-প্রদত্ত শক্তিসম্পন্ন চক্ষুদ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন কর। 'যাহা দ্বারা যুক্ত হয়,' তাহাই যোগ বা রূপ, ইহাই 'যোগ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। অগ্রেও পাওয়া যাইবে যে, আমার এই ঐশ্বরিক-রূপ পরম রূপ। এস্থলে অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদানের কথা উল্লিখিত আছে কিন্তু দিব্য মনও প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা নয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাদৃশ মন প্রদত্ত হইলে, তাঁহার তদ্রূপেই রুচি হইত। দিব্যদৃষ্টি-দানের দ্বারা পার্থসারথিরূপ হইতে সহস্রশিরঃসম্পন্ন বিশ্বরূপের আধিক্য যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পরে নিরস্ত করা হইবে। অর্জ্জুন প্রথমে বিশ্বরূপ দর্শনে বিস্মিত হইলেও পরবর্ত্তীকালে সচ্চিদানন্দময় দ্বিভূজরূপই সর্ব্বোপরি-তত্ত্ব ; ইহাই জানাইলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"এই রূপকে অর্জ্জুন ইন্দ্রজাল বা মায়াময় বলিয়া মনে না করে কিন্তু সচ্চিদানন্দময়ই। সর্ব্বজগৎ যাহার অন্তর্ভূত, সেই স্বরূপ যে অতীন্দ্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করাইবার জন্য বলিতেছেন—'ন তু' ইত্যাদি। 'অনেনৈব'—প্রাকৃত 'স্বচক্ষুষা'—নিজচক্ষুদ্বারা 'মাং'—চিদ্ঘনাকার আমাকে 'দ্রষ্টুং ন শক্যসে'

—দর্শন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব তোমাকে 'দিব্যম্'—অপ্রাকৃত চক্ষু দিতেছি, সেই চক্ষুরই দ্বারা দর্শন কর—প্রাকৃত নরাভিমানী অর্জ্জুনকে কোন প্রকার চমৎকার পাওয়াইবার জন্যই, যেহেতু অর্জ্জুন ভগবানের মুখ্য পার্ষদ এবং নরাবতার বলিয়া প্রাকৃত নরের ন্যায় তিনি চর্ম্মচক্ষুষ্ক নহেন। অন্যপক্ষে যিনি স্বচক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ ভগবানের মাধুর্য্যই সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করেন, সেই অর্জ্জুন সেই চক্ষুদ্বারা ভগবানের অংশ (বিশ্বরূপ) দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া দিব্য চক্ষু গ্রহণ করিবেন, ইহা কোন ন্যায়ে ? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন —যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চক্ষু ভগবানের নরলীলারূপমহামাধুর্য্যৈকগ্রাহী, সে চক্ষু অনন্যভক্তের ন্যায় ভগবানের দেবলীলারূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনে প্রবৃত্ত হয় না—যে রসনা সিতোপল বা মিছরীর আস্বাদন করে, তাহা গুড়খণ্ড আস্বাদন করিতে পারে না। সেই জন্য অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে চমৎকার-বিশেষ প্রদানের জন্য দেবলীলারূপ ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করাইতে ভগবান্ (তাঁহাকে) প্রেমরসের অননুকূল দিব্য অর্থাৎ অমানুষ চক্ষুই প্রদান করিয়াছিলেন। আর দিব্যচক্ষুদানের অভিপ্রায় এই অধ্যায়ের শেষে ব্যক্ত হইবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—"একদার্ভকমাদায়......আসীৎ সুবিস্মিতা ॥" ১০।৭।৩৪-৩৭। একদিন যশোদা দেবী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক স্তনদুগ্ধ পান করাইবার কালে তাঁহার মনোহর ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদন চুম্বন করিতে থাকিলে, তিনি জৃম্ভন্ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার মুখমধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন। মৃগনয়না যশোদা সহসা শিশুমুখে এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কম্পিত কলেবরে নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকার মর্ম্মে পাই—যে "মাতা যশোদা এজন্য কোন দিব্যদৃষ্ট্যাদি প্রাপ্ত হন নাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দলক্ষ্মীর দাসীস্বরূপা কোন এই শক্তি উপস্থিত হইয়া তখন অদ্ভুতত্ব হেতু তাদৃশ লীলোদয়াবসরে স্বদাস্য-প্রকাশ পূর্ব্বক বিস্ময়ের দ্বারা আত্মেশ্বরী যশোদাকে উল্লসিত করিবার জন্যই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই—"এই ঐশ্বরী শক্তি যশোদার বাৎসল্যজ্ঞান শিথিল করিতে পারে নাই। শ্রীহরির এই শক্তি প্রেমদেবীর পরীক্ষার নিমিত্ত আগমন করিয়া তাঁহার দাসীত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়—"একদা ক্রীড়মানাস্তে...ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্"—

(১০।৮।৩২-৩৯), একদিন রাম প্রভৃতি গোপবালকগণ মা যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণের কথা জানাইলে, মা যখন হস্তধারণ পূর্ব্বক ভৎর্সনা করিতেছিলেন, তখন ভয়চকিত দৃষ্টিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ—আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই, ইহারা সকলে মিথ্যাবাদী, সাক্ষাতেই আমার মুখ দেখুন বলিয়া যখন মুখব্যাদন করিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের মুখ-মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম-অন্তরীক্ষাদি যাবতীয় বিশ্ব ও নিজধামাদি দর্শন করাইলেন। মাধুর্য্যলীলায় ঐশ্বর্য্য আদৃত না হইলেও উপযুক্ত কালে ঐশ্বর্য্য স্বয়ং প্রকটিত হয় অর্থাৎ মাধুর্য্যলীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকটিত না হইলেও তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নিলয়। লীলাবিশেষে উদয়ের আবশ্যকতা হইলেই ঐশ্বর্য্য স্বতঃ প্রকাশ হইয়া থাকে।” এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই—সত্যসঙ্কল্পতা শক্তি-দ্বারা প্রেরিতা ঐশ্বরী-শক্তি স্বয়ং প্রকটিত হইয়া বিশ্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক যশোদাকে বিস্ময়-রসে নিমগ্ন করিয়া পুত্রভৎর্সন ফল—কোপ বিস্মরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ামনুজ বালক সুতরাং ক্রীড়ার্থ লীলা-পোষকতায় ভক্ত-সন্তোষের জন্য বা ভক্তের প্রেমা বর্দ্ধনের জন্য লীলা বিস্তার পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।” শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়—শ্রীগৌরসুন্দর একদিন অদ্বৈত প্রভুকে তাঁহার মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিতে বলিলেন,—

“অদ্বৈত বলয়ে—“প্রভু পুর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় করে॥”
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিকে সৈন্য-দলে মহা-যুদ্ধ পথ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদী, উপবনে॥
কোটী চক্ষু, বাহু, মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন॥” (মধ্য—২৪।৪৭-৫১।)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অন্তর্য্যামীরূপে ইহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং এই বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন।

"প্রভু প্রভু' বলি' স্তুতি করে দুইজন।
বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন ॥"—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৪।৬৬) ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ,—রাজন্! মহাযোগেশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বর) হরিঃ (শ্রীহরি) এবম্ উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) ততঃ (তারপর) পার্থায় (পার্থকে) পরমং ঐশ্বরম্ রূপম্ (পরম ঐশ্বর রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন,—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বররূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এই প্রকার উক্তি করিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বর-রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—এবমুক্ত্বা হরিঃ পার্থায় বিশ্বরূপং দর্শিতবান্। তচ্চ রূপং বীক্ষ্য পার্থো হরিমেবং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং সঞ্জয়ঃ প্রাহ,—এবমিতি ষড়্ভিঃ। ততো দিব্যচক্ষুর্দানানন্তরং হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার বলিয়া শ্রীহরি পার্থকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। সেই রূপ দেখিয়া পার্থ অর্জ্জুন শ্রীহরিকে এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলেন। এই অর্থই সঞ্জয় বিশেষভাবে বলিতেছেন—'এবমিত্যাদি' ছয়টি শ্লোকের দ্বারা। তারপর অর্থাৎ দিব্যচক্ষুর্দানের পর হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র! মহান্ এবং যোগেশ্বর শ্রীহরি ॥ ৯ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন। সঞ্জয় ছয়টি শ্লোকে তাহাই অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীহরি মহান্ এবং যোগেশ্বর। বিশ্বরূপ-দর্শনের হেতুরূপে অর্জ্জুনকে প্রথমে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং অর্জ্জুন যে শ্রীভগবানের অত্যন্ত কৃপাভাজন, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। এস্থলে অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধে জয় তো সামান্য কথা, ঐহিক এবং পারত্রিক যাবতীয় কল্যাণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের স্ব-পুত্রগণের বিজয়াশা সমূলে নষ্ট হইতেছে, তাহাও ইঙ্গিতে জানাইলেন।

এই গ্রন্থ সঞ্জয়ের বাক্যে আরম্ভ ও পরিসমাপ্ত, প্রয়োজনীয়স্থলেই সঞ্জয় স্বয়ং বক্তারূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; অন্যত্র অপরের যথাযথ বাক্য নিজের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—অনেকবক্ত্রনয়নং (বহুবদন ও বহুনেত্রবিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ (বিবিধ আশ্চর্য্য দর্শন) অনেকদিব্যাভরণং (বহুবিধ দিব্য আভরণ-সম্পন্ন) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ (অনেক দিব্য অস্ত্রধারী) দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্যমাল্য ও বস্ত্রবিশিষ্ট) দিব্যগন্ধানুলেপনম্ (দিব্যগন্ধের দ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (সর্ব্ব আশ্চর্য্যযুক্ত) দেবম্ (দ্যুতিশীল) অনন্তং (অনন্ত) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বব্যাপী) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—সেই রূপ বহুবদন ও নেত্রবিশিষ্ট, বহুবিধ আশ্চর্য্য দর্শনীয়, বিবিধ দিব্য অলঙ্কারযুক্ত, অনেক দিব্য উদ্যত অস্ত্রধারী, দিব্যমাল্য ও বস্ত্রবিশিষ্ট, দিব্যগন্ধ-দ্বারা অনুলিপ্ত, সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী ॥ ১০-১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই মূর্ত্তিতে অনেক বক্ত্র-নয়ন, অদ্ভুতদর্শন, অনেক দিব্য-আভরণ ও অনেক দিব্য-অস্ত্র ছিল। দিব্যমালা ও বস্ত্র-শোভিত, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বত্রাবস্থিত অনন্তমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল ॥ ১০-১১ ॥

শ্রীবলদেব—অনেকেতি। অনেকানি সহস্রাণি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্য তদ্রূপং—'সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে' ইত্যগ্রিমবাক্যাৎ ; ইহানেক-বহু-সহস্র-শব্দাসংখ্যেয়ার্থ-বাচিনঃ—'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ' ইত্যাদি-জ্ঞাপকাৎ ; অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যত্র তৎ দিব্যো গন্ধো যত্র তাদৃগনুলেপনং যস্য তৎ, দেবং দ্যোতমানমনন্তমপারং, বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্য তৎ ॥ ১০-১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—'অনেকেতি'—অনেক অর্থাৎ সহস্র মুখ ও নয়ন যাঁহার তাদৃশ-রূপ। এখানে অনেক শব্দের অর্থ সহস্র, যেহেতু হে সহস্রবাহো! হও, হে

বিশ্বমূর্ত্তে! এই অগ্রিম বাক্য আছে। এখানে অনেক-বহু ও সহস্র শব্দগুলি অসংখ্যেয় বাচক—'বিশ্বত—বিশ্বব্যাপি চক্ষু ও বিশ্বব্যাপি মুখ' ইত্যাদি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অনেক বহুবিধ অদ্ভুত বিষয়ের দর্শন যেখানে আছে, দিব্য গন্ধ যেখানে সেইরূপ অনুলেপন যাঁহার তাহা, দেব—দ্যোতমান অনন্ত ও অপার, বিশ্বত—সর্ব্বত্র (চারিদিকে) মুখগুলি যাঁহার তাহা ॥ ১০-১১ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের সমক্ষে যে-রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণন করিতেছেন ॥ ১০-১১ ॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—দিবি (আকাশে) যদি সূর্য্যসহস্রস্য (সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (এককালে) উত্থিতা ভবেৎ (উদিত হয়) [তর্হি—তাহা হইলে] সা (সেই প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের) ভাসঃ সদৃশী (প্রভা-সদৃশ) স্যাৎ (হইতে পারে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্য্যের প্রভা উদিত হয়, তাহা হইলে কতকপরিমাণে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইতে পারে ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদি কখনও সহস্র সূর্য্য এককালে উদিত হয়, তবেই উহা সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের কতক তেজঃসদৃশ হইতে পারে ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—তদ্দীপ্তের্নৈরুপম্যমাহ,—দিবীতি। দিবি আকাশে যুগপদুত্থিতস্য সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ কান্তিশ্চেদ্যুগপদুত্থিতা ভবেত্তর্হি সা তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য হরের্ভাস একস্যাঃ কান্তেঃ সদৃশী স্যাত্তদেতি—সম্ভাবনায়াং লট্। অভূতোপমেয়মুচ্যতে তয়োৎপ্রেক্ষা ব্যঙ্গা সতী সর্ব্বথা তৎকান্তের্নৈরুপম্যং ব্যঞ্জয়তি। তাদৃগ্‌রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই রূপের দীপ্তিসমূহের উপমা রাহিত্যের কথা বলা হইতেছে—'দিবীতি', দিবি—আকাশে একত্রে উত্থিত সহস্র সূর্য্যের 'ভাঃ' অর্থাৎ কান্তি যদি যুগপৎও উত্থিতা হয়, তাহা হইলে সেই কান্তি সেই মহাত্মা বিশ্বরূপ শ্রীহরির একটি কান্তির সদৃশ মাত্র হয়, যদি—'তদেতি' সম্ভাবনা অর্থে লট্। এখানে অভূতোপমা অলঙ্কার বলা হইতেছে, তাহা দ্বারা উৎপ্রেক্ষার ব্যঙ্গ্য হইয়া সর্ব্বথা তাহার কান্তির উপমা-রাহিত্য ধ্বনিত করিতেছে। সেই-রকম রূপ দেখাইয়াছিলেন—ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ১২ ॥

অনুভূষণ—সঞ্জয় আরও বলিলেন যে, শ্রীভগবান্ সেই সময়ে যে দীপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্য্যের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্যোতিঃ মহাত্মা বিশ্বরূপ শ্রীহরির কান্তির একটির তুল্য হইবে কি না সন্দেহ! আলঙ্কারিকেরা এস্থলে অভূত-উপমা-জনিত অতিশয়োক্তিমূলা-উৎপ্রেক্ষার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

'উপমা'—একবাক্যগত হইয়া সমানধর্ম্মী পদদ্বয়ের সমতা থাকিলে উপমা অলঙ্কার হয়। যথা :—"সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।"

(সাহিত্যদর্পণ ১০ পঃ)

'উৎপ্রেক্ষা'—উপমেয়কে উপমানস্বরূপে সম্ভাবনা করিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যথা,—"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা"।

(সাহিত্যদর্পণ-১০ পঃ) ॥১২॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥

অন্বয়—তদা পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুন) দেবদেবস্য (দেবদেব বিশ্বরূপের) তত্র শরীরে (সেই বিরাট্ দেহে) অনেকধা (অনেকরূপে) প্রবিভক্তম্ (বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্বকে) একস্থং (একত্র স্থিত) অপশ্যৎ (দেখিলেন)॥ ১৩॥

অনুবাদ—তখন অর্জ্জুন পরমদেবের সেই বিরাট্ শরীরে নানাভাবে বিভক্ত নিখিল জগৎকে একদেশস্থিত দর্শন করিয়াছিলেন॥ ১৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তখন অর্জ্জুন সেই পরমদেবের শরীরে অনন্ত জগৎ একত্রস্থিত ও অনেকরূপে বিভক্ত নিরীক্ষণ করিলেন॥ ১৩॥

শ্রীবলদেব—ততঃ কিমভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—তত্রেতি। তত্র যুদ্ধভূমৌ দেবদেবস্য কৃষ্ণস্য ব্যঞ্জিতসহস্রশিরস্কে শরীরে শ্রীবিগ্রহে কৃৎস্নং নিখিলং জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডং তদা পাণ্ডবোঽপশ্যৎ। প্রবিভক্তং পৃথক্পৃথগ্ভূতমেকস্থমিতি প্রাগ্বৎ, অনেকধেতি মৃন্ময়ং স্বর্ণময়ং রত্নময়ং বা লঘুমধ্যে বৃহদ্ভূতং বেত্যর্থঃ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ—তারপর কি হইল? এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হইতেছে—'তত্রেতি', সেই যুদ্ধভূমিতে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের সহস্রশির প্রকাশ করিলে এবং সহস্র শরীর দেখাইলে শ্রীমূর্ত্তিতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহে সমগ্র নিখিল

জগৎব্রহ্মাণ্ডও তখন পাণ্ডব অর্জ্জুন দেখিলেন। প্রবিভক্ত—পৃথক্ পৃথক্ভাবে বিভক্ত ও একস্থ ইহা পূর্ব্বের ন্যায়। অনেকপ্রকার ইহা—মৃন্ময়, স্বর্ণময় অথবা রত্নময়, অথবা লঘু (ক্ষুদ্রের মধ্যে) মধ্যে বৃহদ্ভাবেও ॥ ১৩ ॥

অনুভূষণ—তারপর কি হইল ? এই প্রয়োজনে সঞ্জয় পুনরায় বলিতেছেন, —সেই যুদ্ধভূমিতে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ সহস্র-শীর্ষ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে, সেই বিরাট্ শরীরে অর্জ্জুন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলেন। তাহা বিবিধ প্রকারে বিভক্ত এবং 'একদেশস্থ' দেখিলেন। অনেক প্রকার অর্থে—মৃন্ময়, স্বর্ণময়, অথবা রত্নময় আবার ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ ভাবেও।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—'পঞ্চাশৎ কোটি যোজন প্রমাণ, শতকোটি যোজন প্রমাণ অথবা লক্ষকোট্যাদি যোজন প্রমাণ'।

পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্" (গীঃ ১১।৭), তাহাই এক্ষণে অর্জ্জুন প্রত্যক্ষ করিলেন।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"সত্ত্বৈকনিষ্ঠে মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনি।
তমশ্চন্দ্রমসীবেদমুপরজ্যাবভাসতে ॥" (৪।২৯।৬৯)

অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বৈকনিষ্ঠ ভগবদ্ধ্যানপর-চিত্তে এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবান্ যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে দর্শন করেন, সেইরূপ ভগবদিচ্ছায় তাঁহার ভক্তগণও সমগ্র বিশ্বকে দর্শন করেন। তাদৃশ প্রতীতি সার্ব্বকালিক না হইলেও গ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের সহিত রাহুর মিলনের ন্যায় কদাচিৎ হইয়া থাকে।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের—"সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ" (১০।৮।৩৭) শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৩ ॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—ততঃ (অনন্তর) সঃ ধনঞ্জয়ঃ (সেই অর্জ্জুন) বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্মিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত) [সন্—হইয়া] শিরসা (অবনত মস্তকে) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক) দেবং (বিশ্বরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে) অভাষত (কহিতে লাগিলেন) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সেই অর্জ্জুন বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া, অবনত মস্তকে প্রণতিপূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীবলদেব—এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিদর্জ্জুনস্তস্মিন্ সত্ত্বেন জ্ঞাতং সহস্রশীর্ষত্বমধুনা বীক্ষ্যাদ্ভুতং রসমন্বভূদিত্যাহ,—তত ইতি। তং ব্যঞ্জিত-তদ্রূপং কৃষ্ণং বিলোক্যেত্যর্থঃ। ধনঞ্জয়েতি। ধীরোঽপি বিস্ময়েনাবিষ্টো হৃষ্টরোমা পুলকিতো দেবং শিরসা ভূলগ্নেন প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্নভাষত। অত্র ভয়নেত্রসম্বরণাদিকং তস্য নাভূৎ কিন্ত্বদ্ভুতো রসোঽভ্যুদৈদিতি ব্যজ্যতে। ইহ তাদৃশো হরিরালম্বনো মুহুর্মুহুস্তদ্বীক্ষণমুদ্দীপনম্। প্রণতিপাণিযোগাবনুভাবৌ, রোমাঞ্চঃ সাত্ত্বিকস্তৈরাক্ষিপ্তা মতিধৃতিহর্ষাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ,—এতৈরালম্বনাদ্যৈঃ পুষ্টো বিস্ময়স্থায়িভাবোঽদ্ভুতরসঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণে (স্বীয়) বিদ্যমানরূপে জ্ঞাত, সহস্রশীর্ষত্ব এখন দেখিয়া, অদ্ভুত রসকে অনুভব করিয়াছিলেন ; ইহাই বলা হইতেছে—'তত' ইতি। সেই ব্যঞ্জিত রূপবিশিষ্ট কৃষ্ণকে দেখিয়া, ইহাই অর্থ। 'ধনঞ্জয়েতি', ধীর স্থির হইয়াও বিস্ময়ান্বিত, রোমাঞ্চিত অর্থাৎ পুলকিত তনুসম্পন্ন হইয়া অর্জ্জুন দেব শ্রীকৃষ্ণকে ভূমিলগ্ন মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—এখানে অর্জ্জুনের ভয় ও নেত্রসম্বরণাদি (চক্ষুর্নিমীলনাদি) হয় নাই, কিন্তু অদ্ভুত রসের অভ্যুদয় হইল, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। এখানে তাদৃশ শ্রীহরি আলম্বন-বিভাব, বারবার ভগবানের রূপদর্শন উদ্দীপন-বিভাব, এবং করযোড়ে প্রণতি অনুভাব, রোমাঞ্চ—সাত্ত্বিকভাব, তাহাদের দ্বারা আক্ষিপ্ত মতি, ধৃতি, (ধৈর্য্যশালিতা) ও হর্ষাদিরূপ সঞ্চারিভাব। এই সমস্ত আলম্বনাদির দ্বারা পুষ্ট বিস্ময় স্থায়িভাব—অদ্ভুত রসে অভিব্যক্ত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—ধৃতরাষ্ট্র যদি মনে করেন যে, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, বহুবদনযুক্ত, বিকট-মূর্ত্তি দর্শনে অর্জ্জুন ভীত হইয়া পলায়নও করিতে পারে ; এই আশঙ্কা নিরসন পূর্ব্বক সঞ্জয় বলিলেন যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্জ্জুন তাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা জ্ঞাত শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ সহস্রশীর্ষাদিরূপ বর্ত্তমানে দর্শন করিয়া, ভয়ে বিচলিত না হইয়া বা কর্ত্তব্য পালনে বিরত না হইয়া, 'অদ্ভুত রস' অনুভব করিলেন। অর্জ্জুন স্বাভাবিক ধীরতা সম্পন্ন হইয়াও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেই ভাবের প্রাবল্যে রোমাঞ্চিত ও পুলকিত কলেবর হইলেন।

এবং ভূতলে মস্তক অবনত পূর্ব্বক নমস্কার করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি সহকারে পরবর্ত্তী বাক্য সমূহ বলিতে লাগিলেন। এস্থলে অর্জ্জুনের ভয়ে নেত্রসম্বরণাদি না হইয়া অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হইয়াছিল। এস্থলে সেই বিশ্বরূপ শ্রীহরি আলম্বন এবং বার বার তাঁহার দর্শন উদ্দীপন। প্রণতি ও অঞ্জলিকরণ—অনুভাব ; রোমাঞ্চ—সাত্ত্বিকভাব। এই সকলের দ্বারা আক্ষিপ্ত মতি, ধৃতি ও হর্ষাদি—সঞ্চারিভাব। এই সকল আলম্বনাদি-দ্বারা পুষ্ট। বিস্ময় এখানে স্থায়ীভাব, ইহা অর্জ্জুনকে আশ্রয় করিয়াছে। বিশ্বরূপের দ্বারা আলম্বন বিভাবের উদ্ভব হইয়া, বিরাট্ পুরুষের অদ্ভুত ভাবের দ্বারা উদ্দীপন-বিভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

অদ্ভুতরস সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাওয়া যায়,—

"আত্মোচিতৈর্বিভবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময়-রতির্নীতাদ্ভুত ভক্তিরসো ভবেৎ ॥" (৪।২।১)

অর্থাৎ আত্মোচিত বিভাবাদির সম্মিলনে বিস্ময়রতি যদি ভক্তচিত্তে স্বাদ্যত্ব হয়, তাহা হইলে অদ্ভুত ভক্তিরস হয় ॥ ১৪ ॥

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—দেব! তব দেহে (তোমার দেহে) সর্ব্বান্ দেবান্ (সমস্ত দেবগণকে) তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ (সমুদয় জীবকে) কমলাসনস্থং (পদ্মাসনস্থিত) ঈশং (প্রভু) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাকে) সর্ব্বান্ (সকল) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ চ (ঋষিগণকে) উরগান্ চ (এবং সর্পগণকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন—হে দেব! তোমার দেহে সকল দেবতা, বিবিধ জীবসমূহ, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, সমস্ত দিব্য ঋষিগণ এবং সর্পগণকে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তখন বিস্মিত ও হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয় প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন,—হে দেব! তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, সমস্ত

ভূতসঙ্ঘ, চতুর্ম্মুখ, কমলাসনস্থ-ব্রহ্মান্তর্য্যামী (গর্ভোদশায়ী) ঈশ, সমস্ত ঋষিগণ ও উরগগণকে দেখিতেছি ॥ ১৪-১৫ ॥

শ্রীবলদেব—কিমভাষত তদাহ,—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। তথা ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সঙ্ঘান্ পশ্যামি ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখং, কমলাসনে চতুর্ম্মুখে স্থিতং তদন্তর্য্যামিণমীশং গর্ভোদকশয়মুরগান্ বাসুক্যাদীন্ সর্পান্ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—কি বলিয়াছিলেন, তাহাই বলা হইতেছে—'পশ্যামীত্যাদি' সতরটি শ্লোক-দ্বারা। সেইরকম জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপ চতুর্ব্বিধভূতবিশেষের সমষ্টিকে দেখিতেছি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে, যিনি কমলাসনে চতুর্ম্মুখে স্থিত, তদন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী ঈশ্বর, বাসুকি প্রভৃতি উরগ (সর্প)-কে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের এই অত্যদ্ভুতরূপদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও হৃষ্টরোমা অর্জ্জুন করযোড়ে কি বলিয়াছিলেন, তাহাই সতরটি শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে। তিনি প্রথমেই বলিলেন যে, বিশ্বরূপের শরীরে সমস্ত দেবতা, সমস্ত জরায়ুজাদি ভূতসঙ্ঘ, কমলাসনে উপবিষ্ট চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও তদন্তর্য্যামিরূপে গর্ভোদশায়ী ঈশ্বর এবং সমুদয় ঋষি ও বাসুকী প্রভৃতি সর্পগণকে দেখিতে পাইতেছেন ॥ ১৫ ॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ ! অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং (অসংখ্য বাহু-উদর-মুখ-নয়নবিশিষ্ট) অনন্তরূপম্ (অনন্তরূপধারী) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্রই) পশ্যামি (দেখিতেছি) পুনঃ (পুনরায়) তব (তোমার) ন আদিং (না আদি) ন মধ্যং (না মধ্য) ন অন্তং (না অন্ত) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥১৬॥

অনুবাদ—হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! তোমাতে অসংখ্য বাহু, উদর বদন ও চক্ষুবিশিষ্ট অনন্তরূপ সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, পুনরায় তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখিতে পাই না ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! তোমার শরীরে অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র, নেত্র ও সর্ব্বব্যাপী অনন্তরূপ দেখিতেছি ; তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাই না ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—যত্র দেহে দেবাদীন্ দৃষ্টবাংস্তং বিশিনষ্টি,—অনেকেতি। হে বিশ্বরূপ! প্রথম পুরুষ! ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেই দেহে দেবাদিকে দেখিয়াছিলেন, সেই দেহের বিশেষ-রূপের বিষয় বলা হইতেছে—'অনেকেতি', হে বিশ্বরূপ! প্রথম পুরুষ! ॥ ১৬ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের দেহে দেবাদি দর্শনানন্তর তাঁহাকে বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বরূপ সম্বোধনকরত বলিলেন যে, তোমার এই অনন্তরূপ আমি সর্ব্বদিকেই দেখিতেছি কিন্তু ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৬ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥

অন্বয়—কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাধারী) চক্রিণং চ (এবং চক্রধারী) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) দীপ্তিমন্তম্ (দীপ্তিশালী) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ) দুর্নিরীক্ষ্যং (দুর্দ্দর্শনীয়) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অনল এবং সূর্য্য-তুল্য প্রভাব বিশিষ্ট) অপ্রমেয়ম্ (অপরিসীম) ত্বাম্ (তোমাকে) সমন্তাৎ (সর্ব্বদিকে) [অহং—আমি] পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আমি কিরীট-শোভিত, গদা ও চক্রধারী রূপ, সম্যক্ দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জস্বরূপ এবং দুর্দ্দর্শনীয় ও অপ্রমেয়, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য প্রভাব-বিশিষ্ট তোমাকে সর্ব্বত্র ও চতুর্দ্দিকে দর্শন করিতেছি ॥ ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমার মূর্ত্তি—দুর্নিরীক্ষ্য, সম্যক্ প্রদীপ্ত, অনলার্ক-দ্যুতি-স্বরূপ ও অপ্রমেয়; তাহাতে নানাবিধ কিরীট, গদা, চক্র ও তেজোরাশি সর্ব্বদিকে দীপ্তিমান্ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—বিধান্তরেণ তমেব বিশিনষ্টি,—কিরীটিনমিতি। দুর্নিরীক্ষ্যমপি ত্বামহং পশ্যামি,—তৎপ্রসাদাদ্দিব্যচক্ষুর্লাভাৎ; দুর্নিরীক্ষ্যতায়াং হেতুঃ,—সমন্তাদ্দীপ্তানলেতি; অপ্রমেয়মিদমিত্থমিতি প্রমাতুমশক্যম্ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রকারান্তরে তাঁহাকেই বিশেষরূপে বলা হইতেছে—'কিরীটিনমিতি'। দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও তোমাকে আমি দেখিতেছি, তোমার অনুগ্রহবশে দিব্যচক্ষুলাভহেতু। দুর্নিরীক্ষ্যতার প্রতি কারণ—চারিদিকে প্রদীপ্ত অগ্নির ও সূর্য্যের তুল্য দ্যুতিমান্। অপ্রমেয়—ইহা এই রকম, এইরূপ, স্থির করার ক্ষমতার অশক্য ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন এক্ষণে এই বিশ্বরূপের বর্ণনা অন্য প্রকারে করিতেছেন। হে বিশ্বেশ্বর! আমি তোমার মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা, চক্র প্রভৃতি দেখিতে পাইতেছি। আরও দেখিতেছি, সর্ব্বদিকেই তুমি দীপ্তিমান্ তেজঃপুঞ্জস্বরূপ সুতরাং তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করাও দুঃসাধ্য। কারণ প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্য্যের আলোকের ন্যায় তোমার অঙ্গের প্রভা; ইহা চতুর্দ্দিকেই আমি অবলোকন করিতেছি; তবে ইহা অপ্রমেয়; সেইহেতু ইহা 'এইরূপ' তাহা নিশ্চয় করা যায় না।

তবে যদি বলা যায় যে, যাহা দুর্নিরীক্ষ্য অর্থাৎ ক্লেশ বা আয়াসেও যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা অর্জ্জুন অনায়াসে দেখিলেন কি প্রকারে? তদুত্তরে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবানের অনুগ্রহে অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—ত্বম্ (তুমি) বেদিতব্যম্ (জ্ঞাতব্য) পরমং অক্ষরং (পরব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি) অস্য বিশ্বস্য (এই বিশ্বের) পরং নিধানম্ (পরম আশ্রয়) ত্বম্ (তুমি) অব্যয়ঃ (নিত্য) শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক) ত্বম্ (তুমি) সনাতনঃ পুরুষঃ (নিত্যস্থিতিশীল পুরুষ) [বলিয়া] মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তুমি মুক্তগণের জ্ঞাতব্য পরম অক্ষরতত্ত্ব, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি অব্যয়, তুমি সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ বলিয়া আমার অভিমত ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি—পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর-তত্ত্ব, তুমি—এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি—অব্যয়, তুমি—সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক ও সনাতন পুরুষ ॥১৮॥

শ্রীবলদেব—অচিন্ত্যমহৈশ্বর্য্যবীক্ষণাত্ত্বামহমেবং নিশ্চিনোমীত্যাহ,—ত্বমিতি। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে," "যত্তদদৃশ্যম্" ইত্যাদি-বেদান্তবাক্যৈর্বেদিতব্যং যৎ পরমং সশ্রীকমক্ষরং তত্ত্বমেব নিধানমাশ্রয়োঽব্যয়স্ত্বমবিনাশী, শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা বেদোক্তধর্ম্মপালকস্ত্বং—"স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণোক্তঃ সনাতনঃ পুরাণঃ পুরুষস্ত্বমেব ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—অচিন্তনীয় মহৈশ্বর্য্য দর্শনহেতু তোমাকে আমি এই রূপই স্থির করিয়াছি, ইহাই বলা হইতেছে—'ত্বমিতি'। "অনন্তর পরা বিদ্যা, যাহার দ্বারা সেই অক্ষরকে অধিগত হওয়া যায়", "যাহা তাহা অদৃশ্য" ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যের দ্বারা জ্ঞাতব্য যাহা পরম সুন্দর শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের সহিত যুক্ত, অক্ষর, তাহা তুমিই ; নিধান—আশ্রয় ; অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী তুমি ; শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা—বেদোক্তধর্ম্মপালক (রক্ষক) তুমি,—"তিনি কারণ এবং কারণের অধীশ্বরেরও অধীশ্বর, ইহার জন্মদাতা কেহ নাই এবং ইহার অধীশ্বরও কেহ নাই।" এই মন্ত্রবর্ণে কথিত সনাতন (সদা বর্ত্তমান) পুরাণ পুরুষ তুমিই ॥ ১৮ ॥

অনুভূষণ—অচিন্ত্য-মহা-ঐশ্বর্য্য-দর্শনের পর অর্জ্জুন ইহাই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, ইনিই পরম বেদিতব্য অক্ষর-তত্ত্ব। পরা বিদ্যার দ্বারাই ইহাকে জানা যায়।

মুণ্ডকোপনিষদে পাওয়া যায়,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যৎ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ"।

(১ম খণ্ড ৪র্থ শ্রুতি)

"তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

(১ম খণ্ড ৫ম শ্রুতি)

পরবর্ত্তী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং তদ্‌ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥" (ঐ ষষ্ঠ শ্রুতি)।

ইত্যাদি বেদান্ত বাক্যের দ্বারা জ্ঞাতব্য যে পরম তত্ত্ব, যাহা যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের সহিত যুক্ত, অক্ষর-তত্ত্ব, তাহা এই কিরীটধারী, গদা-চক্র-যুক্ত পুরুষই। ইনিই সকলের আশ্রয়, অব্যয় বা অবিনাশী পুরুষ, শাশ্বত—সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক। ইনিই সর্ব্বকারণের কারণ।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"স কারণং কারণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।" (৬।৯)

এই মন্ত্রবর্ণোক্ত সনাতন, পুরাণ পুরুষ ইনিই ॥ ১৮ ॥

অনাদি-মধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥

অন্বয়—[অহম্—আমি] অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত) অনন্তবীর্য্যম্ (অনন্ত বীর্য্যশালী) অনন্তবাহুং (অনন্ত ভুজ-বিশিষ্ট) শশিসূর্য্য-নেত্রম্ (চন্দ্র সূর্য্যই যাঁহার নয়ন এমন) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় মুখবিশিষ্ট) স্বতেজসা (নিজ তেজ-দ্বারা) ইদং বিশ্বং (এই বিশ্বকে) তপন্তম্ (সন্তাপকারী) ত্বাম্ (তোমাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আমি তোমাকে উৎপত্তি-স্থিতি-লয় রহিত, অনন্তবীর্য্যশালী, অনন্ত বাহুযুক্ত, চন্দ্র সূর্য্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত অনল সদৃশ মুখগহ্বরযুক্ত, নিজ তেজ-দ্বারা এই বিশ্বকে সন্তাপকারীরূপে দর্শন করিতেছি ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি—আদি, মধ্য ও অন্ত-হীন, অনন্তবীর্য্য, অনন্ত-বাহু, চন্দ্রসূর্য্যরূপ নেত্রবান্ ও দীপ্তহুতাশবক্ত্র; তুমি স্বীয় তেজোদ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—অনাদীতি আদিমধ্যাবসানশূন্যমনন্তানি বীর্য্যাণি তদুপলক্ষি-তানি সমগ্রাণ্যৈশ্বর্য্যাণি ষট্ যস্য তমনন্তবাহুং সহস্রভুজং শশিসূর্য্যোপমানি নেত্রাণি যস্য তং,—দেবাদিষু প্রণতেষু প্রসন্ননেত্রং তদ্বিপরীতেষু অসুরাদিষু ক্রূরনেত্রমিত্যর্থঃ; দীপ্তহুতাশোপমানি সংহারানুগুণানি বক্ত্রাণি যস্য তম্। অর্জ্জুনস্য বাক্যে ক্বচিৎ পুনরুক্তিস্তস্য বিস্ময়াবিষ্টত্বান্ন দোষায়; যদুক্তং,—"প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি" ইতি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—'অনাদীতি'। যিনি আদি, মধ্য ও অবসান (বিনাশ) শূন্য, যাঁহার অনন্তবীর্য্য ও তদুপলক্ষিত সমগ্র ষট্ ঐশ্বর্য্য, যিনি অনন্তবাহু-সহস্রবাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের মত নেত্রগুলি যাঁহার। প্রণত দেবগণের প্রতি তোমার নয়নের প্রসন্নতা (দেখা যায়) এবং তাহাদের বিপরীত অসুরাদির প্রতি ক্রূরনেত্র (দেখা যায়) ইহাই প্রকৃত অর্থ। প্রদীপ্ত হুতাশন (অগ্নিতুল্য) তুল্য সংহারের উপযোগী মুখগুলি যাঁহার তাদৃশ তোমাকে আমি দেখিতেছি। অর্জ্জুনের বাক্যে কোন কোন স্থলে তাহার বিস্ময়াবিষ্টত্বহেতু পুনরুক্তি (দেখা যায়) ইহা দোষের নহে। যাহা বলা হইতেছে—"প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দুইবার বা তিনবার উক্তিতে কোন দোষ হয় না" ইতি ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন পুনরায় বলিতেছেন যে, ইহার আদি, মধ্য, অন্ত নাই, কারণ ইনি, সনাতন, অক্ষর, অব্যয় ও পরম পুরুষ। ইহার অনন্ত প্রভাব, অর্থাৎ ইনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়,—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" (৬।৫।৪৭)

ইহার অনন্তবাহু-শব্দে সংখ্যাতীত বাহু বুঝাইতেছে। অবশ্য অনন্তবাহু বলায় ইহার উপলক্ষণে অনন্ত উদর, অনন্তপাদ, ইত্যাদিও বুঝায়। চন্দ্র ও সূর্য্য ইহার নেত্র; ইহা দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপযুক্ত নয়ন-বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রসাদ-গুণের আশ্রয়। ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, প্রণত দেব, মনুষ্যগণের প্রতি তাঁহার চন্দ্রের ন্যায় রমণীয় কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিপতিত হয়, এবং ভগবদ্-বিদ্রোহী অসুরগণের প্রতি ক্রোধদ্দীপ্ত দৃষ্টি নিপতিত হইয়া থাকে। অর্জ্জুন আরও বলিলেন যে, ইহার বদন প্রদীপ্ত কালানল-তুল্য; এতাদৃশ স্বীয় তেজের দ্বারা ইনি যেন বিশ্বকে সংহার করিতেছেন।

অর্জ্জুনের বাক্যে পুনরুক্তি কিন্তু দোষাবহ নহে; কারণ অর্জ্জুন তখন বিস্ময়াবিষ্ট। শাস্ত্রোক্তি আছে যে, প্রমাদকালে, বিস্ময়ে ও হর্ষে একই বিষয়ের দ্বিরুক্তি বা ত্রিরুক্তি দূষণীয় নহে।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "অগ্নির্মুখং তে অবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং" শ্লোক আলোচ্য॥ ১৯॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০॥

অন্বয়—ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) একেন হি (একা দ্বারাই) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের) ইদম্ অন্তরম্ (এই মধ্যভাগ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) ব্যাপ্তম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) সর্ব্বাঃ দিশঃ চ (এবং সর্ব্বদিকও) [ব্যাপ্ত রহিয়াছে] মহাত্মন্, তব (তোমার) ইদং (এই) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) উগ্রং রূপং (উগ্রমূর্ত্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ম্ (ত্রিভুবন) প্রব্যথিতং (অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়াছে)॥ ২০॥

অনুবাদ—তুমি একাই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত অন্তরীক্ষকে এবং দিক্সমূহকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, হে মহাত্মন্! তোমার এই অদ্ভুত উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, লোকত্রয় অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হইয়াছে॥ ২০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি এক হইয়াও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; হে মহাত্মন্! তোমার এই উগ্র অদ্ভুত রূপ দেখিতেছি, ইহার দর্শনে লোকত্রয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—অথ তস্যৈব রূপস্য প্রকৃতোপযোগিত্বেন কালরূপতাং দর্শিতবানিত্যাহ,—দ্যাবেতি দশভিঃ। দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরমন্তরীক্ষং তথা সর্ব্বা দিশশ্চৈকেন ত্বয়া ব্যাপ্তম্; তবেদমপরিমিতমদ্ভুতমুগ্রঞ্চ রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং ভীতং সংচলঞ্চ ভবতি। হে মহাত্মন্ সর্ব্বাশ্রয়! অত্রেদমবগম্যতে,—তদা যুদ্ধদর্শনায় যে ত্রৈলোক্যস্থা মিত্রোদাসীনা দেবাসুরা গন্ধর্ব্বকিন্নরাদয়ঃ সমাগতাস্তৈরপি ভক্তিমদ্ভির্ভগবদ্দত্তদিব্যনেত্রৈস্তদ্রূপং দৃষ্টং, ন ত্বেকেনৈবার্জ্জুনেন স্বপতেব স্বাপ্নিকরথাদীনি;—নিজৈশ্বর্য্যস্য বহুসাক্ষিকতার্থমেতৎ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেই রূপেরই প্রকৃত উপযোগিতা-হেতু কালরূপতাকে দেখাইতেছেন, ইহাই বলা হইতেছে—"দ্যাবেত্যাদি" দশটি শ্লোকে। দ্যো—(স্বর্গ) ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষকে (আকাশ) এইরূপ সকল দিক্‌কে তুমি একাকীই পরিব্যাপ্ত করিয়া আছ। তোমার এই অপরিমিত অদ্ভুত এবং উগ্ররূপ দেখিয়া তিনলোক বাস্তবিক ব্যথিত, ভীত এবং সম্যক্‌রূপে চঞ্চল হইতেছে। হে মহাত্মন্! হে সর্ব্বাশ্রয়! এখানে ইহা অবগত হওয়া যায়,—তখন যুদ্ধ দর্শনের জন্য যেই সকল ত্রিলোকস্থিত মিত্র ও উদাসীন লোক, দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাঁহারা ভক্তিমান্ তাঁহারা ভগবদ্দত্ত দিব্যনেত্রের দ্বারা তাঁহার রূপ দেখিয়াছেন। শুধু একা অর্জ্জুনের দ্বারা নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকালীন রথাদির ন্যায় নহে। নিজের ঐশ্বর্য্যের বহু সাক্ষী থাকার জন্যই, ইহা ॥ ২০ ॥

অনুভূষণ—প্রস্তাবের উপযোগী বলিয়া সেইরূপেরই কালরূপত্ব দেখাইলেন। অর্জ্জুন এক্ষণে বলিলেন যে, হে মহাত্মন্! (সর্ব্বাশ্রয়!) তোমার এই বিশ্বরূপের দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ ও যাবতীয় দিক্‌সমূহ পরিব্যাপ্ত হইয়া, তুমি একাকীই ত্রিভুবন অধিকার করিয়া বিদ্যমান আছ। তোমার এই বিস্ময়জনক অত্যদ্ভুত-রূপ দর্শন করিয়া ত্রিলোক-বাসী সকলেই ভয়ে আকুল ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এস্থলে ইহাই লক্ষিতব্য বিষয় যে, অর্জ্জুন একাকীই ভগবদনুগ্রহে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কারণ কুরুক্ষেত্রের

এই যুদ্ধ ভূতলে এক অত্যদ্ভুদ্ ব্যাপার। ইহা সন্দর্শনার্থ ব্রহ্মাদি দেবতা, বহু অসুর, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বহু যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, মানবাদি, কেহ মিত্রভাবে, কেহ শত্রুভাবে, কেহ বা উদাসীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে যাঁহারা ভক্তিমান্ ছিলেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় দিব্যচক্ষুসম্পন্ন হইয়া এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। কেবল অর্জ্জুনই যে একাকী স্বপ্নাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় স্বাপ্নিক রথ, অশ্বাদির তুল্য বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কারণ শ্রীভগবানের এই ঐশ্বরিক রূপ দর্শনের বহু সাক্ষী আছে ; ইহাই বলা হইল ॥ ২০ ॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥

অন্বয়—অমী (এই সকল) সুরসঙ্ঘাঃ (সুরগণ) ত্বাম্ হি (তোমাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) গৃণন্তি (স্তব করিতেছে) মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা (স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া) পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ (প্রচুর মনোরম স্তবের সহিত) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—এই সকল দেবসঙ্ঘ তোমাতেই প্রবেশরূপ শরণ লইতেছেন, কেহ কেহ ভয়-প্রযুক্ত কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তবমুখে প্রার্থনা করিতেছেন, মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক উত্তম স্তুতি-সহযোগে তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ঐ দেবতা-সকল তোমার শরণাপত্তিতে প্রবেশ করিতেছে ; কেহ কেহ ভীতি-প্রযুক্ত অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তোমার স্তব করিতেছে, মহর্ষি-সকল স্বস্তিবাদ করিতেছেন এবং পুষ্কল-স্তুতি-দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—অমী সুরসঙ্ঘাস্ত্বাং শরণং বিশন্তি ; তেষু কেচিদ্ভীতা দূরতঃ স্থিত্বা প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তো গৃণন্তি 'পাহি পাহি প্রভোঽস্মান্' ইতি প্রার্থয়ন্তে ; মহতীং ভীতিমালক্ষ্য মহর্ষিসঙ্ঘাঃ সিদ্ধসঙ্ঘাশ্চ 'বিশ্বস্য স্বস্ত্যস্তু' ইত্যুক্ত্বা স্তুবন্তি ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—ঐ দেবতা সকল তোমার শরণ লইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে

কেহ কেহ ভীত হইয়া দূরে থাকিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছেন "হে প্রভো! আমাদিগকে রক্ষা কর, রক্ষা কর" এইরূপ বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। মহতী ভীতিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষিগণ এবং সিদ্ধপুরুষসকল "বিশ্বের মঙ্গল হউক্" এই কথা বলিয়া স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—বিশ্বের ভীতিজনক এই বিরাট্‌রূপ দর্শনে অর্জ্জুন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন যে, আমি দেখিতেছি এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমাগত দেবগণ শরণাগত হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ আবার পলায়নে উদ্যোগী হইতেছেন; কিন্তু অসমর্থ হইয়া দূরে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে প্রভো! আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন"। আর এই যুদ্ধের ভাবী ফল অত্যন্ত ভয়জনক লক্ষ্য করিয়া সমাগত মহর্ষিগণ এবং সিদ্ধপুরুষ সকল 'বিশ্বের মঙ্গল হউক' প্রভৃতি বাক্যে স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২॥

অন্বয়—রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ (অষ্ট বসু) যে চ সাধ্যাঃ (এবং যে সকল সাধ্য দেবতা) বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) মরুতঃ (মরুদ্গণ) উষ্মপাশ্চ (এবং পিতৃগণ) গন্ধর্ব্বযক্ষাসুর-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ (গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্ব্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ [সন্তঃ—হইয়া] (বিস্মিত হইয়া) ত্বাম্ (তোমাকে) বীক্ষন্তে (নিরীক্ষণ করিতেছেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—রুদ্র ও আদিত্যসকল, অষ্টবসু ও সাধ্য-দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, মরুৎ-সকল, উষ্মপা প্রভৃতি পিতৃবর্গ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥২২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বদেবসকল, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, মরুৎ-সকল, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সুর ও সিদ্ধগণ, সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—রুদ্রেতি স্ফুটম্। উষ্মপাঃ পিতরঃ,—"উষ্মাণং পিবন্তি" ইতি নিরুক্তেঃ, "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেশ্চ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—'রুদ্রেতি'—সহজ। উষ্মপা—পিতৃপুরুষগণ—"যাঁহারা উষ্ম পান করেন" এই নিরুক্তি হেতু। "পিতৃগণ উষ্মভাগী হন" ইহাও বেদে উক্ত আছে ॥ ২২ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের এই ঐশ্বরিকরূপ দর্শনে কেবলমাত্র অর্জ্জুন বিস্ময়াবিষ্ট হন নাই, অনেকেই যে সেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে। রুদ্রগণ, দ্বাদশ-আদিত্য, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ এবং উষ্মপা প্রভৃতি পিতৃগণ, চিত্ররথ প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ, কুবেরাদি যক্ষগণ, বিরোচনাদি দৈত্যগণ, কপিলাদি সিদ্ধপুরুষ-সকল সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতেছেন।

শ্রুতিতে উক্ত আছে,—"উষ্মভাগা হি পিতরঃ" অর্থাৎ পিতৃগণ উষ্ম গ্রহণ করেন।

স্মৃতিতেও আছে,—"যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং তাবদশ্নন্তি বাগযতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবিগুর্ণাঃ ॥ (রঘুনন্দনকৃত শ্রাদ্ধতত্ত্ব)। যে পর্য্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, সেই পর্য্যন্ত পিতৃগণ বাক্য সংযম করেন ; এবং যে পর্য্যন্ত ঘৃতের গুণ না কথিত হয়, সেকাল পর্য্যন্ত আহার করেন।

নিরুক্ত শাস্ত্রেও আছে "উষ্মাণং পিবন্তি" অর্থাৎ উষ্ণ দ্রব্য পান করেন ॥২২॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—মহাবাহো! বহুবক্ত্রনেত্রং (বহুবদন ও নেত্রবিশিষ্ট) বহুবাহূরুপাদম্ (অসংখ্য বাহু-উরু ও চরণ-বিশিষ্ট) বহূদরং (বহু উদর যুক্ত) বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহু দন্ত-হেতু ভীষণ) তে (তোমার) মহৎরূপম্ (বিশালরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সকল লোক) তথা (তদ্রূপ) অহং (আমি) প্রব্যথিতাঃ (অত্যন্ত ভীত হইয়াছি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো! বহু বদন ও নয়ন যুক্ত, অসংখ্য বাহু-উরু ও পাদ-বিশিষ্ট, বহু উদরযুক্ত, অনেক দন্তহেতু ভীষণ দর্শন, তোমার মহৎ-রূপ দেখিয়া লোকসকল তথা আমি অত্যন্ত ভীত হইতেছি ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে মহাবাহো! তোমার বহু বক্ত্র, বহু নেত্র, বহু বাহু ও উরু-পাদ, বহু উদর, বহু দংষ্ট্রাবিশিষ্ট করাল রূপ দেখিয়া লোকসকল ও আমি ব্যথিত হইতেছি ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—'লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্' ইত্যুক্তমুপসংহরতি,—রূপং মহদিতি। বহুভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং রৌদ্রম্ ; স্ফুটমন্যৎ ; তথাহমিত্যস্যোত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—"ত্রিলোককে প্রকৃষ্টরূপে ব্যথিত করা হইয়াছে" এই উক্তির উপসংহার (শেষ) করা হইতেছে—'রূপং মহদিতি'। বহু দংষ্ট্রার দ্বারা (দাঁত) ভীষণ, অন্যসব—সহজ, 'সেইরকম আমি' ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ ॥ ২৩ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন এক্ষণে বলিতেছেন যে, হে মহাবাহো! অর্থাৎ অপরিসীম পরাক্রমশালী ভগবন্! তোমার এই সুমহৎ শরীরে বহু বাহু, বহু ঊরু, বহু পাদ, অসংখ্য বদন, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য উদর এবং বহু করাল দংষ্ট্রাবিশিষ্ট ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোকসকল ও আমি অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইতেছি।

'লোকাঃ' অর্থে ত্রিলোকবাসী ; শ্রীল রামানুজ বলেন,—'লোকাঃ' শব্দে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধদর্শনে সমাগত প্রতিকূল, অনুকূল ও মধ্যস্থ ত্রিবিধ লোকসমূহকেই বুঝায় ॥ ২৩ ॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—বিষ্ণো! নভঃস্পৃশং (আকাশব্যাপী) দীপ্তম্ (তেজোময়) অনেকবর্ণম্ (বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিবৃতমুখসমূহযুক্ত) দীপ্ত-বিশাল নেত্রং (প্রজ্জ্বলিত বিশাল চক্ষু) ত্বাং হি (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা (ব্যথিতমনা) অহং (আমি) ধৃতিং (ধৈর্য্য) শমং চ (এবং উপশম) ন বিন্দামি (লাভ করিতেছি না) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে বিষ্ণো! আকাশস্পর্শী, তেজোময়, বিবিধবর্ণযুক্ত, বিস্তৃতমুখ, প্রজ্জ্বলিত বিশাল নেত্র-বিশিষ্ট, তোমাকে দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত আমি, ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতেছি না ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে বিশ্বব্যাপিন্! তোমার নভঃস্পর্শী দীপ্ত অনেক বর্ণ, ব্যাত্তানন ও দীপ্ত বিশালনেত্র দৃষ্টি করিয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া ধৈর্য্য ও শমকে অবলম্বন করিতে অক্ষম হইতেছি ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—তথৈতদ্রূপোপসংহারকলকং দৈন্যং প্রকাশয়ন্নাহ,—নভঃস্পৃশমিতি দ্বাভ্যাম্। অহঞ্চ ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা ভীতোদ্বিগ্নমনাঃ সন

ধৃতিমুপশমং চ ন বিন্দামি ন লভে ; হে বিষ্ণো ! কীদৃশম্ ?—নভঃস্পৃশ-মন্তরীক্ষব্যাপিনং ব্যাত্তাননং বিস্তৃতাস্যম্ ; ব্যক্তার্থমন্যৎ। অত্র কালরূপত্ব-দর্শনহেতুকো ভয়ানকরসঃ স্বস্যোক্তঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাহাতে সেই রকম রূপের উপসংহার হয় এইরূপ দৈন্যকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছায় বলা হইতেছে—'নভঃস্পৃশমিত্যাদি'—দুইটি শ্লোক-দ্বারা। আমিও তোমাকে দেখিয়া বিশেষরূপে ব্যথিত-চিত্ত হইয়াছি, ভীত ও উদ্বিগ্নমনা হইয়া ধৃতি ও উপশম (ধৈর্য্য ও শান্তি) লাভ করিতে পারিতেছি না। হে বিষ্ণো ! কীদৃশ তুমি ?—'নভঃস্পৃশ'—আকাশ পর্য্যন্তব্যাপী বিস্তৃত আনন (মুখ) তোমার। অন্য সব সরলার্থ পূর্ণ। এখানে কালরূপত্ব দর্শনহেতুক নিজের ভয়ানক রস সম্বন্ধে বলা হইল ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দর্শনের উপসংহারে দৈন্য প্রকাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুন বলিলেন যে, হে বিশ্বব্যাপক বিষ্ণো ! তোমার এই বপু ঊর্দ্ধে আকাশ মণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে, দীপ্ত বিশাল নেত্রযুক্ত, ও অসংখ্য বদনবিবর উন্মুক্ত রহিয়াছে, এই সকল অলৌকিক ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করিয়া, আমার মন প্রব্যথিত অর্থাৎ বিশেষভাবে বিচলিত ; অধিকন্তু আমি কোন মতেই ধৈর্য্য ও উপশম অর্থাৎ শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

এখানে ইহাও লক্ষিতব্য যে, শ্রীভগবানের কালরূপত্ব দর্শন-নিবন্ধন ভয়ানক রসের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (ভীষণ দন্তদ্বারা বিকট) কালানল-সন্নিভানি চ (এবং প্রলয়-কালীন অগ্নিসদৃশ) মুখানি (মুখ সমূহ) দৃষ্ট্বা এব (দেখিয়াই) [অহং—আমি] দিশঃ ন জানে (দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না) শর্ম্ম চ (সুখও) ন লভে (লাভ করিতেছি না) দেবেশ ! জগন্নিবাস ! [ত্বম্—তুমি] প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তোমার দন্তসমূহের দ্বারা বিকট দর্শন, কালানল তুল্য অগ্নি-সদৃশ মুখ সকল দর্শন করিয়াই, আমি দিগ্ বিভ্রমে পড়িয়াছি এবং সুখ পাইতেছি না, হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমার কালানলের ন্যায় করালদংষ্ট্রাযুক্ত মুখসকল

দেখিয়া আমি দিগ্বিভ্রমে পড়িয়াছি; কিসে সুবিধা হয়, তাহা স্থির করিতে পারি না। হে দেব! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—দংষ্ট্রেতি। কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসন্নিভানি তত্তুল্যানি; শর্ম্ম সুখম্॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—'দংষ্ট্রেতি'। কালানল—প্রলয়কালীন অগ্নি, তাহার তুল্য অর্থাৎ তৎসমান (মুখগুলি)। শর্ম্ম—সুখ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন বর্ত্তমানে ভয়, বিস্ময়, অধৈর্য্য ও অশান্তি-জনিত বিকল-চিত্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রসন্নতার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন। তিনি বলিলেন, হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস! তোমার ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রাসমূহ, প্রলয়কালীন কালানল-তুল্য মুখমণ্ডল সমূহ দর্শন করিয়া আমি দিকভ্রান্ত হইয়াছি, বিবেক-শক্তির লোপহেতু কিসে যে সুবিধা হইবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; এবং আমি কিছুমাত্র সুখ লাভ করিতে সক্ষম হইতেছি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যাহাতে আমার যাবতীয় ভয় দূরীভূত হইয়া ধৈর্য্য, বল, শান্তি লাভ হয়॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭॥

অন্বয়—অমী (ঐ সকল) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) সর্ব্বে (সকলে) অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ এব (রাজগণ সঙ্গে করিয়াই) তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ চ (ও কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের পক্ষীয়) যোধমুখ্যৈঃ (প্রধান যোদ্ধৃগণ) সহ অপি (সহিতই) ত্বাং ত্বরমাণাঃ (তোমার দিকে ধাবিত হইয়া) তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দন্তহেতু বিকট) ভয়ানকানি (ভয়ঙ্কর) বক্ত্রাণি (মুখগহ্বরে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (চূর্ণিত মস্তক হইয়া) দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধির মধ্যে) বিলগ্নাঃ (সংলগ্ন হইয়া) সংদৃশ্যন্তে (সম্যক্ দৃষ্ট হইতেছে)॥ ২৬-২৭॥

অনুবাদ—ঐ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা সকলে সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়াই, তথা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধৃগণকে লইয়াই,

তোমার দিকে ত্বরান্বিত হইয়া তোমার করালদন্তবিশিষ্ট, ভয়ানক মুখগহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া তোমার দন্ত-সন্ধির মধ্যে সংলগ্নরূপে দৃষ্ট হইতেছে ॥ ২৬-২৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ঐসকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়া, তথা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধৃপ্রধানগণকে লইয়া তোমার করাল-দন্তবিশিষ্ট ভয়ানক মুখসকলের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া দন্তমধ্যে বিলগ্নরূপে লক্ষিত হইতেছে ॥ ২৬-২৭ ॥

শ্রীবলদেব—'যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি' ইত্যনেনাস্মিন্ যুদ্ধে ভবিষ্যজ্জয়পরাজয়াদিকঞ্চ মদ্দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং, তদধুনা পশ্যন্নাহ,—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে অবনিপালসঙ্ঘৈঃ শল্যজয়দ্রথাদিভূপবৃন্দৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ সন্তস্তে বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অজেয়ত্বেন খ্যাতা যে ভীষ্মাদয়স্তেঽপি; অসাবিতি সর্ব্বদৈব মদ্বিদ্বেষীত্যর্থঃ; সূতপুত্রঃ কর্ণঃ; ন কেবলং ত এব কিন্ত্বস্মদীয়া যে যোধমুখ্যা ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহেতি—তেঽপি প্রবিশন্তীতি সহোক্তিরলঙ্কারঃ। কেচিদিতি। তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈর্মস্তকৈঃ সহিতা দশনান্তরেষু দন্তসন্ধিষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে ময়া ॥ ২৬-২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—'অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর' ইহার দ্বারা এই যুদ্ধে ভবিষ্যৎ জয় ও পরাজয়াদি আমার দেহে দেখ—এই যাহা ভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তাহা এখন দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন—'অমী চেত্যাদি',—পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা। ঐ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধনাদি সকলে, রাজবৃন্দ—শল্য-জয়দ্রথাদি নৃপবর্গের সহিত অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়াই তোমার বদনে প্রবেশ করিতেছে, ইহা উত্তরাংশের সহিত অন্বয়। (আরও) অজেয়ত্ব-খ্যাতিসম্পন্ন যে ভীষ্মাদি তাঁহারাও (অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছেন) ঐ একই কথায় সকল সময়েই আমার বিদ্বেষী; সূতপুত্র—কর্ণ। কেবলমাত্র তাহারা নহে, কিন্তু আমাদের পক্ষভুক্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যোদ্ধশ্রেষ্ঠগণ; তাহাদেরই সহিত; ইতি। তাহারাও প্রবেশ করিতেছে, ইহা সহোক্তি অলঙ্কার। 'কেচিদিতি'—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষরূপে চূর্ণিত মস্তক হইয়া তোমার দন্ত-সন্ধিতে (দাঁতের ফাঁকে) লগ্ন হইতেছে, ইহা দেখিতেছি ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন! অন্য যে কোন

ব্যাপার দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তাহাও আমার দেহে দেখ (গীঃ ১১।৭)। অর্থাৎ এই যুদ্ধে ভবিষ্যতে জয় বা পরাজয় কি হইবে, তাহাও আমার দেহে দেখ। ইহার দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয় আমার দ্বারাই ব্যবস্থাপিত হইবে; অন্য কাহারও ইহাতে কোন কর্তৃত্ব নাই। বর্ত্তমানে অর্জ্জুন শ্রীভগবানের বিরাট দেহের মধ্যে নানাবিধ বিষয় দর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, আমি দেখিতেছি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধনাদি সকলে জয়দ্রথাদি রাজগণের দলের সহিত তোমার মুখ-বিবরে প্রবেশ করিতেছেন। অজেয় ভীষ্ম, দ্রোণ, সূতপুত্র কর্ণও প্রবেশ করিতেছেন। কেবল তাঁহারাই নহে, বিপক্ষ-পক্ষীয় বীরবর্গ, এমন কি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মৎপক্ষীয় যোদ্ধগণও প্রবেশ করিতেছেন। তন্মধ্যে কাহার কাহারও মস্তক চূর্ণ হইয়া তোমার দাঁতের সন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

"সার্থস্থ বলাদেকং যত্রস্যাদ্বাচকং দ্বয়োঃ।
সা সহোক্তির্মূলভূতাতিশয়োক্তির্যদা ভবেৎ ॥" (সাহিত্যদর্পণ ১০ম পঃ)

তাৎপর্য্য এই যে, সহার্থ (সহ, সম, সার্দ্ধ প্রভৃতি) শব্দের যোগ থাকিয়া যদি উপমা ও উপমেয়ের দুইয়ের মধ্যে একটি বাচক হয়, এবং তাহার মূলে যদি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার থাকে, তবে তাহাকে সহোক্তি অলঙ্কার বলা হয় ॥ ২৬-২৭ ॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥২৮॥

অন্বয়—যথা (যেরূপ) নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ অম্বুবেগাঃ (বহু জলবেগ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখী হইয়া) সমুদ্রমেব (সমুদ্রেতেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে) তথা (তদ্রূপ) অমী (এই সমস্ত) নরলোকবীরাঃ (নরবীর সকল) তব (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখ সমূহের মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) অভিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) জ্বলন্তি (জ্বলিত হইতেছে) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যেরূপ নদীগণের জলবেগসমূহ সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরবীর সকল তোমার মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ও সর্ব্বতোভাবে জ্বলিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যেমত নদীগণের জলবেগসমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ নরবীরসকল তোমার মুখ-সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সর্ব্বতোভাবে প্রজ্বলিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—প্রবেশে দৃষ্টান্তাবাহ,—যথেতি দ্বাভ্যাম্। তত্র প্রথমোঽধী-পূর্ব্বকে প্রবেশে, দ্বিতীয়স্তু ধীপূর্ব্বকে বোধ্যঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রবেশে দুইটি দৃষ্টান্তের কথা বলা হইতেছে—'যথেতি দ্বাভ্যাম্',—দুইটি দ্বারা। প্রথম দৃষ্টান্তে অবুদ্ধি-পূর্ব্বক মুখ-প্রবেশের কথা এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশ জানিবে ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন বর্ত্তমান শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত প্রবেশ সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন। একটি বুদ্ধিহীনভাবে প্রবেশ, অপরটি বুদ্ধিযুক্তভাবে প্রবেশ।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—

"অনেক দিকে গতিশীল নদীসমূহের জলপ্রবাহ যেমন সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ সর্ব্বাভিমুখে দেদীপ্যমান তোমার বদনাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া সকলে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং যে যেদিকেই প্রধাবিত হউক না কেন, সেই দিকেই সে তোমার উন্মুক্ত মুখবিবরে সহজেই প্রবিষ্ট হইতেছে" ॥ ২৮ ॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

অন্বয়—যথা (যেরূপ) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গ সমূহ) সমৃদ্ধবেগাঃ (বর্দ্ধিত বেগযুক্ত হইয়া) নাশায় (মরণের নিমিত্ত) প্রদীপ্তং (প্রজ্বলিত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে) তথা (সেইরূপ) লোকাঃ অপি (এই লোক সকলও) সমৃদ্ধবেগাঃ (অত্যন্ত বেগবান্ হইয়া) নাশায় এব (মরণের নিমিত্তই) তব (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখ সমূহের মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যেরূপ পতঙ্গ সকল সমৃদ্ধবেগযুক্ত হইয়া মরণের নিমিত্ত প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকলও অত্যন্ত বেগবান্ হইয়া মরণের নিমিত্তই তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যেরূপ পতঙ্গসকল সমৃদ্ধবেগ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে

প্রবেশ করে, সেইরূপ তোমার মুখসকলের মধ্যে লোকসকল বিনাশ লাভ করিবার জন্য সমৃদ্ধবেগে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—জ্বলনং বহ্নিম্ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—জ্বলন—বহ্নি ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে বুদ্ধিহীনভাবে শ্রীভগবানের মুখবিবরে প্রবেশের দৃষ্টান্ত নদী বেগের দ্বারা বর্ণন করিয়া, বর্ত্তমান শ্লোকে অর্জ্জুন বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, যেমন পতঙ্গকুল জ্বলন্ত অনল-দর্শনে কোন বাধাবিঘ্ন গ্রাহ্য না করিয়া উন্মত্তের ন্যায় অতিশয় বেগে সেই অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ দুর্য্যোধনাদি রাজন্যবর্গ তোমার সর্ব্বসংহারক মুখবিবরে প্রবেশ করিলে, মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াও দ্রুতবেগে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥

অন্বয়—বিষ্ণো! [ত্বম্—তুমি] জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ (প্রজ্জ্বলিত মুখ-দ্বারা) সমগ্রান্ লোকান্ (সমগ্র লোককে) গ্রসমানঃ (গ্রাস করিতে করিতে) সমন্তাৎ (চারি দিকে) লেলিহ্যসে (পুনঃ পুনঃ অবলেহন করিতেছ), তব (তোমার) উগ্রাঃ ভাসঃ (তীব্র জ্যোতিঃ সকল) তেজোভিঃ (তেজের দ্বারা) সমগ্রম্ জগৎ (সমগ্র জগৎকে) আপূর্য্য (ব্যাপ্ত করিয়া) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে) ॥৩০॥

অনুবাদ—হে বিষ্ণো! তুমি প্রজ্জ্বলিত মুখ-দ্বারা এই সমস্ত লোককে গ্রাস করিতে করিতে চারিদিকে পুনঃ পুনঃ অবলেহন করিতেছ অর্থাৎ আস্বাদ করিতেছ, তোমার তীব্র জ্যোতিঃ সকল তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎকে আপূরিত করিয়া সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে বিষ্ণো! তুমি প্রজ্বলিত মুখসকল দ্বারা এই সমস্ত-লোককে সম্যক্ গ্রাস করিতেছ; সমস্ত জগৎকে তোমার তেজো-দ্বারা আপুরিত করিয়া উগ্র প্রতাপের সহিত প্রকাশমান হইয়াছ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—যোদ্ধৄণাং ত্বন্মুখপ্রবেশে প্রকারমুক্ত্বা তস্য তদ্ভাসাং চ তত্র প্রবৃত্তিপ্রকারমাহ,—লেলিহ্যস ইতি। বেগেন প্রবিশতঃ সমগ্রান্ লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ জ্বলদ্ভির্বদনৈর্গ্রসমানো গিলন্ সমন্তাদ্রোষাবেশেন লেলিহ্যসে

তদ্রুধিরোক্ষিতমোষ্ঠাদিকং মুহুর্মুহুর্লেক্ষি। তবোগ্রা ভাসো দীপ্তয়োঽসহ্যৈস্তেজোভিঃ সমগ্রং জগদাপূর্য্য প্রতপন্তি। হে বিষ্ণো! বিশ্বব্যাপিন্!—ত্বত্তঃ পলায়নং দুর্ঘটমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোদ্ধাগণের তাঁহার মুখ-প্রবেশের প্রকার (প্রণালী) বলিয়া তাঁহার এবং তাঁহার সেই তেজের প্রবৃত্তির প্রণালী বলা হইতেছে—'লেলিহ্যস' ইতি। বেগের সহিত প্রবেশকারী দুর্য্যোধনাদি সমস্ত লোককে প্রজ্বলিত বদনের দ্বারা 'গ্রসন্' (গিলিয়া) চারিদিকে রোষাবেশে (ক্রোধের বশেই) লেহন করিতেছ অর্থাৎ তাহাদের রক্তের দ্বারা উক্ষিত (লিপ্ত) ওষ্ঠাদিকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছ। তোমার অতিশয় উগ্র ভাস (দীপ্তি) তেজঃসমূহ অসহনীয় তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রতপ্ত করিতেছ। হে বিষ্ণো! হে বিশ্বব্যাপিন্! তোমার নিকট হইতে পলায়ণ করা খুবই দুঃসাধ্য ॥ ৩০ ॥

অনুভূষণ—যোদ্ধা-রাজন্যবর্গের শ্রীভগবানের মুখে প্রবেশের বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক এক্ষণে অর্জ্জুন শ্রীভগবানের সেই তেজের সম্বন্ধে বলিতেছেন। হে বিষ্ণো! নৃপগণ সমৃদ্ধবেগে তোমার বদনে প্রবেশ করিলে, তোমার সেই প্রজ্বলিত বদনের দ্বারা দুর্য্যোধনাদিকে গ্রাস পূর্ব্বক ক্রোধাবেশে তাহাদের রক্ত-লিপ্ত তোমার ওষ্ঠাদিকে লেহন করিতেছ। তোমার অতিশয় উগ্র তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎকে আপূরিত করিয়া প্রতপ্ত ও জ্বালাযুক্ত করিতেছ। হে বিশ্বব্যাপী বিষ্ণো! তোমার নিকট হইতে তাহাদের পলায়নও দুর্ঘট অর্থাৎ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩০ ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—উগ্ররূপঃ (উগ্ররূপধারী) ভবান্ (তুমি) কঃ (কে?) মে (আমাকে) আখ্যাহি (বল) তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (প্রণাম করি) দেববর! প্রসীদ (প্রসন্ন হও) আদ্যং (আদি কারণ) ভবন্তং (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্ (বিশেষরূপে জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করিতেছি) হি (যেহেতু) তব (তোমার) প্রবৃত্তিং (প্রবৃত্তিকে) ন প্রজানামি (জানিতে পারিতেছি না) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—উগ্ররূপধারী তুমি কে ? তাহা আমাকে বল, তোমাকে প্রণাম করিতেছি ; হে দেববর ! প্রসন্ন হও, আদিকারণ তোমাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু তোমার প্রবৃত্তিকে অর্থাৎ চেষ্টাকে জানিতে পারিতেছি না ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—উগ্ররূপ তুমি কে, তাহা আমাকে বল ; হে দেব ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও ; আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই ; আমি তোমাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—এবং বিশ্বরূপং ব্যঞ্জিতকালশক্তিং ভগবন্তমুপবর্ণ্য তত্ত্ব-বিদপ্যর্জ্জুনঃ স্বজ্ঞানদার্ঢ্যায় পৃচ্ছতি,—আখ্যাহীতি। 'দর্শয়াত্মানব্যয়ম্' ইতি সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণমৈশ্বরং রূপং দর্শয়িতুমর্থিতেন ভগবতা তদ্রূপং প্রদর্শ্য তস্য পুনরতিঘোরা সংহর্ত্তৃতা প্রদর্শ্যতে। তত্রোগ্ররূপো ভবান্ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়। হে দেববর ! তে নমোঽস্তু, প্রসীদ ত্যজোগ্ররূপতাম্। আদ্যং ভবন্তমহং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ; তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাঞ্চ ন হি প্রজানামি ;—কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি তৎপ্রয়োজনং চাখ্যাহীতি ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে প্রকাশিত কালশক্তিসম্পন্ন বিশ্বরূপ ভগবানকে সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াও অর্জ্জুন (পুনরায়) নিজের জ্ঞানকে সুদৃঢ় করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'আখ্যাহীতি'। 'দেখাও অব্যয় আত্মাকে' এই প্রকার সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণযুক্ত ঐশ্বরিকরূপ দেখাইবার জন্য (অর্জ্জুন কর্ত্তৃক) অভ্যর্থিত (প্রার্থিত) হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ প্রদর্শনের পর পুনরায় (ভগবানের) অতিশয় ঘোরাকৃতি সংহার-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। সেখানে উগ্র-রূপ সম্পন্ন তুমি কে ? ইহা বল। হে দেববর ! তোমার প্রতি আমার নমস্কার হউক। (আমার প্রতি) প্রসন্ন (সন্তুষ্ট) হও ; অর্থাৎ (তোমার) উগ্ররূপ পরিত্যাগ কর। আদি-কারণভূত তোমাকে আমি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি তোমার প্রবৃত্তি ও চেষ্টার বিষয় কিছুই জানি না। কিজন্য তুমি এই প্রকারে প্রবৃত্ত (রত) হইতেছ, ইহার কি প্রয়োজন ? তাহাও বল ॥ ৩১ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন এই প্রকারে বিশ্বরূপের বিষয় বর্ণন করিয়া এক্ষণে স্বকীয় জ্ঞানের সুদৃঢ়তার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 'আমাকে অব্যয়

আত্মা দর্শন করাও' এই বাক্যে সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণযুক্ত শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনপ্রার্থী অর্জ্জুনের প্রার্থনা পূরণ করিয়া সেইরূপ প্রদর্শন করাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপের অতিশয় ঘোরত্ব এবং সংহারকত্বও দেখাইলেন। তখন অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন—এই উগ্ররূপ তুমি কে ? তাহা আমাকে বল। আরও বলিলেন, হে দেববর! তোমাকে নমস্কার। আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং এই উগ্রতা পরিত্যাগ কর। আমি তোমার আত্মরূপ বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। তুমি কি অভিপ্রায়ে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ এবং ইহার প্রয়োজনই বা কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—[অহং—আমি] লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি (অত্যুৎকট কাল হই) লোকান্ (লোকসমূহকে) সমাহর্ত্তুম্ (সংহার করিবার নিমিত্ত) ইহ (এক্ষণে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি) প্রত্যনীকেষু (প্রতিপক্ষগণের মধ্যে) যে যোধাঃ (যে সকল যোদ্ধা) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত আছে) [তে—তাহারা] সর্ব্বে (সকলে) ত্বাং ঋতে অপি (তুমি ব্যতীতও) ন ভবিষ্যন্তি (জীবিত থাকিবে না) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি লোকক্ষয়কারী অত্যুৎকট কাল, এই সকল লোককে সংহার করিবার নিমিত্ত এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রতিপক্ষীয় গণের মধ্যে যে সমস্ত যোদ্ধা অবস্থিত আছে, তাহারা সকলেই তুমি ব্যতীতও অর্থাৎ তুমি যুদ্ধে না মারিলেও, কালগ্রস্ত হইয়া মরিবে ॥ ৩২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—আমি এই লোকসকলকে ক্ষয় করিবার ইচ্ছায় প্রবৃদ্ধ-কালরূপে অবতীর্ণ; আমি (পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত) উভয়-পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধৃগণকেই বিনাশ করিব ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—এবমর্থিতো ভগবানুবাচ,—কালোঽস্মীতি। প্রবৃদ্ধো ব্যাপী; "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র

সঃ ॥" ইতি শ্রুত্যা যঃ কীর্ত্যতে স কালোঽহমিত্যর্থঃ। ইহ সময়ে লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ সমাহর্ত্তুং গ্রসিতুং প্রবৃত্তঃ মাং মৎপ্রবৃত্তিফলঞ্চ জানীহি,—ত্বামপি যুধিষ্ঠিরাদীংশ্চ ঋতে সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি ন জীবিষ্যন্তি ; যদ্বা, নন্থ রণান্নিবৃত্তে ময়ি তেষাং কথং ক্ষয়ঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—ঋতেঽপীতি। ত্বাং যোদ্ধারমৃতে ত্বদ্‌যুদ্ধব্যাপারং বিনাপি সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি,—মরিষ্যন্ত্যেব কালাত্মনা ময়া তেষাং আয়ুর্হরণাৎ। কে তে সর্ব্বে ইত্যাহ,—প্রত্যনীকেষু পরস্পরয়োর্যে ভীষ্মাদয়োঽবস্থিতাঃ ; যুদ্ধান্নিবৃত্তস্য তব তু স্বধর্ম্মচ্যুতিরেব ভবেদিতি ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বলিতেছেন—'কালোঽস্মীতি'। প্রবৃদ্ধ—ব্যাপী (হইয়া)। "যাহার ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় দুইটিই ওদন (পুষ্টিসাধন হইতেছে অন্ন)। মৃত্যু যাহার উপসেচন (আচমনের জল তাহাকে) কে এই প্রকারে জানিতে পারে, যেখানে সে" এই শ্রুতির দ্বারা যিনি কীর্ত্তিত (সুকথিত) হইতেছেন সেই কালও আমি,—ইহাই অর্থ। এই সময়ে দুর্য্যোধনাদি লোকগণকে সমাহরণ (গ্রাস) করিবার জন্য আমি প্রবৃত্ত এবং আমার প্রবৃত্তি ফলকে জানিও। তুমি ও যুধিষ্ঠিরাদি ব্যতীত অন্যান্য সকলেই থাকিবে না—অর্থাৎ জীবিত হইবে না। অথবা—প্রশ্ন, রণ হইতে আমি নিরস্ত (বিরত) হইলে তাহাদের কিরূপে ক্ষয় হইবে ? ইহা যদি বল, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'ঋতেঽপীতি'। তুমি যুদ্ধ না করিলেও অর্থাৎ তোমার যুদ্ধ-ব্যাপার ব্যতীতও সকলে থাকিবে না অর্থাৎ মরিবেই। কারণ কালরূপে আমি তাহাদের আয়ুকে হরণ করিয়াছি, এই হেতু। তাহারা সকলে কাহারা ? ইহাই বলা হইতেছে—প্রত্যনীকে (যুদ্ধে) পরস্পর যুদ্ধে যে ভীষ্মাদি অবস্থান করিতেছে। অতএব যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে তোমার পক্ষে কিন্তু স্বধর্ম্ম-চ্যুতিই হইবে ॥ ৩২ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীভগবান্ স্বীয় চেষ্টাদি-বিষয়ক পরিচয় তিনটি শ্লোকে দিতেছেন। তিনি বলিলেন—সর্ব্ব সংহারক কালরূপ আমি। সম্প্রতি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। অর্থাৎ বিরাটরূপ ধারণ করিয়াছি।

এই কালরূপের কথা কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥" (১।২।২৫)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয়ই যে ভগবানের অন্নস্বরূপ এবং মৃত্যু অর্থাৎ প্রাণিগণের মারক যম যাঁহার ব্যঞ্জন সদৃশ, সেই জগৎসংহারক মহাবলশালী শ্রীভগবান্ যেস্থানে অবস্থান করেন, তাহা কেহই জানিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীভগবানের কালরূপের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"প্রতিক্রিয়া ন যস্যেহ কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ প্রভো।

স এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বেষাং নঃ সমাগতঃ ॥" (১।১৩।১৯)

"প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।" (৩।২৬।১৬)

"বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্ব্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।" (১০।১।৭)

শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন—অধুনা আমি দুর্য্যোধনাদিকে গ্রাসকরত হনন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার এই রূপের প্রবৃত্তির পরিণাম তুমি জানিয়া রাখ। তুমি ও যুধিষ্ঠিরাদি ব্যতীত আর কেহই এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সজীবাবস্থায় ফিরিবে না। অথবা তোমার মত যোদ্ধাগণের যুদ্ধচেষ্টাবিনাই সকলে কালের করাল-কবলে পতিত হইবেই। কারণ কালরূপে আমি তাহাদের সকলের আয়ু হরণ করিয়া লইয়াছি। যদি বল, সেই বীরগণ কে ? তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছি। উভয় পক্ষে ভীষ্মাদি যে বীরগণ অবস্থিত আছেন ; তাঁহাদের প্রত্যেকেই যুদ্ধ ব্যতিরেকেও মৃত্যু মুখে পতিত হইবেন। অতএব হে অর্জ্জুন ! এমতাবস্থায় তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে, তোমার স্বধর্ম্ম-চ্যুতি হইবে মাত্র, কাহারও জীবন রক্ষা হইবে না ॥ ৩২ ॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (উঠ) যশঃ (কীর্ত্তি) লভস্ব (লাভ কর) শত্রূন্ জিত্বা (শত্রুদিগকে জয় করিয়া) সমৃদ্ধম্ রাজ্যম্ (সমৃদ্ধ রাজ্যকে) ভুঙ্ক্ষ্ব (ভোগ কর) ময়া এব (আমা কর্তৃকই) এতে (এই সকল) পূর্ব্বমেব (পূর্ব্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে) সব্যসাচিন্ ! [ত্বম্—তুমি] নিমিত্তমাত্রং ভব (নিমিত্ত মাত্র হও) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হও, শত্রুদিগকে জয় করিয়া যশ লাভ কর ও সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, আমাকর্তৃক পূর্ব্ব হইতেই ইহারা নিহত হইয়া রহিয়াছে ; হে সব্যসাচিন্ ! তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই নাশকার্য্যে যখন তোমার অপেক্ষা নাই, তখন তোমার যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জয়জনিত যশোলাভ ও সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করা উচিত। আমি সকলকেই বিনাশ করিয়াছি; হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবলদেব—যস্মাদেবং, তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ স্বধর্ম্মায় যুদ্ধায় যশো লভস্ব—সুরদুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন হেলয়ৈব নির্জ্জিতা ইতি দুর্ল্লভাং কীর্ত্তিং প্রাপ্নুহি। পূর্ব্বং দ্রৌপদ্যামপরাধসময় এব ময়ৈতে নিহতাস্ত্বদ্যশসে যন্ত্র-প্রতিমাবৎ প্রবর্ত্তন্তে, তস্মাৎ ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্!—সব্যেনাপি হস্তেন বাণান্ সঞ্চিতুং সন্ধাতুং শীলমস্যেতি যুদ্ধনির্ভরে প্রাপ্তে হস্তাভ্যামিষুবর্ষিন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেই হেতু এইরূপ, অতএব তুমি উঠ; স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মহেতু যুদ্ধ করিয়া যশ লাভ কর। দেবতাদের পক্ষেও দুর্জ্জয় ভীষ্ম প্রভৃতি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অনায়াসেই পরাজিত হইয়াছে, এই দুর্ল্লভ কীর্ত্তি প্রাপ্ত হও। পূর্ব্বেই অর্থাৎ (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-সময়ে) দ্রৌপদীর প্রতি অপরাধের সময়েই আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ নিহত হইয়াছে, তখন শুধু তোমারই যশের জন্য এক্ষণে যন্ত্র-প্রতিমার ন্যায় (কলের পুতুলের মত) ইহারা কাজ করিতেছে মাত্র। অতএব তুমি (ইহাদের বিনাশ করিয়া) নিমিত্ত মাত্র হও। হে সব্যসাচিন্!—সব্যের দ্বারাও অর্থাৎ বাম হাতের দ্বারাও বাণগুলিকে সংযোজিত করার স্বভাব ইহার আছে—এইরূপ। ইহাতে বলা হইল—যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তোমার দুই হাতের দ্বারা বাণ বর্ষণ করিবে ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪॥

অন্বয়—ময়া (আমা কর্ত্তৃক) হতান্ (পূর্ব্বেই বিনাশপ্রাপ্ত) দ্রোণম্ চ (দ্রোণকে) ভীষ্মং চ (ভীষ্মকে) জয়দ্রথম্ চ (জয়দ্রথকে) কর্ণং (কর্ণকে) তথা অন্যান্ (অন্যান্য) যোধবীরান্ অপি (যোদ্ধৃবীরগণকেও) ত্বম্ (তুমি) জহি (বধ কর) মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না) রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিবে) [অতঃ—অতএব] যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই বিনাশ প্রাপ্ত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ, তথা অন্যান্য যোদ্ধৃবীরগণকেও তুমি (পুনরায়) বধ কর, ব্যথিত হইও না, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে, অতএব যুদ্ধ কর ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীর-সকলকে আমি নষ্ট করিয়াছি; তুমি ক্লেশ ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর এবং তোমার প্রতিপক্ষগণকে জয় কর ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবলদেব—'যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ' ইতি স্ববিজয়ে সংশয়ং মাকার্ষীরিত্যাশয়েনাহ,—দ্রোণঞ্চেতি। ময়া হতান্ হতায়ুষো দ্রোণাদীংস্ত্বং জহি মারয়; মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথমেতান্ দিব্যাস্ত্রসম্পন্নানেকঃ শক্নোম্যহং বিজেতুমিতি ভয়ং মা গাঃ,—মৃতানাং মারণে কঃ শ্রম ইত্যর্থঃ। ভয়ং হিত্বা যুধ্যস্ব রণে সপত্নান্ রিপূন্ জিতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—"যদি বা জয়ী হইব, অথবা আমাদিগকে জয় করিবে" এইরূপ নিজের জয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিও না—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'দ্রোণঞ্চেতি'। আমাকর্ত্তৃক নিহত—গতায়ুঃ দ্রোণাদিকে তুমি নিহত কর। ব্যথিত হইও না। কিরূপে এইরূপ দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন এইসব শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণকে একাকী জয় করিতে সক্ষম হইব—এই জাতীয় ভয় করিও না। মৃত ব্যক্তিদের পুনরায় মারণে কোন শ্রম নাই—ইহাই প্রকৃত অর্থ। ভয়কে দূরীভূত করিয়া যুদ্ধ কর, কুরুক্ষেত্র-সমরে সপত্ন অর্থাৎ রিপুগণকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! যখন প্রকৃত তথ্য তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, তখন তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের সমস্ত রহস্য অবগত হইয়া এবং এস্থলে সমাগত বীরগণের ভাবী পরিণাম স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তোমার যুদ্ধ-বিমুখতা দূরকরতঃ স্বধর্ম্ম বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উত্থিত হও এবং দেবগণেরও অজেয় ভীষ্মাদিকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া এই দুর্ল্লভ-কীর্ত্তি লাভ কর।

পূর্ব্বেই অর্থাৎ এই সকল বীরগণ যখন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পূর্ব্বক অপমানিত করিয়া অপরাধ করিয়াছিল, সেই সময়েই ইহারা আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রহিয়াছে, জানিবে। এক্ষণে কেবল তোমাকে যশস্বী করিবার নিমিত্ত ইহারা যন্ত্র-প্রতিমাবৎ অর্থাৎ কলের পুতুলের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে মাত্র। অতএব তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র অর্থাৎ উপলক্ষমাত্র হও।

আরও বলিলেন,—এই যুদ্ধে তুমি সব্যসাচী নামে পৃথিবী-বিখ্যাত হও। বাম হস্তেও তুমি ধনুকে জ্যা রোপণ করিয়া বাণ পরিচালনায় সক্ষম বলিয়া তুমি সব্যসাচী নাম প্রাপ্ত হইয়াছ।

শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ব্বেই সমাগত বীরগণের আয়ু হরণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ভীষ্মের স্তবেও পাওয়া যায়,—

"সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু॥" (১।৯।৩৫)

অর্থাৎ সখা অর্জ্জুনের (উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ) এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যিনি তৎক্ষণাৎ নিজ ও পরপক্ষের সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন পূর্ব্বক তথায় অবস্থানকরতঃ কালদৃষ্টি-প্রভাবেই শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে ইনি ভীষ্ম, ইনি দ্রোণ, ইনি কর্ণ ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার ছলে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আয়ু অপহরণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের জয়লাভ সম্পাদন করাইয়াছিলেন; সেই পার্থ-সখা শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্যেও পাই,—

"অগ্রেচরো মম বিভো রথযূথপানামায়ুর্মনাংসি চ দৃশা সহ ওজ আর্চ্ছৎ"
—১।১৫।১৫

অর্থাৎ হে প্রভো যুধিষ্ঠির! যিনি সারথিরূপে আমার অগ্রভাগে অবস্থানপূর্ব্বক নিজ অচিন্ত্য-শক্তিতে একবার দৃষ্টিচ্ছলে রথযূথপতিগণের আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, বল ও অস্ত্রাদি-কৌশল হরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক-বাক্যেও পাই,—

"ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ।
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ॥" (৬।১৫।৬)

অর্থাৎ ভূতপতি জগদীশ্বর সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়াও বালবৎ অনভিপ্রেত-ভাবে নিজ-সৃষ্ট পরতন্ত্র বা স্ববশীভূত ভূতগণের দ্বারা পিতৃরূপে ভূতগণকে সৃজন, রাজরূপে পালন, সর্পাদিরূপে বিনাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে ঐ সকল পরতন্ত্র ভূতাদির কর্ত্তৃত্ব নাই। মায়াবশতঃ জীব কেবল কর্ত্তৃত্বের অভিমানই করিয়া থাকে॥ ৩৩-৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ,—কেশবস্য (কেশবের) এতৎ বচনম্ (এই বাক্যকে) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অর্জ্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] (কৃতাঞ্জলি হইয়া) নমস্কৃত্বা (নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ (অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে) ভূয়ঃ এব (পুনর্ব্বারও) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) সগদ্গদং (গদ্গদ-ভাবে) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) আহ (বলিলেন) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—কেশবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি-সহকারে নমস্কার করিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক, গদ্গদ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবানের এইসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন অতি ভীত হইয়া কম্পিত-শরীরে পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতিপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গদ্গদ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবলদেব—ততো যদভূত্তৎ সঞ্জয় উবাচ,—এতদিতি। কেশবস্যৈতৎ পদ্যত্রয়াত্মকং বচনং শ্রুত্বা কিরীটী পার্থঃ বেপমানোঽত্যদ্ভুতাত্যুগ্ররূপদর্শনজেন সংভ্রমেণ সকম্পঃ। নমস্কৃত্বেত্যার্ষং,—কৃষ্ণং নমস্কৃত্য, পুনঃ প্রণম্য, ভীত-ভীতোঽতিভয়াকুলঃ সন্ ভূয়ঃ পুনরপ্যাহ সগদ্গদং গদ্গদেন কণ্ঠকম্পেন সহিতং যথা স্যাত্তথা ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—তারপর যাহা হইল তাহা সঞ্জয় বলিলেন—'এতদিতি'। ভগবান্ কেশবের এইরূপ পদ্যত্রয়াত্মক বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরীটী—অর্জ্জুন কম্পিত-কলেবরে অর্থাৎ অতিশয় অদ্ভুত ও অতিশয় উগ্ররূপ দর্শন-জন্য ভয়েতেই কম্পান্বিত কলেবর হইয়া নমস্কার করিয়া (নমস্কৃত্য না হইয়া নমস্কৃত্বা প্রয়োগ) ঋষিবাক্য (বলিয়া ব্যাকরণগত দোষাবহ নহে)—কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া অর্থাৎ পুনঃ প্রণাম করিয়া ভয়ে ভয়ে অতিশয় ভয়ব্যাকুলিত হইয়া বারবার (পুনরায়) বলিতেছেন—গদ্গদ অর্থাৎ গদ্গদ-যুক্ত কণ্ঠস্বরে ॥ ৩৫ ॥

অনুভূষণ—শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে, ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখ অতিশয় তেজস্বী অজেয় বীরগণও

নিশ্চয়ই কালের করাল-কবলে নিপতিত হইবেন সুতরাং দুর্য্যোধনের জয়ের আশা নাই ; অতএব একটা শান্তির সন্ধি-প্রস্তাবে যত্নবান্ হওয়ার বিবেচনা হয়তো ধৃতরাষ্ট্র করিতে পারেন কিন্তু সেরূপ কোন কথাই যখন বলিলেন না, তখন সঞ্জয় শ্রীভগবানের উক্তি সমূহ বর্ণনান্তে স্বকীয় বাক্যে তদনন্তর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। অতি অদ্ভুত উগ্ররূপ দর্শন-জনিত সম্ভ্রমে কম্পিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করত অতিশয় ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে গদ্‌গদ-কণ্ঠে নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ,—হৃষীকেশ ! তব (তোমার) প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন দ্বারা) জগৎ প্রহৃষ্যতি (বিশ্ব অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়) অনুরজ্যতে চ (ও অনুরক্ত হয়) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (চতু-র্দ্দিকে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে) সর্ব্বে চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ (এবং সকল সিদ্ধ-সম্প্রদায়) নমস্যন্তি (নমস্কার করে) [এতৎ—এই সমস্তই] স্থানে (উপযুক্ত) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে হৃষীকেশ ! তোমার যশঃ-কীর্ত্তন-শ্রবণে জগৎ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করে এবং তোমাতে অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধপুরুষগণ সকলে নমস্কার করে, এই সমস্তই তাহাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে হৃষীকেশ ! তোমার যশঃকীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে, রক্ষঃসকল ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধসকল তোমাকে নমস্কার করে ;—ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্তকার্য্য ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—পরেশস্য সখ্যুঃ কৃষ্ণস্যাতিরম্যত্বমত্যুগ্রত্বঞ্চ তত্র রঙ্গবদ্‌যুগপদেব বীক্ষ্য তদুভয়ং স্বসম্মুখ-স্ববিমুখবিষয়মিতি বিদ্বানর্জ্জুনস্তদনুরূপং স্তৌতি,—স্থান ইত্যেকাদশভিঃ। যুক্তমিত্যর্থকং স্থান ইত্যেদন্তমব্যয়ম্ হে হৃষীকেশেতি ;—

সম্মুখবিমুখেন্দ্রিয়াণাং সাম্মুখ্যে বৈমুখ্যে চ প্রবর্ত্তকেত্যর্থঃ। যুদ্ধদর্শনায়াগতং দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধবিদ্যাধরপ্রমুখং ত্বৎসম্মুখং জগত্তব দুষ্টসংহর্তৃত্বরূপয়া প্রকীর্ত্ত্যা প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চেতি যুক্তমেতৎ। দুষ্টস্বভাবানি ত্বদ্বিমুখানি রক্ষাংসি রাক্ষসাসুরদানবাদীনি দেবাদ্যদ্গীতয়া তৎপ্রকীর্ত্ত্যা ভীতানি ভূত্বা দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্ত ইতি চ যুক্তম্—তব প্রাণিভাবানুসারি-রূপপ্রকাশিত্বাদিতি ভাবঃ। তদিত্থং শিষ্টাশিষ্টানুগ্রহনিগ্রহকারিতাং তব বীক্ষ্য ত্বদ্ভক্তাঃ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে সনকাদয়ো নমস্যন্তি 'জয় জয় ভগবান্' ইত্যুদীরয়ন্তঃ প্রণমন্তীতি চ যুক্তং, তব ভক্তমনোহারিত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—সাক্ষাৎ পরমেশ্বর সখা কৃষ্ণের অতিশয় সুন্দরত্ব এবং উগ্রত্ব সেখানে অভিনয়ের ন্যায় যুগপৎই (একসঙ্গে) দেখিয়া এই উভয়কে তন্মধ্যে একটির সুন্দরত্ব স্বীয় সম্মুখ-বিষয়, ও উগ্রত্ব নিজের বিমুখ-বিষয়রূপে (মনে করিয়া) বিদ্বান্ অর্জ্জুন তদনুরূপ স্তুতি করিতেছেন—'স্থানে ইত্যাদি একাদশ শ্লোকের দ্বারা'। স্থানে এই পদটি একারান্ত অব্যয় যুক্তিযুক্ত অর্থে। 'হে হৃষীকেশেতি'। সম্মুখ ও বিমুখ ইন্দ্রিয়গুলির সম্মুখ-বিষয়ে ও বিমুখ-বিষয়েতেই প্রবর্ত্তক (প্রযোজক),—ইহাই অর্থ। যুদ্ধ দর্শনের জন্য আগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রমুখ জগৎ তোমার সম্মুখে তোমারই দুষ্ট-সংহর্তৃত্বরূপ বিশেষ কীর্ত্তি-দ্বারা বিশেষরূপে আনন্দিত হইতেছে ও অনুরক্ত হইতেছে; ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। দুষ্টস্বভাব-বিশিষ্ট তোমার বিমুখ বিরোধী রাক্ষস, অসুর ও দানব প্রভৃতি দেবাদিগণের দ্বারা তোমার প্রকৃষ্টরূপে কৃত গুণকীর্ত্তন শুনিয়া তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতেছে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্তই বটে—কারণ তোমার প্রাণিগণের (মনের) ভাবানুসারি-রূপের প্রকাশ হয় বলিয়া, ইহাই প্রকৃত ভাবার্থ। অতএব এই প্রকারে শিষ্ট (ভক্ত) জনের প্রতি অনুগ্রহ এবং অশিষ্ট (অভক্ত বা দুর্বিনীত) লোকের প্রতি নিগ্রহকারিতার ভাব তোমার মধ্যে বিশেষরূপে দেখিয়া, তোমার পরমভক্ত সিদ্ধ মহাত্মাগণ—সনকাদি সকলেই নমস্কার করিতেছেন অর্থাৎ "জয় হউক জয় হউক ভগবান্" এই বাক্য অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে প্রণাম করিতেছেন—ইহাও যুক্তিযুক্ত বটে, কারণ তোমার ভক্ত-মনোহারিত্ব গুণ থাকা হেতু ॥ ৩৬ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন নিজ সখা শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপে যুগপৎ অতিশয়

রমণীয়ত্ব ও ঘোর উগ্রত্ব দর্শন করিয়া ভক্তের পক্ষে শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখভাব এবং বিরোধিগণের পক্ষে তদ্বিমুখভাব জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ স্তব করিতেছেন। এস্থলে 'স্থানে' শব্দটী অব্যয় পদ, ইহার অর্থ যুক্ত অর্থাৎ সমুচিত। এখানে যে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে 'হৃষীকেশ' শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য যিনি ভক্তগণের ইন্দ্রিয়গণকে নিজের অভিমুখে এবং অভক্তগণের ইন্দ্রিয়গণকে তদ্বৈমুখ্যে প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই হৃষীকেশ। এই যুদ্ধ-দর্শনে সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রমুখ সকলেই তোমার অনুরাগী ও ভক্ত। সুতরাং তোমার এই রূপের মধ্যে দুষ্ট-অসুরাদি-সংহাররূপ দর্শন করিয়া তাঁহারা আনন্দিত ও অনুরক্ত হইতেছেন, ইহা যুক্ত অর্থাৎ সমুচিত। আর দুষ্টস্বভাব রাক্ষস, অসুর, দানবাদি তোমার এই অলৌকিকরূপ তো দেখিতে পাইতেছেই না, অধিকন্তু তোমার দর্শন-প্রাপ্ত দেবাদি মহাত্মারা যে তোমার রূপগুণাদির মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা শ্রবণেই ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতেছে। তাহাও যুক্ত অর্থাৎ সমুচিত। এই উভয়বিধ-অবস্থা দর্শনে মনে হয় যে, তোমার এইরূপ প্রাণিগণের ভাবানুসারে অর্থাৎ যে যেমন তার প্রতি তেমন ভাব প্রকাশ হয়। শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ এবং অশিষ্টের প্রতি নিগ্রহ দর্শনে তোমার সনকাদি সিদ্ধ ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে তোমার জয়গান পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন ; ইহাও যুক্ত অর্থাৎ সমুচিত। কারণ তুমি অভক্তের প্রতি উগ্ররূপধারী হইলেও ভক্তগণের কিন্তু একান্ত মনোহারী।

এই শ্লোকটী মন্ত্রশাস্ত্রে রক্ষোঘ্ন মন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—মহাত্মন্! অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মা হইতেও) গরীয়সে (গুরুতর) আদিকর্ত্রে (আদিকারণ) [তুভ্যম্—তোমাকে] কস্মাৎ চ (কি নিমিত্ত বা) তে (তাঁহারা) ন নমেরন্? (নমস্কার করিবেন না?) সৎ-অসৎ পরং (কার্য্য-কারণ হইতে শ্রেষ্ঠ) যৎ অক্ষরং (যে অক্ষর ব্রহ্ম) তৎ (তাহা) ত্বম্ (তুমি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি

ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর তত্ত্ব, আদি সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত অক্ষরতত্ত্ব ব্রহ্ম ; তাঁহারা কেনই বা তোমাকে নমস্কার করিবেন না ? ॥৩৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে মহাত্মন্ ! তুমিই ব্রহ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আদি-কর্ত্তা, তাহারা তোমাকে কেন নমস্কার করিবে না ? হে অনন্তদেব ! হে জগন্নিবাস ! তুমিই অক্ষররূপ জীবতত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ-রূপ প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে উৎকৃষ্ট ॥ ৩৭॥

শ্রীবলদেব—অথ ভগবতঃ সর্ব্বনমস্যত্বমভিদধৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বাত্মকতাং প্রতিপাদয়তি,—কস্মাচ্চেতি চতুর্ভিঃ। হে মহাত্মন্নুদারমতে ! হে অনন্ত সর্ব্বব্যাপিন্ ! হে দেবেশ সর্ব্বদেবনিয়ন্তঃ ! হে জগন্নিবাস সর্ব্বাশ্রয় ! তে সিদ্ধসঙ্ঘাস্তে তুভ্যং কস্মাদ্ধেতোর্ন নমেরন্—আত্মনেপদং ছান্দসম্ ; অপি তু প্রণমেয়ুরেব তে। কীদৃশায়েত্যাহ,—ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় যস্মাদাদিকর্ত্রে তত্ত্বসৃষ্টিকরায়েতি নমস্যত্বেঽনেকে হেতবঃ সন্তীতি সমুচ্চয়ালঙ্কারঃ ; কিঞ্চ, যদক্ষরং প্রকৃতিসংসর্গি-জীবাত্মবস্তু যচ্চ সদসৎকার্য্যকারণাবস্থং স্থূলসূক্ষ্মভূতং প্রকৃতিতত্ত্বং, তৎপরং যদিতি। তস্মাৎ প্রকৃতিসংসৃষ্টাজ্জীবাত্মতত্ত্বাৎ প্রকৃতিতত্ত্বাচ্চোক্তরূপাৎ পরমুৎকৃষ্টং ভিন্নং চ যন্মুক্তজীবাত্মতত্ত্বং, তচ্চ ত্বমেব সর্ব্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকলের নমস্যত্ব (সকলের পক্ষেই নমস্কারের) পাত্রত্ব প্রতিপাদন করিতে করিতে (পুনঃ তাঁহার) সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু সর্ব্বাত্মকতা প্রতিপাদন করিতেছেন—'কস্মাচ্চ' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকদ্বারা, হে মহাত্মন্ ! হে উদারমতে ! হে অনন্ত ! হে সর্ব্বব্যাপিন্ ! হে দেবেশ ! হে সর্ব্বদেবনিয়ামক ! হে জগন্নিবাস ! হে সর্ব্বাশ্রয় ! সেই সকল সিদ্ধগণ তোমাকে কি জন্য নমস্কার না করিবেন ?—'নমেরন্' এইপদে এখানে আত্মনেপদ ছন্দের অনুরোধেই হইয়াছে—কিন্তু তাহারা প্রণাম করিবেই ; কীদৃশগুণসম্পন্ন তোমাকে (প্রণাম করে) ইহাই বলা হইতেছে—ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ—গুরুতর (এইরূপ গুণসম্পন্নকে) যেইহেতু আদিকর্ত্তা অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ও ত্রিজগতের বিচিত্র তত্ত্বসৃষ্টি করিবার যোগ্যতাসম্পন্নকে, এই রকম নমস্কারের প্রতি অনেক হেতু আছে—এই হেতু ইহা সমুচ্চয়ালঙ্কার। আরও—যেই অক্ষর প্রকৃতি-সংসর্গি-জীবাত্মারূপ বস্তু, যাহা সৎ ও অসৎ কার্য্য-কারণাবস্থাপন্ন, স্থূল ও সূক্ষ্মভূত প্রকৃতিতত্ত্বরূপ, তাহা হইতে পর যাহা, ইতি। অতএব প্রকৃতি সংসৃষ্ট

জীবাত্মতত্ত্ব হইতে ও উক্তরূপ জড় প্রকৃতির তত্ত্ব হইতে পরম উৎকৃষ্ট এবং ভিন্ন যে মুক্ত জীবাত্মতত্ত্ব, তাহা সর্ব্বরূপ তুমিই—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৩৭ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীভগবানের সর্ব্বনমস্যত্ব বর্ণন করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া যে সর্ব্বাত্মক ; তাহাও প্রতিপাদন করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিলেন—দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, প্রভৃতি সকলেই তোমাকে প্রণাম ও ভক্তি করিবেই, না করিয়াই পারিবে না ; কারণ তুমি একমাত্র অদ্বিতীয়, অত্যদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মারও আদিস্রষ্টা তুমি ; সুতরাং ব্রহ্মাপেক্ষাও গরীয়ান্। তুমিই যাবতীয় দেবাদি, চেতনাচেতন সকলেরই স্রষ্টা ও হেতুভূত মূল পুরুষ। সুতরাং তোমার নমস্যত্ব-সম্বন্ধে সর্ব্বহেতু বর্ত্তমান থাকায়, উহাতে বিস্ময়ের বা আপত্তির কোন কারণ নাই।

অর্জ্জুন ইহাও বলিলেন যে, শ্রীভগবান্ শুধু যে সকলের নমস্য তাহা নহে, তিনি সর্ব্বাত্মক বলিয়া সর্ব্বময়। তিনি অক্ষর-ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব-সকল হইতে পরম উৎকৃষ্ট ও ভিন্ন, ভিন্ন হইলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি হইতে সকল তত্ত্বের প্রকাশ হয় বলিয়া, তিনিই সব বা সর্ব্বরূপ ইহাও বলা হয়। তাই বলিয়া, সকলই ভগবান্ বা ভগবানের সহিত সমান ; ইহা কিন্তু নহে। সকলই তাঁহার শক্তির কার্য্য বলিয়া সব—তিনি। কারণ তিনি ব্যতীত কাহারও পৃথক্ আকরত্ব নাই বা থাকিতে পারে না। কাজেই তিনি সর্ব্বমূল বা সর্ব্বাকর বলিয়া তাঁহাকে সব বলা যায়। যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১), "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯) (কঠ ২।১।১১)। এস্থলে জীব-জড়াত্মক বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু আবার "নিত্য নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্"। (কঠ ২।১৩ ও শ্বে ৬।১০) এই শ্রুতিবাক্যে বস্তুর নানাত্ব এবং অনেক নিত্যবস্তু স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই শ্রুতিসম্মত সুবিমল তত্ত্ব।

জীবকে যে ব্রহ্ম বলা হয়, তাহাও মুক্ত জীবকেই ব্রহ্ম বলা হয়, মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (৩।২।৯) অর্থাৎ যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মবৎ

শুদ্ধত্বাদি হেতু ব্রহ্ম-সাদৃশ্য লাভ করেন। ব্রহ্ম ও পরম ব্রহ্ম কথা দুইটিরও তাৎপর্য্য বিচার করা দরকার ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—ত্বম্ (তুমি) আদিদেবঃ পুরাণঃ (প্রাচীনতম) পুরুষঃ, ত্বম্ (তুমিই) অস্য বিশ্বস্য (এই বিশ্বের) পরং নিধানম্ (একমাত্র লয়স্থান) [ত্বম্—তুমি] বেত্তা বেদ্যং চ (বেত্তা ও বেদ্য) অসি (হও) পরং ধাম চ (ও পরম ধাম) অনন্তরূপ ! ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) বিশ্বং (বিশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তুমি আদিদেব ও সনাতন পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের লয়স্থান, তুমি বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত পরমধাম স্বরূপ ; হে অনন্তরূপ ! এই বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমিই আদিদেব সনাতন পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, তুমিই বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত পরব্যোমাখ্য ধাম ; হে অনন্তরূপ ! তোমা-দ্বারাই এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবলদেব—ত্বমিতি। পরং নিধানং পরমাশ্রয়ো—'নিধীয়তেঽস্মিন্' ইতি নিরুক্তেঃ। জগতি যো বেত্তা, যচ্চ বেদ্যং, তদুভয়ং ত্বমেব। কুত এবমিতি চেত্তত্রাহ,—যত্ত্বয়া বিশ্বমিদং ততং তদ্ব্যাপিত্বাদিত্যর্থঃ ; যচ্চ পরং ধাম পরমব্যোমাখ্যং প্রাপ্যস্থানং তদপি ত্বমেব পরাখ্যত্বচ্ছক্তিবৈভবত্বাত্তস্য ধাম্নঃ ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ—'ত্বমিতি' পরমনিধান—পরম আশ্রয় (তুমি) যাহাতে নিহিত অর্থাৎ 'স্থিত হয়' এই ব্যুৎপত্তিহেতু। এই জগতে যিনি জ্ঞাতা, এবং যাহা জ্ঞানের বিষয়—এই দুইটি তুমিই। কিহেতু এইরূপ ? ইহা বলা হইলে, তদুত্তরে বলা হইতেছে—যেই হেতু তোমাকর্ত্তৃক এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ; তোমার ব্যাপকত্ব হেতু। যাহা পরমব্যোমরূপ শ্রেষ্ঠধাম ও প্রাপ্যস্থান তাহাও তুমি। সেই ধামের তোমার পরাখ্য-শক্তির বৈভবত্ব হেতু ॥ ৩৮ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানই আদিদেব অর্থাৎ দেবগণেরও আদি। তিনিই সকলের পরম আশ্রয়, জগতে যাহা বেদিতব্য এবং যিনি বেত্তা, সকলই শ্রীভগবান্। কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপক, যাহা পরম ধাম অর্থাৎ পরব্যোমাখ্য প্রাপ্য-স্থান তাহাও তিনি ; কারণ তাঁহার পরাশক্তির বৈভবই ধাম।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥" (৬।৭)

আরও পাওয়া যায়,—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (৬।৮) ॥৩৮॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯॥

অন্বয়—ত্বম্ (তুমি) বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রজাপতিঃ, প্রপিতামহঃ চ, তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার) সহস্রকৃত্বঃ নমঃ (সহস্রবার নমস্কার) পুনশ্চ নমঃ (পুনরায় নমস্কার) ভূয়ঃ অপি (পুনর্ব্বারও) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মারও পিতা অতএব তোমাকে নমস্কার, সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় নমস্কার, পুনর্ব্বারও নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমিই বায়ু, যম, বহ্নি, বরুন, চন্দ্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মা; অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥৩৯॥

শ্রীবলদেব—অতঃ সর্ব্বশব্দবাচ্যস্ত্বমিত্যাহ,—বায়ুরিতি। সর্ব্বদেবোপলক্ষণং বায্বাদিসর্ব্বদেবরূপস্ত্বং প্রজাপতিশ্চতুরাস্যঃ পিতামহস্ত্বং তৎপিতৃত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বং ভবসি কঙ্কণাদিষু কনকস্যেব চিদচিচ্ছক্তিমতস্তব কারণস্য বায্বাদিষু ব্যাপ্তেস্তত্তৎ সর্ব্বরূপস্ত্বমতঃ সর্ব্বনমস্যোঽসীতি ময়া ত্বং নমস্যসে ইত্যাহ,—নমো নম ইতি ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতএব সকল শব্দের বাচ্যও তুমি—ইহা বলা হইতেছে—'বায়ুরিতি', বায়ু-শব্দ সমস্ত দেবতার উপলক্ষণ, বায়ু আদি সমস্ত দেবরূপ তুমি। চতুর্ম্মুখ প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মাও তুমি, তাঁহার পিতৃত্বহেতু প্রপিতামহও তুমি হও, কারণ—কঙ্কনাদিতে স্বর্ণের মত চিৎ ও অচিৎ শক্তিমান্ কারণস্বরূপ তোমার বায়ু প্রভৃতিতে ব্যাপ্তি আছে অর্থাৎ তুমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সেই সেই

সর্ব্বরূপেই তুমি বর্ত্তমান আছ। এই জন্য তুমি সকলের নমস্য অর্থাৎ নমস্কারের পাত্র হইতেছ, আমাকর্ত্তৃকও তুমি নমস্য হইতেছ—ইহাই বলা হইতেছে—'নমো নমঃ' ইতি ॥ ৩৯ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, যেমন কঙ্কণাদিতে স্বর্ণই কারণ সেইরূপ চিৎ ও অচিৎ শক্তিমান্ শ্রীভগবান্ বায়ু আদি সকলের কারণ অর্থাৎ শক্তিরূপে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত আছেন, সুতরাং তিনিই সর্ব্বরূপ এবং সকলেরই নমস্য ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—সর্ব্ব! (সর্ব্বাত্মন্!) তে (তোমার) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (অনন্তর) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাতে) নমঃ (নমস্কার) তে (তোমার) সর্ব্বতঃ এব (সকল দিকেই) নমঃ অস্তু (নমস্কার হউক) অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ (অনন্ত শক্তিধর ও অসীম পরাক্রমশালী) ত্বম্ (তুমি) সর্ব্বং (সমগ্র বিশ্ব) সমাপ্নোষি (ব্যাপ্ত করিয়াছ) ততঃ (সেই হেতু) [ত্বম্—তুমি] সর্ব্বঃ অসি (সর্ব্ব হও) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বস্বরূপ! তোমার সম্মুখে, অনন্তর পশ্চাতে এবং সর্ব্বদিকে নমস্কার, অনন্তবীর্য্য ও পরাক্রমশালী তুমি, সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছ, অতএব তুমিই সর্ব্ব ॥ ৪০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং সর্ব্বদিকে তোমাকেই নমস্কার করি; হে অনন্তবীর্য্য! তুমিই অপরিমেয়-শক্তিসম্পন্ন, তুমিই সমস্ত-জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব্ব ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব—ভক্ত্যতিশয়েন নমস্কারেষ্বলং ভাবমবিদন্ বহুকৃত্বঃ প্রণমতি,—নমঃ পুরস্তাদিতি। হে সর্ব্ব! পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতঃ সর্ব্বতশ্চ স্থিতায় তে নমো নমোঽস্তু। অনন্তেতি কর্ম্মধারয়ঃ; বীর্য্যং দেহবলং বিক্রমস্তু ধীবলং শস্ত্রপ্রয়োগাদি-প্রাবীণ্যরূপম্,—একং বীর্য্যাধিকং মন্ত্যৈকং শিক্ষয়াধিকমিতি ভীমদুর্য্যোধনাবুদ্দিশ্যোক্তেঃ। সর্ব্বরূপত্বে হেতুমাহ,—সর্ব্বং সমাপ্নোষীতি। এবমেবোক্তং শ্রীবৈষ্ণবে,—"যোঽয়ং তবাগতো দেবসমীপং দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্" ইতি ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভক্তির আতিশয্যহেতু (পাত্র বলিয়া) নমস্কারের পর্য্যাপ্তি

ইহা না জানার জন্যই বহুবার প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ পুরস্তাদিতি'। হে সর্ব্ব! সম্মুখে, পশ্চাতে ও সমস্তদিকে স্থিত তোমাকে নমস্কার; অর্থাৎ আমার নমস্কার হউক। অনন্ত বীর্য্য ও অধিক বিক্রম এইরূপে ইহা কর্ম্মধারয়-সমাস। বীর্য্য—দেহের বল, বিক্রম—কিন্তু বুদ্ধি বল, অর্থাৎ শস্ত্রপ্রয়োগাদি প্রাবীণ্য; এক ভীমকে বীর্য্যাধিক মনে করিয়া দুর্য্যোধনকে শিক্ষার দ্বারাই অধিক মনে করিয়া ইহা ভীম ও দুর্য্যোধনকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে।—তুমি অনন্ত বল ও শস্ত্রপ্রয়োগে অসাধারণ প্রবীণ। সর্ব্বরূপত্বে হেতুর কথা বলা হইতেছে—'সর্ব্বং সমাপ্নোষীতি'। যেহেতু সর্ব্বব্যাপী! এইরকমই বলা হইয়াছে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"এই যে দেবগণ তোমার নিকটে আসিয়াছেন ইহাও তুমি, যেহেতু তুমি সকলের উপাদান কারণ, এবং তুমি সর্ব্বগত ॥ ৪০ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সকলের নমস্য জানিয়া সেই সর্ব্ব-দেবময় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে লাগিলেন। অতিশয় শ্রদ্ধা ও আদরবশতঃ নমস্কারের পর্য্যাপ্তি না পাইয়া সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্ব্বদিকে সেই অনন্তবীর্য্য, অপরিমেয় শক্তিশালী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক-বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥" (১০।১৪।৫৬)

এতৎপ্রসঙ্গে গীঃ-৭।১৯ শ্লোকও দ্রষ্টব্য ॥ ৪০ ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—তব (তোমার) ইদং মহিমানং (এই মহিমা) অজানতা (না জানিয়া) প্রমাদাৎ (প্রমাদবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা এইরূপ মনে করিয়া) হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইতি (এই প্রকার) যৎ (যাহা) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) প্রসভং (হঠভাব-সহিত) উক্তং (কথিত হইয়াছে), অচ্যুত! বিহারশয্যাসনভোজনেষু (ক্রীড়া-শয়ন-উপবেশন ও ভোজন-সময়ে) একঃ (নির্জ্জনে) অথবা তৎসমক্ষং (তাহাদের

বা আর আর বন্ধুজনের সমক্ষে) অবহাসার্থং (পরিহাস-নিমিত্ত) অসংকৃতঃ অসি (অসৎকার প্রাপ্ত হইয়াছ) তৎ (সেই সকল) অপ্রমেয়ম্ (অপ্রমেয় অর্থাৎ পরিমাপের অতীত) ত্বাং (তোমার কাছে) ক্ষাময়ে (ক্ষমা চাহিতেছি) ॥ ৪১-৪২॥

অনুবাদ—তোমার এই বিশ্বরূপ সম্বন্ধীয় মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ-বশতঃ অথবা প্রণয়বশতঃ, তোমাকে সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! ইত্যাদি সম্বোধন, সামাজিক অভিমান সহকারে করিয়াছি ; হে অচ্যুত ! বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি-সময়ে একাকী স্থিতি কালে অথবা বন্ধুজনের সমক্ষে, পরিহাস পূর্ব্বক যে অসৎকার করিয়াছি, সেই সমস্ত অপরাধের জন্য অপ্রমেয় বিরাট্ পুরুষ তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪১-৪২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! তোমাকে যে এইরূপ সামাজিক অভিমান-সহকারে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে কেবল তোমায় বিশ্বরূপসম্বন্ধি মহিমার অজ্ঞানতাই লক্ষিত হয়, অতএব কখনও কখনও প্রমাদপূর্ব্বকই সেইসকল উক্তি করিয়াছি ; বিহার, শয়ন ও ভোজন-সময়ে তোমাকে পরিহাস-পূর্ব্বক অসৎকার করিয়াছি, তাহা কখনও কোন বন্ধুজনের সমক্ষে, কখনও বা একাকী স্থিতিসময়ে কৃত হইয়াছে,—সেই সহস্র সহস্র অপরাধ তুমি ক্ষমা কর ॥ ৪১-৪২ ॥

শ্রীবলদেব—এবমর্জ্জুনঃ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং স্বসখং কৃষ্ণং বিলোক্য সংস্তুত্য প্রণম্য চ স্বসখ্যস্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানসংমিশ্রত্বাত্তদনুরূপমনুনয়তি,—সখেতি দ্বাভ্যাম্। কৃষ্ণো ভগবান্মে সখা মিত্রমিতি মত্বা নিশ্চিত্য তবেদং সহস্রশীর্ষত্বাদি-লক্ষণং মহিমানমজানতাননুভবতা ময়া প্রমাদাদনবধানতঃ প্রণয়েন সখ্য-প্রেম্ণা বা যত্ত্বাং প্রতি প্রসভং হঠাদুক্তং, তদিদানীং ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি। কিং তদিতি চেৎ তত্রাহ,—হে কৃষ্ণেত্যাদি। সখেতীত্যত্র সন্ধিশ্ছান্দসঃ। এতানি ত্রীণি সম্বোধনান্যনাদরগর্ভাণি ;—হে কৃষ্ণেত্যত্র শ্রীপূর্ব্বকত্বাভাবাৎ, হে যাদবেত্যত্র রাজ্যবংশ্যত্বাভাবাবেদনাৎ, হে সখেত্যত্র সবয়স্থমাত্রসূচনাৎ। কিঞ্চ, যচ্চ বিহারাদিষ্ববহাসার্থং পরিহাসায়াসৎকৃতোঽসি সত্যবাক্ সরলো নিষ্কপটস্থমিত্যেবংব্যঞ্জকশব্দৈরবজ্ঞাতোঽসি। একঃ সখীন্ বিনা বিজনে স্থিতস্তৎসমক্ষং বা তেষাং পরিহসতাং সখীনাং পুরতো বা স্থিত ইত্যর্থঃ।

তৎসর্ব্ববচনরূপমসৎকাররূপং বাপরাধজাতং ক্ষাময়ে—ক্ষমস্ব প্রভো ভগবন্নিত্যনুনয়ামি। হে অচ্যুতেতি সত্যপ্যপরাধেঽবিচ্যুতসখেত্যর্থঃ। অপ্রমেয়মতর্ক্যপ্রভাবম্ ॥ ৪১-৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে অর্জ্জুন সহস্রমস্তকাদি লক্ষণ বিশিষ্ট স্বীয় সখা কৃষ্ণকে দেখিয়া, স্তব করিয়া এবং প্রণাম করিয়া স্বীয় বন্ধুত্বের ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানের সংমিশ্রণ হেতু তাহারই অনুরূপ অনুনয়াদি করিতেছেন—সখা ইত্যাদি দুইটি শ্লোক দ্বারা। কৃষ্ণ ভগবান্ আমার সখা ও মিত্র ইহা মনে করিয়া (অর্থাৎ) স্থির করিয়া তোমার এই সহস্রশীর্ষত্বাদি লক্ষণ সম্পন্ন মহিমাকে না জানিতে পারিয়া ও অনুভব করিতে না পারিয়া আমাকর্ত্তৃক প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতাবশেই এবং অতিশয় ভালবাসার জন্য অথবা সখা সম্পর্কীয় প্রেমবশতঃ আমি যে তোমার প্রতি প্রসভ অর্থাৎ আববেকে বলিয়াছি, তাহার এখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কি বলিয়াছি, ইহা যদি বল, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—হে কৃষ্ণেত্যাদি। সখে ইতি (সখেতি) হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখানে সন্ধি ছন্দের অনুরোধেই। এই তিনটি সম্বোধন অনাদরের সূচক বা অনাদরব্যঞ্জক। হে কৃষ্ণ! এখানে শ্রী-শব্দ (কৃষ্ণের) পূর্ব্বে না থাকার হেতু অনাদর। হে যাদব! এখানে রাজবংশীয়ত্বের অভাব বুঝাইতেছে। হে সখা! এখানে সমান বয়স্কমাত্র সূচনা করার জন্য; আরও—বিহারাদিতে উপহাসের জন্য বা পরিহাসের জন্য আমি তোমার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া অসৎকার করিয়াছি, অর্থাৎ সত্যবাক্, সরল ও নিষ্কপট তুমি,—এই ভাব-ব্যঞ্জক শব্দের দ্বারা তুমি আমাকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াছ। এক সখাগণভিন্ন নির্জ্জনে থাকিয়া অথবা তোমার সামনে থাকিয়া, অথবা পরিহাসকারী সখাগণের সামনে থাকিয়া,—ইহাই অর্থ। অতএব সেই সমস্ত বাক্যের দ্বারা অসৎকার বা অপরাধমূলক সেই কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা ক্ষমা কর। হে প্রভো! হে ভগবন্! এইভাবে অনুনয় বিনয় করিতেছি, হে অচ্যুত! ইহার দ্বারা অপরাধ থাকিলেও তুমি কিন্তু তাতে বিচলিত না হইয়া সখা-হেতু অচ্যুতই থাক। অপ্রমেয়—তর্কের অতীত প্রভাব ॥ ৪১-৪২ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন স্বীয় সখা শ্রীকৃষ্ণকে সহস্র-শীর্ষাদি-লক্ষণযুক্ত দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্তব ও প্রণাম বিধানকরতঃ এক্ষণে স্বীয়

সখার প্রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র ভাবহেতু তদনুরূপ অনুনয়াদি দুইটি শ্লোকে করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, তোমাকে সখা, মিত্র প্রভৃতি জ্ঞানে তোমার এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যাদি পরিপূর্ণ সহস্রশীর্ষাদি-লক্ষণ-বিশিষ্ট অত্যদ্ভুত মহিমাবিষয়ক জ্ঞানের অভাবে প্রমাদবশতঃ অথবা সখ্য-প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া বলপূর্ব্বক হঠতাসহকারে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যদি বল যে, সে সকল কথা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, প্রথমতঃ তোমাকে যে আমি কৃষ্ণ সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে কারণ কৃষ্ণ শব্দের প্রারম্ভে 'শ্রী'পদের প্রয়োগ করি নাই। দ্বিতীয়তঃ যাদব-শব্দের দ্বারা তোমার কেবল বংশের উল্লেখ হইয়াছে কিন্তু তুমি রাজবংশোদ্ভব তাহা জ্ঞাপিত হয় নাই। তাহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। তৃতীয়তঃ তোমার প্রতি সখা-শব্দ-ব্যবহারে কেবল সমবয়স্কতাই সূচিত হইয়াছে, ইহাতেও আমার অপরাধ ঘটিয়াছে। অর্জ্জুন এতদিন আদর ও প্রণয়বশতঃ যে সকল সম্বোধন করিতেন, আজ মহাঐশ্বর্য্যময় বিশ্বরূপ দর্শনে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয় হওয়ায় স্বাভাবিক সখ্যরস বিস্মৃত হইয়া, এতদিন সখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণকে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই মনে করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। এতদিন যাহা আদর ও প্রণয়সূচক ভাবে বলিয়াছেন, আজ তাহা অজ্ঞানতাবশতঃ অবজ্ঞাসূচক ভাবে হইয়াছে, মনে করিয়া নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করিতেছেন এবং অনুতাপ করিতেছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই যে,—অর্জ্জুনের 'কৃষ্ণ' সম্বোধনে তাঁহাকে বসুদেব-নামধারী অর্দ্ধরথত্বেও অপ্রসিদ্ধ নরের পুত্র কৃষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু তিনি অতিরথ নরপতি পাণ্ডুর পুত্র অর্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া ব্যক্ত করিয়া অবজ্ঞাই করা হইয়াছে। 'হে যাদব' সম্বোধনেও যদুবংশীয় কৃষ্ণের রাজত্ব নাই, কিন্তু পুরুবংশীয় অর্জ্জুনের রাজত্ব আছেই, ইহাতেও অবজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে, তৃতীয়তঃ 'হে সখে' এই সম্বোধনেও অর্জ্জুনের কৃষ্ণের সঙ্গে কৌলিক বা পৈতৃক কোন সম্বন্ধের প্রভাব নাই, কেবল ব্যক্তিগত সম্বন্ধ-মাত্র। সুতরাং এগুলি প্রমাদবশতঃ অজ্ঞান ও অহঙ্কার-বিজৃম্ভিত অবজ্ঞা ও অনাদর-সহকারে প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া অর্জ্জুন অনুতপ্ত হইয়া এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। অর্জ্জুন আরও মনে করিতেছেন

যে, শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ-মহিমা না জানিয়াই তিনি প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয়মূলক স্নেহবশে পরিহাস পূর্ব্বক ক্রীড়াদিতে তিরষ্কার করিয়াছেন, কখনও সত্যবাদী, নিষ্কপট, পরম সরল ইত্যাদি বক্রোক্তির দ্বারাও তিরস্কার করা হইয়াছে। কখনও নির্জ্জনে—একাকী, কখনও বা পরিহাসপর সখাগণের সমক্ষে এইরূপ ব্যবহার হওয়ায় সর্ব্বপ্রকারে সহস্র সহস্র অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়া আজ—হে প্রভো! ক্ষমা কর ইত্যাদি বলিয়া অনুনয় করিতেছেন।

অর্জ্জুন ইহাও বলিলেন যে, হে অচ্যুত! আমার অসংখ্য অপরাধ হইলেও তোমার সখ্যত্বের কখনও চ্যুতি হয় নাই। ইহা তোমার অপ্রমেয়—অতর্ক্য-প্রভাব॥ ৪১-৪২॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩॥

অন্বয়—অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বম্ (তুমি) অস্য চরাচরস্য (এই চরাচর) লোকস্য (লোকের) পিতা অসি (পিতা হও) পূজ্যঃ গুরুঃ (পূজ্য ও গুরু) গরীয়ান্ চ (এবং গুরুশ্রেষ্ঠ) লোকত্রয়ে অপি (ত্রিভুবনেও) ত্বৎ সমঃ (তোমার সমান) অন্যঃ ন অস্তি (অন্য নাই) অত্যধিকঃ কুতঃ (তোমা অপেক্ষা অধিক আর কোথায়?)॥ ৪৩॥

অনুবাদ—হে অপ্রমেয় প্রভাবশালিন্। তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ, ত্রিলোকে তোমার সমান কেহই নাই, অধিক আর কোথা হইতে হইবে?॥ ৪৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমিই এই-জগতের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু, তোমার সমান কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা কাহারও অধিক হওয়া দূরে থাকুক, এই লোকত্রয়ে তুমিই অপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩॥

শ্রীবলদেব—অপ্রমেয়তামাহ,—পিতাসীতি। অস্য লোকস্য পিতা পূজ্যো গুরুঃ শাস্ত্রোপদেষ্টা চ ত্বমসি; অতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্গরীয়ান্ গুরুতরস্ত্বম্; হে অপ্রতিম-প্রভাব! অতোঽস্মিন্ লোকত্রয়ে নিখিলেঽপি জগতি ত্বৎসম

এব নাস্তি, দ্বিতীয়স্য পরেশস্যাভাবাদেব অদধিকোঽন্যঃ কুতঃ স্যাৎ? শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইতি ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—অপ্রমেয়তার বিষয় বলা হইতেছে—'পিতাসীতি', এই ত্রিলোকের পিতা, পূজ্য ও গুরু অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেষ্টা তুমিই হইতেছ। অতএব সকল প্রকারেই তুমি গরীয়ান্ গুরুতর তুমি। হে অপ্রতিম প্রভাব! এই হেতু এই ত্রিলোকে—নিখিল জগতেও তোমার সমান কেহ নাই। দ্বিতীয় পরমেশ্বরের অভাববশতঃই তোমার চেয়ে অধিক অন্য কে আছে? (কোথা হইতে হইবে?) শ্রুতিও এই প্রকার বলিয়াছেন—"তাঁহার সমান এবং তাঁহার চেয়ে অধিক দৃষ্ট হইতেছে না" ॥ ইতি ॥ ৪৩ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত অপ্রমেয়-প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া অর্জ্জুন বলিলেন যে, তুমি এই চরাচর বিশ্বের অর্থাৎ জগতের স্রষ্টা, অর্থাৎ পিতা, এবং পরম পূজনীয় অর্থাৎ দেবাদি সকলেরই আরাধ্য। তুমি সকলের গুরু, শাস্ত্রোপদেষ্টা আচার্য্যবর্গেরও গুরু। তোমার শ্রীমুখে যে শাস্ত্রোপদেশ পাওয়া যায়, তাহার তুলনা নাই। যেমন পাওয়া যায়,—

> "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
> যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিসৃতা ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

> "সাধু পাওয়া কষ্ট-বড় জীবেরে জানিয়া।
> সাধু-গুরু-রূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া ॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপরতত্ত্ব হইয়াও কলিযুগপাবনাবতারী-রূপে অবতীর্ণ হইয়া আচার্য্যরূপে আচরণপূর্ব্বক যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। অন্য কোন আচার্য্যের শিক্ষার সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। সুতরাং শ্রীভগবানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। অপ্রতিমপ্রভাব সম্বন্ধে আরও বলিলেন যে, ত্রিলোকে শ্রীভগবানের সমান আর কেহ নাই। শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয় ও অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। সুতরাং তাঁহার সমানও কেহ নাই তাঁহার অধিকও কেহ নাই। এ-সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উক্তিতেও পাওয়া যায়,—"মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ"—(ভাঃ ৫।৩।১৬) অর্থাৎ আমি অদ্বিতীয় পুরুষ। আমার তুলনা আমিই, অন্য কেহ আমার অভিরূপ হইতে পারে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও

পাওয়া যায়,—"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (৬।৮) অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক দেখা যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন"॥ (বিংশপরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাওয়া যায়,—

"সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব, তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥ (আদি-লীলা ষষ্ঠ পঃ)

এ সম্বন্ধে গীঃ—৭।৭ শ্লোকও দ্রষ্টব্য॥ ৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪॥

অন্বয়—তস্মাৎ (সেই হেতু) অহম্ (আমি) কায়ং প্রণিধায় (দেহ পাতিত করিয়া) প্রণম্য (প্রণাম পূর্ব্বক) ঈড্যম্ (স্তবযোগ্য) ঈশম্ (ঈশ্বর) ত্বাম্ (তোমার নিকট) প্রসাদয়ে (প্রসন্নতা যাজ্ঞা করিতেছি) দেব! পুত্রস্য পিতা ইব (পুত্রের পিতার ন্যায়) সখ্যুঃ (সখার) সখা ইব (বন্ধু যেরূপ) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) প্রিয়ঃ (প্রিয়ের ন্যায়) সোঢ়ুম্ (ক্ষমা করিতে) অর্হসি (সমর্থ)॥ ৪৪॥

অনুবাদ—অতএব আমি দেহকে ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত করিয়া, প্রণতি পূর্ব্বক স্তবনীয় ঈশ্বর তোমার নিকট প্রসন্নতা যাজ্ঞা করিতেছি; হে দেব! পুত্রের পিতা যেরূপ, সখার সখা যেরূপ, প্রিয়ার প্রিয় যেরূপ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তুমিও সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ॥ ৪৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমিই বস্তুতঃ জীবের ঈশ ও সেব্য, দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আমি প্রণতি-পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা যাজ্ঞা করিতেছি; জীব ও তুমি—নিত্য-অবস্থায় বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর-রসগত সম্বন্ধে আবদ্ধ আছ, সেই সেই সম্বন্ধ-ব্যাপারে নিত্যদাস-রূপ জীবসকল তোমার প্রতি যে সমতা ব্যবহার করে, তাহা তুমি কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাক॥ ৪৪॥

শ্রীবলদেব—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। কায়ং ভূমৌ প্রণিধায়, প্রণম্যেতি সাষ্টাঙ্গং প্রণতিং কৃত্বা, হে দেব! মমাপরাধং সোঢ়ুমর্হসি। কঃ কস্যেবেত্যাহ,—পিতেবেতি। সখেব সখ্যুরিতি তু তদা মহৈশ্বর্য্যং বীক্ষ্য স্বস্মিন্ দাসত্ব-মননাৎ ; প্রিয়ায়াহর্সীতি বিসর্গ-লোপঃ সন্ধিশ্চার্ষঃ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—'তস্মাদিতি' যেইহেতু এইরূপ, সেইহেতু দেহকে ভূমিতে রাখিয়া প্রণাম করিয়া অর্থাৎ অষ্টাঙ্গের সহিত প্রণাম করিয়া, হে দেব! আমার অপরাধকে সহ করিবার ক্ষমতা তোমার আছে। কে কাহার মত—ইহাই বলা হইতেছে—'পিতেবেতি'। সখাই যেমন সখার অপরাধ সহ্য করে, ইহা কিন্তু তখন, শ্রীকৃষ্ণের মহৎ-ঐশ্বর্য্য বিশেষভাবে দেখিয়া নিজের দাসত্ব মনে করার জন্য। 'প্রিয়ায়াঃ অর্হসি—প্রিয়ায়ার্হসি'—এখানে প্রিয়ায়া অর্হসি না হইয়া বিসর্গ-লোপ ও সন্ধি আর্ষ অর্থাৎ ঋষি বাক্যহেতু দোষারহ নহে ॥ ৪৪ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন এক্ষণে বলিতেছেন, হে ভগবন্! আমি বর্ত্তমানে অনুভব করিয়াছি যে, তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমি বহু অপরাধে অপরাধী, তোমার প্রসন্নতা ও কৃপা ব্যতীত আমার আর উপায় নাই। সুতরাং তোমার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক পতিত হইলাম। হে দেব! আমার অপরাধ তুমি অবশ্যই ক্ষমা করিতে পার। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, সখা যেমন সখার অন্যায় আচরণ ক্ষমা করে, পতি যেমন প্রিয়ার অপরাধ উপেক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ হে অচ্যুত! হে দেবেশ! তুমি আমার অপরাধ বিস্মৃত হইয়া ক্ষমা কর।

এস্থলে 'প্রিয়ায়াহর্সি' পদের উপমাসূচক 'ইব' শব্দের লোপ এবং বিসর্গের লোপ হইলেও উভয় পদের সন্ধি আর্ষ প্রয়োগে হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—দেব! [তব—তোমার]অদৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বে অদৃষ্ট) [ইদং রূপং—এই রূপ] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ অস্মি (আনন্দিত হইয়াছি) মে (আমার) মনঃ (মন) ভয়েন (ভয়ে) প্রব্যথিতং চ (প্রপীড়িতও হইয়াছে) দেবেশ! তৎরূপম্ এব (তোমার সেই রূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দেখাও) জগন্নিবাস! প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব! তোমার পূর্ব্বে দেখা যায় নাই এমন এই রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ব্যথিতও হইয়াছে; হে দেবেশ! তোমার সেই রূপ আমাকে দর্শন করাও; হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমার বিশ্বরূপ পূর্ব্বে দেখি নাই, এখন তাহা দর্শন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ভক্তদিগের মনো-নয়নের আনন্দোৎপত্তি হয় না, তজ্জন্যই তাহা দর্শন করিয়া ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইয়াছে। হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! তোমার সচ্চিদানন্দময় চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাও ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবলদেব—অথ কিং বক্ষি কিং চেচ্ছসীতি চেত্তত্রাহ,—অদৃষ্টেতি। ত্বয়ি কৃষ্ণে সত্ত্বেন জ্ঞাতমপীদমৈশ্বরং রূপং দৃষ্ট্বাহং হর্ষিতোঽস্মি মৎসখস্যেদমসাধারণং রূপমিতি মুদিতোঽস্মি মনশ্চ মম তদ্ঘোরত্বদর্শনজেন ভয়েন প্রব্যথিতং ভবতি। অত ইদং প্রার্থয়ে,—তদেবেত্যাদি সর্ব্বদেবনিয়ন্তা তৎসর্ব্বাধারঃ পরেশস্ত্বমসীতি ময়া প্রত্যক্ষীকৃতমতঃ পরং তদন্তর্ভাব্য তদেব মদভীষ্টং কৃষ্ণরূপং দর্শয় প্রাদুর্ভাবয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কি বলিতেছ ও কি ইচ্ছা করিতেছ, ইহা যদি বল; তদুত্তরে বলা হইতেছে,—'অদৃষ্টেতি'। তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সত্ত্বগুণের দ্বারা জ্ঞাত হইলেও এই ঐশ্বরিকরূপ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি, আমার সখার এই অসাধারণ রূপ, এইহেতু আমি আনন্দিত হইতেছি এবং মন আমার তোমার সেই ঘোরত্ব দর্শনজন্য ভয়ে বিশেষরূপে ব্যথিত হইতেছে। এইহেতু ইহা প্রার্থনা করিতেছি—'তদেবেত্যাদি', সমস্ত দেবতার নিয়ন্তা, তুমি সকলের আধার, পরমেশ্বর তুমিই হইতেছ। ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতঃপর তাহা তিরোহিত করিয়া (সম্বরণ করিয়া) সেই আমার অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখাও, অর্থাৎ আমার নিকটে ঐরূপ প্রকট কর, ইহাই অর্থ ॥ ৪৫ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ যদি বলেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি কি বলিতেছ? এবং কিই বা প্রার্থনা করিতেছ? তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমাতে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব এই ঐশ্বরিকরূপ দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে সত্য; কারণ ইহা আমার সখার অসাধারণ ঐশ্বর্য্য কিন্তু এইরূপের ঘোরত্ব দর্শনে আমার মন বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং

আমার প্রার্থনা যে, তুমি সর্ব্বদেব-নিয়ন্তা, সর্ব্বাধার ও পরমেশ্বর ; ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাকে আমার অভীষ্ট কৃষ্ণরূপ দর্শন করাও, যাহা আমি বরাবর দর্শন করিয়াছি।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—"যদিও তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপাত্মক বপু দেখিয়া আমি হৃষিত বা জাতপুলক হইয়াছি, তাহা হইলেও এই রূপের ঘোরত্ব হেতু ভয়ে মন আবার ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব আমার কোটী প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় মাধুর্য্যপারাবার বসুদেব-নন্দনাকার তোমার সেই মানুষরূপ আমাকে দেখাও, কৃপা কর, তোমার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনই যথেষ্ট হইয়াছে। 'দেবেশ'—তুমি সর্ব্বদেবের ঈশ্বর, সর্ব্ব জগতের নিবাস তুমি, ইহা আমার প্রতীত হইয়াছে। এই বিশ্বরূপের দর্শনকালে সর্ব্বস্বরূপের মূলীভূত নরাকার কৃষ্ণ বপু, সেস্থানে স্থিত হইলেও যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় অর্জ্জুন তাহা দেখিতে পান নাই, ইহাই জানা যায়" ॥ ৪৫ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) তথা এব (সেইরূপই) কিরীটিনং (কিরীটধারী) গদিনং (গদাধারী) চক্রহস্তম্ (চক্রধারী) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) সহস্রবাহো! বিশ্বমূর্ত্তে! তেন (সেই) চতুর্ভুজেন রূপেণ এব (চতুর্ভুজ রূপেই) ভব (হও) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—আমি তোমাকে সেইরূপেই কিরীটধারী, গদাধারী, চক্রধারী দেখিতে ইচ্ছা করি ; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট চতুর্ভুজ-রূপ-বিশিষ্টই হও ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি এখন তোমার চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করি। সেই মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট ও হস্তে গদা-চক্রাদি আয়ুধ আছে ; সেই মূর্ত্তি হইতেই এই সহস্রবাহুবিশিষ্ট বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি বিশ্বস্থিতিকালে উদয় করিয়া থাক। হে কৃষ্ণ! আমি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার দ্বিভুজ সচ্চিদানন্দময়-রূপই সর্ব্বোপরি-তত্ত্ব, সর্ব্বজীবাকর্ষক ও সনাতন, সেই দ্বিভুজমূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য-বিলাসরূপ তোমার চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি নিত্য-বিরাজমানা, এবং যখন

জগৎসৃষ্টি হয়, তখন সেই চতুর্ভুজরূপ হইতে বিশ্বরূপ বিরাট্‌মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়,—এই পরম-জ্ঞানের দ্বারাই আমার কৌতুহল চরিতার্থ হইল ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবলদেব—তৎ কীদৃগিত্যাহ,—কিরীটিনমিতি। হে সম্প্রতি সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং রূপমন্তর্ভাব্য দিব্যাভিনেতৃ-নটবত্তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ বিশিষ্টঃ সন্ প্রাদুর্ভব ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহা কি রকম? ইহাই বলিতেছেন—'কিরীটিনমিতি'। হে সম্প্রতি-সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! এই রূপ অন্তর্হিত করিয়া দিব্য অভিনেতা-নটের ন্যায় সেই চতুর্ভুজরূপের দ্বারা যুক্ত হইয়া আমার নিকট প্রাদুর্ভূত হও ॥ ৪৬ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন এক্ষণে সানুনয় অনুরোধের উপসংহার পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছেন, হে-সম্প্রতি সহস্রবাহুবিশিষ্ট বিশ্বরূপ! তুমি এই রূপ অন্তর্হিত করিয়া, সেই নবঘনশ্যাম শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রাদুর্ভূত হও, যেরূপ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আর যখন ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইবে তখন তোমার নরলীলার বসুদেব-নন্দনাকারেই যাহা আমাদিগ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে দৃষ্ট, সেই পরম রসময় আমাদের মন-নয়নাহ্লাদক ঐশ্বর্য্যই দর্শন করাও, পুনরায় অদৃষ্টপূর্ব্ব এই রূপ নহে, দেবলীলার বিশ্বরূপাদি পুরুষরূপে অদ্য প্রত্যক্ষীকৃত ঐশ্বর্য্য আমাদের মনোনয়নের অরোচক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'কিরীটিনং'—দিব্য মহামূল্য রত্নময় কিরীটযুক্ত, সেই প্রকারেই যে প্রকার আমাদিগ-কর্ত্তৃক কদাচিৎ দৃষ্ট, 'ত্বং'—তুমি জন্ম সময়েও তোমার পিতামাতা কর্ত্তৃক যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছিলে, হে বিশ্বমূর্ত্তে, সম্প্রতি হে সহস্রবাহো, এই প্রকার রূপ উপসংহার করিয়া সেই চতুর্ভুজরূপেই 'ভব'—আবির্ভূত হও।"

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ সচ্চিদানন্দময় নরবপু। তিনি মাধুর্য্যময়বিগ্রহ হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণ নিলয়স্বরূপ। তিনি মাধুর্য্যবিলাসকালেও নরলীলায় কখন কখন ঐশ্বর্য্য-বিলাসরূপ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আবির্ভাব-কালেও বসুদেব দেবকীর নিকট চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া পরে দ্বিভুজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন এক্ষণে সেই নরলীলার

চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, যাহা তিনি পূর্ব্বে কদাচিৎ দর্শন করিয়াছেন, তাহা দর্শনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাদব ও পাণ্ডবগণের সহিত দ্বিভুজরূপে লীলাবিলাস-কালে কখন কখন চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

শিশুপুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে বন্ধনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপে আনয়নকালে দ্রৌপদী ক্ষমা প্রকাশ করিলেও ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া বধোদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বধোদ্যত ভীমকে এবং তন্নিবারণে প্রবৃত্ত দ্রৌপদীকে বারণার্থ এবং অর্জ্জুনের বুদ্ধির সূক্ষ্মত্ব পরীক্ষার জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।—"নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ"—ভাঃ—১।৭।৫২।

একদা রুক্মিণী দেবীকে পরিহাসকালে তদ্রহস্যবিচারে অসমর্থা প্রিয়তমার ভূতলে পতনাদি-অবস্থা দর্শনকালে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক দুই হস্তে তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক দুই হস্তে বিক্ষিপ্ত কেশরাশি বন্ধন করিয়া বদন মার্জ্জন করিয়াছিলেন।—

"পর্য্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ।
কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা ॥"—ভাঃ—১০।৬০।২৬।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীলক্ষণাকে বিবাহকালে স্বয়ম্বর সভায় সমগ্র রাজন্যবর্গ পরাজিত হইলে, কুম্ভস্থজলমধ্যে মৎস্যছায়া দর্শন পূর্ব্বক বাণদ্বারা মৎস্যকে ভূপাতিত করিলেন এবং যখন লক্ষণা তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিলেন, তখন কামাতুর রাজন্যবর্গ সহ্য করিতে না পারিয়া সংগ্রামে উদ্যত হইলে তিনি লক্ষণাকে রথে আরোহণ করাইয়া, স্বয়ং কবচাদি বন্ধন করিয়া দুইহস্তে তাহাকে আলিঙ্গন এবং দুইহস্তে নিজ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন।—

"মাং তাবদ্রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্।
শার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ ॥"—ভাঃ—১০।৮৩।৩২।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সমক্ষে একদিন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে গিয়া, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের নিকট চতুর্ভুজরূপ রক্ষা করিতে পারিলেন না ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—অর্জ্জুন! প্রসন্নেন ময়া (প্রসন্নযুক্ত আমাকর্ত্তৃক) আত্মযোগাৎ (আত্মযোগ-বলে) তব (তোমাকে) তেজোময়ং (তেজোময়) বিশ্বং (বিশ্বরূপী) অনন্তং (অনন্ত) আদ্যং (আদ্য) মে (আমার) ইদং (এই) পরং (শ্রেষ্ঠ) রূপং (বিশ্বরূপ) দর্শিতং (প্রদর্শিত হইয়াছে) যৎ (যাহা) ত্বদন্যেন (তোমা ব্যতীত অন্য কাহা কর্ত্তৃক) ন দৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে নিজ-যোগমায়াবলপ্রভাবে আমার তেজোময়, বিশ্বরূপী, অনন্ত ও আদ্য এই শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ দেখাইলাম, তোমাব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ এই রূপ দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে জড়জগদন্তর্গত আত্মযোগ-দ্বারা শ্রেষ্ঠ রূপ দেখাইলাম; তুমি ব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ সেই অনন্ত আদি-তেজোময় রূপ দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবলদেব—এবং প্রার্থিতো ভগবানুবাচ,—ময়েতি। হে অর্জ্জুন! 'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্' ইত্যাদি ত্বৎপ্রার্থিতং প্রসন্নেন ময়েদং তেজোময়ং পরমৈশ্বরং রূপং বৈদূর্য্যবদভিনেতৃ-নটবচ্চ ত্বদভীষ্টে কৃষ্ণে ময়ি স্থিতমেব তব দর্শিতম্, আত্মযোগান্নিজাচিন্ত্যশক্ত্যা মে মম যদ্রূপং ত্বদন্যেন জনেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্। তৎপ্রসঙ্গাদিদানীং ত্বদন্যৈরপি দেবাদিভির্দৃষ্টং ভক্তিদৃশ্যং মম তৎস্বরূপং ভক্তং ত্বাং প্রতি প্রদর্শয়তা ময়া ত্বদ্দৃষ্টস্য বহুসাক্ষিকত্বায় দেবাদিভ্যোঽপি ভক্তিমদ্ভ্যঃ প্রদর্শিতম্; যত্তু, গজসাহ্বয়ে দুর্য্যোধনাদিভিরপি বিশ্বরূপং দৃষ্টং, তন্নেদৃগ্বিধমিতি ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বমিত্যুক্তম্ ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'ময়েতি'। হে অর্জ্জুন! "দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি তোমার রূপকে" ইত্যাদি রূপে। তোমাকর্ত্তৃক প্রার্থিত রূপ প্রসন্নচিত্ত আমার দ্বারা এই তেজোময় পরমেশ্বররূপ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ও অভিনেতৃনটের ন্যায় তোমার অভীষ্ট কৃষ্ণ আমাতে স্থিতই আছে—ইহা তোমাকে দেখান হইল। স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে, আমার অচিন্তনীয় শক্তির দ্বারা আমার যে রূপ তুমি ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে অন্য কেহ দেখে নাই। তোমাকে আমার বিশ্বরূপ দেখার প্রসঙ্গেই এখন

কিন্তু অন্য দেবাদিগণের দ্বারাও দৃষ্ট, ভক্তিবলে দৃশ্য আমার সেই স্বরূপ ভক্ত তোমাকে প্রদর্শন করাইতে করাইতে আমাকর্ত্তৃক তোমার দৃষ্ট বিশ্বরূপকে বহুসাক্ষিকত্বরূপে অনেক সাক্ষীস্বরূপ ভক্তিমান্ দেবতাদিগকেও দেখান হইল। যাহা দৃষ্ট অর্থাৎ গজেন্দ্রের আহ্বানেও দৃষ্ট ; হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধনাদিও যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছে, তাহা এই বিশ্বরূপ সদৃশ নহে। এই জন্য বলিতেছি, ইহা তুমি ভিন্ন অন্য কেহই ইতিপূর্ব্বে আর দেখে নাই, এই কথাই বলা হইল ॥ ৪৭ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করায় আমি বৈদূর্য্যমণি ও অভিনেতৃ-নটের ন্যায় তাহা প্রদর্শন করাইয়াছি ; অর্থাৎ বৈদূর্য্যমণি যেমন এক হইয়াও নানাবর্ণের শোভায় দর্শককে পরিতৃপ্ত করে, অভিনেতৃ নট যেরূপ এক হইয়াও বহু আকার ধারণপূর্ব্বক লোকরঞ্জন করে, তদ্রূপ তোমার অভীষ্ট কৃষ্ণ আমাতে অবস্থিত এই বিশ্বরূপ তোমাকে প্রদর্শন করাইলাম। স্বীয় যোগমায়া-প্রভাবে অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা যে রূপ তোমাকে দেখাইলাম, তাহা পূর্ব্বে আর কেহ এ-রূপের দর্শন পায় নাই। তোমার দর্শন উপলক্ষ্যে এক্ষণে দেবগণও ইহা দেখিতে পাইলেন এবং ভক্তের দর্শনোপযোগী আমার এই রূপ তোমাকে দর্শন করাইতে গিয়া, ইহার স্বাক্ষীস্বরূপে অন্য অনেক ভক্তও দেখিতে পাইলেন। তোমাকে আমি যে রূপ দেখাইলাম, 'গজসাহ্বয়ে' অর্থাৎ কুম্ভীর-গ্রস্ত গজেন্দ্রের আহ্বানে, অথবা হস্তিনাপুরে যখন আমি দৌত্যভার গ্রহণপূর্ব্বক, দুর্য্যোধনের সভায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব-দিগকে রাজ্যাংশ প্রদান করার পক্ষে নানাপ্রকার সারগর্ভ যুক্তি দ্বারা দুর্য্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আমাকেই পরাজিত ও আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; তখন ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ নানাদেশীয় ভূপাল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে আমি বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ও সভাস্থ ঋষিগণ সকলেই সেই তেজ দর্শন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় কিয়ৎকালের জন্য তাহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সখা তোমাকে আমি প্রসন্ন হইয়া যে রূপ প্রদর্শন করাইলাম, ইহার পূর্ব্বে কেহ ইহা এইভাবে দর্শন করিতে পায় নাই। সুতরাং হে অর্জ্জুন! নিরতিশয় প্রসন্নতাহেতু আমি তোমাকে যে রূপ প্রদর্শন

করাইলাম, তজ্জন্য তোমার ভয় বা ব্যাকুল হইবার কিছু নাই। তুমি ভয় ও বিস্ময় পরিত্যাগ কর ॥ ৪৭ ॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়—কুরুপ্রবীর! নৃলোকে (নরলোকে) ত্বদন্যেন (তোমা-ভিন্ন আর কেহ) বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন (বেদ-যজ্ঞ ও অধ্যয়নের দ্বারা নহে) দানৈঃ ন (দানের দ্বারা নহে) ক্রিয়াভিঃ ন (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা নহে) উগ্রৈঃ তপোভিঃ চ ন (এবং উগ্র তপস্যার দ্বারাও নহে) এবং রূপঃ অহং (ঈদৃশ বিশ্বরূপ-বিশিষ্ট আমি) দ্রষ্টুম্ (দর্শন করিতে) শক্যঃ (যোগ্য) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে কুরুপ্রবীর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র-তপস্যার দ্বারা ইহলোকে তুমি ভিন্ন অপর কেহ এই বিশ্বরূপী আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কুরুপ্রবীর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র-তপস্যা-দ্বারা কেহই আমার আত্মযোগ-জনিত বিশ্বরূপ ইহ-লোকে দর্শন করে নাই, তুমিই কেবল দর্শন করিলে। যে-সকল জীব দেবাবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহারাই দিব্যচক্ষু ও দিব্য-মনোদ্বারা এই রূপকে দর্শন ও স্মরণ করে; জড়মধ্যে যাহারা মূঢ়প্রতীতিতে আবদ্ধ, তাহারা উহা দেখিতে পায় না, কিন্তু আমার ভক্তসকল মূঢ়তা ও দিব্যতা ভেদ করত আমার নিত্য-চিত্তত্ত্বে অবস্থিত; অতএব তোমার ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও তাঁহারা তাহাতে সুখী না হইয়া আমার চিন্ময় নিত্যরূপ-দর্শনের লালসা করেন ॥ ৪৮ ॥

শ্রীবলদেব—অথ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণস্যৈশ্বররূপস্য পুমর্থতামাহ,—ন বেদেতি। বেদানামধ্যয়নৈরক্ষরগ্রহণৈঃ, যজ্ঞানামধ্যয়নৈর্মীমাংসা-কল্পসূত্রাদিদ্বারা তদর্থ-বিমর্শরূপৈঃ, দানৈঃ সংভোগ্যানাং সৎপাত্রেভ্যোঽর্পণৈঃ, ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মভিঃ, তপোভিঃ কৃচ্ছ্রাদিভিরুগ্রৈর্দেহশোষকত্বেন দুষ্করৈঃ। এভিঃ কেবলৈর্ব্বেদাধ্যয়নাদিভির্ভক্তিযুক্তাত্ত্বত্তোঽন্যেন ভক্তিরিক্তেন কেনাপি পুংসা এবং রূপোঽহং দ্রষ্টুং ন শক্যো, ভক্তিং বিনা ভূতানি বেদাধ্যয়নাদীনি মদ্দর্শনসাধনানি ন ভবন্তীতি; যদুক্তং—"ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥" ইতি ত্বয়া তু

ভক্তিমতা দৃষ্ট এবাহমন্যৈশ্চ ভক্তিমদ্ভির্দেবাদিভিঃ। শক্যোঽহমিতি বক্তব্যে বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ। নকারাভ্যাসো নিষেধদার্ঢ্যার্থঃ। নৃলোক ইত্যুক্তেস্তল্লোকে তদ্ভক্তা দেবা বহবস্তদ্দ্রষ্টুং শক্নুবন্তীত্যুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণপূর্ণ ঈশ্বরের রূপের জীবকাম্যত্ব-বিষয় বলা হইতেছে—'ন বেদেতি'। বেদসমূহের অধ্যয়নের দ্বারা অর্থাৎ বেদাক্ষর ও মাত্রাদির গ্রহণ দ্বারা, যজ্ঞ সকলের অধ্যয়নের দ্বারা অর্থাৎ মীমাংসা ও কল্পসূত্রাদির দ্বারা এবং তদর্থ-বিচার-দ্বারা অর্থাৎ বিচারের দ্বারা, সম্যক্ প্রকারে বিষয়—উপভোগ্যসমূহ সৎপাত্রগণকে দানের দ্বারা, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মরূপ ক্রিয়াসমূহের দ্বারা, দেহের শোষকত্বরূপে অতিশয় দুষ্কর কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা হয় না। কেবলমাত্র এই বেদাদি-অধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা ভক্তিযুক্ত তুমি ভিন্ন ভক্তিহীন অন্য কোনও পুরুষের এইরূপ বিশ্বরূপ বিশিষ্ট আমাকে দর্শন করার ক্ষমতা নাই। ভক্তিভিন্ন আমার দর্শনোপযোগী বেদাধ্যয়নাদির দ্বারাও কোন প্রাণী এই রূপ-বিশিষ্ট আমাকে দর্শন করিবার যোগ্য নহে ; যাহা বলা হইয়াছে—"ধর্ম্ম সত্যাদির দ্বারা যুক্ত হইলেও অথবা বিদ্যা তপস্যার দ্বারা যুক্ত হইলেও আমার ভক্তিশূন্য ব্যক্তি কখনও আত্মাকে পবিত্র করিতে পারে না।" এইহেতু তুমি একমাত্র ভক্তিমান্ বলিয়াই বিশ্বরূপময় আমাকে দেখিয়াছ, এবং অন্যান্য ভক্তিমান্ দেবাদিও এইরূপ দেখিয়াছে। 'শক্য অহম্' শক্যোঽহম্ এই বক্তব্যে বিসর্গের লোপ ছন্দের অনুরোধহেতু। নকারের বারবার আবৃত্তি নিষেধকে দৃঢ় করিবার জন্য, নৃলোকে এই কথা বলায় দেবলোকে ঈশ্বরভক্ত দেবগণ সেই বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ—ইহা প্রতিপাদিত হইল ॥ ৪৮ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার সহস্রশীর্ষ-লক্ষণ বিশিষ্ট ঐশ্বরিক রূপের পুরুষার্থতা বুঝাইতে গিয়া, ইহা যে সকলের ভাগ্যে দর্শন ঘটে না, তাহাই বুঝাইতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে কুরুপ্রবীর! আমার যে রূপ তুমি দর্শন করিলে, ইহা বহু সাধনার দ্বারাও কেহ দর্শন করিতে পারে না। যথাবিহিত প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনপূর্ব্বক বহুকাল যাবৎ বেদাধ্যয়ন অর্থাৎ বেদাক্ষর উচ্চারণের দ্বারা, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা, মীমাংসা-কল্পসূত্রাদি-শাস্ত্রার্থ বিচারের দ্বারা অর্থাৎ কল্প, নিরুক্ত প্রভৃতি ছয়টি শাস্ত্র বেদের অঙ্গ। ইহার মধ্যে যে শাস্ত্রে অগ্নিষ্টোম, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া ও

সংস্কারের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাই কল্প শাস্ত্র। উক্ত ব্যবস্থা সমূহ সূত্রাকারে নিবদ্ধ বলিয়া উহাকে কল্পসূত্র বলা হয়। কল্পসূত্রগুলি শ্রৌত ও গৃহ্যভেদে দ্বিবিধ। মীমাংসা শাস্ত্র—পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা জৈমিনীকৃত দ্বাদশ অধ্যায় যুক্ত। ইহাতে যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড নিরূপিত হইয়াছে। লোকব্যবহারার্থ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি-কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রও ইহার অন্তর্গত। উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত ; ইহা বেদব্যাস-প্রণীত অধ্যায় চতুষ্টয়যুক্ত ; ব্রহ্মনিরূপণই এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইত্যাদি শাস্ত্র বিচারের দ্বারা, রাজসূয়াদি যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষের দ্বারা, পুণ্য সাধনার্থ নানাবিধ দানাদি দ্বারা অর্থাৎ তুলাপুরুষ দানাদি যাহা মহাদান—সকল দানের আদি। নিজের তুল্য পরিমাণে স্বর্ণাদি দান করিলে উহা তুলা নামে অভিহিত হয়। অষ্টধাতুর তুলা, স্বর্ণ তুলা, রজত তুলা, তাম্র তুলা, কাংস্য তুলা, লৌহময় তুলা, ঘৃত তুলা, তৈল তুলা, অন্ন তুলা, মধুর তুলা প্রভৃতি দানসাগর অনুষ্ঠানের দ্বারা, শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা, অতিশয় ক্লেশসাধ্য কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি কঠোর ব্রতাদির দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ শোষণের দ্বারা, আমার এতাদৃশ রূপ দর্শন ভাগ্যে ঘটে না। আমার ভক্তি রহিত কোন ক্রিয়ানুষ্ঠানের দ্বারা, কোন ব্যক্তি কোন কালে আমার এই ঐশ্বরিক রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না। আমার একান্ত কৃপায় কেবল তুমি এই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভির্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্ত্তী" (৪।২০।১৬)

আরও পাওয়া যায়,—

ক্রিয়য়া ক্রতুভির্দানৈস্তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ।
আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সন্ন্যাসেন চ কর্ম্মণাম্॥

যোগেন বিবিধাঙ্গেন ভক্তিযোগেন চৈব হি।
ধর্ম্মেণোভয়চিহ্নেন যঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্॥

আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ।
ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্॥ (৩।৩২।৩৪-৩৬)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন,—
"পূর্ত্তক্রিয়া, যজ্ঞ ও দান,—গৃহস্থের ধর্ম্ম। তপঃ—বানপ্রস্থের। স্বাধ্যায়-মীমাংসা—ব্রহ্মচারীর। আত্মা বা মন ও ইন্দ্রিয়াদির জয় ভিক্ষুর ধর্ম্ম। "ভক্তিযোগেন চৈব হি" এই 'চ' কার-দ্বারা ক্রিয়াপ্রভৃতিতে ভক্তিমিশ্রত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। 'ভক্তিযোগের সহিত ক্রিয়া দ্বারা', 'ভক্তিযোগ-সহ যজ্ঞাদি-দ্বারা' এবং 'ভক্তিযোগের সহিত দানাদি দ্বারা' এইরূপ পাঠে সর্ব্বত্র ভক্তিশব্দ-যোগহেতু ভক্তিযোগমিশ্রণ ব্যতীত ক্রিয়াদি সাধনসমূহের স্বফল সাধনে অযোগ্যতাই বুঝাইতেছে। 'এব' এবং 'হি' অবধারণ ও নিশ্চয়-বাচক এই দুইটি শব্দ-দ্বারা ক্রিয়াদি-সাধনসাধ্য বস্তু কেবল ভক্তিযোগ দ্বারাই নিশ্চিত লভ্য হয়—ইহাই বুঝায়।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি ॥" (১১।১৪।২২)

অর্থাৎ সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম্ম বা তপস্যাযুক্ত জ্ঞান মদ্ভক্তিরহিত মানবের অন্তঃকরণকে নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ করিতে পারে না।
'শক্যঃ' এইপদের বিসর্গ লোপ ছন্দানুসারে আর্ষ। মূলে বহুস্থানে যে 'ন-কারের' প্রয়োগ হইয়াছে, উহা নিষেধকে দৃঢ় করিবার জন্য। অর্থাৎ ভক্তিরহিত কোন উপায়ের দ্বারাই শ্রীভগবানের দর্শন সম্ভব নহে, ইহাই দৃঢ়ভাবে বুঝাইতেছে ॥ ৪৮ ॥

**মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥**

অন্বয়—মম (আমার) ঈদৃক্ (এতাদৃশ) ঘোরং (ভয়ঙ্কর) ইদং রূপং (এই রূপকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) মা [অস্তু] (না হউক) বিমূঢ়ভাবঃ চ (এবং বিমূঢ়ভাব) মা [অস্তু] (যেন হয় না) ত্বম্ (তুমি) পুনঃ (পুনরায়) ব্যপেতভীঃ (ভয়শূন্য) প্রীতমনাঃ [সন্] (প্রীত-

মনা হইয়া) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ এব (সেই-ই) রূপম্ (চতুর্ভুজ রূপকে) প্রপশ্য (প্রকৃষ্টরূপে দর্শন কর) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—আমার এতাদৃশ ভীষণ-রূপ দর্শন করিয়া তোমার যেন ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হয়, তুমি নির্ভয় ও প্রীতমনা হইয়া আমার এই সেই চতুর্ভুজ রূপ পুনরায় প্রকৃষ্টরূপে দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই ঘোররূপ দৃষ্টি করিয়া তোমার ব্যথা বা বিমূঢ়-ভাব না হউক। আমার ভক্তসকল—শান্তিপ্রিয় ও আমার সচ্চিদানন্দ-রূপের পক্ষপাতী; তাঁহারা আমার এই উগ্ররূপ দর্শন করিয়া চিত্তে ব্যথা প্রাপ্ত হন। কিন্তু মূঢ়বুদ্ধি লোকেরাই এই বিশ্বরূপ-চিন্তাকে বহুমানন করিয়া থাকে। অতএব আমার বিশ্বরূপ-সম্বন্ধে তোমার ঐ প্রকার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক,—আমি এরূপ আশীর্ব্বাদ করি। বিশ্বরূপের সহিত আমার মাধুর্য্য-ভক্ত-সকলের কোনরূপ সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি—আমার লীলা-পোষক সখা, তোমাকে আমার সকল-লীলার উপকরণ হইতে হইবে; তোমার সেরূপ ব্যথা থাকা উচিত নয়। অতএব ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতমনা হইয়া নিত্যস্বরূপ দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

শ্রীবলদেব—যচ্চ তস্মিন্নেব মদ্রূপে সংহর্ত্তৃত্বং ময়া প্রদর্শিতং তৎ খলু দ্রৌপদী-প্রধর্ষণং বীক্ষ্যাপি তুষ্ণীং স্থিতা ভীষ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তৎপ্রধর্ষণকুপিতেন ময়ৈব নিহন্তব্যা, ন তু তন্নিহননভারস্তবেতি বোধয়িতুমতস্তেন ত্বং ব্যথিতো মাভূরিত্যাহ,—মা তে ব্যথেতি। তদেব চতুর্ভুজং প্রার্থিতরূপম্ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাহা আমার সেই বিশ্বরূপে অর্থাৎ আমার রূপে সংহর্ত্তৃত্ব আমার দ্বারা প্রদর্শন করান হইয়াছে, তাহা তুমি নিশ্চয়রূপেই জানিবে যে—(পাশা খেলায়) দ্রৌপদীর—প্রধর্ষণ (সভায় সর্ব্বজন-সমক্ষে দুঃশাসনকর্ত্তৃক) অবমাননা দেখিয়াও ভীষ্মাদি সকলে মৌনিভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া সেই দ্রৌপদীর অবমাননার হেতু কুপিত আমার দ্বারাই এইসমস্ত ভীষ্মাদি বীরগণকে হনন করা উচিত। তোমার উপর কিন্তু ইহাদের বধের ভার নহে—অতএব তোমাকে ইহা জ্ঞাত করিবার জন্য, অতএব তাহাতে তুমি ব্যথিত হইও না—ইহাই বলা হইতেছে—'মা তে ব্যথেতি', সেই চতুর্ভুজ (তোমার) প্রার্থিত রূপ ॥ ৪৯ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন বিশ্বরূপের ঘোরত্ব-দর্শনে ভীত ও ব্যাকুলিত হইলে, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আর ব্যথিত ও বিস্মিত হইও না।

দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধনের সভায় যখন দ্রৌপদীর অবমাননা হয়, তখন ভীষ্ম প্রভৃতি নির্ব্বাক্ ছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি রক্ষাকার্য্যে অসমর্থ হইলে এবং দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদি নানাপ্রকার পরিহাস ও বস্ত্রাকর্ষণ করিতে লাগিলে দ্রৌপদী আমার শরণাপন্ন হন, সেই সময় হইতেই দুর্য্যোধনাদিকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সুতরাং ঐ সংহার-কার্য্য আমার দ্বারাই সংঘটিত হইবে, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র; ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই আমি তোমাকে এই উগ্র করাল ও সংহর্ত্তারূপ প্রদর্শন করাইলাম। তুমি আমার নিত্য সখা সুতরাং আমার এই উগ্ররূপ-দর্শনে তোমার প্রীতি হইবে না, ইহা আমি অবগত আছি। তুমি বর্ত্তমানে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার প্রার্থিত সেই রূপই দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ,—বাসুদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনং (অর্জ্জুনকে) ইতি উক্ত্বা (ইহা বলিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) তথা (পূর্ব্বোক্ত) স্বকং রূপং (স্বীয়রূপ) দর্শয়ামাস (প্রদর্শন করাইলেন) মহাত্মা (পরম কারুণিক) সৌম্যবপুঃ ভূত্বা (সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া) ভীতং (ভীতিযুক্ত) এনং (এই অর্জ্জুনকে) পুনঃ (পুনরায়) আশ্বাসয়ামাস চ (আশ্বাস প্রদান করিলেন) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন,—পরম কারুণিক বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় স্বীয় চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন এবং সৌম্যমূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বিভুজ হইয়া ভীতমনা অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার আশ্বাস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এরূপ বলিয়া স্বীয় চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া অবশেষে নিজ-দ্বিভুজ-সৌম্য-মূর্ত্তি প্রকাশ করত ভীতমনা অর্জ্জুনকে সাহস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

শ্রীবলদেব—ততো যদভূত্তৎ সঞ্জয় উবাচ,—ইত্যর্জ্জুনমিতি। বাসুদেবোঽর্জ্জুনং প্রতি পূর্ব্বোক্তমুক্ত্বা যথা সঙ্কল্পেনৈব সহস্রশিরস্কং রূপং দর্শিতবান্, তথৈব স্বকং নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং দেবকীপুত্রলক্ষণং চতুর্ভুজং রূপং দর্শয়ামাস, এবং সৌম্যবপুঃ সুন্দরবিগ্রহো ভূত্বা ভীতমেনমর্জ্জুনং পুনরাশ্বাসয়ামাস। মহাত্মা উদারমনাঃ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ—তারপর যাহা হইল, তাহা সঞ্জয় বলিলেন—'ইত্যর্জ্জুনমিতি,' বাসুদেব অর্জ্জুনের প্রতি পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি বলিয়া, সেই সঙ্কল্পের দ্বারা সহস্রশিরোবিশিষ্ট ভগবানের রূপ দেখাইলেন ; সেই প্রকারেই নীলোৎপল শ্যামলত্বাদিগুণযুক্ত দেবকীপুত্র-লক্ষণ স্বকীয় চতুর্ভুজরূপ দেখাইলেন। এইপ্রকারে পরমসুন্দর ও কমনীয়বপুঃ ধারণ পূর্ব্বক ভীত এই অর্জ্জুনকে পুনরায় আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। মহাত্মা—উদার মন-সম্পন্ন ॥ ৫০ ॥

অনুভূষণ—অতঃপর কি ঘটিয়াছিল, সঞ্জয় তাহাই বর্ণন করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে পূর্ব্বোক্ত বিষয় বলিয়া যেমন সহস্রশীর্ষ পরমেশ্বর-রূপ দেখাইয়াছিলেন, সেইপ্রকার নীলোৎপল-শ্যামলত্বাদি গুণযুক্ত, কংসকারাগারে আবির্ভূত, দেবকীপুত্র-লক্ষণ স্বীয় চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাইয়া, অবশেষে নিজ দ্বিভুজ সৌম্যমূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক ভীতমনা অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ,—জনার্দ্দন! তব (তোমার) ইদং (এই) সৌম্যং (মহামধুর) মানুষং রূপং (মনুষ্যরূপ) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ইদানীং (সম্প্রতি) সচেতাঃ সংবৃত্তঃ (স্থির চিত্ত হইলাম) প্রকৃতিং গতঃ অস্মি (ও প্রকৃতিস্থ হইলাম) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়া আমার চিত্ত স্থির হইল এবং পুনরায় স্বপ্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যময়ী দ্বিভুজমূর্ত্তি দর্শন করত অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার চিত্ত স্থির এবং আমার ভক্তপ্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল ॥ ৫১ ॥

শ্রীবলদেব—ততো নির্ব্যথঃ প্রসন্নমনাঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ,—দৃষ্ট্বেদমিতি। হে জনার্দ্দন! তবেদং সৌম্যং মনোজ্ঞং চতুর্ভুজং রূপং দৃষ্ট্বাহমিদানীং সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ প্রকৃতিং ব্যথাদ্যভাবেন স্বাস্থ্যঞ্চ গতঃ সংবৃত্তো জাতোঽস্মি। কীদৃশং রূপমিত্যাহ,—মানুষমিতি। চৈতন্যানন্দবিগ্রহঃ কৃষ্ণো বক্ষ্যমাণ-শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ; স হি যদুষু; পাণ্ডবেষু চ দ্বিভুজঃ কদাচিচ্চতুর্ভুজশ্চ ক্রীড়তি, তদুভয়রূপস্যাস্য মানুষবৎ সংস্থানাচ্চেষ্টিতাচ্চ;—মানুষভাবেনৈব ব্যপদেশ ইতি প্রাগভাষি ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ—তারপর (ইহাতে) অর্জ্জুন দুঃখ ও ভয়শূন্যভাবে আনন্দিত-মনা হইয়া বলিলেন—'দৃষ্ট্বেদমিতি,' হে জনার্দ্দন! তোমার এই পরমসুন্দর ও মনোজ্ঞ চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া আমি এখন প্রসন্নচিত্ত; পূর্ব্বের দুঃখভয়াদির অভাবহেতু প্রকৃতিকে পাইয়াছি সুস্থ ও শান্ত হইয়াছি। কীদৃশ রূপ? ইহাই বলা হইতেছে—'মানুষমিতি'। চৈতন্যানন্দ বিগ্রহ-রূপ যে কৃষ্ণ—তাহা পরে বক্ষ্যমাণ শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়; তিনিই যদুদের সমীপে এবং পাণ্ডবদের সমীপে কখনও দ্বিভুজ আবার কখনও চতুর্ভুজ হইয়া লীলারূপ ক্রীড়া করিতেছেন। এই ইহার উভয়বিধরূপ মানুষের ন্যায় স্থিতি ও চেষ্টাহেতু মানুষের ভাবেই, ইহা ব্যপদেশ করা হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বে আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

অনুভূষণ—তখন অর্জ্জুন ভয় ও ব্যথা-রহিত হইয়া মহামাধুর্য্যময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে চতুর্ভুজরূপে ও পরে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে দর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়া আমার চিত্ত স্থির হইল এবং আমার ভক্ত-প্রকৃতি পুনরায় লাভ হইল। চৈতন্যানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের ও পাণ্ডবগণের নিকট দ্বিভুজ ও কদাচিৎ চতুর্ভুজরূপে ক্রীড়া করেন, সেইজন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকেও মানুষরূপ বলা হইয়াছে। তদুভয়রূপেই তাঁহার মানুষের ন্যায় স্থিতি ও চেষ্টা দেখা যায় বলিয়া এস্থলে তাঁহার চতুর্ভুজমূর্ত্তিকেও মানুষরূপে ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ করা

হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মানুষরূপের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং" ৭।১০।৪৮, এ-সম্বন্ধে গীঃ—৯।১১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ॥ ৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—মম (আমার) ইদং (এই) সুদুর্দ্দর্শম (অত্যন্ত দুর্দ্দর্শ) যৎ রূপম্ (যে রূপ) [ত্বম্—তুমি] দৃষ্টবান্ অসি (দর্শন করিলে) দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্য রূপস্য (এইরূপের) নিত্যং (সর্ব্বদা) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ [ভবন্তি] (দর্শন প্রয়াসী হয়)॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমার এই অত্যন্ত দুর্ল্লভ-দর্শন যে রূপ তুমি দর্শন করিলে, দেবতারাও এই রূপের সর্ব্বদা দর্শনাকাঙ্ক্ষী ॥ ৫২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি এখন আমার যে স্ব-রূপ দেখিতেছ, তাহা—সুদুর্দ্দর্শনীয়; ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণও এই নিত্য-রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। যদি বল যে, এই মানুষ-রূপ সকলেই ত' দর্শন করিতেছে, ইহা কিরূপে দুর্দ্দর্শনীয় হইল? তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি, শুন। আমার এই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণরূপ-সম্বন্ধে দর্শকদিগের তিন-প্রকার প্রতীতি হয় অর্থাৎ বিদ্বৎপ্রতীতি, অবিদ্বৎপ্রতীতি ও যৌক্তিক-প্রতীতি। (১) অবিদ্বৎপ্রতীতি অর্থাৎ মূঢ়-প্রতীতি-দ্বারা মানবগণ আমার এই নিত্যস্বরূপকে 'জড়ধর্ম্মাশ্রিত' ও 'অনিত্য' বলিয়া অঙ্গীকার করে; তাহাতে এই স্বরূপের পরমভাবটি তাহারা জানিতে পারে না, (২) যৌক্তিক বা দিব্যপ্রতীতি-দ্বারা জ্ঞানাভিমানী পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে 'জড়ধর্ম্মাশ্রিত' ও 'অনিত্য' মনে করিয়া, হয় বিশ্ব-ব্যাপী আমার বিরাট্মূর্ত্তিকে, নয় বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক-ভাব-গত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে নিত্য-তত্ত্ব মনে করত আমার এই মানুষাকারকে অর্চ্চনোপায়-মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু (৩) বিদ্বৎপ্রতীতি-দ্বারা আমার ঐ মানুষরূপকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-ধাম বলিয়া চিচ্চক্ষু-

বিশিষ্ট ভক্তগণ আমার সাক্ষাৎকৃতি লাভ করেন। এরূপ সাক্ষাদ্দর্শন— দেবতাদেরও দুর্ল্লভ। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব—আমার ভক্ত, অতএব তাঁহারা এইরূপ-দর্শন লালসা করিয়া থাকেন। তুমি আমার শুদ্ধ-সখ্যভক্তি আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া আমার কৃপায় বিশ্বরূপাদি দর্শন করত নিত্যরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে ॥ ৫২ ॥

শ্রীবলদেব—ময়া প্রদর্শিতং 'ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ, ইত্যাদিনা শ্লাঘিতঞ্চ সহস্র-শিরস্কং মদ্রূপং শ্রদ্দধানো মৎপ্রিয়সখোঽর্জ্জুনো মনুষ্যভাবভাবিতে শ্রীকৃষ্ণে ময়ি কদাচিদ্বিশ্লথভাবো মাভূদিতি ভাবেন স্বক-রূপস্য পরমপুরুষার্থ-তামুপদিশতি,—সুদুর্দ্দর্শমিতি। সহস্রশিরস্কং মদ্রূপং দুর্দ্দর্শমেব; ইদঞ্চ মম কৃষ্ণরূপং সুদুর্দ্দর্শম্,—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য' ইত্যুক্তেঃ। যত্ত্বং সুচিরাদ্দৃষ্টবানসি কথমেবং প্রত্যেমীতি চেত্তত্রাহ,—দেবা অপ্যস্যেতি। এতচ্চ দশমাদৌ গর্ভস্তুত্যাদিনা প্রসিদ্ধমেব ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ—আমা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত "বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নের দ্বারাও যাহা দৃশ্য নহে।"—ইত্যাদির দ্বারা প্রশংসিত—সহস্রশিরঃসম্পন্ন আমার রূপের প্রতি পরমশ্রদ্ধাশীল আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন মনুষ্যভাবে ভাবিত আমার শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে কখনও বিশ্লথভাব না হউক। এই ভাবেই স্বীয় রূপের পরমপুরুষার্থতা দেখাইতেছেন—'সুদুর্দ্দর্শমিতি'। সহস্রমস্তকসম্পন্ন আমার রূপ দুর্দ্দর্শই। কিন্তু এই আমার কৃষ্ণরূপ অতিশয় দুর্দ্দর্শ।—"আমি সকলের নিকটে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করি না"—এই উক্তি হেতু। যাহা তুমি বহুকাল পরে দেখিয়াছ; —যদি বল, তাহা আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করি? তাহার জন্যই বলা হইতেছে—'দেবা অপ্যস্যেতি' (দেবতারাও এই রূপের দর্শনপ্রার্থী)। ইহা দশমাদি অধ্যায়ে গর্ভস্তুতি প্রভৃতির দ্বারা প্রসিদ্ধই ॥ ৫২ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ এক্ষণে প্রদর্শিত স্বরূপের মহিমা এবং অর্জ্জুনের প্রতি নিজ কৃপার সুদুর্ল্লভতা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন,—তুমি আমার যে মানুষ-রূপ দর্শন করিলে, এইরূপ সুদুর্দ্দর্শ, দেবতারা সকলে ইহা দর্শন করিতে পায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে গর্ভস্তোত্রাদি প্রসিদ্ধ। ইহা দেবদুর্ল্লভদর্শন। আমার সহস্রশীর্ষলক্ষণরূপ দুর্দ্দর্শই; কিন্তু এই কৃষ্ণরূপ সুদুর্দ্দর্শ। গীঃ—৭।২৫ শ্লোকেও পাওয়া যায় যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি কিন্তু সকলের নিকট প্রকটিত হন না।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ও নিত্য সখা; তিনি শ্রীকৃষ্ণের নরাকার-স্বরূপের মহামাধুর্য্যই নিত্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং পরমেশ্বররূপ তাঁহার রুচিকর হয় নাই।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"দেবতাগণও এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষীই, কিন্তু দর্শন পান না। তুমি কিন্তু ইহাও আকাঙ্ক্ষা কর না। আমার মূল নরাকারস্বরূপের মহামাধুর্য্যের নিত্য আস্বাদনকারী তোমার চক্ষুর নিকট ইহা কিরূপে রুচিকর হইবে? অতএব আমি 'তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি'—এই কথায় দিব্য চক্ষু দিয়াছি, কিন্তু দিব্য চক্ষুর ন্যায় দিব্য মন দেই নাই; অতএব আমার মানুষরূপের মহামাধুর্য্যমাত্রগ্রাহী-মনস্ক বলিয়া দিব্য চক্ষু দ্বারাও তোমার নিকট সেইরূপ সম্যক্‌ভাবে রুচিপ্রদ হয় নাই। যদি তোমাকে দিব্য মনও প্রদান করিতাম, তাহা হইলে দেবলোকের ন্যায় তুমিও এই বিশ্বরূপ পুরুষস্বরূপে রুচিযুক্ত হইতে ॥ ৫২ ॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—[ত্বম্—তুমি] মাম্ (আমাকে) যথা (যেরূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) এবংবিধঃ (এই প্রকার) অহং (আমাকে) বেদৈঃ ন (বেদের দ্বারা নহে) তপসা ন (তপস্যার দ্বারা নহে) দানেন ন (দানের দ্বারা নহে) ইজ্যয়া চ ন (এবং যজ্ঞের দ্বারাও নহে) দ্রষ্টুম্ (দর্শন করিতে) শক্যঃ (সমর্থ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—তুমি আমাকে যেরূপ দর্শন করিলে, সেইপ্রকার রূপবিশিষ্ট আমাকে বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা দর্শন করিতে কেহ সমর্থ হয় না ॥ ৫৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি যে বিজ্ঞান-সহকারে আমার নিত্য নরাকার দর্শন করিলে, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা-প্রভৃতি উপায়-দ্বারাও কেহ দর্শন করিতে শক্ত (সমর্থ) হন না ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবলদেব—সুদুর্ল্লভতামাহ,—নাহমিতি। এবম্বিধো দেবকীসূনুশ্চতু-

ভুর্জস্ত্বৎসখোহহং বেদাদিভিরপি সাধনৈঃ কেনাপি পুংসা ভক্তিশূন্যেন দ্রষ্টুং ন শক্যো—যথা ত্বং মাং দ্রষ্টবানসি ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সুদুর্ল্লভতার কারণ বলা হইতেছে—'নাহমিতি'। এই প্রকার তোমার সখা চতুর্ভুজ দেবকীপুত্র আমি—আমাকে বেদাদি সাধনসমূহের দ্বারাও ভক্তিশূন্য কোন লোক দেখিতে সক্ষম নহেন, যেমন তুমি আমাকে দেখিলে ॥ ৫৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ এক্ষণে পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলিয়া যে-রূপ দর্শন করিলে, ইহা সুদুর্ল্লভ; কারণ ভক্তিরহিত কোনও লোক বেদাধ্যয়নাদি সাধনের দ্বারা দর্শন করিতে, এমন কি, জানিতেও সমর্থ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥" (১১।১২।৯)

অর্থাৎ অন্যান্য ব্যক্তিগণ যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, বেদপাঠ, সন্ন্যাসাদি আচরণে অতিশয় যত্নবান্ হইয়াও আমাকে লাভ করিতে পারে নাই।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।" (১১।১৪।২০) শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখ মাত্র পায় ॥" (অঃ ৮।১৩১) ॥৫৩॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়—পরন্তপ! অর্জ্জুন! অনন্যয়া ভক্ত্যা (অনন্যা ভক্তির দ্বারা) তু (কিন্তু) এবংবিধ অহং (এইরূপ আমাকে) তত্ত্বেন (যথাযথ ভাবে) জ্ঞাতুম্ (জানিতে) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) প্রবেষ্টুম্ চ (এবং প্রবেশ করিতে) শক্যঃ (সমর্থ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যভক্তির দ্বারাই কিন্তু, এই রূপ-বিশিষ্ট আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে, দর্শন করিতে ও আশ্রয় করিতে সমর্থ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে অর্জ্জুন! অনন্যভক্তি-দ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই ॥ ৫৪ ॥

শ্রীবলদেব—অভিমতাং পরভক্ত্যৈকদৃশ্যতাং স্ফুটয়ন্নাহ,—ভক্ত্যেতি। এবম্বিধো দেবকীসূনুশ্চতুর্ভুজোঽহমনন্যয়া মদেকান্তয়া ভক্ত্যা তু বেদাদিভিস্তত্ত্বতো জ্ঞাতুং শক্যঃ; দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষং কর্ত্তুং তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুং সংযোক্তুং চ শক্যঃ। পুরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে। তত্র বেদো গোপালোপনিষৎ, তপো মজ্জন্মাষ্টম্যেকাদশ্যাদ্যুপোষণং, দানং মদ্ভক্তসম্প্রদানকং স্বভোগ্যানামর্পণম্, ইজ্যা মন্মূর্ত্তিপূজা। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইত্যাদ্যা। তু-শব্দোঽত্র ভিন্নোপক্রমার্থঃ। ন চ 'সুদুর্দ্দর্শম্' ইত্যাদিত্রয়ং সহস্রশীর্ষরূপপরমিতি বাচ্যম্,—'ইত্যর্জ্জুনম্' ইত্যাদিদ্বয়স্য নরাকৃতিচতুর্ভুজস্বকরূপপরস্যাব্যবহিতপূর্ব্বত্বাৎ, তদ্দ্বয়েন সহস্রশীর্ষরূপস্য ব্যবধানাচ্চ; তত্র যস্য তদেকবাক্যতায়াং 'নাহং বেদৈঃ' ইত্যাদেঃ পৌনরুক্ত্যাপত্তেশ্চ। যত্তু দিব্যদৃষ্টিদানেন লিঙ্গেন নরাকারাচ্চতুর্ভুজাৎ সহস্রশীর্ষো দেবাকারস্যোৎকর্ষমাহ, তদবিচারিতাভিধানমেব,—দেবাকারস্য তস্য চতুর্ভুজনরাকারাধীনত্বাৎ। তত্ত্বঞ্চ তস্য যুক্তমেব,—"যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রাম্" ইত্যাদি স্মরণাৎ। ইদং নরাকৃতিকৃষ্ণরূপং সচ্চিদানন্দং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যং বিভু সর্ব্বাবতারীতি প্রত্যেতব্যং,—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধি-সাক্ষিণে॥" "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্", "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইড্যঃ", "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রবণাৎ, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥", "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি", "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। অত্রাপি স্বয়মেবোক্তং,—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ' ইতি, 'অহমাদির্হি দেবানাম্' ইত্যাদি চ; অর্জ্জুনেন চ,—'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম' ইত্যাদি। তস্মাদতিপ্রভাবেণ সংক্রান্তে সহস্রশীর্ষ্ণিরূপে তেন সংক্রান্তৈব দৃষ্টির্গ্রাহিণী যুক্তা; ন ত্বতিসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যলাবণ্যনিধি-নরাকৃতি-কৃষ্ণরূপানুভাবিনী দৃষ্টিস্তত্র গ্রাহিণীতি ভাবেন কৃষ্ণরূপে সহস্রশীর্ষত্ববদর্জ্জুনচক্ষুষি তাদৃগ্রূপগ্রাহি

তেজস্তমেব সংক্রমিতমিতি মন্তব্যম্; ন তু যুক্ত্যাভ্যাসলাভেন হৈতুকত্বং স্বীকার্য্যম্ ন চার্জ্জুনোঽপ্যন্যমনুষ্যবচ্চর্ম্মচক্ষুঃ,—তস্য ভারতাদিষু নরভগবদ-বতারত্বেনাসকৃদুক্তেঃ। কর্ম্মোদ্ভূতয়া বিদ্যয়া সনিষ্ঠৈঃ সহস্রশিরস্কং রূপং লভ্য-মিতি দুর্দ্দর্শং; তৎ নরাকৃতিকৃষ্ণরূপং ত্বনন্যয়া ভক্ত্যৈবেতি সুদুর্দ্দর্শং তদুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—অভিমত অর্থাৎ ভক্তের স্পৃহণীয় ও পরম ভক্তেরই মাত্র দৃশ্যতা-সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন, পাত্র অর্থাৎ ভক্তদের মধ্যে একমাত্র পরা (শুদ্ধা) ভক্তির দ্বারাই আমাকে দেখিতে ও লাভ করিতে পারা যায়—ইহা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করিবার জন্য বলা হইতেছে—'ভক্ত্যেতি'। এই প্রকার চতুর্ভুজ দেবকীতনয় আমাকে, আমার প্রতি অনন্যা অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারাই কিন্তু বেদ প্রভৃতির সাহায্যে তত্ত্বতঃ জানিতে অর্থাৎ যথাবৎ স্বরূপে দেখিতে অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত করিতে ও যথার্থরূপে আমার মধ্যে প্রবেশ ও সংযুক্ত হইতে সক্ষম হইবে। পুরে প্রবেশ করিতেছে একথা বলিলে যেমন পুর-সংযোগই প্রতীতি হয়। বেদ—অর্থাৎ গোপালোপনিষৎ, তপস্যা—শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে ও একাদশীতিথি প্রভৃতিতে উপবাস করা। দান—স্বীয় ভোগ্যবস্তুকে আমার ভক্তদিগকে অর্পণ। ইজ্যা—আমার মূর্ত্তিপূজা। শ্রুতিও এই প্রকার বলিয়াছেন—"যাহার দেবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে শ্রেষ্ঠা ভক্তি" ইত্যাদির দ্বারা। 'ভক্ত্যা তু' এখানে 'তু' শব্দটি ভিন্ন উপক্রমে অন্বিত হইবে। "সুদুর্দ্দর্শ" ইত্যাদি তিনটি শ্লোক সহস্রশীর্ষরূপ-বোধক—ইহা বলা ঠিক নহে। অর্থাৎ 'অহম্' ইহার সহিত অন্বিত হইবে। কারণ ইহা অর্জ্জুনকে ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে নরাকৃতি চতুর্ভুজ স্বকীয় রূপ দেখাইবার কথা অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এই দুইটির দ্বারা সহস্রশীর্ষরূপের অনেক ব্যবধান (পার্থক্য)। সেখানে সহস্রশীর্ষরূপের একবাক্যতাতে "আমি বেদ সমূহের দ্বারাও নহি" ইত্যাদি হইতে পুনরুক্তির আপত্তি হয়। কেহ যে বলেন, দিব্য-দৃষ্টিদান-স্বরূপ চিহ্নের দ্বারা নরাকৃতি চতুর্ভুজ হইতে দেবাকার সহস্রশীর্ষমূর্ত্তির উৎকর্ষ বলা হইল, তাহাও অবিচারিত কথন অর্থাৎ অযৌক্তিক। কারণ দেবাকার তাঁহার চতুর্ভুজরূপ নরাকৃতির অধীন। এবং তাঁহার চতুর্ভুজত্ব যুক্তিযুক্ত,—"যিনি কারণ-সমুদ্র-জলে যোগনিদ্রাকে ভজনা করিয়াছেন" ইত্যাদি স্মরণ হেতু। এই নরাকৃতি কৃষ্ণরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ সমস্ত বেদান্ত বাক্যের

বেদ্য ও বিভু—ইনি সর্ব্বাবতারী (সমস্ত অবতারের কারণ ও মূল) ইহা জানিবে ; "প্রমাণ যথা—সচ্চিদানন্দরূপ, অক্লেশকারী কৃষ্ণ, বেদান্তবেদ্য, বুদ্ধির সাক্ষী-স্বরূপ সর্ব্বোপদেষ্টা কৃষ্ণকে নমস্কার"। "কৃষ্ণই নিশ্চয়রূপে পরম দেবতা"। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববশয়িতা তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীব ও সর্ব্বদেববন্দ্য,—সর্ব্বত্র ইনি পূজ্য শ্রীকৃষ্ণ"। "এক হইয়াও যিনি বহুরূপে বিরাজিত হন" ইত্যাদি শ্রবণ হেতু। "আবার শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি, তিনি অনাদি সকলের আদি, গোবিন্দ, ইনি সমস্ত—কারণেরও কারণ।" "যেখানে নরাকৃতি পরব্রহ্ম কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ।" "এই অবতারগণ পরম পুরুষ ভগবানের অংশকলাবিশেষ, কৃষ্ণ কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্" ইত্যাদি স্মরণ হেতু। এই গীতাতেও তিনি স্বয় বলিয়াছেন—"আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর অন্য কেহ নাই এবং আমিই দেবতাগণের আদি" ইত্যাদি। অর্জ্জুন কর্ত্তৃকও—"পরব্রহ্ম ও শ্রেষ্ঠধাম" ইত্যাদি। অতএব অতিশয় প্রভাবের দ্বারা সংক্রমিত আমার সহস্রশীর্ষরূপে, সেই রূপের দ্বারাই সংক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিপাত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অতিশয় সৌন্দর্য্যপূর্ণ, মাধুর্য্য ও লাবণ্যের নিধি (আধার) নরাকৃতি কৃষ্ণরূপের অনুভাবনা-রূপ দৃষ্টি, সেখানে গ্রহণযোগ্য এই ভাবের দ্বারা সহস্রশীর্ষতুল্য অর্জ্জুনের চক্ষে কৃষ্ণরূপ, সেইরকম রূপগ্রহণসমর্থ তেজ সংক্রমিত হইয়াছে, ইহা মনে করা উচিত। কিন্তু যুক্তি ও অভ্যাস লাভের দ্বারা নিমিত্তাধীনতা স্বীকার অনুচিত, অর্জ্জুনও অন্য মানুষের ন্যায় চর্ম্ম চক্ষু-সম্পন্ন নহে। কারণ অর্জ্জুনকে মহাভারতাদিতে নরস্বরূপ ভগবানের অবতার, এই কথা বহুবার বলা হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা উদ্ভূত (লব্ধ) বিদ্যার দ্বারা সনিষ্ঠ ভক্তগণ সহস্রশীর্ষাত্মকরূপ লাভের যোগ্য এই হেতু দুর্দ্দর্শ। আর সেই নরাকৃতি কৃষ্ণরূপ কিন্তু অনন্যা ভক্তির দ্বারাই, অতএব তাহা সুদুর্দ্দর্শ বলা হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান এক্ষণে তাঁহার অভিমত স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, পরাভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়। এবম্বিধো চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন আমাকে অনন্যা ভক্তির অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তির আশ্রয়ে বেদাদি হইতেও স্বরূপতঃ জানিতে সমর্থ হয়। দর্শন করিতে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতে এবং স্বরূপতঃ প্রবেশ অর্থাৎ সংযুক্ত হইতেও পারা যায়। প্রবেশ শব্দ এখানে সংযোগার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি বলা যায় যে, এক ব্যক্তি পুরে অর্থাৎ গৃহে বা নগরে প্রবেশ করিলেন, তাহা হইলে তাহার পুর-সংযোগই প্রতীত

হয় ; কিন্তু তাহাতে লয় হইয়া গেলেন, ইহা বুঝায় না। সেইরূপ শ্রীভগবানে প্রবেশ পুর-সংযোগের ন্যায় বুঝিতে হইবে। শ্রীগোপালতাপনি-উপনিষদেও এইরূপ উক্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন যে,—

সাযুজ্য নির্ব্বাণাদি- শব্দ শাস্ত্রে দেখ যদি,
তাহাও ভক্তির অঙ্গে যায়।

পূর্ব্ব শ্লোকে যে তপস্যাদি কথার উল্লেখ আছে, তাহা ভক্তির অনুকূলভাবে গৃহীত হইলে 'তপঃ' শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষ্যে উপবাসকে বুঝায়। শ্রীভগবানের ভক্তদিগকে স্বভোগ্য-বস্তুর অর্পণকে দান বলে। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহাদির বিহিত বিধানে পূজাই ইজ্যা নামে কথিত।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও এইরূপ বলিয়াছেন যে,—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (৬।২৩)

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি আছে, আবার যেমন শ্রীভগবানে সেইরূপ শ্রীগুরুদেবেও পরা ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মূলে যে 'তু' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে তাহা ভিন্ন উপক্রমে অর্থাৎ পূর্ব্বে 'সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং' শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া' শ্লোক পর্য্যন্ত যে তিনটি শ্লোকে যে ভগবানের রূপ দর্শনের সুদুর্ল্লভতা বলা হইয়াছে, তাহা সহস্রশীর্ষাদিযুক্ত বিশ্বরূপের পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

'ইত্যর্জ্জুনং' এবং 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং' পর্য্যন্ত দুই শ্লোকে অর্জ্জুনোক্তি বিশ্বরূপ দর্শনের অব্যবহিত পরেই ব্যবধান-স্বরূপে বর্ত্তমান আছে। এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিদৃশ্যমানরূপেরই উল্লেখ হইয়াছে ; অতএব বিশ্বরূপ এস্থলে লক্ষিত বলিয়া অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই। পূর্ব্বে "ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ" ইত্যাদি এবং পরে "নাহং বেদৈঃ" সেইরূপ ভাবই ব্যক্ত করা হইয়াছে। যদি বিশ্বরূপ সম্বন্ধেই এই উভয় উক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করা হয়, তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং ইহা সহজেই মীমাংসিত যে, দুই উক্তিই দুই স্থলে দুই রূপ-সম্বন্ধেই অবতারিত হইয়াছে।

দিব্যচক্ষুর প্রভাবে অর্জ্জুন শ্রীভগবানের যে দেবাকার দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা চতুর্ভুজ নরাকার রূপ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করা অযৌক্তিক। কারণ তাঁহার দেবাকারও চতুর্ভুজ নরাকারের অধীন। ইহার তত্ত্বও যুক্তিযুক্ত। যেহেতু প্রলয়ে সমস্ত-ধ্বংস হওয়ার পর কেবলমাত্র শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান থাকেন ও কারণার্ণবে যোগনিদ্রায় শায়িত থাকেন, তখনও তিনি চতুর্ভুজ নরাকারধারী।

এই নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্ববেদান্তবেদ্য, বিভু ও সর্ব্বাবতারী ইহা জানা উচিত।

"শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ক্লেশনাশক, বেদান্তবেদ্য, গুরু, বুদ্ধির সাক্ষী, তাঁহাকে নমস্কার।" "কৃষ্ণই পরম দেবতা" "এক কৃষ্ণ সর্ব্বগ, সর্ব্ববশয়িতা, সকলের পূজ্য। এক অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব হইয়াও যিনি বহু স্বাংশ-বিলাসাদিরূপে প্রকটিত হন।" ইত্যাদি গোপালতাপনি শ্রুতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপেরই প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, অন্যান্য সকলে তাঁহার অংশ ও কলা। শ্রীভগবান্ নিজেও গীতায় বলিয়াছেন যে 'আমা-অপেক্ষা আর পরতর তত্ত্ব নাই'—(৭।৭), "আমিই সকল দেবতার আদি"—(১০।২); অর্জ্জুনও বলিয়াছেন,—তুমি "পরব্রহ্ম, পরম ধাম"—(গীঃ—১০।১২)।

অতিশয় প্রভাব-সংক্রান্ত অত্যুগ্র দেবাকারে শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি সংক্রান্ত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। তাহাতে কিন্তু শ্রীভগবানের অতিশয় সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, লাবণ্য-নিধি নরাকৃতি কৃষ্ণরূপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই রূপের মধুরতা নরাকারেই দৃষ্ট। অর্জ্জুনের চক্ষে কৃষ্ণরূপে সহস্রশীর্ষত্বের ন্যায় তাদৃশ রূপ-গ্রহণ-সামর্থ্য তেজ তোমা দ্বারাই সংক্রমিত হইয়াছে, ইহা মনে করা উচিত নহে। যুক্তি ও অভ্যাস লাভের দ্বারা হৈতুকত্ব স্বীকার্য্য নহে। কারণ অর্জ্জুন সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় চর্ম্ম-চক্ষুযুক্ত ছিলেন না এবং সহস্রশীর্ষাকার দর্শনে তাহার অভ্যাসও ছিল না। শ্রীমহাভারতে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের নরনারায়ণ লীলায় অর্জ্জুন নররূপে অবতীর্ণ। সেই সময়ে তিনি শ্রীভগবানের চতুর্ভুজ নরাকারই দর্শন করিতেন। এবং তদ্দর্শনেই তিনি অভ্যস্ত। কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত বিদ্যাপ্রভাবে বহু আয়াসে শ্রীভগবানের সহস্রশীর্ষাকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহা দুর্দ্দর্শ। কিন্তু সেই নরাকৃতি

কৃষ্ণরূপ যাহা অর্জ্জুন দর্শন করিতেন, তাহা কিন্তু অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লভ্য ; এই জন্য 'সুদুর্দ্দর্শ' বলা হইয়াছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—"যদি নির্ব্বাণ মোক্ষের বাসনা হয়, তবে 'তত্ত্বেন'—ব্রহ্মস্বরূপত্বে প্রবেশ করিতেও অনন্যা ভক্তির দ্বারাই সমর্থ, অন্য উপায়ে নহে। জ্ঞানিগণের গুণীভূতা ভক্তিও অন্তিম সময়ে জ্ঞান-সন্ন্যাসের পরে অল্পই উন্মেষিত হয়। অন্য কিছু হয় না। তদ্দ্বারাই তাহাদের সাযুজ্য মুক্তি লাভ হয়।"

একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই এই প্রকার রূপ জ্ঞাত, দৃষ্ট এবং সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"কেবলেন হি ভাবেন......... মামীয়ুরঞ্জসা"—(১১।১২।৮) এবং অন্যত্রও পাওয়া যায়,—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্"—(১১।১৪।২১)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥" (মঃ ২০ পঃ)

অন্যত্র—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস॥" (আঃ ১৭ পঃ)

"ঐছে শাস্ত্রে কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান যোগ ত্যজি।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥"—(মঃ ২০ পঃ)

"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥"—(মঃ ২৪ পঃ)

এ-সম্বন্ধে গীঃ—৮।২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ৫৪॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-যোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—পাণ্ডব! যঃ (যিনি) মৎকর্ম্মকৃৎ (আমার জন্যই কর্ম্ম করেন) মৎপরমঃ (মদ্গতি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঙ্গবর্জ্জিতঃ (আসক্তি রহিত) সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ (সর্ব্বভূতেঃ দ্বেষ-রহিত) সঃ (তিনি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হন্) ॥ ৫৫ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-যোগো নাম একাদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! যিনি আমারই সেবা করেন, আমাকেই পরম বলিয়া জানেন, আমার ভক্ত, সর্ব্বত্র আসক্তি শূন্য ও সর্ব্বভূতে দ্বেষ-রহিত, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫ ॥

ইতি—শ্রীব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে
শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-যোগ নামক একাদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, কর্ম্মজ্ঞান-ফল-সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সর্ব্বভূতের প্রতি সদয় হন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই অধ্যায়ে বিশ্বরূপ, কালরূপ, এমন কি, বিষ্ণুরূপ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের আশ্রয়ণীয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপবিগ্রহ ব্যতীত ভক্তের আর সাম্বন্ধিক বিগ্রহসকলে কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহই যে নিখিল-রসামৃতমূর্ত্তি ও পরম মাধুর্য্য-ভাবের একমাত্র নিধান,—ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।

ইতি—একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।

শ্রীবলদেব—অথ স্বপ্রাপ্তিকরীমনন্যাং ভক্তিমুপদিশন্নুপসংহরতি,—মদিতি। মৎসম্বন্ধিনী মন্মন্দিরনির্ম্মাণ-তদ্বিমার্জ্জন-মৎপুষ্পবাটীতুলসীকাননসংস্কার-তৎ-সেচনাদীনি কর্ম্মাদীনি করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমো মামেব, ন তু

স্বর্গাদিকং স্বপুমর্থং জানন্, মদ্ভক্তো মচ্ছ্রবণাদি-নববিধভক্তিরসনিরতঃ, সঙ্গ-বর্জ্জিতঃ মদ্বিমুখসংসর্গমসহমানঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্বৈরঃ,—তেষ্বপি মদ্বিমুখেষু প্রতিকূলেষু সৎসু বৈরশূন্যঃ,—স্বক্লেশস্য স্বপূর্ব্বকর্ম্মনিমিত্তকত্ববিমর্শেন তেষু বৈরনিমিত্তাভাবাৎ। এবম্ভূতো যঃ স মাং নরাকারং কৃষ্ণমেতি লভতে, নান্যঃ ॥ ৫৫ ॥

পূর্ণঃ কৃষ্ণোঽবতারিত্বাত্তদ্ভক্তানাং জয়ো রণে।
ভারতে পাণ্ডুপুত্রাণামিত্যেকাদশনির্ণয়ঃ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবানকে যেই ভক্তির দ্বারা পাওয়া যায়, সেই অনন্যা ভক্তির উপদেশ প্রদানের ইচ্ছায় উপসংহারে শ্রীভগবান্ উপদেশ করিতেছেন,—'মদিতি'। আমার সম্বন্ধীয় আমার মন্দির-নির্ম্মাণ, তাহার পরিমার্জ্জনা, আমার পুষ্পবাটী, তুলসী-কাননের সংস্কার ও তন্মূলে জল-সেচনাদি কর্ম্মগুলি যিনি করেন, তিনিই আমার কর্ম্মকৃৎ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, যিনি মন্নিষ্ঠ অর্থাৎ আমাকেই চাহেন কিন্তু স্বর্গাদিকে স্বীয় পুরুষার্থ মনে করেন না; যিনি আমার ভক্ত—আমার নাম-শ্রবণাদিরূপ নববিধা ভক্তিরসে নিরত। যিনি সঙ্গ বর্জ্জিত—আমার প্রতি বিমুখ এই জাতীয় লোকের সংসর্গ সহ্য করেন না, যিনি নৈর্বৈর—সমস্ত প্রাণীতে বৈরিভাব-শূন্য। তাহাদের মধ্যেও যাহারা আমার প্রতি বিমুখ ও আমার প্রতিকূল ভাবাপন্ন তাদের প্রতিও বৈরভাবশূন্য, কেননা স্বীয় ক্লেশকে স্বীয় পূর্ব্বকর্ম্মনিমিত্তক বিচারের দ্বারা সেই শত্রুদের উপরও বৈর-ভাবের অভাব হেতু। এই প্রকার যিনি, তিনি আমাকে—নরাকার কৃষ্ণকেই লাভ করেন, অন্য কেহ নহে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্—সমস্ত অবতারের অবতারী। অতএব তাঁহার প্রভাবে তদীয় ভক্ত পাণ্ডুপুত্রদের ভারতের (কুরুক্ষেত্রের) যুদ্ধে জয়। ইহাই একাদশ অধ্যায়ে নির্ণয় করা হইল।

ইতি—একাদশ অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুভূষণ—কি প্রকারে অনন্যা ভক্তির আশ্রয়ে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, এবং কি কি অনুষ্ঠান করণীয়, তাহারই উপদেশ মুখে উপসংহার

করিতেছেন। যিনি শ্রীভগবানের কর্ম্ম-সম্পাদনেই জীবনকে নিয়োজিত করেন, শ্রীভগবানের সম্বন্ধীয় মন্দির-নির্ম্মাণ, মন্দিরাদির মার্জ্জন, পুষ্পবাটীকা, তুলসী কানন-সংস্কার ও তাহাতে জল সেচনাদি সেবা করেন, যিনি ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য সমুদয় কর্ম্ম অসার ও নিষ্ফল-জ্ঞানে পরিত্যাগ করত সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যেই সকল আচরণ করেন, তিনিই মৎ-কর্ম্ম-পরায়ণ; এবং যিনি মৎপরায়ণ অর্থাৎ স্বর্গাদিকে পুরুষার্থ না জানিয়া, আমাকেই একমাত্র পুরুষার্থ জানেন, যিনি মদ্ভক্ত অর্থাৎ মচ্ছ্রবণাদি নববিধ ভক্তিরসনিরত, যিনি সঙ্গ-বর্জ্জিত অর্থাৎ ফলাসক্তি রহিত এবং মদ্বিমুখ-সংসর্গ-অসহিষ্ণু, যিনি সর্ব্বভূতে বৈরভাবশূন্য অর্থাৎ নিজকর্ম্মই স্বক্লেশের কারণ বিচার পূর্ব্বক নিজ বৈরিতা-আচরণকারীর প্রতিও শত্রুভাব-শূন্য, পরন্তু সদয়ভাবযুক্ত, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন; অন্যে নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহৃত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দির কর্ম্মণি ॥
সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া ॥"—(১১।১১।৩৮-৩৯) ॥ ৫৫ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ,—(অর্জ্জুন কহিলেন) এবং (এই প্রকারে) সততযুক্তাঃ (নিরন্তর তোমাতে নিষ্ঠাযুক্ত) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) ত্বাং (তোমাকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) যে চ অপি (এবং যাহারা) অব্যক্তং (নির্ব্বিশেষ) অক্ষরং (ব্রহ্মকে) [পর্য্যুপাসতে—উপাসনা করে] তেষাং (তদুভয়ের মধ্যে) কে যোগবিত্তমাঃ (কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ?) ॥ ১॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—তোমার পূর্ব্বোক্ত উপদেশানুসারে নিরন্তর নিষ্ঠাযুক্ত যে সকল ভক্ত তোমার শ্যামসুন্দর আকারের উপাসনা করেন এবং যাঁহারা শ্রুত্যুক্ত নির্ব্বিশেষ অক্ষর-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এতদুভয়ের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ? ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! তুমি এ-পর্য্যন্ত আমাকে যে-সকল উপদেশ দিলে, ইহাতে আমি জানিলাম যে, যোগী—দুই প্রকার, অর্থাৎ এক প্রকার যোগিগণ সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মসকলকে তোমার অনন্যভক্তির অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তোমার নির্ম্মলভক্তি-দ্বারা তোমার উপাসনা করেন ; অন্যপ্রকার যোগিগণ শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্ম-সকলকে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা আবশ্যক-মত স্বীকার করত অক্ষর ও অব্যক্ত-স্বরূপ তোমার আধ্যাত্মিক-যোগ অবলম্বন করেন। এই দুইপ্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—উপায়েষু সমস্তেষু শুদ্ধা ভক্তির্মহাবলা।
প্রাপয়েত্ত্বরয়া যন্মামিত্যাহ দ্বাদশে হরিঃ ॥

জীবাত্মানং যথাবজ্‌জ্ঞাত্বা বিজ্ঞায় চ তদংশী হরির্ধ্যেয় ইতি 'অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি' ইত্যাদিভির্দ্বিতীয়াদিষেকঃ পন্থা বর্ণিতঃ। জীবাত্মানং হরেরংশং জ্ঞাত্বৈব তদংশী হরিস্তচ্ছ্রবণাদি-ভক্তিভির্ধ্যেয় ইতি 'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ' ইত্যাদিভিঃ সপ্তমাদিষু দ্বিতীয়ঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ। তেষ্বেব 'প্রয়াণকালে'

ইত্যাদিনা যোগোপসৃষ্টা, 'জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে' ইত্যনেন জ্ঞানোপসৃষ্টা চ ভক্তিরুক্তা। ভক্তিষট্‌কাৎ প্রাক্ ষষ্ঠান্তে কেবলাং ভক্তিমুপদেক্ষ্যতা 'যোগিনামপি সর্ব্বেষাম্' ইত্যাদিপদ্যেন ঐকান্তিনাং যুক্ততমতা চাভিহিতা। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—এবমিতি। এবং 'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ' ইত্যাদি ত্বদুক্তবিধয়া সততযুক্তা যে ত্বাং শ্যামসুন্দরং কৃষ্ণং পরিতঃ কায়াদিব্যাপারৈরুপাসতে, যে চাক্ষরং জীবস্বরূপং চক্ষুরাদিভিরব্যক্তং পর্য্যুপাসতে ধারণাধ্যানসমাধিভিঃ সাক্ষাৎকর্ত্তুমীহন্তে পরমাত্মকামাস্তেষামুভয়েষাং মধ্যে যোগবিত্তমাঃ শীঘ্রোপায়িনঃ কে ভবন্তি? অয়ং ভাবঃ,—স্বানুভবপূর্ব্বকস্য হরিধ্যানস্য বহ্মমূলত্বাত্তেন নির্ব্বিঘ্না তৎপ্রাপ্তিরিত্যেকে। নীরূপস্যাতিসূক্ষ্মস্য জীবাত্মনো দুর্ধ্যানত্বাৎ কিং তদ্ধ্যানেন? কিন্তু হরি-ভক্তিরেব সর্ব্ববিঘ্নবিমর্দ্দিনী হরিপ্রাপণীত্যেকে। তস্যামেব নিরতাস্তেষামুভয়েষামুপায়েষু কঃ শ্রেয়ানুপায় ইতি তং ভণেতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত উপায়ের মধ্যে আমাকে লাভ করিবার জন্য শুদ্ধা ভক্তিই মহাবলশালিনী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা কারণ খুবই সত্বর তাহার দ্বারা আমাকে পাওয়া যায়। ইহাই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীহরি বলিয়াছেন।

চিদংশ জীবাত্মাকে যথাযথভাবে জানিয়া এবং বিশেষভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপ অবগত হইবার পর সেই অংশী শ্রীহরিই ধ্যানের যোগ্য, ইহা "কিন্তু সেই ব্রহ্ম অবিনাশী জানিবে" ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয়াদি অধ্যায়েতে একপ্রকার পথের (সাধনার) বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। জীবাত্মাকে শ্রীহরির অংশরূপে জানিয়াই তাহার অংশী শ্রীহরিকে শ্রবণাদি ভক্তিসমূহের দ্বারা ধ্যান করিবে। ইহা "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ" ইত্যাদি শ্লোকসমূহের দ্বারা সপ্তমাদিতে শ্রীভগবানের সাধনার দ্বিতীয় পন্থার বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে "প্রয়াণকালে" ইত্যাদির দ্বারা গৌণ যোগযুক্তা ভক্তিই প্রধানভাবে (উপদেশ্য) জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অন্যান্য ভক্তগণ ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানযুক্তা ভক্তির বিষয় বলা হইয়াছে। ভক্তি-বিষয়ক ছয় অধ্যায়ের পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে কেবলা ভক্তির উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে (সকল যোগীদের মধ্যেও) ইত্যাদি পদ্যের দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তগণের যুক্ততমতা বলা হইয়াছে। সেখানে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'এবমিতি'। এই প্রকার "আমাতে আসক্তমনা পার্থ" ইত্যাদি। তোমা কর্ত্তৃক উক্ত ভক্তির দ্বারা যাহারা সততই যুক্ত

থাকিয়া তোমাকে অর্থাৎ শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রকার কায়াদি ব্যাপারের দ্বারা উপাসনা করে এবং যাহারা চক্ষুরাদি-দ্বারা অব্যক্ত অক্ষর জীবস্বরূপকে পরি-পূর্ণভাবে উপাসনা করে এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎ করিবার জন্য, পরমাত্মাকে পাইবার কামনায় চেষ্টা করে। সেই উভয়বিধ উপাসকের মধ্যে কাহারা যোগবিদ্শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শীঘ্রোপায়শালী হইয়া থাকেন? ইহার ভাবার্থ এই—স্বীয় অনুভবপূর্ব্বক শ্রীহরির ধ্যানের বদ্ধমূলকত্ব হেতু অর্থাৎ দৃঢ় থাকায় তাহার দ্বারা বিঘ্নশূন্য হইয়া ভগবৎ প্রাপ্তি হয়—ইহা কেহ কেহ বলেন। আবার কেহ কেহ বলেন—রূপহীন অতিশয় সূক্ষ্ম জীবাত্মাকে ধ্যান করা দুঃসাধ্য, অতএব তাহার ধ্যানের কি প্রয়োজন? কিন্তু হরিভক্তিই সমস্ত বিঘ্নবিনাশকারিণী এবং শ্রীহরির প্রাপ্তি-সাধন, সেই হরি-ভক্তিতে যাঁহারা নিরত এই উভয়বিধ যোগীর উপায়গুলির মধ্যে কোন্ উপায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ঃ উপায়, ইহা তুমি বল ॥ ১ ॥

অনুভূষণ—সমস্ত উপায়ের (সাধনার) মধ্যে অতি শীঘ্র ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়-বিচারে, শুদ্ধা ভক্তিই একমাত্র মহাবলশালিনী, ইহাই শ্রীভগবান্ দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করিতেছেন।

জীবাত্মার স্বরূপ যথাযথ জ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ জীব শ্রীহরির বিভিন্নাংশ সুতরাং নিত্যদাস জানিয়া এবং শ্রীহরিই অংশী অর্থাৎ সর্ব্বজীব প্রভু, ইহা বিশেষভাবে অবগত হইয়া শ্রীহরিকে ধ্যান করা আবশ্যক। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ধ্যাননিষ্ঠা-মূলক এক প্রকার পন্থার বিষয় শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন। জীবাত্মাকে শ্রীহরির বিভিন্নাংশ জানিয়া এবং অংশী শ্রীহরিকে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি ভক্তিযোগসহকারে ধ্যান করা উচিত। পুনরায় সপ্তম অধ্যায় ১ম শ্লোকে "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দ্বিতীয় পন্থাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ভক্তির আবার দুইটি ভাব পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "প্রয়াণ-কালে মনসাচলেন" (গীঃ—৮।১০) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যোগনিষ্ঠা-ভক্তি এবং "জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে" (গীঃ—৯।১৫) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা ভক্তির বিষয় কথিত হইয়াছে। ভক্তিযোগপূর্ণ দ্বিতীয় ষট্‌কের পূর্ব্বে অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং" (গীঃ—৬।৪৭) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কেবলা ভক্তির বিষয় উপদেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐকান্তিক

ভক্তগণকেই যুক্ততম অর্থাৎ সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন।

অর্জ্জুন এই সকল বিবিধ উপদেশ শ্রবণ করিবার পর এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ" (গীঃ ৭।১) ইত্যাদি বাক্যে তুমি যাহা বলিয়াছ, তদনুসারে যাঁহারা সততযুক্ত হইয়া শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন এবং যাঁহারা চক্ষুরাদির অগোচর অব্যক্ত, অক্ষরতত্ত্ব জীবস্বরূপকে, পরমাত্মকামী হইয়া ধ্যানধারণাসমাধিযোগে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যত্ন করেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে শীঘ্রোপায়ী যোগীশ্রেষ্ঠ কাঁহারা? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ কেহ বলেন, স্বীয় হৃদয়ে শ্রীহরির অনুভব পূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান নির্ব্বিঘ্ন ও তৎপ্রাপ্তির সহজ উপায়। আবার কেহ বলেন, অতি সূক্ষ্ম নিরাকার জীবাত্মার ধ্যান অসম্ভব সুতরাং সেরূপ ধ্যানের কোন ফল নাই। কিন্তু হরিভক্তিই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী ও হরিপ্রাপ্তির একমাত্র পরম সদুপায়। এই উভয় উপায়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ঃ? তাহাই বর্ণন করিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট অর্জ্জুনের নিবেদন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"ভক্তিপ্রকরণের উপক্রমে 'যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন ; তিনি সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার মত।'—গীঃ ৬।৪৭ ইত্যাদি বাক্যে ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা অর্জ্জুন যেমন শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উপসংহারেও তাহার এইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা শ্রবণ-বাসনায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 'এবং সততযুক্তাঃ'—'যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানশীল, মৎপরায়ণ'—এই তোমার কথিত লক্ষণযুক্ত ভক্তগণ 'ত্বাং'-শ্যামসুন্দরাকারকে যাঁহারা উপাসনা করেন, 'যে চাব্যক্তং'—যাঁহারা নির্ব্বিশেষ অক্ষরতত্ত্বকে 'হে গার্গি! ব্রাহ্মণগণ সেই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু (অসূক্ষ্ম) অহ্রস্ব প্রভৃতি বলেন'।—বৃঃ ৩।৮।৮ ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, 'তেষাং'—সেই উভয় প্রকার যোগবিদ্‌গণের মধ্যে কাঁহারা অতিশয় যোগবিদ্ এবং তোমাকে পাইতে শ্রেষ্ঠ উপায় জানেন ; বা লাভ করেন না, তাঁহারা 'যোগবিত্তর' অর্থাৎ অধিকতর যোগজ্ঞ।—এই বক্তব্য হইলে 'যোগবিত্তম' এই উক্ত বহু যোগবিত্তরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই অর্থ বুঝাইতেছে।"

'জীবতত্ত্ব' সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥" (৫।৯)

মুণ্ডকেও পাওয়া যায়,—

"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো" (৩।১।৯)

গীতাতেও ১৫।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।" ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) যে (যাঁহারা) পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (গুণাতীতশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) ময়ি (আমাতে) মনঃ (মন) আবেশ্য (আবিষ্ট করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (সততযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ) মে মতাঃ (এই আমার অভিমত) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যাঁহারা নির্গুণ শ্রদ্ধার সহিত আমার শ্যামসুন্দর-আকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক সতত অনন্যভক্তিসহকারে আমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, ইহাই আমার অভিমত ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নির্গুণ-শ্রদ্ধা-সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া যিনি আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেই ভক্ত-ব্যক্তিই সকল-যোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—ময়ীতি। যে ভক্তা ময়ি নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিধর্ম্মিণি স্বয়ং ভগবতি দেবকীসূনৌ মন আবেশ্য নিরতং

কৃত্বা পরয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো মামুক্তলক্ষণমুপাসতে—শ্রবণাদিলক্ষণামুপাসনাং মম কুর্ব্বন্তি ; নিত্যযুক্তা নিত্যং মদ্যোগমিচ্ছন্তস্তে মম মতেন যুক্ততমা মতাঃ—শীঘ্রমৎপ্রাপকোপায়িনস্তে ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ বলিতেছেন—'ময়ীতি'। যে সমস্ত ভক্ত নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামলত্বাদি গুণ বিশিষ্ট স্বয়ং ভগবান্ দেবকী-তনয় আমাতে মন আবেশ অর্থাৎ নিরত করিয়া পরম ও দৃঢ় শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত আমাকে উপাসনা করেন,—অর্থাৎ শ্রবণাদি-স্বরূপ আমার সাধনা করেন। সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ সকল সময়ে আমার সহিত সংযোগকামী তাঁহারা আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্ত। তাঁহা-দিগকেই শীঘ্র আমাকে পাইবার উপায়াবলম্বী মনে করি ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, যাঁহারা নীলোৎপল শ্যামলত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, দেবকীনন্দন, স্বয়ং ভগবান্ আমাতে মন নিবেশ পূর্ব্বক গুণাতীত দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণাদি-লক্ষণা ভক্তিযোগে অনন্যভাবে আমার উপাসনা করেন এবং নিত্য আমার সহিত যুক্ত থাকিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সর্ব্বযোগী-শ্রেষ্ঠ এবং আমাকে অতি শীঘ্র লাভ করিতে পারেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"মদীয় অনন্য ভক্ত 'যুক্ততমাঃ'—যোগবিত্তম এই অর্থ। অতএব অনন্য-ভক্তাপেক্ষা ন্যূন অন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদিমিশ্র ভক্তিমান্ যোগবিত্তর এই অর্থ প্রকাশিত হয়। অতএব জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ, ভক্তির মধ্যে আবার অনন্যা-ভক্তি শ্রেষ্ঠা ইহাই প্রমাণিত হইল।"

শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা ॥" (১১।২৫।২৭)

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিতে যে শ্রদ্ধা তাহা সাত্ত্বিকী। কর্ম্মকাণ্ডে শ্রদ্ধা রাজসী এবং অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া যে শ্রদ্ধা, তাহা তামসী আর আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা তাহা কিন্তু নির্গুণা ॥ ২ ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—যে তু (যাঁহারা কিন্তু) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়-সমূহকে) সংনিয়ম্য সংযত করিয়া) সর্ব্বত্র (সকল বস্তুতে) সমবুদ্ধয়ঃ (সমদৃষ্টিসম্পন্ন) সর্ব্বভূত-হিতেরতাঃ [সন্তঃ] (এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত হইয়া) অনির্দ্দেশ্যম্ (নির্দ্দেশের অতীত) অব্যক্তং (রূপাদি রহিত) সর্ব্বত্রগং (সর্ব্বদেশব্যাপী) অচিন্ত্যম্ চ (এবং তর্কাতীত) কূটস্থং (নিত্য একরূপ) অচলং (বৃদ্ধ্যাদিরহিত) ধ্রুবম্ (নিত্য) অক্ষরং (ব্রহ্মকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) মামেব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সকলকে নিয়মিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত হইয়া, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও মদীয় নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩-৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সকলের প্রতি সমদর্শন অবলম্বন করত সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত হইয়া আমার অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁহারা বহু-কষ্টের পর ঐশ্বর্য্যপ্রধান আমাতেই স্থিতি লাভ করেন। আমি ব্যতীত আর অন্য কোন উপাস্য বস্তু নাই ; অতএব যিনি যে-প্রকারেই পরমবস্তু-লাভের যত্ন করুন, আমাকেই লাভ করেন ॥ ৩-৪ ॥

শ্রীবলদেব—যে তু স্বসাক্ষাৎকৃতিপূর্ব্বিকাং মদুপাসনাং কুর্ব্বন্তি, তেষামপি মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদেব কিন্ত্বতিক্লেশেনাতিচিরেণৈবাতস্তেভ্যোঽপকৃষ্টাস্ত ইত্যাহ,—যে ত্বিতি ত্রিভিঃ। যে ত্বক্ষরস্বাত্মচৈতন্যমেব পূর্ব্বমুপাসতে, তেষামধিকতরঃ ক্লেশ ইতি সম্বন্ধঃ। অক্ষরং বিশিনষ্টি,—অনির্দ্দেশ্যং দেহাদ্ভিন্নত্বেন দেহাভি-ধায়িভির্দেবমানবাদিশব্দৈর্নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্ ; অব্যক্তঞ্চক্ষুরাদ্যগোচরং ; প্রত্যক্ সর্ব্বত্রগং দেহেন্দ্রিয়প্রাণব্যাপি ; অচিন্ত্যং তর্কাগম্যং শ্রুতিমাত্রবেদ্যম্—"জ্ঞান-স্বরূপমেব জ্ঞাতৃস্বরূপম্" ইতি শ্রুত্যৈব প্রত্যেতব্যম্ ; কূটস্থং সর্ব্বদাণুস্বরূপ-

তৈকরসম্ ; অচলং জ্ঞানত্বাদিব জ্ঞাতৃত্বাদপি চলনরহিতম্ ; ধ্রুবং পরমাত্মৈকশেষতায়াং সর্ব্বদা স্থিরম্। অক্ষরোপাসনে বিধিমাহ,—সংনিয়ম্যেতি। করণগ্রামং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃন্দং সংনিয়ম্য শব্দাদিসঞ্চারেভ্যস্তদ্ব্যাপারেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য ; সর্ব্বত্র সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনাদিষু সমবুদ্ধয়স্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ; যদ্বা, সর্ব্বেষু চেতনাচেতনেষু বস্তুষু স্থিতে সমে ব্রহ্মণি বুদ্ধির্যেষাং তে ব্রহ্মাধিষ্ঠানতয়া তেষু দ্বেষশূন্যাস্তত এব সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে উপকারে রতাঃ সর্ব্বেষাং শং ভূয়াদিতি যথাযথং যতমানাঃ এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকৃতিপূর্ব্বিকায়াং মদ্ভক্তৌ মদর্পিতকর্ম্মলক্ষণায়াং যে প্রবর্ত্তন্তে, তেঽপি মামেব পারমৈশ্বর্য্যপ্রধানং প্রাপ্নুবন্তীতি নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৩-৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাহারা কিন্তু আত্ম-সাক্ষাৎকৃতি সহকারে আমার উপাসনা করে, তাহাদের পক্ষেও আমার প্রাপ্তি (লাভ) হইবেই কিন্তু অতিশয় ক্লেশে ও অতি দীর্ঘকালেই। অতএব তাহারা পূর্ব্বোক্ত ভক্ত হইতে নিকৃষ্ট, ইহাই বলিতেছেন,—'যে তু' ইত্যাদি তিনটি শ্লোক দ্বারা। যাহারা কিন্তু অক্ষর স্বরূপ আত্মচৈতন্যরূপকেই পূর্ব্বে উপাসনা করে, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ। ইহাই অন্বিত হইবে ; অক্ষরকে বিশ্লেষণ করিতেছেন,—অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেহ-বাচক দেব-মানবাদি শব্দসমূহের দ্বারা স্থির করা অসম্ভব। অব্যক্ত—চক্ষুরাদির অগোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ (অন্তর্যামী) সর্ব্বত্রগমনশীল অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয় এবং প্রাণব্যাপী (পূর্ণ)। অচিন্ত্য—তর্কের অগম্য ; শ্রুতিমাত্রগম্য অর্থাৎ শ্রুতি দ্বারাই জানা যায় তিনি জ্ঞান ও জ্ঞাতা স্বরূপ । এই শ্রুতির দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। কূটস্থ—নির্ব্বিকার অর্থাৎ সর্ব্বদা অণু পরিমাণহেতু ও এক রস। অচল—জ্ঞানত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব হইতে চলন রহিত। ধ্রুব—পরমাত্মারূপে একমাত্র অবশেষ হওয়ায় সর্ব্বদা স্থির ॥ ৩ ॥

বিধি—কিভাবে অক্ষরোপাসনা করণীয় সেই বিধি বলিতেছেন,—'সংনিয়ম্যেতি'। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃন্দকে সংযত করিয়া অর্থাৎ শব্দাদিতে সঞ্চাররূপ তাহাদের ব্যাপার বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া। সর্ব্বত্র সুহৃদ্-মিত্র-অরি উদাসীনাদিতে সমানবুদ্ধি ও তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অথবা সকল চেতন ও অচেতন বস্তুতে সমানভাবে স্থিত ব্রহ্ম-জ্ঞানে তাহাদিগকে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান মনে করিয়া দ্বেষবর্জ্জিত। সেই হেতুই সমস্ত প্রাণি-হিতে অর্থাৎ উপকারে নিরত—সকলের মঙ্গল হইবে এই জন্য যথাযথ চেষ্টাশীল। এই প্রকার স্বীয় আত্ম-সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক মদর্পিত কর্ম্মলক্ষণা আমার ভক্তিতে যাহারা যত্ন করে,

তাহারাও পারমৈশ্বর্য্য-প্রধান আমাকেই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তোমার কথিত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাঁহারা সতত যুক্ত হইয়া অনন্যভাবে তোমার উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা অক্ষর, অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে ধ্যান-যোগাদির দ্বারা লাভ করিবার যত্ন করেন, ইঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ প্রথমে জানাইলেন যে, যাঁহারা শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক গুণাতীতা শ্রদ্ধাসহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া উপাসনা অর্থাৎ শ্রবণাদি-লক্ষণা ভক্তি করেন, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রকারের যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষেও "স মে যুক্ততমো মতঃ" বলিয়া ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় প্রকার যোগীর বিষয় বলিতেছেন যে, যাঁহারা স্বীয় আত্মসাক্ষাৎকারপূর্ব্বিকা শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহারাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হন কিন্তু অতিশয় ক্লেশে এবং অতিশয় বিলম্বে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনন্য ভক্ত হইতে ইহারা অতিশয় নিকৃষ্ট। ইহা তিনটি শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাওয়া যায়,—"আমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসকগণ কিন্তু দুঃখী বলিয়া তাহা হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনন্য ভক্ত হইতে ন্যূন। সেই অক্ষর তত্ত্বকে পরিব্যক্ত করিবার জন্য কয়েকটি বিশেষণে বিশেষিত করিতেছেন। সেই অক্ষর তত্ত্ব—অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব। ইহাই নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের পরিচয়। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই অক্ষরোপাসনার বিধি বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক সংযতকরত সর্ব্বত্র অর্থাৎ চেতন অচেতন সর্ব্ববস্তুতে এক ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন, এই বিচারে সুহৃদ, মিত্র, অরি ও উদাসীনের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া কাহারও দ্বেষ করেন না। পরন্তু সর্ব্বভূতের উপকারে রত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকৃতি পূর্ব্বিকা মদর্পিতকর্ম্ম-লক্ষণা ভক্তি আশ্রয় করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সেই প্রাপ্তি ঐশ্বর্য্য প্রধানরূপেই হইয়া থাকে।

এস্থলে কেহ কেহ মনে করেন যে, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহার অনন্য ভক্তকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্পষ্ট জানাইলেন এবং তিনটি শ্লোকে নিরাকার,

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসককে নিকৃষ্ট বলিলেন, তথাপি অনেকের ধারণা যে ব্রহ্মোপাসনা যখন অধিকতর ক্লেশ-সাধ্য ও বহুকাল-সাধ্য তখন উহা কেন শ্রেষ্ঠ হইবে না? অনেকে এরূপও মনে করেন যে, অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈত-বাদিগণ পরস্পর বিবদমান বলিয়া স্ব-স্ব উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যদি হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কেন 'যুক্ততমঃ' বলিবেন? ইহাই প্রথমে বিচার্য্য। দ্বিতীয়তঃ অনেকে মনে করেন যে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে দ্বিবিধ। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ক্লেশসাধ্য বলিয়া অনেকে তাহা করিতে অক্ষম; কিন্তু সগুণ ও সাকার উপাসনা সহজ-সাধ্য বলিয়া সকলে করিতে পারেন। শ্রীভগবানও অক্ষর তত্ত্বের উপাসনাকে ক্লেশকর বলিয়াছেন, ইহা উল্লেখ করেন। মূলকথা এস্থলে 'অক্ষর তত্ত্বে' কাহাকে বুঝাইতেছেন? এ সম্বন্ধে শ্রীবলদেব বলেন,—'অক্ষরং জীব-স্বরূপং,' শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—অক্ষর অর্থে প্রত্যগাত্মস্বরূপ। পরব্রহ্ম এস্থলে লক্ষিত নহেন, তিনি অক্ষর এবং কূটস্থ হইতে ভিন্ন। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় ১৬শ এবং ১৭শ শ্লোকে ইহা ব্যক্ত হইবে। "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" এবং "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ"।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মোপাসকগণ জীবকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিচার করেন। তাঁহারা বলেন জীব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাববোধ লাভ করিলেই ব্রহ্ম-জ্ঞানী ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। ইহাতে জীবেরই ব্রহ্মত্ব লাভের কথা বর্ণিত হয়। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, জীব যদি ব্রহ্মত্বও লাভ করে, তাহা হইলেও জীবের পরব্রহ্মত্ব লাভের কোন কথা শুনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব, ইহা বিভিন্ন শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে প্রতিপাদিত। গীতার বিভিন্ন স্থানে অনুভূষণে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণও গীতায় চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের পরিশেষে "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" শ্লোকে ইহা বলিবেন। সুতরাং পরাৎপর-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ হইতে যখন আর পরতত্ত্ব কেহ নাই, তিনি যখন অসমোর্দ্ধ; তখন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কেহ হইতে পারে না; আর সকলেই তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বা ন্যূন হইবেই।

আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে শ্রীভগবানকে সগুণ, সাকার, সবিশেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কিন্তু অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। প্রাকৃত গুণাদি শ্রীভগবানে কখনও আরোপ হইতে পারে না।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪১)

আরও পাই,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৫)

ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থেও ভগবান্। এতদ্ব্যতীত "ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা আমি" এই বাক্যে জানা যায় যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং ব্রহ্মোপাসকগণও গৌণভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ সকল উপাস্য বস্তুর আশ্রয় ও পরম উপাস্য। সেই হেতু তদাশ্রিত উপাস্য-তত্ত্বের আশ্রিতবর্গও তাঁহারই আশ্রয়-ভাবভেদ লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভি-র্বহিরাবৃতম্ ॥
অতঃপরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণম্।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্ ॥ (২।১০।৩৩-৩৪)

শ্রীল শুকদেব এই দুই শ্লোকে শ্রীভগবানের স্থূলরূপ এবং সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ রূপের কথা বর্ণনান্তে মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—

"অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥" (২।১০।৩৫)

অর্থাৎ আমি আপনার নিকট শ্রীভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় রূপই বর্ণন করিলাম। ভক্ত পণ্ডিতগণ উক্ত-উভয়রূপই উপাসনার্থ গ্রহণ করেন না; কারণ উভয়ই মায়াসৃষ্ট। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,— "বিপশ্চিতঃ শুদ্ধভক্তিমন্তঃ প্রথমদশায়ামপি নৈব গৃহ্ণন্তি, কিন্তু রাম-কৃষ্ণ-নারায়ণ-নৃসিংহাদি রূপং শুদ্ধসত্ত্বমেব সাধনসাধ্যদশয়োর্গৃহ্ণন্তি ॥" ॥ ৩-৪ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়—অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (নির্ব্বিশেষ স্বরূপে আসক্তচিত্ত) তেষাম্ (সেই সকলের) ক্লেশঃ (কষ্ট) অধিকতরঃ (অধিকতর) হি (যেহেতু)

অব্যক্তা-গতিঃ (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা) দেহবদ্ভিঃ (দেহাভিমানী জীব-কর্ত্তৃক) দুঃখং (দুঃখে) অবাপ্যতে (লব্ধ হয়) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ অধিকতর, কারণ নির্ব্বিশেষ গতি দুঃখেই দেহধারী জীবগণ-কর্ত্তৃক লভ্য হয় ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জ্ঞানযোগী ও ভক্তযোগীর ভেদ এই যে, উপায়-কালে ভক্তযোগী অতি সহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলনপূর্ব্বক নির্ভয়ে ফলকালে তাঁহাকে লাভ করেন ; আর জ্ঞানযোগী সর্ব্বদা অব্যক্ত-তত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায়কালে ব্যতিরেক-চিন্তার যে কষ্ট, তাহা ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং ব্যতিরেক-চিন্তা অর্থাৎ সহজ-প্রতীতির বিপরীত চিন্তা—জীবের পক্ষে দুঃখ-জনক। ফলকালেও তাহার নির্ভয়তা নাই ; যেহেতু, সাধন-সময় অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বেই আমার নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি না করিতে পারায় চরমগতিও তাহার পক্ষে অসুখজনক হয়। জীব—নিত্য চিন্ময় বস্তু। যদি অব্যক্ত-অবস্থায় সে লীন হয়, তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয়। যদি স্ব-স্বরূপ উদিত হয়, তবে বিপরীতস্বরূপ যে অহংগ্রহবুদ্ধি, তাহার পরিত্যাগকালেও তাহার কষ্ট হয়। সেই জীব দেহবিশিষ্ট হইয়া উপায়কালে বা ফলকালে অব্যক্তের ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপই ফল লাভ করে। বস্তুতঃ, জীব—চৈতন্যস্বরূপ এবং চিদ্দেহবিশিষ্ট। অতএব অব্যক্ত-ভাবকে কেবল জীবের স্বরূপবিরোধী ও দুঃখজনক ভাব বলিয়া জানিবে। ভক্তিযোগই জীবের মঙ্গলজনক ; ভক্তি হইতে স্বাধীন হইতে গেলে জ্ঞানযোগ সর্ব্বত্র অমঙ্গল উৎপাদন করে। অতএব নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করত যে অধ্যাত্মযোগ সাধিত হয়, তাহা প্রশস্ত নয় ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—নমু তেঽপি চেত্বামেব প্রাপ্নুয়ুস্তর্হি পূর্ব্বেষাং যুক্ততমত্বং কিং নিবন্ধনম্? তত্রাহ,—ক্লেশোঽধিকেতি। অব্যক্তাসক্তচেতসামতিসূক্ষ্মনীরূপ-জীবাত্মসমাধিনিরতমনসাং তেষামধিকতরঃ ক্লেশঃ। যদ্যপি পূর্ব্বেষামপি তত্ত-ন্মদ্ভক্ত্যঙ্গসমাচারো মদন্যবিষয়েভ্যঃ করণানাং প্রত্যাহারশ্চ ক্লেশোঽস্ত্যেব, তথাপি তত্রানন্দমূর্ত্তের্মম স্ফুরণান্ন ক্লেশতয়া বিভাতি। কুতোঽধিকতরত্বং সুদূরাপাস্তম্? হি যস্মাদব্যক্তা গতিরব্যক্তাক্ষরবিষয়া মনোবৃত্তির্দেহবদ্ভির্দেহাভিমানিভির্জনৈ-র্দুঃখং যথা স্যাত্তথাবাপ্যতে,—দেহবন্তঃ খলু স্থূলদেহমেব সুচিরাদাত্মত্বেনানু-শীলিতবন্তঃ কথমণুচৈতন্যং সুচিরোজ্ঝিতবিমর্শমাত্মত্বেনানুশীলিতুং প্রভবেয়ু-

রিতি ভাবঃ। যত্তত্র ব্যাচক্ষতে—সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপং ব্রহ্ম,—তত্র সগুণোপাসনমাকারবদ্বিষয়ত্বাৎ সুকরমপ্রমাদঞ্চ, নির্গুণোপাসনং তু তত্ত্বাভাবাদ্‌-দুঃখকরং সপ্রমাদঞ্চ, তচ্চ নির্গুণং ব্রহ্মাক্ষরশব্দেনোচ্যতে। নৈর্গুণ্যপ্রতি-পত্তয়ে সপ্ত বিশেষণানি,—অনির্দ্দেশ্যং বেদাগোচরং, যতোঽব্যক্তং জাত্যাদি-শূন্যং, সর্ব্বত্রগং ব্যাপি, অচিন্ত্যং মনসাপ্যগম্যম্; শ্রুতিশ্চ,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদ্যা; কূটস্থং মিথ্যাভূতমপি সত্যবৎ প্রতীতং জগৎ কূটমুচ্যতে—যথা কূটকার্ষাপণাদি তস্মিন্নাধ্যাসিকসম্বন্ধেনাধিষ্ঠানতয়া স্থিতম্, অচলমবিকারমতো ধ্রুবং নিত্যমিতি। তদ্বিদাং খলু গুরূপসত্তি-পূর্ব্বকোপনিষদ্বিচারতদর্থমনন-তন্নিদিধ্যাসনৈর্মহান্ ক্লেশঃ। পূর্ব্বেষাং তু তৈর্বিনৈব গুরূক্তভগবৎপ্রসাদাবির্ভূতেনাজ্ঞানতৎকার্য্যবিমর্দ্দিনা বিজ্ঞানেন ভগবৎস্বরূপ-ভূতনির্গুণাক্ষরাত্মৈক্যলক্ষণা মুক্তিরিতি ফলৈক্যেঽপি ক্লেশাক্লেশাভ্যামপকর্ষো-ৎকর্ষাবিতি। তদিদং মন্দং—"গতিসামান্যাৎ" ইতি সূত্রে ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্য-নিরাসাৎ, "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইতি তস্য বেদবেদ্যত্বশ্রবণাৎ, "যতো বাচঃ" ইত্যাদেঃ কাৎস্ন্যাগোচরত্বার্থত্বাৎ, প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবেন নির্গুণস্যাপ্রমাণত্বা-ত্তৌচ্ছ্যাচ্চ লক্ষ্যত্বং তু ন, সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বস্বীকারাৎ; সদৈকাবস্থস্য বস্তুনঃ কূটস্থত্বেনাভিধানান্ন চ জগৎ কূটম্ "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" ইত্যাদৌ তস্য সত্যত্বশ্রবণাৎ, যশোদাস্তনন্ধয়বিভু-চিদ্বিগ্রহস্য পরব্রহ্মত্বশ্রবণেন তদন্তস্থনির্গুণাক্ষরকল্পনস্য শ্রদ্ধা-জাড্যকৃতত্বাৎ ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—তাহারাও যদি তোমাকে পাইবে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ভক্তদিগের যুক্ততমত্ব (যোগিশ্রেষ্ঠত্ব) কি কারণে হয়? এই সম্পর্কে বলিতেছেন,—'ক্লেশোঽধিকেতি'। অব্যক্তাসক্তচেতঃ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্মরূপ-শূন্য জীবাত্মার সমাধিতে নিবিষ্ট মন যাহাদের তাহাদের ক্লেশ অধিকতর। যদিও পূর্ব্বোক্ত ভক্তদিগেরও তত্তদ্‌ মদ্‌ভক্তির অঙ্গানুষ্ঠানে ও আমি ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যাহারে ক্লেশ আছেই; তথাপি সেই সব ভক্তগণের হৃদয়-মধ্যে আনন্দস্বরূপ আমার স্ফুরণহেতু ক্লেশ অনুভূতই হয় না। অধিকতর ক্লেশ সুদূরাপাস্ত? অর্থাৎ একেবারেই হইতে পারে না।

কি হেতু তাহাদের ক্লেশ অধিকতর এবং কি জন্য ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনায় অধিক ক্লেশ সুদূরপরাহত তাহাই বলিতেছেন, যেহেতু দেহাভিমানী ব্যক্তি-

দিগের অক্ষর বিষয়ক মনোবৃত্তি অতিকষ্টে লাভ হয়। যুক্তি—এই দেহাভিমানীরা এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহকেই আত্মভাবে জ্ঞান করিয়া আসিতেছে। তাহারা কিরূপে অনুপরিমাণ অতি সূক্ষ্ম প্রত্যক্ চৈতন্যকে, পূর্ব্ব চিন্তাকে সুদূরে বর্জ্জন করিয়া, আত্মরূপে চিন্তা করিতে অভ্যাস করিবে, ইহাই ভগবানের বলিবার অভিপ্রায়। আর এই বিষয়ে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম, তন্মধ্যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সাকার বিষয়ক বলিয়া সহজসাধ্য এবং ত্রুটিহীন হয়, কিন্তু নির্গুণোপাসনা কোন আকার বিশিষ্ট বস্তুর অভাবে দুঃখকর এবং প্রমাদযুক্ত, অক্ষর শব্দ দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মকে বলা হইতেছে, তাঁহার নির্গুণত্ব প্রতিপাদনের জন্য সাতটি বিশেষণ—যথা অনির্দ্দেশ্যং—বেদের অগোচর কারণ তিনি অব্যক্ত—জাতি প্রভৃতি রহিত, সর্ব্বব্যাপী, মনেরও অগম্য। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—'যতো বাচ' ইত্যাদি, যেখানে বাক্য মনের সহিত সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসে। তিনি কূটস্থ—মিথ্যাভূত হইলেও যে জগৎ সত্যের মত প্রতীত তাহার নাম কূট, যেমন কার্ষাপণ, কড়ি প্রভৃতি, সেই কূট জগতের অধ্যাস যাহাতে হইতেছে সেই অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে যিনি অবস্থিত তিনি কূটস্থ ; অচলম্—নির্বিকার, অতএব ধ্রুবম্—নিত্য। সেই নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের উপাসনায় প্রভূত ক্লেশ, যেহেতু প্রথমতঃ গুরু সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক উপনিষদ্বাক্য বিচার, তাহার অর্থ মনন, তাহার নিদিধ্যাসন করণীয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণের তদ্ব্যতীত গুরুগৃহে বাসকালে গুরু-নির্দ্দিষ্ট ভগবানের আরাধনায় লব্ধ ভগবদনুগ্রহে লব্ধ এবং অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্যের বিনাশক বিজ্ঞান দ্বারা ভগবৎ-স্বরূপভূত নির্গুণ অক্ষর আত্মৈক্য লাভ স্বরূপ মুক্তি হয়। যদিও উভয় উপাসনার ফল একই, তাহা হইলেও ক্লেশ ও অক্লেশ বশতঃ উপায় দুইটির অপকর্ষ ও উৎকর্ষ আছে,—এই ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। যেহেতু ব্রহ্মসূত্রে (বেদান্তদর্শন) 'গতি সামান্যাৎ' ইহাতে দ্বিবিধ ব্রহ্মবাদ নিরস্তই হইয়াছে, আর 'যয়া-তদক্ষরমধিগম্যতে' যে উপনিষদ্ দ্বারা সেই 'অক্ষর ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইয়া থাকে'—এইশ্রুতি ব্রহ্মকে বেদগম্যও বলিতেছেন। যদিও 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' এই শ্রুতি বাক্যের অগোচরত্ব বলিতেছে, তাহা হইলেও উহার তাৎপর্য্য অন্যবিধ, সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মের বাক্যাগোচরত্ব। যদি বল অভিধাশক্তির অভাববশতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম প্রমাণাগম্য এবং তুচ্ছ অতএব লক্ষণা বৃত্তিবোধ্য, তাহাও নহে, সমস্ত শব্দবাচ্য তিনি, একথা শ্রুতিতে স্বীকৃত আছে।

আবার কূটস্থ শব্দের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ সদা একরূপ বস্তুকে কূটস্থ বলে, তদ্‌ভিন্ন জগৎ কূটই নহে, যেহেতু 'কবির্মনীষী... সমাভ্যঃ—সর্ব্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বপ্রকাশ বিভু চিরদিনের জন্য যথার্থ স্বরূপ পদার্থ-গুলি সৃষ্টি করিয়াছেন'—এই শ্রুতি জগতের সত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে। আর এক কথা, যশোদার স্তন্যপায়ী কিন্তু বিভু চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াই শাস্ত্রে শ্রবণ করা হয় অতএব তাঁহার অন্তঃস্থিত আত্মাকে নির্গুণ-অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করা, শ্রদ্ধার অভাববশতঃই বলিব ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা তাঁহাকে নীলোৎপল সদৃশ শ্যামলকান্তিবিশিষ্ট বসুদেবনন্দনরূপে ভজনা করেন, তাঁহারাই যুক্ততম। আবার পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে বলিলেন যে, যাঁহারা অক্ষর অর্থাৎ আত্মচৈতন্যকে উপাসনা করেন, তাঁহারাও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। সুতরাং এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি উভয় ভাবেই তাঁহাকেই পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উপাসকগণকে 'যুক্ততম' বলিবার সার্থকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায় যে, যাঁহাদিগের চিত্ত অতিশয় সূক্ষ্ম, রূপহীন, জীবাত্মসমাধিনিরত, তাঁহাদিগের আয়াস অধিকতর ক্লেশসাধ্য। যদিও প্রথমোক্ত সাধকগণেরও ভক্তির অঙ্গ সম্যক্ অনুষ্ঠান অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও বিবিধ সেবা করিতে গেলেও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, এবং যাবতীয় ভোগ্য-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করিতে ক্লেশ হইয়াই থাকে কিন্তু তথাপি সেই ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীভগবানের আনন্দময় মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় বলিয়া, তাঁহাদের কোন ক্লেশের উদ্ভব হয় না। দ্বিতীয় প্রকার সাধকগণের তুলনায় অধিকতর তো নহেই, বরং যেটুকু ক্লেশ দেখা যায়, তাহাও গণনার যোগ্য নহে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও তো পরম সুখ।
সেবাসুখদুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যাদুঃখ॥" (শরণাগতি)

যেহেতু অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষর-বিষয় যে মনোবৃত্তি অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্মের যে উপাসনা, দেহাভিমানী পুরুষেরা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা দুঃখই লাভ

করিয়া থাকেন। কারণ দেহধারী দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ চিরকাল দেহকেই নিশ্চিতরূপে আত্মা জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিয়া আসিতেছে, তাহারা সুচির-কাল যে অণুচৈতন্যস্বরূপ আত্মজ্ঞানকে পরিত্যাগ করতঃ দেহই আত্মা এই জ্ঞানে অভ্যস্ত, তাহারা অকস্মাৎ কিরূপে সেই আত্মাকে ব্রহ্ম-জ্ঞানে অনুশীলন করিতে সমর্থ হইবে? অর্থাৎ যাহারা দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য অনুভব করিতে অসমর্থ, তখন সেই সূক্ষ্ম অণুচৈতন্য আত্মাকে ব্রহ্ম-জ্ঞানে আরাধনা করা, দেহাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবই।

এস্থলে মতান্তরে যাহা বলা হয়, তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে। ভিন্নমতাবলম্বী বলেন,—সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মের দুইটি রূপ আছে। তন্মধ্যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণের উপাসনার বিষয় বস্তু সাকার; সুতরাং তাহাদের উপাসনা সুকর অর্থাৎ সহজ সাধ্য এবং প্রমাদ শূন্য। আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকগণের উপাসনার অবলম্বনীয় কোন তত্ত্বই নাই অর্থাৎ উপাস্য বস্তু নিরাকার বলিয়া ধারণা করায়, তাহাদের উপাস্যতত্ত্বে নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি কিছুই লক্ষীভূত হয় না। সুতরাং ইহা যেমন দুষ্কর তেমনি প্রমাদ-পরিপূর্ণ। এস্থলে অক্ষর শব্দে নির্গুণ ব্রহ্মকেই বলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্লোকে অনির্দ্দেশ্যাদি যে বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা এই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত।

এইরূপ ব্রহ্মের তত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত সাধকের সর্ব্বাগ্রে গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তদানুগত্যে উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণপূর্ব্বক তদর্থ অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয় মনন ও নিদিধ্যাসনাদি করা প্রয়োজন। তাহা কিন্তু অতিশয় ক্লেশকর। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভক্তি-সাধকগণের তাদৃশ আয়াস স্বীকারে কোন প্রয়োজন হয় না, তাঁহারা কেবল শ্রীগুরু-উপদিষ্ট-বিধানক্রমে লব্ধ শ্রীভগবানের অনুগ্রহে অজ্ঞাননাশক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা নির্গুণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। উভয়ের চরম ফল এক হইলেও, ক্লেশ এবং অক্লেশ অর্থাৎ দুষ্করত্ব ও সুকরত্বহেতু প্রণালীদ্বয়ের অপকর্ষ ও উৎকর্ষ মাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে।—এই বিচার-প্রণালী মন্দ অর্থাৎ সুসঙ্গত নহে। কারণ বেদান্তে—'গতিসামান্যাৎ' (বেঃ সূঃ ১।১।১০) এই সূত্রে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা নিরস্ত হইয়াছে।—"সকল বেদেই ব্রহ্মকে একরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিরূপতা নাই। যে কোন বেদই পাঠ

করা যায়, তাহাতে সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, সেই পরমাত্মা বিজ্ঞানঘন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ স্বরূপ এবং সমুদায় জগতের অদ্বিতীয় কারণ। একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে, সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়। স্বর্গ ও অপবর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, একমাত্র ব্রহ্মই সকল বেদে তাদৃশ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

গীতাতেও উক্ত আছে,—

'হে ধনঞ্জয়! এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে আমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠবস্তু; আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।' 'যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম বেদবেদ্য ইহা প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বের অববোধক-শ্রুতি স্বীকার না করিলে, ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। বেদান্তের "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। তবে যে শ্রুতি বলিয়াছেন যে "যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে" তাহা কিন্তু ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অগোচরত্ব-বিষয়ক নহে; অর্থাৎ তিনি যে ভক্তিগম্যও নহেন, ইহা কিন্তু ঐ শ্রুতির মর্ম্ম নহে। প্রবৃত্তির কারণাভাববশতঃ নির্গুণ-তত্ত্বের অপ্রামাণ্য ও তুচ্ছত্ব লক্ষীভূত নহে। কারণ সর্ব্বশব্দবাচ্য স্বীকার করা হয় বলিয়া। সর্ব্বদা এক অবস্থায় অবস্থিত বস্তুকে কূটস্থ বলা হয় সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল জগৎ কূটস্থ নহে; তবে মিথ্যাও নহে কারণ শ্রুতি ইহার সত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বিভু ও চিদ্বিগ্রহ বলিয়া পরব্রহ্ম রূপে বিভিন্ন শাস্ত্রে স্বীকার করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিয়া অক্ষর ব্রহ্মের এইরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহের কল্পনা কেবল মাত্র শ্রদ্ধার জাড্যতা অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীনতার পরিচায়ক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তাহা হইলে কোন্ অংশে তাহাদের অপকর্ষ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ক্লেশঃ' ইত্যাদি। কাহারও দ্বারা ব্যক্ত হন্ না—'অব্যক্তং'—ব্রহ্ম তাহাতেই 'আসক্ত চেতসাং'—তাহাই যাহারা অনুভব করিতে অভিলাষী তাহাদিগের তৎপ্রাপ্তিতে অধিকতর ক্লেশ; 'হি'—যেহেতু 'অব্যক্তা গতিঃ'—কোন প্রকারে ব্যক্ত হয় না সেই গতি, 'দেহবদ্ভিঃ'—জীবের যে প্রকারে দুঃখ হয়, সেই প্রকারে প্রাপ্ত হয়; এবং ইন্দ্রিয়গণের শব্দাদি জ্ঞান-বিশেষেই শক্তি, কিন্তু বিশেষ ইতরজ্ঞানে নহে, অতএব নির্ব্বিশেষ জ্ঞানেচ্ছুগণের ইন্দ্রিয়নিরোধ অবশ্য

কর্ত্তব্যই। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ নদীসমূহের প্রবাহ নিরোধের ন্যায় দুষ্করই; যেরূপ সনৎকুমার বলিয়াছেন—'ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্র-সদৃশ অঙ্গুলি-সকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।' 'ইন্দ্রিয়াদি নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার সমুদ্রকে যোগাদিদ্বারা যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন; ভবসমুদ্র-তরণে নৌকাসদৃশ ভগবদাশ্রয়-বিনা তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন্, আপনিও সেই ভজনীয় ভগবানের পাদ-পদ্মকে নৌকা করিয়া এই ব্যসন-সঙ্কুল সুদুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন।' —ভাঃ ৩৯-৪০। সেই পরিমাণ ক্লেশেও যদি সেই গতি লাভ করে, তাহাও ভক্তির মিশ্রণেই জানিতে হইবে। কিন্তু ভগবানে ভক্তি ব্যতীত কেবল ব্রহ্মের উপাসকগণের কেবল ক্লেশই লাভ হয়, কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। যেরূপ ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'তাহাদের অন্তঃসারশূন্য স্থুলতুষাবঘাতীর ন্যায় কেবল-মাত্র ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে।'—ভাঃ ১০।১৪।৪" ॥ ৫ ॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—যে তু (যাঁহারা কিন্তু) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (ন্যস্ত করিয়া) মৎপরাঃ [সন্তঃ] (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন এব যোগেন (অনন্য-ভক্তিযোগের দ্বারা) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যান পূর্ব্বক) উপাসতে (ভজনা করেন) পার্থ (হে পার্থ!) ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাম্ (আসক্ত-চিত্ত) তেষাম্ (তাঁহাদিগের) অহং (আমি) ন চিরাৎ (অচিরে) মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ (মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে) সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি (উদ্ধার কর্ত্তা হই) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে ত্যাগপূর্ব্বক মৎপরায়ণ

হইয়া, অনন্যভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে ধ্যানকরতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্ট-চিত্ত সেই সকল ভক্তগণকে আমি অচিরে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬-৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাঁহারা—আমার ভগবৎস্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং মৎসম্বন্ধী অনন্যভক্তিযোগ-দ্বারা আমার নিত্য-বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্টচিত্ত পুরুষদিগকে আমি অতিশীঘ্রই মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় মায়িক-সংসার হইতে মুক্তি দান এবং মায়াবন্ধ নষ্ট হইলে অভেদবুদ্ধিরূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের অভেদবুদ্ধি-জনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞাই আছে যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" ইহার দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে, অব্যক্ত ধ্যানশীল পুরুষদের অব্যক্তস্বরূপ আমাতে লয় হয়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? সেরূপ গতিলাভ-দ্বারা অভেদবাদী জীবের তাহার স্ব-স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয় ॥ ৬-৭ ॥

শ্রীবলদেব—তথাত্মযাথাত্ম্যং শ্রুত্বৈবাত্মাংশিনো মম কেবলাং ভক্তিং যে কুর্ব্বন্তি, ন ত্বাত্মসাক্ষাৎকৃতয়ে প্রযতন্তে, তেষাং তু কেবলয়া মদ্ভক্ত্যৈব মৎ-প্রাপ্তিরচিরেণৈব স্যাদিত্যাহ,—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্; যে মদেকান্তিনো ময়ি মৎ-প্রাপ্ত্যর্থং সর্ব্বাণি স্ববিহিতান্যপি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ভক্তিবিক্ষেপকত্ববুদ্ধ্যা পরিত্যজ্য মৎপরা মদেকপুরুষার্থাঃ সন্তোঽনন্যেন কেবলেন মচ্ছ্রবণাদি-লক্ষণেন যোগেনোপায়েন মাং কৃষ্ণং উপাসতে—তল্লক্ষণাং মদুপাসনাং কুর্ব্বন্তি ধ্যায়ন্তঃ শ্রবণাদিকালেঽপি মন্নিবিষ্টমনসঃ, তেষাং ময্যাবেশিত-চেতসাং মদেকানুরক্তমনসাং ভক্তানামহমেব মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারাৎ সাগর-বদ্দুস্তরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি, ন চিরাৎ ত্বরয়া তৎপ্রাপ্তিবিলম্বাসহমান-স্তানহং গরুড়স্কন্ধমারোপ্য স্বধাম প্রাপয়ামীত্যর্চ্চিরাদি-নিরপেক্ষা তেষাং মদ্ধামপ্রাপ্তিঃ;—"নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধ-মারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ ॥" ইতি বারাহবচনাৎ, কর্ম্মাদিনিরপেক্ষাপি ভক্তিরভীষ্টসাধিকা;—"যা বৈ সাধনসম্পত্তিপুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥" ইতি নারায়ণীয়াৎ, "সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা

বিষ্ণোর্নাম-মাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥" ইতি পাদ্মাচ্চ॥ ৬-৭॥

বঙ্গানুবাদ—সেইরকম আত্মার যথাযথ স্বরূপের কথা শুনিয়াই সমস্ত আত্মার অংশী আমার উপর—আমার প্রতি যাঁহারা কেবলা ভক্তি করেন কিন্তু আত্ম সাক্ষাৎকারের জন্য চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের কিন্তু আমার প্রতি কেবলা ভক্তির দ্বারাই আমাকে অচিরেই প্রাপ্তি হইবে—ইহাই বলিতেছেন। 'যে তু' ইত্যাদি দুইটি শ্লোক দ্বারা। যাঁহারা আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি-পরায়ণ তাঁহারা আমাকে পাইবার জন্য স্বধর্ম্মীয় সমস্ত কর্ম্মও আমাতে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ নানা কারণে ভক্তির বিক্ষেপ অর্থাৎ বিপর্য্যয় বুদ্ধি আসে বলিয়া স্ববিহিত কর্ম্মও পরিত্যাগ করিয়া আমাগতপ্রাণ ও আমিই একমাত্র পরম-পুরুষার্থস্বরূপ এইরূপ বোধে মদ্ভাবাপন্ন হইয়া, অন্য কোন উপায়ের আশ্রয় না লইয়া অনন্যভাবে অর্থাৎ কেবলমাত্র আমার নামাদি শ্রবণ-লক্ষণযোগস্বরূপ উপায়ের দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উপাসনা করেন। অর্থাৎ শ্রবণাদি কালেও আমাতে মন নিবিষ্ট করেন অর্থাৎ আমার প্রতি অতিশয় নিবিষ্টমনা হন।

আমার প্রতি আবিষ্ট চিত্ত ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তমনা সেই ভক্তদের আমিই মৃত্যুপূর্ণ দুস্তর সংসার-সাগর হইতে কাল বিলম্ব না করিয়াই উদ্ধারকর্ত্তা হই। কারণ—(এই জাতীয় ভক্তের) মৎ প্রাপ্তির বিলম্ব-সহ করিতে না পারিয়া, আমি তাহাদিগকে গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া খুব শীঘ্রই আমার স্বধামে লইয়া আসি। এই কারণে—অর্চ্চিরাদি পথের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাদের আমার ধাম প্রাপ্তি হয়, আমি সেই ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

বরাহ পুরাণে শ্রীভগবানের সেইরূপ উক্তি আছে—"আমি ভক্তকে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ ব্যতিরেকেই গরুড়ের স্কন্ধে আরোপণ করিয়া স্বেচ্ছায় অনিবারিত-গতিতে বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাই।" ভগবদ্-ভক্তি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ব্যতীতও অভিষ্টসাধিকা হয়, ইহা নারায়ণোপনিষদে কথিত হইয়াছে, যথা—"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ-সিদ্ধি-বিষয়ে যে সাধন অর্থাৎ উপায় প্রদর্শিত আছে, সেই সাধন সম্পাদন ব্যতীতই শ্রীনারায়ণের একান্ত আশ্রয়ী নর সেই চারিটি পুরুষার্থ লাভ করে।" পদ্ম পুরাণও বলিয়াছে—"সব ধর্ম্ম ছাড়িয়া

কেবল বিষ্ণুর নামমাত্র উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ অনায়াসে যে গতি লাভ করে, তাহা ধার্ম্মিকগণ কেহই প্রাপ্ত হয় না॥ ৬-৭॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্য ভক্তগণের তৎপ্রাপ্তি যে, তাঁহার কৃপায় অতি শীঘ্র অনায়াসেই লাভ হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন।

শ্রীভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা এবং পরমাত্মারও অংশী তাহা অবগত হইয়া যাঁহারা ভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণের কেবলা ভক্তি যাজন করেন, পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তাসক্ত-ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য যত্ন করেন না, তাঁহারা সেই কর্ম্ম-জ্ঞান-নিরপেক্ষা কেবলা ভক্তির দ্বারাই অচিরকাল মধ্যেই শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অনন্য ভক্তগণের পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যাঁহারা আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ তাঁহারা স্ব-স্ব বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত যাবতীয় বিহিত কর্ম্মকে কেবলা ভক্তির বিক্ষেপক জানিয়া, উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মৎপরায়ণ হইয়া আমাকেই অর্থাৎ আমার সেবাকেই একমাত্র পুরুষার্থ-বিচারে আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিমূলক অনন্য ভক্তিযোগে আমাকে উপাসনা করেন এবং শ্রবণাদিকালেও অর্থাৎ সাধনকালেও আমাতে নিবিষ্ট মনা হন, সেই সকল মদাবিষ্ট-চিত্ত ও মদনুরক্ত ভক্তগণকে আমিই দুস্তর সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। জ্ঞানী ও যোগীর ন্যায় ভক্তদিগের নিজের সংসার-উদ্ধার-বিষয়ে কোন চিন্তা করিতে হয় না। এমন কি, তাঁহাদের মৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া, আমি তাঁহাদিগকে মদীয় বাহন গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া অতি শীঘ্রই আমার ধামে আনয়ন করি। জ্ঞানী ও যোগীর ন্যায় অর্চ্চিরাদি-গতিক্রমে মুক্তিলাভ করিতে হয় না। মদৈকান্তিক ভক্তগণের মুক্তি লাভের জন্য যেমন তাঁহাদের কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ মৎপ্রাপ্তি-বিষয়েও তাঁহাদের কোন চিন্তা করিতে হয় না। আমিই স্বেচ্ছায় তাঁহাদিগকে মায়িক সংসার হইতে মুক্ত করাইয়া, আমার ধামে, আমার সেবায় নিযুক্ত করি। তাদৃশ অনন্য ভক্তগণের উদ্ধার-সম্বন্ধে কাল বিলম্ব ঘটে না, এমন কি, অর্চ্চিরাদি গতিরও অপেক্ষা করিতে হয় না।

এ-সম্বন্ধে বরাহ পুরাণে পাওয়া যায়,—গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া

অর্চ্চিরাদির অপেক্ষা না রাখিয়া অবিরোধে স্বেচ্ছায় পরম স্থানে অর্থাৎ মদীয় ধামে লইয়া আসি।

ভক্তি কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অপেক্ষাযুক্ত নহে, পরন্তু কর্ম্ম-জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা না করিয়া কোন ফল দানে সমর্থ নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান,
ভক্তি মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥
কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥" (মধ্যলীলা)

নারায়ণীয় মোক্ষ ধর্ম্মেও পাই,—"চারিপুরুষার্থে যে সাধন-সম্পত্তি, তাহা না হইলেও নারায়ণাশ্রয়ে নর তাহা প্রাপ্ত হয়।"

পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—'সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ বিষ্ণুর নাম একমাত্র কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি অনায়াসে যে গতি লাভ করেন, তাহা সর্ব্বধর্ম্ম পরায়ণগণও প্রাপ্ত হন না।'

অনন্য ভক্ত-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"ভক্তগণের কিন্তু জ্ঞান বিনাই কেবলা ভক্তির দ্বারাই সুখে সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়; তাই বলিতেছেন,—'যে তু' ইত্যাদি। 'ময়ি'—মৎ প্রাপ্তির জন্য, 'সংন্যস্য'—ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস শব্দের অর্থ ই ত্যাগ, 'অনন্যেনৈব'—জ্ঞান-কর্ম্ম-তপাদি রহিতই, 'যোগেন'—ভক্তিযোগের দ্বারা। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্য তীর্থযাত্রা ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগ-দ্বারা অনায়াসেই সেই সকল লাভ করিয়া থাকেন; এবং যদিও তাঁহার কোন বাঞ্ছা থাকে না তথাপি যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, মোক্ষ এবং এমন কি, বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন।

নারায়ণীয়ে মোক্ষ ধর্ম্মেও আছে—'পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের যাহা সাধন সম্পত্তি, নারায়ণাশ্রয়ে নর, তদ্ব্যতীত সে সকল প্রাপ্ত হন।' যদি প্রশ্ন হয় যে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংসার তরণের প্রকার কি? সত্য, তাঁহারা কি প্রকারে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাতে জিজ্ঞাসাই উচিত হয় না, যেহেতু সেই প্রকার বিনাই আমিই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করি, তাই বলিতেছেন—'তেষাম্' ইত্যাদি। তদ্দ্বারা ভগবানের ভক্তেই বাৎসল্য কিন্তু জ্ঞানিগণে নহে, ইহাই বুঝাইতেছে।

সুতরাং যাঁহারা আমার চিন্ময় সবিশেষ স্বরূপে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য ভক্তিযোগেই আমার নিত্য বিগ্রহের ধ্যান পূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহাদের সাধন ও সাধ্যকালে কোন ক্লেশই লাভ করিতে হয় না। পরন্তু মদ্ভক্তি-প্রভাবেই মৎকর্ত্তৃক সংসার অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মদ্-ধামে মৎপার্ষদরূপা গতি লাভ পূর্ব্বক নিত্য সেবা-সুখ প্রাপ্ত হন।

এই প্রসঙ্গে গীঃ—৯।২২ শ্লোকের 'অনুভূষণ' দ্রষ্টব্য ॥ ৬-৭ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ (মন) আধৎস্ব (স্থির কর) ময়ি [এব] (আমাতেই) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) নিবেশয় (নিবিষ্ট কর) অতঃ ঊর্দ্ধং (এইরূপ করিলে দেহান্তে) ময়ি এব (আমার সমীপেই) নিবসিষ্যসি (অবস্থান করিবে) ন সংশয়ঃ (সংশয় নাই) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আমার শ্যামসুন্দর-আকারেই মনঃ স্থির করিয়া স্মরণ কর, আমাতেই বুদ্ধিবৃত্তি নিযুক্ত কর, তাহা হইলে এই দেহান্তে আমার নিকটেই অবস্থান করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপে মনকে স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবত্তত্ত্বেই তুমি অবস্থিত হও। তাহা হইলে সেই সাধনভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফল যে নিরুপাধিক প্রেম, তাহা তুমি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং ময্যেব ন তু স্বাত্মনি মন আধৎস্ব সমাহিতং কুরু; বুদ্ধিং ময়ি নিবেশয়ার্পয়। এবং কুর্ব্বাণস্ত্বং ময্যেব মম কৃষ্ণস্য সন্নিধাবেব নিবৎস্যসি, ন তু সনিষ্ঠবৎ স্বর্গাদিকমনুভবন্নৈশ্বর্য্যপ্রধানং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ—যেইহেতু আমি এইপ্রকার সেইহেতু তুমি শুধু আমাতেই মন সমাহিত কর কিন্তু স্বীয় আত্মাতে নহে। এবং বুদ্ধি আমাতে অর্পণ কর। এইরূপ করিতে পারিলে তুমি শ্রীকৃষ্ণ আমার সান্নিধ্যেই বাস করিতে পারিবে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠাপরায়ণদের মত নানাবিধ দেবতাদি জন্ম ভোগ করিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রধান আমাকে পাইবে, তাহা নহে ॥ ৮ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ কয়েকটি শ্লোকে তাঁহার অনন্য ভক্তগণের সাধন-প্রণালী বর্ণন করিতেছেন। প্রথমেই বলিলেন যে, হে অর্জ্জুন! আমি যখন সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণকারী মৎপরায়ণ অনন্য ভক্তকে অচিরেই উদ্ধার করিয়া থাকি, তখন তুমি পরব্রহ্ম পরাৎপরতত্ত্ব আমাতেই মন সমাহিত কর। অর্থাৎ তোমার চিত্ত হইতে যাবতীয় বিষয় বাসনা দূরীভূত করিয়া আমার চিন্তাতেই চিত্তকে সর্ব্বদা নিমগ্ন রাখ। সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক মনকে যাবতীয় বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভগবদ্বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হইলে বুদ্ধিকে শ্রীভগবানে অর্পণ করা প্রয়োজন। অধ্যবসায়-লক্ষণা বুদ্ধির দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপ অবগত হইয়া, তাঁহাকেই একমাত্র সেব্য-জ্ঞানে, তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি সাধনের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে ভগবদ্বিষয়িনী করিতে পারিলে, তদধীন মনও সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় নিরত হইতে পারিবে, তাহা হইলেই তুমি আমারই সান্নিধ্যে নিত্য বাস করিতে পারিবে। তোমাকে আর স্বর্গাদিলোকে বাস করতঃ তদনন্তর মদীয় ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভাবকে প্রাপ্ত হইতে হইবে না।

অতএব শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের সকলকে উপদেশ করিতেছেন যে, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; সুতরাং তাঁহার শ্যামসুন্দরাকার নিত্য স্বরূপেই মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার নিরন্তর স্মরণ করা এবং বুদ্ধিকেও তাঁহাতেই অর্পণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সাধন ভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফলরূপে পার্ষদগতি ও নিরূপাধিক প্রেম লাভ হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। এতদ্দ্বারা ভক্তযোগীর যে সর্ব্বোত্তমা গতিও প্রাপ্তি হয়; তাহাই জানাইলেন ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অন্বয়—ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) অথ (আর যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্তকে) স্থিরম্ (স্থির ভাবে) সমাধাতুং (সমাহিত করিতে) ন শক্নোষি

(না পার), ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাসযোগের দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুং (প্রাপ্তি-নিমিত্ত) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! আর যদি চিত্তকে আমাতে স্থির-ভাবে সমাহিত করিতে না সমর্থ হও, তাহা হইলে অভ্যাস-যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদি সহজ-অনুরাগ-দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে বৈধ অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর। তাৎপর্য্য এই যে, পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমের সাধন—দুই-প্রকার অর্থাৎ রাগমার্গ ও বিধিমার্গ। রাগাত্মিক-ভক্তদিগের চেষ্টা দেখিয়া তাহাতে লোভপূর্ব্বক যে সাধন হয়, তাহাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। দৃঢ়শ্রদ্ধা-দ্বারা যে সাধন হয়, তাহাকে 'বৈধীভক্তি' বলে। যাঁহার সহজ-রাগাভাব, তাঁহার পক্ষে বৈধভক্তি-সাধনই শ্রেয়ঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ গঙ্গেব যেষাং মনোবৃত্তিরোঘবতী, তেষাং ত্বৎপ্রাপ্তিস্ত্বরয়া স্যান্মম তু তাদৃশী ন তদ্বৃত্তিস্ততঃ কথং সেতি চেত্তত্রাহ,—অথেতি। স্থিরং যথা স্যাত্তথা ময়ি চিত্তং সম্যগনায়াসেনাধাতুমর্পয়িতুং ন শক্নোষি চেত্ততোঽভ্যাস-যোগেন মামাপ্তুমিচ্ছ যতস্ব ;—মত্তোঽন্যত্র গতস্য মনসঃ প্রত্যাহৃত্য শনৈঃ শনৈর্ময়ি স্থাপনমভ্যাসস্তেন মনসি মৎপ্রবণে সতি মৎপ্রাপ্তিঃ সুলভা স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—গঙ্গার মত যাঁহাদের ভক্তিরূপ মনোবৃত্তি প্রবাহ-শালিনী, তাঁহাদের পক্ষে তোমার প্রাপ্তি খুবই তাড়াতাড়ি হইবে, কিন্তু আমার মধ্যে সেইরূপ গঙ্গাস্রোতের ন্যায় তীব্র বেগবতী মনোবৃত্তি নাই—অতএব কিরূপে তাহা হইবে, যদি ইহা বল, তদুত্তরে বলিতেছেন—'অথেতি'। যাহাতে বা যেই প্রকারে আমার উপর চিত্ত স্থির হয়, এই ভাবে যদি সম্যক্‌রূপে অনায়াসে আমার উপর মন সমর্পণ করিতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিবার জন্য ইচ্ছা বা যত্ন কর। আমার নিকট হইতে অন্যত্র ধাবিত মনকে ফিরাইয়া আনিয়া ধীরে ধীরে আমাতে স্থাপন করার নাম অভ্যাস। তাহার দ্বারা অর্থাৎ এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা মনকে আমার প্রতি (সুদৃঢ়ভাবে) স্থাপন করিতে পারিলে, আমার প্রাপ্তি অতিশয় সহজে হইবে।—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৯ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ সকলকে তদেকনিষ্ঠ হইয়া অনন্যভাবে মন ও বুদ্ধিকে তাঁহাতে নিবিষ্ট করিবার উপদেশ দিলেন। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যাঁহাদের মনোবৃত্তি সাগরাভিমুখী গঙ্গার ন্যায় শ্রীভগবানের প্রতি বেগে প্রধাবিত হয়, তাঁহারাই অতি শীঘ্র শ্রীভগবানকে পাইতে পারেন। ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সেরূপ বেগবতী নহে, তাঁহারা কি উপায়ে শ্রীভগবানকে পাইবেন? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় ব্যবস্থা দিলেন যে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে অসমর্থ, তাঁহারা অভ্যাস-যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্নবান্ হইবে। অর্থাৎ মদ্ব্যতীত বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট চিত্তকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার পূর্ব্বক আমাতে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টার নামই অভ্যাসযোগ। এই অভ্যাসযোগের দ্বারা চিত্ত মৎপ্রবণ অর্থাৎ মদাসক্ত করিতে পারিলেই আমার প্রাপ্তি সুলভ হইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"সাক্ষাৎ স্মরণে অসমর্থের প্রতি তৎপ্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। 'অভ্যাসযোগেন'—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধাবিত মনকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার করিয়া আমার রূপেই স্থাপন—অভ্যাস; তাহাই যোগ, তদ্দ্বারা প্রাকৃত কুৎসিৎ রূপরসাদিতে ধাবিত মনকে মনোনদীর সেই সমস্ত দিকে চলনকে নিরুদ্ধ করিয়া অতি সুন্দর মদীয় রূপরসাদিতে তাহার গতি ধীরে ধীরে সম্পাদন কর, এই অর্থ। হে 'ধনঞ্জয়'! বহু শত্রু জয় করিয়া ধন আহরণকারী তুমি মনকেও জয় করিয়া ধ্যানরূপ ধন লাভ করিতে সমর্থ, এই ভাব॥ ৯॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০॥

অন্বয়—[যদি] অভ্যাসে অপি (অভ্যাসযোগেও) অসমর্থঃ অসি (অশক্ত হও), [তাহা হইলে] মৎকর্ম্মপরমো (মৎ-কর্ম্মপরায়ণ) ভব (হও)। মদর্থম্ (আমার প্রীতির নিমিত্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) কুর্ব্বন্ অপি (করিয়াও) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥ ১০॥

অনুবাদ—যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে মদর্পিত

কর্ম্মপরায়ণ হও। আমার প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপর হও। তাহা করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষ-তত্ত্বে চিত্ত-স্থৈর্য্যরূপা সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—নহু বায়োরিব মনসোঽতিচাপল্যাত্তস্য প্রত্যাহারে মম ন শক্তিরিতি চেত্তত্রাহ,—অভ্যাসেঽপীতি। উক্তলক্ষণেঽভ্যাসেঽপি চেত্ত্বম-সমর্থস্তর্হি মৎকর্ম্মাণি পরমাণি পুমর্থভূতানি যস্য তাদৃশো ভব ; তানি চ মন্নি-কেতনির্ম্মাণমৎপুষ্পবাটীসেচনাদীনি পূর্ব্বমুক্তানি। এবং সুকরাণি মদর্থানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্ত্বং তত্র তত্রাতিমনোজ্ঞমন্মূর্ত্ত্যুদ্দেশমহিম্না তাদৃশে ময়ি নিরতমনাঃ সংসিদ্ধিং মৎসামীপ্যলক্ষণামবাপ্স্যসীত্যতিসুগমোঽয়মুপায়ঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন, বায়ুর ন্যায় মনের অতিশয় চঞ্চলতাহেতু তাহার প্রত্যাহার করা (অন্য বস্তুর আসক্তি হইতে ফিরাইয়া আনা) আমার শক্তি নাই—ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—'অভ্যাসেঽপীতি'। পূর্ব্বোক্তলক্ষণবিশিষ্ট অভ্যাসে যদি তুমি অসমর্থ হও, তাহা হইলে পুরুষার্থ-সাধক আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মগুলি আচরণ করিতে থাক, সেই কর্ম্মগুলি এইরূপ—আমার মন্দির নির্ম্মাণ এবং আমার পুষ্পবাটী (তুলসী বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাপন ও সেচন) সেচন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মগুলি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই প্রকারে আমার তুষ্টির জন্য এই সব সহজ সাধ্য কর্ম্মগুলি করিতে করিতে তুমি সেই সেই স্থানে স্থাপিত অতিশয় মনোজ্ঞ আমার মূর্ত্তি উদ্দেশ মহিমার দ্বারা তাদৃশ মনোজ্ঞ আমার মূর্ত্তির উপর নিরতমনা হইয়া, আমার সামীপ্যরূপ সংসিদ্ধি লাভ করিবে। এই হেতু এই উপায় অতিশয় সুগম ॥ ১০ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে অভ্যাসযোগ অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করিলে, অর্জ্জুন পূর্ব্বপক্ষ করিলেন যে, মন বায়ুর ন্যায় অতিশয় চঞ্চল। সুতরাং তাহাকে অভ্যাসযোগের দ্বারা বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিবার শক্তি কোথায়? অর্থাৎ নাই। মনের চঞ্চলতার বিষয় গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকেও পাওয়া যায়। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ তৃতীয় ব্যবস্থা বলিলেন,—আচ্ছা, যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পরমার্থ-ভূত আমার কর্ম্মসমূহের আচরণ করিতে হইবে। শ্রীভগবানের

মন্দির নির্ম্মাণ, তাঁহার পুষ্প-বাটীকা স্থাপন ও জলসেচনাদি দ্বারা তাহার রক্ষণ, প্রভৃতি সহজ সাধ্য শ্রীভগবৎ-সেবার কার্য্যগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রীভগবানের অতিশয় মনোজ্ঞ শ্রীমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার মহিমায়, তাঁহাতে সর্ব্বদা মনকে নিয়োজিত করিতে পারিলে, সেই পরম আনন্দময় রূপের চিন্তনে সমর্থ হইয়া তাঁহার সামীপ্যলক্ষণরূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহা অতিশয় সুগম উপায়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—"অভ্যাসেঽপি' ইত্যাদি। যেরূপ পিত্তদ্বারা দূষিত জিহ্বা মিছরি ইচ্ছা করে না, তদ্রূপই অবিদ্যাদূষিত মন ভবদীয় মধুর রূপাদিও গ্রহণ করে না। অতএব সেই দুর্গ্রহ মহাপ্রবল মনের সহিত আমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহি, যদি ইহা মনে কর, এই ভাব। আমার কর্ম্ম সমূহ শ্রেষ্ঠ (কার্য্য) যাঁহার, তিনি মৎকর্ম্মপরম। 'কর্ম্মাণি'—মদীয় কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দন, অর্চ্চন, আমার মন্দির মার্জ্জন, প্রোক্ষণ, পুষ্পচয়ন, পরিচর্য্যাদি করিতে করিতে আমার স্মরণ বিনাই 'সিদ্ধিং'—প্রেমবৎপার্ষদত্ব লক্ষণা সিদ্ধি লাভ করিবে।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও পাওয়া যায়,—

"মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন-দর্শন-স্পর্শনার্চ্চনম্।
পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্॥
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্।
গীততাণ্ডববাদিত্র-গোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ॥
যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রতধারণম্॥
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহৃত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহ-শুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্॥

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।

তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥" (১১।৩৪-৪১)

এতৎ প্রসঙ্গে গীঃ- ১১।৫৫ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীভগবদ্-কথিত সাধনাঙ্গ-সমূহকে শুদ্ধা ভক্তিমূলক নহে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। কেবলমাত্র অধিকারী-বিশেষে সুকর বা সুগম উপায় রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারাই ক্রমশঃ সর্ব্বোচ্চ ফল অর্থাৎ প্রেম-ফল লাভ বা পার্ষদ-রূপা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ১০॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১॥

অন্বয়—অথ (আর যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্ত্তুম্ (করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) অসি (হও), ততঃ (তাহা হইলে) মৎ যোগম্ (আমার ভক্তিযোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) যতাত্মবান্ (সংযতচিত্ত) [সন্—হইয়া] সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর)॥ ১১॥

অনুবাদ—আর যদি এরূপ কর্ম্মও করিতে অশক্ত হও, তাহা হইলে আমার শরণাগতিরূপ ভক্তিযোগ-আশ্রয়পূর্ব্বক, সংযত চিত্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম-ফল ত্যাগ কর॥ ১১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদি মৎকর্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আত্মবান্ হইয়া সমস্ত ফল ত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্ম আচরণ কর॥ ১১॥

শ্রীবলদেব—অথ মহাকুলীনত্ব-লোকমুখ্যত্বাদিনা প্রতিবন্ধেন বাধিতস্ত্বমন্যো বৈ তন্মন্নিকেত-বিমার্জ্জনাদি-মৎপ্রীতিকরমতিসুকরমপি কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তুমশক্তোঽসি ততো মদ্‌যোগং মচ্ছরণতামাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষামনুষ্ঠীয়মানানাং কর্ম্মণাং ফলত্যাগং কুরু। যতাত্মবান্ বিজিতমনা ভূত্বা; তথা চ ফলাভিসন্ধিশূন্যৈরগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাস্যাদিভির্মদারাধনরূপৈঃ কর্ম্মভির্বিষতন্তুবদন্তরভ্যুদিতেন জ্ঞানেন স্বপরাত্মনোঃ শেষশেষিভাবেঽভ্যুদিতে স্বশেষিণি সর্ব্বোত্তমত্বেন বিদিতে শনৈঃ শনৈঃ পরাপি ভক্তিঃ স্যাদিতি। এবমেব বক্ষ্যতি,—'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্' ইত্যাদিনা 'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' ইত্যন্তেন॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর (তথাকথিত) অতিশয় কুলীন ও তদ্বংশসম্ভূত এবং (সমাজে) লোকশ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বিঘ্নের দ্বারা যদি বাধা প্রাপ্ত হও অর্থাৎ

তুমি বা অন্য কেহ যদি আমার মন্দিরাদির বিশেষরূপে মার্জ্জনাদি, আমার প্রীতিকর অতি সুকর আমার তুষ্টি-সাধক কর্ম্ম করিতে যদি অক্ষম হও, তাহা হইলে মদ্‌যোগ অর্থাৎ আমার শরণাগতি লইয়া অনুষ্ঠীয়মান সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগ কর এবং সংযতাত্মা অর্থাৎ জিতমনা হও। এইরূপে ফলের অভিলাষাদিশূন্য হইয়া আমার আরাধনারূপ অগ্নিহোত্র ও দর্শপৌর্ণমাস্যাদি কর্ম্মগুলির দ্বারা মৃণাল তন্তুর মত ক্রমশঃ অন্তরে অভ্যুদিত জ্ঞানের দ্বারা স্বীয় আত্মার ও পরমাত্মার শেষশেষি ভাবের—প্রভুভৃত্যভাবের অভ্যুদয় হইলে স্বীয় প্রভুর সর্ব্বোত্তমত্ব জ্ঞান হইলে ধীরে ধীরে পরা (শুদ্ধা) ভক্তির উদয় হইবে। এইরূপই পরে বলা হইবে—"যাহা হইতে পাঞ্চভৌতিক প্রাণিবর্গের প্রবৃত্তি হয়'' ইত্যাদি ও ''আমার পরা ভক্তিকে লাভ করে" এই পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা॥ ১১॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ 'মৎকর্ম্মপরমো ভব' বলিয়া যে উপদেশ করিলেন, সেই ভগবন্মন্দিরাদি মার্জ্জনরূপ অতি সুকর ও শ্রীভগবানের সুখকর সেবাকার্য্যে কাহারও যদি অতিশয় কৌলিন্য হেতু অর্থাৎ মহাকুলীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং লোক-মুখ্যত্ব হেতু অর্থাৎ লোকসমাজে একজন খ্যাতনামা মুখ্য ব্যক্তি হইয়া কি প্রকার করিতে পারা যায়, এইরূপ দম্ভবশতঃ যদি করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে বর্ত্তমান শ্লোকোক্ত বিধান দিতেছেন। পরম কৃপালু ভগবান্ স্বীয় নিত্য পার্ষদ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণকে সকল প্রকার অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন উপদেশ করিতেছেন।

জড়ীয় অভিমানবশতঃ আমাদের শ্রীভগবানের মন্দিরাদি-মার্জ্জন সেবায় বিরত হওয়া উচিত নহে ; কারণ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াও মহারাজ অম্বরীষ নিজ হস্তে শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি সেবা করিয়াছেন। ইহ শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরাবির্ভাবকালেও রাজা প্রতাপরুদ্রের রথমার্জ্জন-সেবা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"তবে প্রতাপরুদ্র করে আপন সেবন।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জ্জন॥

চন্দন-জলেতে করে পথ নিষেচনে।
তুচ্ছ সেবা করে বসি' রাজ-সিংহাসনে॥
উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হইল সে সেবা হইতে॥" (মধ্য ১৩।১৫-১৮)

সুতরাং শ্রীগুরুবর্গের নির্দ্দেশে শ্রীভগবানের নিম্নতম সেবাও আমাদের পরম মঙ্গলের হেতু; আর স্বীয় দাম্ভিকতাবশে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সেবার অধিকারী মনে করিয়া, মন্দির-মার্জ্জনাদিকে তুচ্ছ বুদ্ধি করিলে, পরমার্থ হইতে বিচ্যুতিই ঘটিয়া থাকে।

কেহ যদি শ্রীভগবানের উপদিষ্ট সেবা-কর্ম্মেও দম্ভের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ অসমর্থ হয়, করুণাময় শ্রীভগবান্ তাহার জন্য তদীয় যোগাশ্রয়ের উপদেশ করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগই সেই যোগ, তাহাই বলিতেছেন।

মনকে সংযতপূর্ব্বক বিজিতমনা হইয়া ফলাভিসন্ধি রহিতভাবে অগ্নি-হোত্রাদি ভগবদারাধনারূপ কর্ম্মের দ্বারা বিষতন্তুর ন্যায় ক্রমশঃ অভ্যন্তরে উদিত জ্ঞানের দ্বারা স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপের জ্ঞানলাভ করতঃ শ্রীভগবানই সর্ব্বোত্তম-তত্ত্ব ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাতে পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকে। পরবর্ত্তীকালে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোক হইতে ৫৪ শ্লোকে বলিবেন।

এস্থলে শ্রীভগবান্ ক্রমান্বয়ে চারি শ্রেণীর অধিকারী লোকের জন্য চারি প্রকার বিধান দিতেছেন। প্রথমে ভগবৎ-স্বরূপে মনস্থিরপূর্ব্বক তাঁহার স্মরণ-মুখে তাঁহাতেই অবস্থিত হইয়া নিরুপাধিক প্রেম লাভের উপায় বর্ণন করিলেন। ইহা স্বাভাবিক অনুরাগের কথা। দ্বিতীয়বার উপদেশ করিলেন যে, যাহারা স্বাভাবিক অনুরাগ-পথে ভগবানে চিত্ত সন্নিবিষ্ট রাখিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে বৈধমার্গ অবলম্বনে অভ্যাসযোগ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। তৃতীয়তঃ বলিলেন, যাহারা এই বৈধ-প্রণালীতে অভ্যাস-যোগেও অসমর্থ তাহাদের পক্ষে ভগবৎ-কর্ম্মপর হওয়াই আবশ্যক। এইরূপে ভগবৎ-কর্ম্মপরায়ণ হইলে ক্রমশঃ অভ্যাসযোগের সিদ্ধিক্রমে চিত্ত শ্রীভগবানে স্থির হইবে। যদি কেহ এইরূপ ভগবানের সেবা-কর্ম্মাচরণেও অশক্ত হয়,

তবে তাহার পক্ষে আত্মবান্ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্মাচরণই শ্রেয়ঃ। এইরূপ কর্ম্মাচরণের ফলেও ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপের জ্ঞানোদয়ে পরা ভক্তি লাভের ক্রমিক পন্থা লাভ হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"যদি ইহা করিতেও অসমর্থ হও, 'মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ'—আমার যে যোগ, তাহা আশ্রয় করিয়া আমাতে 'সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং'—প্রথম ছয় অধ্যায়-কথিত সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর। ইহার অর্থ—প্রথম ছয় অধ্যায়ে ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগেই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে; দ্বিতীয় এই ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগেই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। সেই ভক্তিযোগ দ্বিবিধ—ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণের ব্যাপার এবং বহিঃ করণের ব্যাপার। তাহার মধ্যে প্রথম আবার তিন প্রকার—স্মরণাত্মক, মননাত্মক এবং অখণ্ড অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণে অসমর্থ তাহাতে অনুরাগিগণের তাহার অভ্যাসরূপ—এই তিনটিই মন্দবুদ্ধিগণের পক্ষে দুর্গম, কিন্তু নিরপরাধ সুবুদ্ধিগণের পক্ষে সুগমই; কিন্তু দ্বিতীয়—শ্রবণকীর্ত্তনাত্মক উহা সকলের পক্ষেই সুগম উপায়। এই উভয়-প্রকার উপায়বান্ অধিকারিগণ যে সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা এই দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। ইহা করিতে অসমর্থ ও ইন্দ্রিয়গণকে ভগবন্নিষ্ঠ করিতে অশ্রদ্ধালু এবং প্রথম ছয় অধ্যায়ে উক্ত অধিকারী ভগবদর্পিত-নিষ্কামকর্ম্মকারিগণ ইহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্টই"॥ ১১ ॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—হি (যে হেতু) অভ্যাসাৎ (অভ্যাস হইতে) জ্ঞানম্‌ (জ্ঞান) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং (ভগবৎ-চিন্তা) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ), ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) কর্ম্মফলত্যাগঃ [স্যাৎ] (কর্ম্মফলত্যাগ হয়), ত্যাগাৎ অনন্তরং (ত্যাগের পর) শান্তিঃ [ভবতি] (শান্তি হয়) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অভ্যাসযোগ অপেক্ষা আমাতে বুদ্ধিনিবেশরূপ-জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা আমার স্মরণরূপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে কর্ম্মফল-ত্যাগ, এবং ত্যাগের পর শান্তি লভ্য হয় ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অসমর্থ-পক্ষে রাগভক্তি অপেক্ষা বৈধভক্তিরূপ অভ্যাসই শ্রেয়োরূপে আশ্রয়ণীয়। বৈধভক্তিতে অসমর্থ হইলে আত্মযাথাত্ম্যরূপ জ্ঞান-চেষ্টাই শ্রেয়ঃ। তাদৃশ জ্ঞানে অসমর্থ হইলে তৎসাধনভূত স্বাত্মচিন্তারূপ 'তত্ত্ব-মস্যাদি' বাক্যগত ধ্যানই শ্রেয়ঃ। তাদৃশ ধ্যানে অসমর্থ পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম-যোগই শ্রেয়ঃ। কাম্যকর্ম্মীদিগের পক্ষে কর্ম্মফলত্যাগ-দ্বারা শান্তিলাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধভক্তি পাইবার দুইটি মার্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎমার্গ ও ক্রম-মার্গ। লোভ ও শ্রদ্ধোদিত সাধুসঙ্গ-দ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনই সাক্ষাৎ-মার্গ। আর প্রথমে কাম্যকর্ম্মত্যাগ, দ্বিতীয়ে কর্ম্মযোগাশ্রয়, তৃতীয়ে অষ্টাঙ্গ-যোগগত ধ্যান, চতুর্থে আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞান ও পঞ্চমে পরমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানজনিত সাধনভক্তিরূপ ক্রমমার্গই সাধারণী প্রথা ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—সুকরত্বাদপ্রমাদত্বাজ জ্ঞানগর্ভত্বাচ্চানভিসংহিতং ফলং কর্ম্ম-যোগং স্তৌতি,—শ্রেয়ো হীতি। অভ্যাসান্মৎস্মৃতিসাততারূপাদনিষ্পন্নাজ্ জ্ঞানং স্বাত্মসাক্ষাৎকৃতিরূপং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরম্; পরমাত্মোপলব্ধিদ্বারত্বাৎ জ্ঞানাচ্চ তস্মাদনিষ্পন্নাৎ সাধনভূতং ধ্যানং স্বাত্মচিন্তনলক্ষণং বিশিষ্যতে—স্বহিতত্বে শ্রেয়ো ভবতি; ধ্যানাচ্চ তস্মাদনিষ্পন্নাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্তস্মিন্ শ্রেয়ান্; ত্যক্তফলং কর্ম্মৈব প্রশস্ততরম্; ত্যাগাদনন্তরং শান্তিস্ত্যক্তফলাদনুষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণোঽনন্তরং মনঃ-শুদ্ধিরিত্যর্থঃ। তথা চ শুদ্ধে মনসি ধ্যানং নিষ্পদ্যতে; নিষ্পন্নে ধ্যানে স্বসাক্ষাৎকৃতিরূপং জ্ঞানং; জ্ঞানে নিষ্পন্নে তৎফলভূতং পরমাত্মজ্ঞানম্; তেন পরা ভক্তিস্তয়ৈশ্বর্য্যপ্রধানস্য মম প্রাপ্তিরিতি দুর্গমোঽয়মুপায় ইতি ভাবঃ। ন চায়মর্জ্জুনং প্রত্যুপদেশস্তস্যৈকান্তিত্বাৎ। সনিষ্ঠা নিষ্কামকর্ম্মরতা হরিধ্যায়িনশ্চ স্বাত্মানমনুভূয় ততোঽভ্যুদিতয়া হরিবিষয়কয়া পারমৈশ্বর্য্যগুণয়া পরয়া ভক্ত্যা হরিং প্রেমাস্পদমনুভবন্তো বিমুচ্যন্ত ইতি গীতাশাস্ত্রার্থপদ্ধতিঃ। কিন্ত্বেকান্তিত্বাসক্তং প্রতীতিবোধ্যম্ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর সহজসাধ্য প্রমাদশূন্য ও জ্ঞানগর্ভত্ব নিবন্ধন ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন 'শ্রেয়ো হি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা—অভ্যাস হইতে আমার স্মৃতির অবিচ্ছিন্নতারূপ অভ্যাস যদি নিষ্পন্ন না হয়, তবে তাহা হইতে আত্ম-সাক্ষাৎ রূপ জ্ঞানই শ্রেয়ঃ ও অতিশয় প্রশস্ততর। কারণ—উহা পরমাত্মার উপলব্ধির দ্বারস্বরূপ। আবার যদি উহা নিষ্পন্ন না হয়, তবে তাহার সাধন স্বরূপ স্বীয় আত্মচিন্তা-

স্বরূপ ধ্যানই বিশেষত্ব লাভ করে। অর্থাৎ নিজ হিতবিষয়ে অতিশয় শ্রেয়ঃ হয়। যদি (কোন কারণ বশতঃ) ধ্যানেরও সম্পাদন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কর্ম্মফল ত্যাগই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ফলের কামনাহীন কর্ম্মই অতিশয় প্রশস্ততর। কর্ম্মফল ত্যাগের পর শান্তি। তাৎপর্য্য এই, ফলের কামনাশূন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করার পর, মনঃ শুদ্ধি হয়। মন শুদ্ধ হইলে ধ্যান নিষ্পন্ন হয়, ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে স্বীয় আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান নিষ্পন্ন হইলে, তাহার ফলস্বরূপ পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয়। সেই জ্ঞানের ফলে পরা-ভক্তি, সেই পরা-ভক্তির দ্বারা ঐশ্বর্য্য-প্রধান আমার প্রাপ্তি হয়—এই উপায় দুর্গম—ইহাই ভাবার্থ। কিন্তু ইহা অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ নহে—কারণ অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত। সনিষ্ঠ নিষ্কাম —তবে কি ? যাহারা নিষ্ঠাসহকারে নিষ্কাম-কর্ম্মে আসক্ত ও ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যানপরায়ণ তাহারা স্বীয় আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া তাহা হইতে উদিত শ্রীহরি-বিষয়ক পরমৈশ্বর্য্য গুণাত্মক শ্রীহরি-বিষয়ক পরমৈশ্বর্য্যফলক পরা-ভক্তির দ্বারা প্রেমের আস্পদ শ্রীহরিকে অনুভবকরতঃ মুক্ত হয়, ইহাই গীতা শাস্ত্রোপদেশের পদ্ধতি (প্রণালী) কিন্তু ঐকান্তিকতায় অনাসক্তের প্রতি, ইহাই জানিবে ॥ ১২॥

অনুভূষণ—ফলাভিসন্ধিশূন্য কর্ম্মযোগ সুকর অর্থাৎ অনায়াসসাধ্য, প্রমাদ-শূন্য অর্থাৎ ভ্রান্তি-সম্ভাবনারহিত, এবং জ্ঞানগর্ভ বলিয়া শ্রীভগবান্ স্তুতি-মুখে প্রশংসা করিতেছেন। অভ্যাস অর্থাৎ শ্রীভগবানের অবিরত স্মৃতিরূপ সাধন যদি নিষ্পন্ন না হয়, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অবলম্বন করা উচিত। পরমাত্মার উপলব্ধির দ্বারস্বরূপ যে জ্ঞান, তাহাও নিষ্পন্ন না হইলে, আত্ম-চিন্তারূপ ধ্যানই বিশেষ অর্থাৎ ধ্যানাবলম্বনেই শ্রেয়ঃ লাভ হয়। যদি ধ্যানও অনিষ্পন্ন অর্থাৎ অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মফল-ত্যাগই শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ ফলকামনা রহিত কর্ম্মই প্রশস্ততর। ত্যাগের পর শান্তি লাভ হয় এবং ফলকামনাশূন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রভাবে মনের শুদ্ধি জন্মে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে তখন ধ্যান নিষ্পন্ন হয়। আর ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে তখন আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানও লাভ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার ফলভূত পরমাত্ম-জ্ঞানও জন্মে ও তদ্দ্বারা পরা-ভক্তির উদয় হয়। এই জাতীয় ভক্তির দ্বারা কিন্তু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রধানরূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উপায় দুর্গম।

অর্জ্জুন শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত সুতরাং তাঁহার প্রতি এই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা মনে করা উচিত নহে। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে অধিকার অনুযায়ী উপদেশ দিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

সনিষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্মরত, শ্রীহরির ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ হৃদয়ে আত্মানুভব করেন এবং সেই অনুভবের দ্বারা উদিত শ্রীহরি-বিষয়ক পরমৈশ্বর্য্যগুণযুক্তা পরাভক্তির দ্বারা শ্রীহরিকে প্রেমের আস্পদ অনুভবকরতঃ বিমুক্তি লাভ করে, ইহাই গীতাশ্রাস্ত্রের উপদেশ-প্রণালী। কিন্তু ইহা ঐকান্তিক ভক্তিতে আসক্তিরহিত ব্যক্তিগণের প্রতীতি বোধের জন্য জানিতে হইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"তদনন্তর কথিত স্মরণ, মনন ও অভ্যাসের মধ্যে যথাপূর্ব্ব (বা পূর্ব্বক্রমে) শ্রেষ্ঠ তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—'শ্রেয়ঃ' ইত্যাদি। 'অভ্যাসাৎ'—অভ্যাস হইতে 'জ্ঞানং'—আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, এই কথিত আমার মনন 'শ্রেয়ঃ'—শ্রেষ্ঠ। অভ্যাস হইলে আয়াসে বা কষ্টেই ধ্যান হইবে; কিন্তু মনন হইলে অনায়াসেই ধ্যান হয়, এই বিশেষ; সেই 'জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে'—শ্রেষ্ঠ, এই অর্থ; কিজন্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ধ্যানাৎ'—ধ্যান হইতে 'কর্ম্মফলত্যাগঃ'—কর্ম্মফল-স্বর্গাদিসুখসমূহের নিষ্কাম কর্ম্মফলের এবং মোক্ষের ত্যাগ অর্থাৎ তৎস্পৃহারাহিত্য হইবে, স্বতঃ প্রাপ্তিতেও তাহার উপেক্ষা। কিন্তু নিশ্চলধ্যানের পূর্ব্বে অজাতরতিভক্তগণের মোক্ষত্যাগের ইচ্ছা হয়। কিন্তু নিশ্চল ধ্যানবানের মোক্ষের উপেক্ষা, তাহা মোক্ষলঘুকারিণী; যেমন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে 'ক্লেশঘ্নী, শুভদা' ইত্যাদি ছয়টি পদে ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেরূপ কথিত হইয়াছে— (ভাঃ—১১।১৪।১৪) আমাতে চিত্তসমর্পণকারী পুরুষ আমা ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালরাজ্যের আধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদলাভের ইচ্ছা করেন না। এস্থলে মষ্যর্পিতাত্মা—মদ্ধ্যাননিষ্ঠ। 'ত্যাগাৎ'—বিতৃষ্ণার পরই 'শান্তিঃ'—মদ্রূপগুণাদি বিনা সকল বিষয়েই ইন্দ্রিয়গণের উপরতি। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে 'শ্রেয়ঃ' ও 'বিশিষ্যতে' পদদ্বয়ের সহিত অন্বয়, উত্তরার্দ্ধে 'অনন্তরম্' এই পদেরই সহিত অন্বয়হেতু এই ব্যাখ্যাই সম্যক্ যুক্তিযুক্ত, অন্য-প্রকার নহে, এইরূপ বুঝিতে হইবে" ॥ ১২ ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্ব-প্রাণীর প্রতি) অদ্বেষ্টা (দ্বেষ-রহিত), মৈত্রঃ (মিত্র-ভাবাপন্ন) করুণঃ এব চ (এবং দয়ালু), নির্ম্মমঃ (মমতা শূন্য), নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কার রহিত), সমদুঃখসুখঃ (সুখে দুঃখে সমজ্ঞান-সম্পন্ন), ক্ষমী (ক্ষমাশীল), সততং সন্তুষ্টঃ (সর্ব্বদা সন্তুষ্ট), যোগী (সমাহিত চিত্ত), যতাত্মা (সংযতেন্দ্রিয়), দৃঢ় নিশ্চয়ঃ (দৃঢ় অধ্যবসায় বিশিষ্ট), ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মনবুদ্ধি-অর্পণকারী), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রীতির পাত্র) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—আমার ভক্ত যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষশূন্য, মিত্রভাবাপন্ন, কৃপালু, পুত্রকলত্রাদিতে মমতাশূন্য ও জড়ীয় দেহাদিতে অহঙ্কাররহিত, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্ব্বদাপ্রসন্নচিত্ত, ভক্তিযোগযুক্ত, সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ়সঙ্কল্প এবং আমাতে মনবুদ্ধিসমর্পণকারী—তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভক্ত—সর্ব্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃই দ্বেষশূন্য অর্থাৎ যে-সকল লোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে, তাহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না, বরং সকলের প্রতি মিত্রতা করিয়া থাকেন ; অসদ্গতি হইতে কিসে কুপথগামি-জীবের রক্ষা হইবে, তদ্বিষয়ে কৃপালু এবং জড়ীয়-দেহের সম্বন্ধে নির্ম্মম অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য ; অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াও তাহাতে প্রারব্ধ ফল প্রাপ্ত হন না, অতএব সক্ষম ; যদৃচ্ছা-লাভে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত তিনি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট ; উপায়-শৃঙ্খলক্রমে ফলোদ্দেশনিষ্ঠারূপ যোগপরিনিষ্ঠিত ; দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সর্ব্বদা নিরুপাধিক-প্রেম-লাভের জন্য যত্নশীল, যাঁহার এইরূপ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, তিনি—আমার ভক্ত ও প্রিয় ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীবলদেব—এবমেকান্তিভক্তান্ পরিনিষ্ঠিতাদীননেকান্তিভক্তান্ সনিষ্ঠাংশ্চ তত্তৎসাধনভেদৈরুপবর্ণ্য তেষাং সর্ব্বোপরঞ্জকান্ গুণান্ বিদধাতি,—অদ্বেষ্টেতি সপ্তভিঃ। সর্ব্বভূতানামদ্বেষ্টা দ্বেষং কুর্ব্বৎস্বপি তেষু মৎপ্রারব্ধানুগুণ-

পরেশপ্রেরিতান্যমূনি মহ্যং দ্বিষন্তীতি দ্বেষশূন্যঃ ; পরেশাধিষ্ঠানান্যমূনীতি তেষু মৈত্রঃ স্নিগ্ধঃ ; কেনচিন্নিমিত্তেন খিন্নেষু মাভূদেষাং খেদ ইতি করুণঃ ; দেহাদিষু নির্ম্মমঃ প্রকৃতেরমী বিকারা ন মমেতি তেষু মমতাশূন্যঃ ; নিরহঙ্কারস্তেষ্বাত্মাভিমানরহিতঃ ; সমদুঃখসুখঃ সুখে সতি হর্ষেণ দুঃখে সতি উদ্বেগেন চাব্যাকুলঃ ; যতঃ ক্ষমী তত্তৎসহিষ্ণুঃ সততং সন্তুষ্টো লাভেঽলাভে চ প্রসন্নচিত্তঃ ; যতো যোগী গুরূপদিষ্টোপায়নিষ্ঠঃ ; যতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়বর্গঃ ; দৃঢ়নিশ্চয়ো দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিভবিতুমশক্যতয়া স্থিরো নিশ্চয়ো ; হরেঃ কিঙ্করোঽস্মীতি অধ্যবসায়ো যস্য সঃ ; অতো ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ ; এবম্ভুতো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ প্রীতিকর্ত্তা ॥ ১৩-১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে পরিনিষ্ঠিত একান্তিভক্ত ও যাহারা অনৈকান্তি সনিষ্ঠভক্ত তাহাদিগের প্রতি সাধনার প্রকার ভেদ দ্বারা বর্ণনা করিয়া বিশেষরূপে সকলের প্রীতিপ্রদ গুণ কর্ত্তব্যরূপে বর্ণনা করিতেছেন।—অদ্বেষ্টেত্যাদি সাতটি শ্লোক দ্বারা। সমস্ত প্রাণীর অদ্বেষ্টা অর্থাৎ দ্বেষ যাহারা করে, তাহাদের প্রতিও আমার প্রারব্ধবশে অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত ঐগুলি আমাকে দ্বেষ করিতেছে, এই মনে করিয়া দ্বেষশূন্য। উহারা পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান, এই জ্ঞানে তাহাদের উপর মৈত্র অর্থাৎ ভালবাসাপূর্ণ। কোন নিমিত্তে কেহ খেদযুক্ত হইলে তাহাদের প্রতি, ইহাদের খেদ না হউক—এইরূপ ভাবাপন্ন করুণ। দেহাদিতে মমতাশূন্য অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতির বিকার আমার নহে এই বোধে তাহাদের উপর মমতাশূন্য। নিরহঙ্কার অর্থাৎ সেই দেহাদির উপর আত্মাভিমান-রহিত। সমদুঃখ-সুখ—সুখ হইলে আনন্দের দ্বারা এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে উদ্বেগের দ্বারা অব্যাকুল। যেই হেতু—ক্ষমাশীল অর্থাৎ সেই হেতু সেই সেই বিষয়ে সহিষ্ণু।

সেইজন্য সকল সময়ে সন্তুষ্ট থাকা। লাভে বা অলাভে (ক্ষতিতে) প্রসন্ন চিত্ত। যেই হেতু যোগী—গুরুর উপদিষ্ট উপায়ের প্রতি একনিষ্ঠ। যতাত্মা—জিতেন্দ্রিয়। দৃঢ়নিশ্চয়—কুতর্কের দ্বারা অভিভূত হয় না বলিয়া স্থির ও নিশ্চয়ভাবে আমি শ্রীহরির দাস এইরূপ অধ্যবসায় .যাহার সে, এই হেতু আমাতে অর্পিত মন ও বুদ্ধি সম্পন্ন (ভক্ত)। এই প্রকার যে আমার ভক্ত সে আমার প্রিয় (প্রীতি-কারী) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে সনিষ্ঠ এবং পরিনিষ্ঠিত ঐকান্তিক ভক্তগণের

সেই সেই সাধন-ভেদসমূহ বর্ণনা করতঃ তাঁহাদের সর্ব্বোপরঞ্জক গুণসমূহ সাতটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন।

প্রথমেই বলিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রতি অদ্বেষ্টা অর্থাৎ ভূতসমূহ দ্বেষ করিলেও তিনি মনে করেন যে, ইহা আমার প্রারব্ধবশে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত; সুতরাং তাঁহাদের কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব নাই। অধিকন্তু সকলের মধ্যেই পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহারা সকলের প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন অর্থাৎ স্নিগ্ধ। কোন নৈমিত্তিক কারণে কাহাকেও খেদযুক্ত দেখিলে তাহার খেদ না হউক, এইরূপ বিচারে তাহার খেদ নিবারণে যত্নশীল হন বলিয়া তাঁহারা করুণ। দেহাদি-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে, ইহা প্রকৃতির বিকার সুতরাং আমার স্বরূপ-সম্বন্ধীয় নহে জানিয়া দেহাদিতে মমতা শূন্য। এবং দৈহিক-ব্যাপারে আত্মাভিমান-রহিত। সুখ ও দুঃখে সমজ্ঞানী অর্থাৎ সুখ উপস্থিত হইলে আনন্দে এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে বিষাদে ব্যাকুল হন না। তাঁহারা ক্ষমাশীল বলিয়া সকল বিষয়ে সহিষ্ণু। তাঁহারা সতত সন্তুষ্ট থাকেন অর্থাৎ লাভে কিম্বা অলাভে, এমন কি ক্ষতিতেও তাঁহারা প্রসন্নচিত্ত। যেহেতু তাঁহারা যোগী অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট সাধনে নিষ্ঠাবান্। তাঁহারা ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। তাঁহারা দৃঢ় নিশ্চয় সুতরাং কেহ কোন দৃঢ় কুতর্কের দ্বারা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না; অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্কল্পে তাঁহারা স্থির নিশ্চয় হইয়া অবিচল থাকেন। ঐকান্তিক ভক্তের ইহা একটি বিশেষ গুণের অন্যতম। এইরূপ গুণ লাভের কারণ আমি শ্রীহরির কিঙ্কর এইরূপ অধ্যবসায় যুক্ত অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাসপরায়ণ। অতএব তাঁহাদের মন-বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই শ্রীভগবানে সমর্পিত সুতরাং এতাদৃশ ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয় অর্থাৎ প্রীতিকারী।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে যে সাধুলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতেও পাই,—

> "কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
> সত্যসারোহনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥" ইত্যাদি (১১।১১।২৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

> "কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
> নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥

সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥" (মধ্য ২২।৭৪-৭৬)

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"এই প্রকার শান্তির ভক্ত কি প্রকার হয়? এই অপেক্ষায় বহুবিধ ভক্তের স্বভাব-ভেদের কথা বলিতেছেন—'অদ্বেষ্টা' ইত্যাদি আটটি শ্লোকে। 'অদ্বেষ্টা'—যে দ্বেষ করে, তাহাকে দ্বেষ করেন না, প্রত্যুত 'মৈত্রঃ'—মিত্রভাবাপন্ন, 'করুণঃ,—ইহাদিগের অসৎগতি না হউক, এই বুদ্ধিতে তাহাদিগের প্রতিও কৃপালু। আচ্ছা, কি প্রকার বিবেকদ্বারা দ্বেষীর প্রতিও মৈত্রী ও কারুণ্য হয়? তাহা বিবেকব্যতীতই হয়, তাই বলিতেছেন—'নির্ম্মমঃ' 'নিরহঙ্কার'—পুত্রকলত্রাদিতে মমতার অভাবে ও দেহে অহঙ্কার অভাব হওয়ায় আমার সেই ভক্তের কাহারও প্রতি দ্বেষ থাকে না; কিজন্য পুনরায় দ্বেষজনিত দুঃখের শান্তি নিমিত্ত তিনি বিবেক স্বীকার করিবেন, এই ভাব। যদি বলা যায় যে, অন্যে যদি তাঁহাকে পাদুকা দ্বারা বা মুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করে, তাহা হইলে তাঁহার দৈহিক বেদনাজনিত কিঞ্চিৎ দুঃখও হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সমদুঃখসুখম্'—যেরূপ ভগবান্ চন্দ্রার্দ্ধশেখর (শিব) বলিয়াছেন (ভাঃ—৬।১৭।২৮)—'নারায়ণপরভক্তগণ কোন প্রকারেই ভীত হন না, কারণ তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ এবং নরকে তুল্যদর্শী'। সুখ ও দুঃখের সমবোধই সমদর্শিত্ব; ও তাহা এই—আমার প্রারব্ধ ফল, ইহা আমার অবশ্য ভোগ্য, এই ভাবনাযুক্ত। সমদর্শী হইয়া সহিষ্ণুদিগের ন্যায় দুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'ক্ষমী'—ক্ষমবান্, ক্ষম ধাতু সহনার্থে। আচ্ছা, এরূপ ভক্তের জীবিকা কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সন্তুষ্টঃ'—যদৃচ্ছালব্ধ অথবা অতি সামান্য যত্নে প্রাপ্ত ভক্ষ্যবস্তুতে সন্তুষ্ট; আচ্ছা, পূর্ব্বে 'সমদুঃখসুখ' বলা হইয়াছে, তাহা হইলে স্বভক্ষ্যাদর্শনে সন্তুষ্ট কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সততং যোগী'—ভক্তিযোগযুক্ত, ভক্তিবিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য, এই ভাব। যেরূপ কথিত হইয়াছে—"প্রাণধারণের জন্য আহারের জন্য প্রযত্নপর হইবে। এইরূপে প্রাণধারণ যুক্ত। তাহাদ্বারা তত্ত্ব-বিষয়ে চিন্তা হয়। তাহা বিশেষ জানিলে ব্রহ্মলাভ হয়।" দৈবাৎ ভক্ষ্য না পাইলেও

'যতাত্মা'—সংযতচিত্ত, ক্ষোভ-রহিত, এই অর্থ। দৈবাৎ চিত্তের ক্ষোভ উপস্থিত হইলেও তাহা উপশমের জন্য অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসাদি করেন না, তাই বলিতেছেন—'দৃঢ় নিশ্চয়ঃ'—আমার অনন্যা-ভক্তিই কর্ত্তব্য, এইরূপ স্থির-নিশ্চয় তাহার শিথিল হয় না, এই অর্থ। সকল বিষয়ে হেতু—'ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ'—আমার স্মরণমনন-পরায়ণ এই অর্থ। ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়, অর্থাৎ আমাকে অতি প্রীতি প্রদান করেন, এই অর্থ ॥ ১৩-১৪ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

অন্বয়—যস্মাৎ (যাহা হইতে) লোকঃ (কোন লোক) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না), যঃ চ (এবং যিনি) লোকাৎ (লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না), যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে) মুক্তঃ (পরিমুক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ ॥১৫॥

অনুবাদ—যাহা হইতে কোন লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি কোন লোকের নিকট হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে পরিমুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥১৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাহা হইতে লোকসকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, এবং লোক-দ্বারা যিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না,—এরূপ হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে যিনি পরিমুক্ত, তিনি—আমার প্রিয় ॥১৫॥

শ্রীবলদেব—যস্মাল্লোকঃ কোঽপি জনো নোদ্বিজতে—ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন লভতে, যঃ কারুণিকত্বাজ্জনোদ্বেজকং কর্ম্ম ন করোতি; লোকাচ্চ যো নোদ্বিজতে—সর্ব্বাবিরোধিত্ববিনিশ্চয়াদ্ যদুদ্বেজকং কর্ম্ম লোকো ন করোতি; যশ্চ হর্ষাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্ম্মুক্তো, ন তু তেষাং মোচনে স্বয়ং ব্যাপারী;—অতি-গম্ভীরাত্মরতিনিমগ্নত্বাত্তৎস্পর্শেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ; তত্র স্বভোগ্যাগমোৎসাহো হর্ষঃ, পরভোগ্যাগমাসহনমমর্ষঃ, দুষ্টসত্ত্বদর্শনাধীনো বিত্রাসঃ ভয়ং, কথং নিরুত্থমস্য মম জীবনমিতি বিক্ষোভস্তূদ্বেগঃ;—এতাশ্চতস্রঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ—যাহা হইতে কোন লোক উদ্বেজিত হয় না, ভয়ের আশঙ্কায় দুঃখ বা ক্ষোভ অনুভব করে না। যিনি করুণার্দ্রচিত্ত বলিয়া কোন লোকের উদ্বেজক কোন কর্ম্ম করেন না এবং কোন লোক হইতেও যিনি উদ্বেজিত হন না। অর্থাৎ সকলের অবিরোধিত বিনিশ্চয় হেতু উদ্বেজক কর্ম্ম কেহ করে না। যিনি হর্ষ প্রভৃতি দ্বারা মুক্ত, কিন্তু হর্ষ শোকাদির ত্যাগে নিজেই ক্রিয়াযুক্ত নহে —অর্থাৎ অতিশয় গম্ভীরতাপূর্ণ-আত্মরতিতে (আনন্দেতে) নিমগ্ন হেতু তাহাদের সম্পর্কও রহিত। ইহাই অর্থ। এখানে হর্ষ শব্দের অর্থ নিজের প্রিয় ভোগ্যের আগমে (উপস্থিতিতে) উৎসাহ। এবং পরভোগ্যের উপস্থিতি দর্শনে অসহনীয় ভাবের নাম অমর্ষ। দুষ্টপ্রাণিদর্শন জন্য যে বিত্রাস—তাহার নাম ভয়। নিরুদ্যমশালী আমার জীবন কি প্রকারে থাকিবে—এই জাতীয় বিক্ষোভই উদ্বেগ। এই চারি প্রকার চিত্তবৃত্তি ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত ভক্তের গুণ দর্শন করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিলেন যে, যিনি কোন লোককে উদ্বেগ দেন না, বা কোন লোকের দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্তও হন না। তিনি সকলের অবিরোধী কর্ম্মেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া লোক তাঁহার উদ্বেগজনক কোন কর্ম্ম করে না। শ্রীভগবানের ভক্ত হর্ষাদি হইতে স্বভাবতঃই মুক্ত সুতরাং তাঁহাকে আর সেই সকলের মোচনের জন্য অর্থাৎ দূরীকরণের জন্য ক্রিয়াযুক্ত হইতে হয় না। যেহেতু তিনি অতিশয় গম্ভীর-আত্মরতিতে নিমগ্ন থাকেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না।

নিজ ভোগ্য-বিষয় উপস্থিত হইলে হর্ষ অর্থাৎ আনন্দ হয়। পরের ভোগ্য-বিষয়ে-লাভ দর্শন করিলে সহ্য করিতে না পারিয়া, অমর্ষ অর্থাৎ ক্রোধ উপস্থিত হয়। দুষ্ট প্রাণীর দর্শনে যে বিত্রাস জন্মে, তাহাকে ভয় বলে। নিরুদ্যমশীল আমার কি প্রকারে জীবন-যাত্রা রক্ষা হইবে, এইরূপ বিক্ষোভের নাম উদ্বেগ। এই জাতীয় চারি প্রকার চিত্তবৃত্তি যঁাহার নাই অর্থাৎ যিনি এই হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ সমূহের দ্বারা মুক্ত তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"আরও 'ভগবানে যঁাহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, দেবগণ সকল গুণের সহিত তাঁহাতেই সম্যক্ অবস্থান করেন।' ভাঃ...৫।১৮।১২ ইত্যাদি উক্তি হইতে আমার প্রীতিজনক অন্য গুণগণও বার বার অভ্যস্ত আমার ভক্তি দ্বারা

স্বতঃই উৎপন্ন হয়, সেগুলিও তুমি শ্রবণ কর, তাই বলিতেছেন…'যস্মাৎ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। 'হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তঃ'—প্রাকৃত হর্ষাদি হইতে মুক্ত, ইত্যাদি কথিত গুণসকল ছাড়া কোন কোন গুণের দুর্লভত্ব জ্ঞাপনের জন্য পুনরায় বলিতেছেন…'যো ন হৃষ্যতি' ইত্যাদি'' ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—যঃ মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত যিনি) অনপেক্ষঃ (অপেক্ষাশূন্য), শুচিঃ (পবিত্র), দক্ষঃ (নিপুণ), উদাসীনঃ (অনাসক্ত), গতব্যথঃ (উদ্বেগশূন্য), সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগী), সঃ (তিনি) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আমার ভক্ত যিনি ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, নিপুণ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, নিপুণ, উদাসীন, ব্যথাশূন্য ও আরব্ধ কার্য্যসকলের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আমার ভক্ত—আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—অনপেক্ষঃ স্বয়মাগতেঽপি ভোগ্যে নিস্পৃহঃ ; শুচির্বাহ্যাভ্যন্তর-পাবিত্র্যবান্ ; দক্ষঃ স্বশাস্ত্রার্থবিমর্শসমর্থঃ ; উদাসীনঃ পরপক্ষাগ্রাহী ; গতব্যথোঽ-পকৃতোঽপ্যাধিশূন্যঃ ; সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী স্বভক্তিপ্রতীপাখিলোদ্যমরহিতঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনপেক্ষ—স্বয়ং (আপনা আপনি) উপস্থিত ভোগবস্তুতেও নিস্পৃহ। শুচি—বাহিরে ও অভ্যন্তরে পবিত্রতা-সম্পন্ন। দক্ষ—স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও তদর্থনির্ণয়ে সমর্থ। উদাসীন—পরপক্ষের প্রতি আগ্রহশূন্যতা। গতব্যথ—অপকার করিলেও আধিশূন্য (দুঃখশূন্য)। সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী—স্বীয় ভক্তির প্রতিকূল অখিল উদ্যমরহিত ॥ ১৬ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তের গুণ-বর্ণনে আরও বলিতেছেন যে, যিনি অনপেক্ষ অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে স্বয়ং আগত ভোগ্য-বস্তুতেও স্পৃহাশূন্য। যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে পবিত্রতা রক্ষা করেন,—তিনি শুচি ; যিনি স্বীয়

ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ-বিচারে সমর্থ, তিনি দক্ষ। যিনি পরপক্ষ গ্রহণ করিয়া কোন কথা বলেন না অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য, তিনি উদাসীন; যাঁহার অপকার করিলেও তিনি দুঃখ পান না অর্থাৎ মনোবেদনাশূন্য, তিনি গতব্যথ; আর যিনি স্বীয় ভক্তি-প্রতিকূল অখিল উদ্যমরহিত, তিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী হইয়াছেন। এই গুণ-বিশিষ্ট ভক্তই শ্রীভগবানের প্রিয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"ব্যবহারিক কার্য্যে অপেক্ষা-রহিত, ব্যবহারিক লোকসমূহে অনাসক্ত, সমস্ত ব্যবহারিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল এবং শাস্ত্র-অধ্যাপনাদি কোনও কোনও পারমার্থিক আরম্ভের অর্থাৎ উদ্যমেরও পরিত্যাগ করিতে স্বভাব-বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয় হন" ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হন না), ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভকর্ম্ম-ত্যাগী), যঃ (যিনি) ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যিনি লৌকিক প্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদে শোক করেন না, যাঁহার প্রাকৃত বস্তুলাভে আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি পাপ ও পুণ্য উভয় কর্ম্মত্যাগী এবং যিনি আমার প্রতি ভক্তিমান্, সেই ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি জড়ীয়-ফল-লাভে আশাবান্ বা হৃষ্টচিত্ত হন না, জড়ীয়-ফল-লাভের ব্যাঘাত হইলে দ্বেষ বা শোক করেন না এবং সমস্ত শুভাশুভ আত্মসাৎ করেন না, সেই ভক্তিমান্ জনই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—যঃ প্রিয়ং পুত্রশিষ্যাদি প্রাপ্য ন হৃষ্যতি; অপ্রিয়ং তৎ প্রাপ্য তত্র ন দ্বেষ্টি; প্রিয়ে তস্মিন্ বিনষ্টে ন শোচতি; অপ্রাপ্তং তন্নাকাঙ্ক্ষতি; শুভং পুণ্যমশুভং পাপং তদুভয়ং প্রতিবন্ধকত্ব-সাম্যাৎ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ--যিনি প্রিয় পুত্র ও শিষ্যাদি পাইয়াও আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় তাহা পাইয়াও দ্বেষ করেন না। সেই প্রিয় বস্তু নষ্ট হইলে যিনি শোক করেন না, অপ্রাপ্ত সেই বস্তুকে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না। শুভ—পুণ্য, অশুভ—পাপ ; এই দুইটিরই প্রতিবন্ধকত্ব হিসাবে তুল্যতা থাকায়, ইহা পরিত্যাগ করিবার স্বভাব যাঁহার তিনি ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—যিনি প্রিয় পুত্র বা শিষ্যাদি পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হন না এবং অপ্রিয় সেই সকল পাইয়া তাহাতে দ্বেষ করেন না। প্রিয় বস্তু-বিনাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত প্রিয়বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না, পাপ এবং পুণ্য উভয়ই ভক্তির প্রতিবন্ধক জানিয়া পরিত্যাগ করিতে স্বভাব-বিশিষ্ট, এইরূপ গুণশালী ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন,—

"পুণ্য যে সুখের ধাম, তাহার না লইও নাম,
পাপ-পুণ্য দুই পরিহরি ॥"

শ্রীল দাস গোস্বামীকৃত মনঃশিক্ষায়ও পাওয়া যায়,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ "॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়— [যঃ—যিনি] ভক্তিমান্ (ভক্তিমান্) নরঃ (মানব) শত্রৌ চ মিত্রে চ (শত্রুতে ও মিত্রতে) তথা (তদ্রূপ) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমান-বিষয়ে) সমঃ (তুল্যভাব-বিশিষ্ট) শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু (শীত-গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখে) সমঃ (সমভাবাপন্ন), সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (অনাসক্ত), তুল্য-নিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যভাব), মৌনী (সংযতবাক্), যেন

কেনচিৎ (যৎকিঞ্চিৎ লাভে) সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ (গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য), স্থিরমতিঃ (নিশ্চল মতি), [সঃ—তিনি] মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—যে ভক্তিমান্ মানব শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, আসক্তিশূন্য, নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞান বিশিষ্ট, মৌনী, যাহাকিছু-লাভে সন্তুষ্ট, অনিকেত, স্থির-বুদ্ধি, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৮-১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শত্রু-মিত্র, মানাপমান, শীতোষ্ণ এবং সুখ-দুঃখের প্রতি সমতা, কুসঙ্গশূন্যতা, তথা নিন্দা ও স্তুতিতে সাম্যবুদ্ধি, যাহাতে-তাহাতে সন্তোষ, মৌন-ধর্ম্ম, গৃহাসক্তিশূন্যতা ও স্থিরমতি সহজে লাভ করত আমার ভক্ত আমার প্রিয় হন ॥ ১৮-১৯ ॥

শ্রীবলদেব—সমঃশত্রৌ চেতি স্ফুটার্থঃ। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কুসঙ্গশূন্যঃ তুল্যেতি। নিন্দয়া দুঃখং স্তুত্যা সুখঞ্চ যো নবিন্দতি ; মৌনী যতবাক্ স্বেষ্টমনন-শীলো বা ; যেন কেনচিদদৃষ্টাকৃষ্টেন রুক্ষেন স্নিগ্ধেন বান্নাদিনা সন্তুষ্টঃ ; অনিকেতো নিয়তনিবাসরহিতো নিকেতমোহশূন্যো বা ; স্থিরমতির্নিশ্চিত-জ্ঞানঃ। এষদ্বেষ্টেত্যাদিষু সপ্তসু যেষু গুণানাং পুনরপ্যভিধানং তত্তেষা-মতিদৌর্লভ্যজ্ঞাপনার্থমিত্যদোষঃ। সনিষ্ঠাদীনাং ত্রিবিধানাং ভক্তানাং সম্ভূয় স্থিতা এতেঽদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মা যথাসম্ভব-তারতম্যেনৈব সুধীভিঃ সঙ্গমনীয়াঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—'সমঃ শত্রৌ চ' ইহার অর্থ সহজ। সঙ্গবিবর্জিত-কুসঙ্গশূন্য। তুল্যঃ অর্থাৎ নিন্দার দ্বারা দুঃখ ও স্তুতির দ্বারা সুখকে যিনি বোধ করেন না। মৌনী—সংযত বাক্যশালী অথবা স্বীয় অভীষ্ট বস্তুর মননশীল ব্যক্তি। যে কোন রূপ অদৃষ্টবশতঃ লব্ধ খাদ্য, রুক্ষ বা স্নিগ্ধ অন্নাদির দ্বারা সন্তুষ্ট। অনিকেত—নিয়ত (স্থির) নিবাসরহিত (শূন্য) অথবা নিকেতে—মোহশূন্য। স্থিরমতি—নিশ্চিতজ্ঞান। এই অদ্বেষ্টা ইত্যাদি সাতটিতে গুণসমূহের পুনরায় অভিধান (বলার কারণ)—সেই তাদের অতিশয়দৌর্লভ্য জ্ঞাপনের জন্য এই হেতু পুনরুক্তি দোষ নাই। সনিষ্ঠ প্রভৃতি ত্রিবিধ ভক্তের মধ্যে এই অদ্বেষ্টৃত্বাদি ধর্ম্ম মিলিতভাবেই স্থিত ; তবে যথাসম্ভব তারতম্যে স্থিতি সুধিগণ কর্ত্তৃক অবধারণ কর্ত্তব্য ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তের স্বভাব যে কিরূপ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকে বলিয়া এক্ষণে তাহার উপসংহারে এই শ্লোকদ্বয় বলিতেছেন।

শত্রু ও মিত্রের প্রতি যিনি সমভাবাপন্ন, মান ও অপমানে অর্থাৎ কেহ বিহিত বিধানে সমাদর করিলে কিম্বা স্থানান্তরে কেহ অনাদর বা অবজ্ঞা করিলে, যাঁহার তুল্যবোধ, শীত ও উষ্ণ-বিষয়ে এবং সুখ ও দুঃখজনক ব্যাপারে যিনি সমজ্ঞান করেন, যিনি কোন প্রকার কুসঙ্গ করেন না। কাহারও নিন্দায় দুঃখ এবং কাহারও স্তুতিতে সুখ অনুভব করেন না অর্থাৎ নিন্দা ও প্রশংসাকে তুল্যবোধ করেন ; যিনি মৌনী অর্থাৎ বাক্য সংযমী অথবা সর্ব্বদা ইষ্টদেবের মননশীল ; অদৃষ্টক্রমে শরীর যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যে কোন প্রকার রূক্ষ বা স্নিগ্ধ দ্রব্যই লাভ হউক না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি অনিকেত অর্থাৎ নিয়ত এক স্থানে থাকেন না ; অথবা মোহশূন্য। যিনি স্থির মতি অর্থাৎ পরমার্থ-বিষয়ে যাহার জ্ঞান নিঃসংশয়রূপে স্থির ; এবম্বিধ গুণশালী ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয় হন ॥ ১৮-১৯ ॥

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'ভক্তিযোগো' নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যে তু (আর যাঁহারা) যথোক্তং (উক্তপ্রকার) ইদং (এই) ধর্ম্মামৃতং (ধর্ম্মরূপ অমৃতকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তে (সেই-সকল) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ) ভক্তাঃ (ভক্তগণ), মে (আমার) অতীব প্রিয়াঃ (অত্যন্ত প্রিয়) ॥ ২০ ॥

ইতি—শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবৎ-গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—আর যাঁহারা মৎবর্ণিত আনুপূর্ব্বিক এই ধর্ম্মামৃতের উপাসনা করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাবান্ মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০ ॥

ইতি—শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে 'ভক্তিযোগ' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মৎপর-শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহারা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে আনুপূর্ব্বিক মদ্বর্ণিত ধর্ম্মামৃতের পর্য্যুপাসনা করেন, তাঁহারা—আমার ভক্ত, অতএব আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নির্ব্বিশেষ-বাদ ও সবিশেষ-বাদ, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম কোন্টি,—এই আশঙ্কা-নিরসনের জন্য এই অধ্যায়ে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা প্রথম ছয় অধ্যায়োক্ত ধ্যানগর্ভ কর্ম্মযোগ-দ্বারা জড়-বিশেষ-মুক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষমার্গে আমাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা অত্যন্ত-কষ্টকর মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বভূত-হিত-কামনা-দ্বারা শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ লাভ করত নির্ব্বিশেষ-চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদ্বিশেষ-বিশিষ্ট আমাকে চরমে লাভ করেন। সাধুসঙ্গদ্বারা যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া গুরুপদাশ্রয় করত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধনভক্তি-দ্বারা নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাববান্ হইয়া আমাতে রত হন, তাঁহাদের মার্গই সমীচীন ; অতএব শুদ্ধভক্তিই শ্রেয়ঃ। যে-পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ লাভ না হয়, সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগ-মার্গই প্রশস্ত ; তাহাতে কর্ম্মযোগ, ধ্যান, আত্মযাথাত্ম্য জ্ঞান-দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তি ক্রমশঃ উদিত হয়। যাঁহাদের সাধুসঙ্গক্রমে হরিবিষয়িণী শ্রদ্ধা বা পরম-ভক্তদিগের চরিত্রে লোভ উদিত হয়, তাঁহাদের ঐ ক্রমমার্গের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়োক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন ; ভক্তিনির্দ্দিষ্ট সদুপায়-দ্বারাই তাঁহাদের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় এবং আমি স্বয়ং তাঁহাদের সহায় হই ;—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

ইতি—দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।

শ্রীবলদেব—উক্তভক্তিযোগমুপসংহরন্ তস্মিন্নিষ্ঠা-ফলমাহ,—যে স্বিতি। যে ভক্তা যথোক্তং 'ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্' ইত্যাদিভির্যথাগতমিদং ধর্ম্মামৃতং

পর্য্যুপাসতে—প্রাপ্যং মামিব প্রাপকং তৎ সমাশ্রয়ন্তি, শ্রদ্দধানা ভক্তি-শ্রদ্ধালবো মৎপরমা মন্নিরতাস্তে মমাতীব প্রিয়া ভবন্তি ॥ ২০ ॥

বশঃ স্বৈকজুষাং কৃষ্ণঃ স্বভক্ত্যেকজুষাং তু সঃ।
প্রীত্যৈবাতিবশঃ শ্রীমানিতি দ্বাদশ নির্ণয়ঃ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—উক্ত ভক্তিযোগের উপসংহার (শেষ) করিবার সময় তাহাতে নিষ্ঠার ফলের কথা বলিতেছেন—'যে ত্বিতি'। যেই সমস্ত ভক্তগণ আমি যাহা যাহা বলিয়াছি। যথা "আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া যাঁহারা আমাকে" ইত্যাদির দ্বারা যথাগত এই ধর্ম্মরূপ অমৃতের সম্যক্রূপে উপাসনা করে—প্রাপ্য আমার ন্যায় সেই প্রাপককে আশ্রয় করে। শ্রদ্ধাবান্—ভক্তিশ্রদ্ধাশীল ও আমাকে পরম জানিয়া অনবরত আমাতেই রত থাকেন, তাঁহারা আমার অতিশয় প্রিয় হন ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ একনিষ্ঠ সেবকগণের বশ এবং স্বীয় ভক্তিমান্ ঐকান্তিকদিগের প্রীতিতেই অতিশয় বশীভূত হন শ্রীমান্ ভগবান্; ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে নির্ণয় করিয়াছেন।

ইতি—দ্বাদশ অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের উপসংহার পূর্ব্বক সেই ভক্তি-নিষ্ঠার ফল বলিতেছেন।

যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে মদ্বর্ণিত এই ধর্ম্মামৃতের সম্যক্ আরাধনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত ও অত্যন্ত প্রিয়। ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন, কেবল গুণ লাভের দ্বারা নহে। আবার একথাও সত্য যে, ভক্তের ভক্তি ফলেই যাবতীয় গুণ স্বভাবতঃ উদিত হয়, আর শ্রীহরির অভক্তের মহৎ গুণ কোথায়? এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥" (৫।১৮।১২)

ইহার দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ভক্তেই নিখিল-গুণের সমাবেশ, অভক্তের কোনও মহৎ গুণ নাই।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"কথিত বহুবিধ স্বভক্তনিষ্ঠ ধর্ম্মসমূহের উপসংহরণ-সাকল্যে ইহা লাভ করিতে ব্যক্তিগণের শ্রবণ, পাঠ ও বিচারাদির ফললাভ বলিতেছেন—'যে তু' ইত্যাদি। এইগুলি ভক্তিজনিত-শান্তিজনিত ধর্ম্ম, প্রাকৃত গুণ নহে। 'ভক্তি দ্বারাই কৃষ্ণ তুষ্ট হন, গুণের দ্বারা নহেন'—এইরূপ কোটি উক্তি আছে। 'তু'—ভিন্ন উপক্রমে। উক্ত লক্ষণযুক্ত ভক্তগণ এক একটি স্বস্বভাবনিষ্ঠ। কিন্তু তত্তৎ সর্ব্বপ্রকার সল্লক্ষণ-পিপাসু এই সকল সাধকগণও সেই সকল সিদ্ধগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, অতএব 'অতীব' এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুখময়ী সর্ব্বসাধ্যসুসাধিকা ভক্তির এবম্ভূত গুণসমূহ এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে। যদিও নিম্ব ও দ্রাক্ষার ন্যায় জ্ঞান ও ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি তত্তৎ আস্বাদলোভীসাধকগণ নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষানুসারে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

গীতার এই দ্বিতীয় ষট্‌কের নাম ভক্তিযোগ। প্রথম ষট্‌কের নাম কর্ম্ম-যোগ ও শেষ বা তৃতীয় ষট্‌কের নাম জ্ঞানযোগ বলা হয়। প্রথম ও শেষ ষট্‌কের মধ্যবর্ত্তী এই ভক্তিযোগ কৌটার মধ্যস্থ রত্নের ন্যায় আদরণীয়।

গীতাশাস্ত্রের মধ্যে এই দ্বাদশ অধ্যায়টি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে যে সকল তত্ত্ব-বিষয়ের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই অধ্যায়ের প্রথমেই নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্ম-তত্ত্বের যাঁহারা উপাসনা করেন ও চিদ্বিলাস পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহারা পরম শ্রদ্ধা-সহকারে মনোনিবেশপূর্ব্বক নিত্যযুক্ত হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ? এবং ইঁহাদের উপাসনার ফলাফল বিচারিত হইয়াছে। ইহা জ্ঞানী ও ভক্ত সকলের বিশেষ আলোচনার ও বিচারের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে শ্রীভগবানে মনোনিবেশের উপায় কি? তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ কাঁহারা শ্রীভগবানের প্রিয়? তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

এবং চতুর্থতঃ উপসংহারে কাঁহারা যে শ্রীভগবানের অতীব প্রিয় তাহাও উদাহৃত হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের ইহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীধর স্বামিপাদ এই অধ্যায়ের উপসংহারে বর্ণন করিয়াছেন যে "অব্যক্ত ব্রহ্মের পথ ক্লেশকর ও বিঘ্নবহুল। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্তিরূপ সৎপথ আশ্রয় করিয়া সুখপ্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভজনা করিবেন" ॥ ২০ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।